অপরূপ

বজলুর রহমান

একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

অপরূপ

www.pathagar.com

অপরূপ

বজলুর রহমান

www.pathagar.com

অপরূপ

একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

বজলুর রহমান

প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
একুশে গ্রন্থ মেলা-২০০৫

মুদ্রণ
মীম প্রিন্টার্স
ঢাকা

প্রচ্ছদ
মুবাশ্বির মজুমদার

বিনিময় : একশত চল্লিশ টাকা মাত্র।

আ.পা.প্র-২৮

www.pathagar.com

মুখ ভরা কথা আর হৃদয় ভরা কাহিনী,
এই নিয়েই মানুষ। কারও কথা
মুখ ফুটে বের হয়, কারও বের হয় না।
সময়ের পাকে হৃদয়ের কাহিনী ভিন্নরূপে
আত্মপ্রকাশ করে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীময়। আবার
কত কাহিনী কালের নিষ্ঠুরতায় জন্মের আগেই
মৃত্যু গহ্বরে চিরদিনের জন্যে চাপা পড়ে থাকে।
দেখে না আলোর মুখ। আমি খেয়ালী দুর্বৃত্ত।
খেয়ালের বশে অকারণে টেনে এনেছি
মৃত্যু গহ্বর থেকে পঁচে যাওয়া কাহিনী।
সৌরভের পুজারী জগতে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে
অমার্জনীয় অপরাধ করলাম। তবু
কেউ যে নাক টিপে পথ চলবে এটাও
যে দৃষ্টি আকর্ষণের একটি উত্তম
হাতিয়ার। আশীর্বাদ চাইনে,
অভিশাপের আঘাতের স্পর্শটুকু চাই।

- গ্রন্থকার।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

অনুজ

ডাঃ ফজলুর রহমান

কে—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক

সমস্ত আকাশ মেঘে ঢেকে রয়েছে। বাইরে খুব জোরে ঝড়ো বাতাস বয়ে যাচ্ছে। শোবার ঘরের জানালার পাশে দাড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছি। কেন যে মনটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছিনে। এখানে এসে অবধি মনের বলে সময় কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। এখন সে মনই আমার সাথে শত্রুতা শুরু করে দিয়েছে। তবু মনকে স্বাভাবিক রাখবার জন্যে প্রায়ই বই পড়ে সময় কাটাচ্ছি। কিন্তু কি যে ছাই পড়ছি তা মনে রাখতে পারছিনে। নিজের প্রতি ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে। গত জীবনের উপর দিয়ে অনেক দুঃখময় সময় চলে গেছে। যা আমার জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। কেমন করে এই ভারী জীবনটাকে এতো দূরে টেনে নিয়ে এলাম তা ভাবতে বিস্ময় বোধ করছি। কত বিচিত্র জীবন নিয়ে লেখা বই পড়েছি, তার কতক বাস্তব, কতক কল্পনা তা জানিনে। আমার জীবনটা নিয়েও যে একটা বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলা যায় তাই নিয়ে মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে। আমিও সেদিকে দৃষ্টি ফিরাতে চেষ্টা করছি। এমন একদিন ছিল সেদিন কাগজ কলম দেখলেই লেখার ভাবটা জেগে উঠতো। ঝোকের বসে কত কিছু লিখতাম আর মনে মনে পুলক অনুভব করতাম। বাবার সংসারের অশান্তি আমাকে যে সারাক্ষণ পেষণ করত তা উপশম করতে কিছু সময় কাগজ কলম নিয়ে ভুলে থাকতে চেষ্টা করতাম। শেষ পর্যন্ত তাও ধরে রাখতে পারলাম না। একটু স্নেহ ভালবাসা পেতে চেয়েছি, পেয়েছি নির্দয়তা। সেই কঠিন বাস্তবতার মোকাবেলায় মন মানসিকতাকে স্বাভাবিক রাখতে পারিনি। লেখা ছেড়ে দিতে হয়েছে, সে প্রায় তিন যুগ আগের কথা।

আমি তখন বেনাপোল স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। একদিন স্কুলে যেয়ে বন্ধু মাহমুদের কাছে শুনলাম পল্লী কবি জসীম উদ্দীন সাহেব তাদের বাসায় বেড়াতে এসেছেন। সংবাদটা শুনে আনন্দে আমি যেন লাফিয়ে উঠলাম। বন্ধুকে বললাম, তাঁর সাথে আমি একটু দেখা করতে চাই। স্কুলের ঘন্টা বেজে গেছে। এখনই ক্লাশে স্যার আসবেন। তবু যেন মনে হলো যদি যেতে পারতাম কবির সাথে দেখা করতে! যেতে পারলাম না। তখনকার দিনে আমরা স্কুলে শিক্ষককে যমের মত ভয় করতাম। যদিও আমি পড়া লেখার ব্যাপারে কোন শিক্ষকের কাছে কোন দিন শাস্তি পাইনি। সব শিক্ষকই আমাকে ভালবাসতেন, কেবল আরবী-উর্দু শিক্ষক ছাড়া।

www.pathagar.com

যাকে আমরা হুজুর বলে ডাকতাম। কেন যে এই হুজুরের সাথে আমার বনিবনা ছিল না তা তখন বুঝতে পারতাম না। বুঝেছিলাম অনেক পরে। হুজুরের ছোট ভাই ছিল ক্লাশে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। কোন বছর সে ক্লাশে প্রথম হত আমি দ্বিতীয় হতাম। আবার কোন বছর আমি প্রথম হতাম সে দ্বিতীয় হত। একবার এক তাজ্জব ব্যাপার হয়ে গেল। সপ্তম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উঠবো। আগেই জেনে গেছি এবার আমি প্রথম স্থান পেয়েছি। রেজাল্টের দিন খুব আনন্দ সহকারে স্কুলে গেলাম। আব্বা চাচাও গেলেন। যথাসময়ে নাম ডাকা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য। এক থেকে দশ পর্যন্ত নাম ডাকা হয়ে গেল, আমার নামই উল্লেখ করলেন না। এরই মধ্যে আবু বকর স্যার, যিনি বাংলা পড়াতেন, তিনি নাম ডাকা বন্ধ করে দিলেন। হুজুর নাম ডাকছেন। নিষেধ করাতে তিনি ক্ষেপে গেলেন। স্কুল কমিটি, অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবকগণ উপস্থিত। সবাই অবাক হয়ে গেলেন। ব্যাপার কি! সবাই জানতেন আমি মেধাবী ছাত্র। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল সব ক্লাশের নাম ডাকা শেষ হয়ে গেলে আমার পরীক্ষার খাতা দেখা হবে। আমার অসীম মনোবল, আমাকে একটুও দমাতে পারলো না। আমি কোন বিষয়েই ফেল করতে পারিনে এমন দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে। নাম ডাকা শেষ করে সবাই লাইব্রেরীতে যেয়ে বসলেন। আমার পরীক্ষার সব খাতা বের করা হলো। দেখা গেল আমি সব বিষয়েই সকলের উপরে আছি, কিন্তু উর্দুতে ফেল করেছি। আবু বকর স্যার চ্যালেঞ্জ করলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল হুজুর ইচ্ছে করেই আমাকে ফেল করিয়ে দিয়েছেন। হুজুর নিজের ভুল স্বীকার করে নিলেন। তাকে অসম্মান না করে আমার নামটি দ্বিতীয়তে রাখা হল। সেদিন থেকে কেন জানিনে হুজুরের দৃষ্টি আমার উপর পড়ে গেল। তাঁর শিক্ষকতার শেষ দিন, এমনকি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ দিতেন, ভাল বাসতেন।

স্কুলে যখন টিফিনের ঘন্টা বাজলো তখন জোর করেই মাহমুদকে টেনে নিয়ে তাদের বাসায় গেলাম। ওর বাবা কাষ্টমস অফিসার। এর আগেও ওদের বাসায় গিয়েছি। যেয়ে দেখি কবিবর বন্ধুর মায়ের সাথে গল্প করছেন। আমরা সালাম দিয়ে তাঁর সামনে যেয়ে দাড়ালাম। বন্ধুর মা আমাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। আমাকে খেতে দিলেন। এর আগে ওদের বাসায় অনেক বার খেয়েছি কিন্তু আজ যেন খেতে লজ্জাবোধ করছি। তবু মাথা নীচু করে খেয়ে নিলাম। কবিবর আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন- ছেলেটি বড় লাজুক। মাহমুদ সাথে সাথে বললো- না মামা। মাসুদ লাজুক নয়, বড় মুখ ওর। ও খুব গল্প বলতে পারে। কত

www.pathagar.com

ভাল ভাল গল্প ও জানেরে বাবা! ওর মা আর কবিবর দু'জনেই স্বশব্দে হেসে উঠলেন। আমি লজ্জা ঢাকবার জন্যে বললাম হাঁ, গল্প জানি না ছাই জানি! ওঁরা আবার হেসে উঠলেন। কবি তার বোনকে বললেন, তোমার ছেলে একটা ভাল বন্ধু পেয়েছে। এমন ছেলের সাথে বন্ধুত্ব করা যায়। আমরা উঠে পড়লাম। এতোক্ষণে হয়তো ক্লাশ শুরু হবার সময় হয়ে এসেছে। দেরী হয়ে গেলে আবার স্যারের কাছে পিটুনি খেতে হবে যে! বললাম- মামা। আপনি কাল আমাদের স্কুলে আসেন না একবার? আপনার কথা শুনতে আমাদের খুব ইচ্ছে। কবিবরের উত্তরের আগেই মাহমুদের মা বললেন- ভাইজান, আপনি কাল যান না একবার। আমার ছেলে কেমন স্কুলে পড়ছে একটু দেখে আসুন। আর ছেলেরা যখন এতো করে বলছে।

কবিবর বললেন- আমি তো সকালেই চলে যাব ভাবছি। তবে তোমার ছেলেরা যদি খুশী হয় তবে যাব বৈকি। আমরা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলাম।

সে রাতটি আমার কিভাবে কেটেছিল তা জানিনে। পরদিন সকালে অস্থির হয়ে পড়েছি কখন স্কুলে যাব। পল্লী কবি জসীম উদ্দীন আমাদের স্কুলে আসবেন, যার লেখা কবিতা আমরা বইতে পড়ছি। কেমন যেন আনন্দের শিহরন বয়ে যাচ্ছে আমার মন প্রাণে। অন্যান্য দিন সকালে একটু পড়ালেখা করে তার পর মাঠে ভাত নিয়ে যেতাম। আব্বা মাঠে লাঙ্গল চাষ করতেন তাই সকালে না খেয়েই গরু-লাঙ্গল নিয়ে চলে যেতেন। আজকে আব্বাকে ভাত দিয়ে আসবার কথাও যেন ভুলে গেলাম। আমি মেজ ভাই ফাহাদ আর আখতার মামা এক সাথে স্কুলে যেতাম। কেবলই তাদের তাড়া লাগাচ্ছি কখন স্কুলে যাব। মামা বললেন সেকি কথা! মাঠে ভাত দিয়ে আসতে হবে না? কি আর করি। অগত্যা আব্বার জন্যে মাঠে ভাত নিয়ে গেলাম।

ক্লাশে যেয়ে বসলাম। সামনের বেঞ্চিতে প্রথমেই আমি বসি। আমার পাশে মাহমুদ। সে তখনও আসেনি। মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কবি মামা কি চলে গেলেন। মাহমুদ তো এখনও এলো না, সেও কি মামার সাথে বেড়াতে গেছে? তখন সময় জ্ঞান ছিল না। অন্য মনস্কভাবে বসে আছি। কেবল জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেলে রেখেছি কখন কবি মামা আসবেন। ছেলে মেয়েরা হৈ হুল্লোড় করছে, সেদিকে আমার কোন খেয়াল নেই। আমি ছিলাম ক্লাশের ক্যাপ্টেন, তাই কেউ আমাকে বিরক্ত করতে সাহস করছে না। এক সময় আমাকে অবাক করে কবি মামা আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, কি ভাগ্নে। তোমাকে এমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?

www.pathagar.com

হঠাৎ হৃদয়টা আমার খুশীতে ভরপুর হয়ে গেল। উঠে দাড়িয়ে সালাম জানালাম। বললাম- আপনাকে না পেয়ে ভাবছিলাম।

কি ভাবছিলে? তোমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছি? সবাই আমাকে পাগলা কবি বলে জানে। এ সময় আমাকে কি কেউ দেখতে পেত। কোন ফাঁকে ডুব মারতাম, কেউ টেরও পেত না। তোমার মত একটা ভাগ্নে পেয়ে কেন যে পাগলা মন এতো উতলা হয়ে উঠলো তা বুঝতে পারছিনে। তুমি কি জাদু জান? নিয়ে যাবে তোমাদের বাড়ীতে?

এবার আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। কবি মামা বলেন কি! সত্যি তিনি আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে যাবেন? আহ! আজ যদি আমার মা বেঁচে থাকতেন। যতদিন জীবিত থাকতাম তত দিন গর্ব করে বলতে পারতাম পল্লী কবি জসিম উদ্দীন আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলেন, বৃদ্ধা দাদীর সহযোগিতায় আমাকে নিজে রান্না করতে হত। চাল হাড়িতে একটু বেশী হয়ে গেলে পানি দিতে দিতে ভাত হাড়ি ভর্তি হয়েও যেন ধরতো না। সেই অফুটন্ত ভাত পানি দিয়ে গরম করে দু'দিন, তিন দিন পর্যন্ত খেয়েছি। আমি বিস্ময়ে হতবাক! আমরা একবার রান্না করে তিন দিন খাই আর কবি মামা বলেন কি নতুন ভাগ্নের বাড়ী বেড়াতে যাব! আমাকে লজ্জিত হতে দেখে তিনি বললেন- তুমি ভয় পেয় না ভাগ্নে। আমি তোমাদের বাড়ী যাচ্ছিনে। মাহমুদের কাছে হয়তো শুনে থাকবেন, তাই তিনি বললেন- তুমি ছোট কালে মা হারিয়েছ, তাই তোমার কথা ফেলতে পারলাম না, নইলে কেউ আমাকে এই স্কুলে টেনে আনতে পারতো না। কথা শেষ করে তিনি আমার পাশেই গা ঘেঁষে বেঞ্চিতে বসে গেলেন। ইতোমধ্যে সব স্যারেরা কবির আগমনের সংবাদটি পেয়ে গেছেন। আবু বকর স্যার এসে সালাম জানিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন। তিনি কবিকে লাইব্রেরীতে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। কবি আমার হাত ধরে লাইব্রেরীতে যেয়ে ঢুকলেন। স্যারেরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। কবি বুঝতে পেরে বললেন, মাসুদ আমার ভাগ্নে, আমি তার মামা। আমি পাগলা কবি, কোথায় থাকব তা আমার জানা না থাকলেও এই নতুন ভাগ্নের কথা যে ভুলবো না তা জানা আছে। লাইব্রেরীতে কিছু সময় অবস্থান করে স্যারদের সাথে আলাপ পরিচয় করলেন। হেড স্যার চা, নাস্তার আয়োজন করলেন। আমি হেড স্যার সুবোধ বাবুর কাছ থেকে কবিবরের জন্যে ক্লাশে কিছু সময় চেয়ে নিলাম। প্রায় দু'ঘন্টা কবিবর কবিতার ছলে আমাদের অনেক রসাত্মক কাহিনী শোনালেন। এক সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার কাছে এসে একটা খাতা কলম নিলেন। আমার নামের সাথে মিলিয়ে সুন্দর চার লাইন কবিতা

www.pathagar.com

লিখে দিলেন। বললেন- আর নয় এবার আসি। কাল সকালেই চলে যাব, পারলে দেখা করো ভাগ্নে। তিনি স্কুল ছেড়ে চলে গেলেন।

ছুটির পর বন্ধুর সাথে তাদের বাসায় গেলাম কবি মামার সাথে শেষ দেখা করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, তাঁর সাথে দেখা হল না। তিনি ভগ্নিপতির সাথে কোথায় যেন বেড়াতে গেছেন। বন্ধুর মা সেদিন তাদের বাসায় থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি থাকতে পারিনি, কেননা রাতে আমাকে আবার রান্না করতে হবে, নইলে আব্বা, ছোট দু'টি ভাই না খেয়ে থাকবে। বাড়ী চলে এলাম। আর কোন দিন সেই কবি মামার সাথে দেখা হয়নি।

কয়েক মাস পরে বন্ধুর বাবা বদলি হয়ে যান চট্টগ্রাম। বন্ধুও চলে যায় তার বাবা মার সাথে। আমাদের আর্থিক দূরাবস্থার জন্যে আর কোন দিন বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি। কয়েক বছর পর যখন আমার পড়া ছাড়তে হয়েছিল তখন সেই বন্ধুর খোঁজে বাংলাদেশের বহু অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছি কিন্তু তার কোন সন্ধান পাইনি। কবি মামার খোঁজে ফরিদপুর গিয়েছি কিন্তু আমার বদ নসীব তিনি তখন পরপাড়ে পাড়ি জমিয়েছেন। জানিনে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আমার কথা মনে রেখেছিলেন কিনা। তাঁর সে চার লাইন কবিতাই আমার মাথায় অদ্ভুত খেয়াল চাপিয়ে দিলো। কবিতা লিখতে শুরু করলাম। লিখি আর ভাবি লেখা ভাল হয়নি। কেউ দেখে ফেললে ঠাট্টা করবে, উপহাস করবে। ছিঁড়ে ফেলি। আবার লিখি। না কবিতা লেখা আমার ধাতে সইলো না। গল্প লিখতে আরম্ভ করলাম। লিখি আর পড়ে দেখি মন্দ হচ্ছে না। লিখতে থাকলাম। লোক লজ্জার ভয়ে চুরি করে লিখতে হত। অনেক সময় কাগজ কলমের অভাবে লিখতে পারতাম না। বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল না। এমনিতেই কষ্টে সৃষ্টে সংসার চলে। কাগজ কলম কেনার পয়সা পাব কোথায়? কলা গাছ, খাড়া গাছ লাগাতাম। তাই বেচে পয়সা করে তবে খাতা কলম কিনতাম। আবার লেখার সময়ও পেতাম না। রাতে আলো জ্বালিয়ে রাখা যেত না। বাবার কঠোর হুশিয়ারী, সন্ধ্যার পরে খেয়ে নিয়ে আলো নিভিয়ে দিতে হবে। বিকেলে কাপড়ের মধ্যে খাতা কলম লুকিয়ে নিয়ে পাতলা পুকুরের পশ্চিম পাড়ে বাগানের মধ্যে বসে লিখতাম।

একদিন একটা গল্প লিখতে লিখতে বেলা গেল, লেখা শেষ হয় না, আমার উঠা হয় না। যতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল লিখতে থাকলাম। অন্ধকার হয়ে এলো। এবার উঠে পড়লাম। বাড়ীর দিকে যাব। সামনে পড়ে গেলেন মহর আলি চাচা। তিনি গরু খুঁজতে

www.pathagar.com

এসেছিলেন। আমাকে অন্ধকারে দেখে চমকে উঠলেন। বললেন- কে?

আমি।

মাসুদ?

হ্যাঁ।

অন্ধকারে কোথায় ছিলে?

আমি কি বলবো ভেবে পেলাম না। তিনি বললেন- তোমার হাতে কি দেখি। খাতাখানা তিনি নিলেন। বললেন- কিসের খাতা?

এমনই-।

তার মানে?

আমি কোন কথা বললাম না। তিনি বললেন- বাড়ী যাও, আমি আগে পড়ে দেখি তুমি কি লিখেছ। তিনি খাতাখানা নিয়ে চলে গেলেন। আমি ভয়ে ভয়ে বাড়ীর পথ ধরলাম। বেশ কয়েকদিন আর ওদিকে গেলাম না। লেখা বন্ধ। কি করে খাতাখানা হাতে পাই সে চিন্তা করি, কিন্তু আমি তার কাছে যেয়ে চেয়ে নিতে সাহস করতে পারলাম না। একদিন সকাল দশটার দিকে ভয়ে ভয়ে মহর চাচার বাড়ী গেলাম। তিনি বাড়ী নেই। বুকে বল পেলাম। চাচীর কাছ থেকে অনুনয় বিনয় করে খাতাখানা নিয়ে এলাম। ইতোমধ্যে মহর চাচা আমার চাচার সাথে বলেছে, পেটে বল নেই তা আবার কুস্তি লড়ে। তোমার ভাইপো এখনও ব'অক্ষর শিখলো না তা আবার গল্প লিখতে শুরু করেছে! কি হবে ওদের স্কুলে দিয়ে। মাঠে লাঙ্গল চষতে দাও, তাতে কাজ হবে। পেট পুরে দু'টো খেতে পারবে। চাচা আব্বাকে বললেন, লেখা পড়া বন্ধ করে দিয়ে মাঠের কাজে লাগিয়ে দিতে। বাবা তখনই লেখা পড়া বন্ধ করবার জন্যে চাপ দিলেন না। আমিও ভরসা পেয়ে গেলাম। আমি সময় পেলেই লিখতে থাকলাম। রাতের বেলা আমাদের বৈঠকখানায় থাকতাম। সেখানে একটি কাঠের আলমারি ছিল। তার একটা ইতিহাস আছে।

আমাদের গ্রামের উত্তর পার্শ্বে ডুব পাড়া গ্রাম। সেখানে একটি চাচের বেড়ার মসজিদ ছিল। সেখানে পাকা ঘর করবে তাই সেটা সরানো দরকার। আমার বাবা চাচা একটি মাদ্রাসা করবার নিয়তে সে চালাঘরটি কিনে নিয়ে এলেন। ঐ সাথে ঐ কাঠের আলমারীটাও এলো। চাঁচ আর চাল দিয়ে একটি ছোট ঘর উঠিয়ে দেওয়া হল। এর পাশে একটা বড় কাঁঠাল গাছ ছিল। আমার বাবার দাদা সেখানে ঈদের নামায পড়তেন। তাই তার নাম ঈদগাহ তলা। আমার দাদার আমলের শেষ সময় বিশ্বাসরা

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতায় না পেরে কৌশল অবলম্বন করলেন। তারা দাদীকে ধর্ম মেয়ে পাতিয়ে নিয়ে গেলেন। সে থেকে বিশ্বাসরা আর দাদারা মিলে পশ্চিম পাশে বড় ঈদগাহ বানালেন। কাঁঠাল তলার ঈদগাহ সেদিন থেকে কেবল নাম সর্বস্ব হয়ে থাকলো। আমি আজও সে ঈদগাহ আর কাঁঠাল গাছটার কথা ভুলতে পারিনি। বিরাট কাঁঠাল গাছ। মূল গাছটা আট ফুট উঠে দু'দিকে দু'টি শাখা বিস্তার করে অনেক জায়গা জুড়ে বিরাজ করছিল। এই গাছটা নিয়ে আমার সব সময়ই বিস্ময় বোধ ছিল। কেবল আমারই নয়, আমাদের গ্রামের প্রতিটি মানুষের-। দু'শাখাই দু'রকম কাঁঠাল ধরত। হাজারের উপরে কাঁঠাল দাড়াতো। স্বাদে গন্ধে সৌরভে দু'রকম ছিল। চৈত্র মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত পাঁকা কাঁঠাল পাওয়া যেত। চাচা যেদিন সে গাছটি কাটতে চাইলেন সেদিন আমি খুব কেঁদে ছিলাম। তার পরিবর্তে তাকে দু'টি গাছ দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি শুনলেন না। বড় করাতি দিয়ে মাঝখান থেকে লম্বালম্বি অর্ধেক কেটে নিলেন। এমন নিষ্ঠুর কাজ এ জগতে কেউ করেছে কিনা তা আমার জানা নেই।

সেখানে যে মাদ্রাসা ঘর উঠানো হয়েছিল সেখানে আমরা পড়তাম। বরিশালের এক হাফেজ সাহেব পড়াতেন। বছর দুই মত তিনি ছিলেন। তিনি দেশে বেড়াতে গেলেন আর এলেন না। মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেল। সেখান থেকে সেই কাঠের আলমারীটি নিয়ে এসে বৈঠকখানায় রাখা হল। তাতে তিনটি তাক ছিল। উপরের দু'টি তাকে কোরআন শরীফ, কায়দা, আমপারা রাখা হত। নিচের তাকে আমার লিখিত গল্পের পাণ্ডুলিপিগুলো রাখতাম। কষ্ট করে পয়সা বাচিয়ে একটা তালা কিনে তাতে লাগিয়েছিলাম। শ্রাবণ মাস। সারা দিন বৃষ্টি হচ্ছে। আমি বেনাপোল থেকে ভিজতে ভিজতে বাড়ি এলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ভিজে কাপড় পাল্টিয়ে রাতের খাবার খেয়ে বৈঠকখানায় গেলাম শোবার জন্যে। যেয়ে দেখি আলমারীর তালা নেই। ডালা খুলে দেখলাম সবই আছে কেবল আমার লেখা খাতাগুলো নেই। তখন মনে হয় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। কতক্ষণ সেই অবস্থায় ছিলাম তা জানিনে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে শোকে দুঃখে কেঁদে কেঁদে রাত শেষ করলাম। শরীর কাঁপিয়ে জ্বর এলো। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে সেই জ্বরে ভুগলাম। বহু অনুসন্ধান করেও আমার সেই লিখিত খাতাগুলো আর পেলাম না। কে এগুলো চুরি করলো তা আজও অজানাই থেকে গেল।

www.pathagar.com

দুই

যখন হাইস্কুলে উপরের ক্লাশে পড়তাম, তখন মুনীর বলে একটি ছেলে আমার সাথে পড়ত। তার বাবা ছিলেন রেলের টিকিট মাষ্টার। মাষ্টারের বাড়ী নাটোরে। মুনীরের সাথে মাঝে মাঝে ষ্টেশনে তাদের কোয়ার্টারে বেড়াতে যেতাম। তার বাবা মা আমাকে নিজের ছেলের মত যত্ন করতেন। মুনীরের সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সে মাঝে মাঝে তাদের বাসায় নিয়ে যেত। তার মা আমাকে না খাইয়ে কোন দিন ছেড়ে দিতেন না। ওখানে যাতায়াত করতে করতে একদিন ঐ ষ্টেশনের চেক পোষ্টেই এক নামকরা লেখকের সাথে পরিচয় হয়ে গেল। তিনি ছিলেন ট্রেন চেক পোষ্টের একজন কর্মকর্তা। আমি গরীব ঘরের সাধারণ একটা ছেলে, তবু আমার প্রতি তাঁর যেন কেমন একটা দুর্বলতা এসে গেল। এরও কারণ ছিল। মনে করেছিলাম এমন একটা অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা কোনদিন প্রকাশ করব না। কিন্তু আজ আমি হেরে গেলাম বিবেকের কাছে। সত্য প্রকাশ না করলে আত্মার যে মৃত্যু হয় সেটা জেগে উঠলো হৃদয়ে। বছরের প্রথম দিক। রেজাল্ট হয়ে গেছে। ক্লাশ হচ্ছে না। স্কুলে এসে ঘুরে ফিরে বাড়ী চলে যাই। এমনই একদিন মুনীরের সাথে গেলাম ষ্টেশনে বেড়াতে। বরিশাল এক্সপ্রেস ট্রেন লাইনে দাড়িয়ে। এখানে যাদের নামার তারা নেমে গেছে। এখন ভারতীয় যাত্রীদের মালামাল চেক হচ্ছে। তাদের পাসপোর্টের কাজ হচ্ছে। আমরা যেয়ে দেখি গেটের পাশে রেলিং ধরে একটি যুবক দাড়িয়ে। তার বিপর্যস্ত চেহারা। চোখে মুখে বেদনার ছাপ। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সামনে দাড়িয়ে থাকা ট্রেনের একটা কামরার দিকে। ষ্টেশনে এতো মানুষের মধ্যে তাকে বড় বেমানান দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম এখানে এভাবে দাড়িয়ে আছেন কেন? কোন উত্তর পেলাম না। আবার জিজ্ঞেস করলাম। মনে হল সে আমার কথা শুনতে পায়নি। আরও নিকটে যেয়ে তার একখানা হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললাম- এখানে এমন মরার মত হা করে দাড়িয়ে আছ কেন? যুবকটি অস্ফুট স্বরে কি যেন বললো বুঝতে পারলাম না। দেখলাম সে যেন নীরবে কাঁদছে। তার বয়স আমার চেয়ে বেশী। দু'চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি ঝরছে। আমার দায়িত্ব বোধটা জেগে উঠলো। বললাম- কোন বিপদে পড়লে বলতে পার, চেষ্টা করে দেখব কিছু করতে পারি কি না। যুবকটির মুখ দিয়ে এবারও কোন কথা বের হল না, কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

এরপর আমতা আমতা করে যা বললো- ওর বাড়ী বরিশাল।

www.pathagar.com

সামনের কামরার জানালার ধারে ঐ মেয়েটিকে সে ভালবাসে। মেয়েটিও তাকে ভালবাসে। তার বাবা মায়ের সেটা পছন্দ নয়। তাই মেয়েকে নিয়ে ভারতে যাচ্ছেন, সেখানে নিয়ে যেয়ে মেয়েকে বিয়ে দেবেন। মেয়েটি বাপ মায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে সরে পড়তে পারেনি, তবু সংবাদটি তার প্রেমিকের কাছে কৌশলে পৌঁছে দিতে পেরেছে। ছেলেটি এই দুঃসংবাদ পেয়ে সেই বরিশাল থেকে তার বাবা মায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে বেনাপোল পর্যন্ত এসেছে, কিন্তু কোন প্রকার সুবিধা করতে পারেনি। ছেলেটির নাম আমান। মেয়েটির নাম সুষমা। দেখলাম মেয়েটিও জানালা দিয়ে আমানের দিকে চেয়ে চোখের পানি ফেলছে। মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে দেখে বুঝলাম সে কাঁদছে। আমি অনেক গল্প লিখেছি একখানা উপন্যাসও লিখেছি। সবই তো কাল্পনিক। আজ একি দেখছি। এযে জীবন্ত উপন্যাস। তখনই মন স্থির করে ফেললাম- এদের সাহায্য করতে হবে। আমানকে একটি বেঞ্চিতে বসিয়ে মুনীরকে সংগে নিয়ে ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে ঢুকে পড়লাম। সিরাজ মিয়াকে সংক্ষেপে ঘটনাটি বলে এ ব্যাপারে তার সাহায্য চাইলাম।

তিনি প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিলেন। আমি তার দু'খানি হাত ধরে অনুনয় বিনয় করে রাজী করালাম। তিনি পাশের পাসপোর্ট চেকের ঘরে ঢুকে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সুষমার বাবা মায়ের তলব হল। তারা ট্রেন থেকে নেমে অফিসের মধ্যে ঢুকে পড়তেই আমি ইশারা করে মেয়েটিকে নেমে আসতে বললাম। আমাদের এই ছোটা ছুটি ঐ মেয়েটি মনে হয় কিছুটা অনুভব করতে পেরেছিল। তাই ইশারা করতেই সে নেমে এল। আমি তার হাত ধরে গেটের বাইরে নিয়ে এলাম। তখনই আমানের সাথে একটি রিকশায় তুলে দিলাম। আমরাও একটি রিকশা নিয়ে বাজারে গেলাম। এখনকার মত তখন এতো বাস চলাচল করতো না। কখন বাস ছাড়বে সেই অপেক্ষায় বসে না থেকে অন্য পথ খুঁজতে চেষ্টা করলাম। পেয়েও গেলাম। সে সময় বাজারের একজন ব্যবসায়ী একখানা নতুন বেবী টেক্সি কিনেছিল। সে টেক্সিখানা পেয়ে গেলাম। তাতে তাদের উঠিয়ে দিলাম। আমানের কাছে জানতে চাইলাম টাকা পয়সা আছে কিনা? সে বললো, আছে। ওরা দু'জনেই আমার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলো। আমি অপ্রস্তুত ছিলাম। লজ্জা পেয়ে গেলাম। তাদের হাত ধরে টেনে তুললাম। সুষমা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, তুমি আমার ভাই, এই হতভাগিনী বোনের যে উপকার করলে তা জীবনে ভুলবো না। বেঁচে থাকলে দেখা হবে। আমি তাকে আলিঙ্গন করে মুখে একটা চুমো দিয়ে বললাম, যাও বোন গাড়ীতে উঠ। আল্লাহ তোমাদের সহায় হবেন। ওরা গাড়ীতে উঠে বসলো। গাড়ী ছেড়ে

www.pathagar.com

দিল। আমি তাদের যাত্রা পথের দিকে চেয়ে আছি। গাড়ী অদৃশ্য হয়ে গেছে তবু যেন আমার কোন খেয়াল নেই।

মুনীরকে বললাম- ষ্টেশনের দিক এড়িয়ে চলতে। আমিও আর সেদিকে গেলাম না। এক সপ্তাহ পরের কথা। একদিন স্কুল ছুটির পর বাড়ী আসব, কেবল পাকা রাস্তায় এসে দাড়িয়েছি, এমন সময় রেল চেক পোষ্টের সেই বড় কর্মকর্তা মটর সাইকেল যোগে কোথা থেকে একেবারে আমার সামনে এসে দাড়িয়ে গেলেন। বললেন- কি ব্যাপার! সেই যে একটা আজব ঘটনা ঘটিয়ে ডুব মারলে আর দেখা নেই কেন?

আমি তাকে দেখেই চমকে উঠলাম। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেব কি একেবারে যেন বোবা হয়ে গেলাম। তিনিই কথা বললেন, কাল তো ছুটির দিন। তুমি এসো আমার অফিসে গল্প করে কাটানো যাবে।

তার মুখের দিকে চেয়ে যেন সাহস পেলাম। বললাম- যাব। কর্মকর্তার হাসি মুখ দেখে আমার বুকের ভিতর থেকে একটা জগদ্দল পাথর যেন নেমে গেল। এতোদিন আমার ধারণা ছিল এরপর না জানি কি ঘটনা ঘটে গেছে যার কারণে আমাকে হয়তো আসামীর কাঠগড়ায় দাড়াতে হবে। কিন্তু এর পরের ঘটনা গোপন থেকে গেল। কোন দিন আলোর মুখ দেখবে কিনা সন্দেহ। পরদিন আমি যখন সাহেবের বাসায় গেলাম তখন তাঁর স্ত্রী সেখানে ছিলেন। এর আগে কোনদিন তাঁকে দেখিনি। আমি যখন দরজার কড়া নাড়লাম তখন তার স্ত্রী দরজা খুলে দিলেন। আমি তাকে দেখে ঘরে ঢুকতে লজ্জা বোধ করছিলাম। তিনি বললেন- লজ্জা করছেন কেন, এসে বসুন। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। সাহেব খাটের উপর শুয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে উঠে বসলেন। একটি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। তিনি তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এ একটা আজব ছেলে। আমরা কল্পনায় কাহিনী বানাই আর এই ছেলেটা নিজেই বাস্তব কাহিনী বানাবার ক্ষমতা রাখে। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন- সেদিন কি হয়েছিল?

আমি আমানের কাছে যতটুকু শুনেছিলাম তার চেয়ে একটু বেশী করেই বলে দিলাম।

তুমি কি করে বুঝলে ওদের প্রেম সত্য ও নির্ভেজাল। এতো বড় ঝুঁকি নিয়ে এমন দুঃসাহসিক কাজ করে বসলে কোন সাহসে?

মেয়েটি যখন বুঝতে পারলো সে বাবা মায়ের হাতে বন্দী হয়ে পড়েছে তখন সে ধৈর্য না হারিয়ে কৌশলে ছেলেটিকে সংবাদটি জানিয়ে দিলো। ছেলেটি সংবাদ শুনে জ্ঞান হারায়নি। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বেনাপোল পর্যন্ত এলো। মেয়েটি জানলো তার প্রেমিক

www.pathagar.com

সাথেই আছে অথচ তার বাবা মা জানতে পারলো না, এতেই কি বোঝা যায় না ফালতু প্রেমে তারা জড়িয়ে পড়েনি। এমন নির্ভেজাল প্রেম দেখে যে প্রাণ সাড়া দেয় না সে তো অসার।

তিনি তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন- ছেলেটির মাথায় একটু বুদ্ধি সুদ্ধি আছে। আমাকে বললেন- তুমি লেখা পড়া ছেড় না। বিশেষ করে লেখার দিকে একটু বেশী করে ঝোঁক দিও।

সেদিন জানলাম তিনি একজন কথাশিল্পী। একখানা উপন্যাসও ছাপা হয়ে গেছে। তার এক কপি তিনি আমাকে উপহার দিলেন। একজন লেখকের হাত দিয়ে তার নিজের লেখা বই উপহার হিসেবে পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি এই কারণে, আমার মত একটা অযোগ্য ছেলের প্রতি তিনি যে সৌজন্য দেখালেন তা আজও আমাকে অভিভূত করে দেয়। আবার লেখার উৎসাহ পেলাম। গত কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল চুরি গেছে, তা যাক। আবার লিখতে শুরু করলাম।

ইতোমধ্যে বিশেষ কারণে আমার লেখা পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। তখন চাচার আড়তে খাতা পত্রের হিসাব লিখি। সময় পেলেই ষ্টেশনে যেতাম সাহেবের সাথে দেখা করতে। তিনি ভাল মন্দ কুশল জিজ্ঞেস করতেন। আমি কিছু লিখছি কিনা তাও জানতে চাইতেন। আমি হেসে বলতাম, লেখা পড়া শিখতে পারলাম না, মূর্খ থেকে গেলাম। এমতাবস্থায় লেখার কল্পনা করা মানে হাসির খোরাক যোগাড় করা।

তুমি লেখা পড়া কম জানলেও তোমার মেধার মূল্য আছে। চেষ্টা করলে তুমি একজন ভাল লেখক হতে পারবে। কিছু লিখে আমার কাছে নিয়ে এসো আমি তোমাকে সাহায্য করব।

ততোদিনে আমার একখানা উপন্যাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে কিন্তু কোনদিন সাহেবকে সেকথা বলিনি। আমি চেয়েছিলাম লেখা শেষ করে পাণ্ডুলিপির কপি সাহেবের হাতে দিয়ে তাকে অবাক করে দেব। যেদিন লেখা শেষ হল সেদিন আমি এতো আনন্দ পেয়েছিলাম যা ইতোপূর্বে কোনদিন পাইনি। কি করে খাতাখানা সাহেবের কাছে নিয়ে যাব আমি সে সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। আমাকে প্রতিদিন সকালে বাজারে যেয়ে আড়ৎ খুলতে হত। সেদিন ছিল হাটবার। একটা বাজার করা থলের মধ্যে খাতাখানা ভরে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে বাজারে চলে গেলাম। আড়ৎ খুলে থলেটি একটি পাটের বস্তার নীচে লুকিয়ে রাখলাম, যেন কেউ দেখতে না পায়। বেলা এগারটার দিকে এক পার্টি এল। পাট কিনবে। আমাদের পাট দেখে পছন্দ হয়ে গেল। এখনই ওজন হবে। মুঠে সর্দার মিয়াজানকে চোখটিপে দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি থলেটি বের করে দেওয়ালের গায়ে যে চাচ লাগানো ছিল তার

www.pathagar.com

মধ্যে রেখে দিলাম। কি দুঃখে যে লেখার আগ্রহ চাপলো তা আমার বোধগম্য নয়। নিজের প্রতি রাগ হতে লাগলো। আমার এমন কেউ নেই যে লেখা পড়ে আমাকে উৎসাহ দেবে আবার সব বিষয়ে সাহায্য করবে। আহ! আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন তাহলে নিজের লেখা নিয়ে এমন করে হয়রান হতে হত না।

বিকেলের দিকে একটু সুযোগ পেয়ে থলেটি বের করে ষ্টেশনে চলে গেলাম। সাহেব বাসায় ছিলেন। তিনি আর তার স্ত্রী চা খাচ্ছিলেন। আমি কোন প্রকার সংকেত না দিয়েই বাসায় ঢুকে পড়লাম। থলের ভিতর থেকে পাণ্ডুলিপিটি বের করে টেবিলের উপর রাখলাম। উপরে লেখা ছিল "কাজী বাড়ীর মেয়ে"। তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠে চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন- তুমি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ। তোমাকে আগে মিষ্টি খাইয়ে তার পর পাণ্ডুলিপি দেখব। তার স্ত্রী তখনই পাশের কামরা থেকে প্লেটে করে কয়েক প্রকারের মিষ্টি এনে দিলেন। আমি যেন লজ্জা পেয়ে গেলাম। বললাম- আপনারা না খেলে আমিও খাব না। ওরা বললেন- আমরা একটু আগেই খেয়েছি। মিষ্টিগুলো গোগ্রাসে গিলে তাড়াতাড়ি শেষ করলাম। বললাম, আমার যেটুকু করবার তা করেছি। এবার আপনার কাছে দিলাম রঙিন পোষাক পরিয়ে দিন। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, তা অবশ্যই। এতোবড় পাণ্ডুলিপি, দেখতে সময় লাগবে। আমি চাকুরী করি, সময় পেলেই দেখব। তুমি নিঃশ্চিন্ত থাক। তবে হাত পা গুটিয়ে বসে থেক না। লেখার অভ্যাস ঠিক রেখ।

সময়ের অভাবে প্রায় দু'সপ্তাহ সাহেবের সাথে দেখা করতে পারিনি, একদিন বিকেলে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন। বললেন, ভাগ্যদেবী আমার বশীভূত হয়ে গেছে। আমি প্রমোশন পেয়ে সদরে যাচ্ছি। ব্যস্ততার জন্যে তোমার পাণ্ডুলিপি দেখার সুযোগ পাইনি। এবার সদরে যেয়ে প্রচুর সময় পাব। দেখা হয়ে গেলে আমি চিঠি দেব, তুমি যেয়ে নিয়ে এস।

আমি একেবারে ভাল মানুষটি হয়ে বসে থাকলাম না। কয়েকটা গল্প লিখে একখানা খাতা ভরিয়ে ফেললাম। নাম দিলাম ব্যর্থ প্রেম। এরপর আর গল্প নয়, উপন্যাস লেখায় হাত দিলাম। ইতোমধ্যে সদর থেকে চিঠি পেলাম। সাহেব আমাকে তাড়াতাড়ি দেখা করতে বলেছেন। কোথায় থাকেন, কখন গেলে বাসায় পাব তাও লিখে দিয়েছেন। আমি একদিন গেলাম তাঁর বাসায়। তিনি অফিসে বেরিয়েছেন। কেবল দু'ধাপ সিঁড়ি পার হয়েছেন আমি উপরে উঠছি, সামনা সামনি দেখা। আমাকে দেখে খুব চিন্তিত বলে মনে হল। আমার হাত ধরে উপরে উঠে গেলেন। খাওয়ার টেবিলে একটি চেয়ারে তিনি বসে পড়লেন। আমাকে একটিতে বসতে বললেন। আমি বসে পড়লাম। কাকে যেন ডাক দিয়ে

www.pathagar.com

নাস্তা আনতে বলে দিলেন। বললেন- বাসায় একটা ঝি ছাড়া আর কেউ নেই। ও যা রান্না বান্না করে তাই খাই। তোমাকে হয়তো ভাল করে খেতে দিতে পারব না।

এতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি খেতে পারলে আমি কেন পারব না।

মেয়েটি নাস্তা নিয়ে এল। আমি খেয়ে নিলাম। এরপর তিনি প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন- মাসুদ। আমি তোমার খুব ক্ষতি করে ফেলেছি। তোমাকে কি বলে যে বোঝাব তা খুঁজে পাচ্ছিনে। আমি এই খাওয়ার টেবিলে বসে তোমার পাণ্ডুলিপি দেখছিলাম। কোথা থেকে আমার ছেলেটি এসে টেবিলের উপর পানির জগটি একেবারে উল্টিয়ে দিলো। জগটি গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল, সর্বনাশ হল তোমার পাণ্ডুলিপির। তিনি পাশের রুম থেকে খাতাটি এনে আমার সামনে ধরলেন। দোয়াতের কালি কলমে ভরে লেখা। পানি পেয়ে সব উঠে গেছে। লেখাগুলো একটুও দেখা যাচ্ছে না। প্রায়ই জায়গায় সাদা হয়ে গেছে। কোথাও আবছা আবছা লেখা দেখা গেলেও বোঝা যাচ্ছে না। মনে হল খাতার পাতাগুলো পানির মধ্যে ডুবিয়ে সব ঘষে ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে। আমার তখন কি অবস্থা হয়েছিল তা জানিনে। চোখ মুখ অন্ধকার হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম কিনা তা বলতে পারব না। এক সময় সাহেবের ডাকা ডাকিতে চোখ মেলে চাইলাম। তিনি অনুনয় করে বললেন, তোমাকে তো খুব ক্ষতি করে ফেললাম, তুমি না হয় আমার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে যাও।

একটা টাকার বাণ্ডিল আমার দিকে তিনি বাড়িয়ে ধরলেন। আমি তখন ঝাপ মেরে উঠে দাড়িয়ে ঐ বিকৃতি খাতাখানা হাতে নিয়ে টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দুপ ঢাপ করে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে এলাম। ভাগ্য দেবতাকে কোনদিন ছুতে পারিনি, মনে করেছিলাম জ্ঞান দেবতাকে আঁকড়ে ধরতে পেরেছি। কিন্তু সে যে কাছে এসে ছুয়ে দিয়ে আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে আর আমি দিনের পর দিন সহ্য করে যাব। হৃদয়টি তো আর পাষাণ নয় যে শত আঘাতে চূর্ণ হবে না। সেদিন অনেক রাতে বাড়ী ফিরেছিলাম। মনে পড়ে চব্বিশ মাইল রাস্তা আমি হেটে গিয়েছিলাম, তাই এতো রাত হয়েছিল। কাউকে না জাগিয়ে, না খেয়েই বৈঠকখানায় শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুম হয়নি। আকাশ পাতাল চিন্তা করতে করতে রাত পেরিয়ে গেল। সকালে দাদীর সাথে দেখা হতেই তিনি চমকে উঠলেন।

তোর হয়েছে কি? একেবারে যে শুকিয়ে গেছিস। জ্বর হয়েছে নাকি? তিনি বুকে পিঠে মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। দাদীর পবিত্র হাতের স্পর্শ পেয়ে নিজেকে যেন হালকা অনুভব করলাম। বাজারে আড়তে যেয়ে বসি, কাজ করে বাড়ী আসি। লিখবার কথা এক প্রকার ভুলেই গেলাম।

www.pathagar.com

তিন

শত সমস্যায় যখন আমি হাবুডুবু খাচ্ছি, তখনই মরার উপর খাড়ার ঘায়ের মতো পরিস্থিতি এসে দাড়াল। তক্কেল ভাইয়ের পীড়াপীড়িতে চাচা আমার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বিনা পারিশ্রমিকে চাচার ব্যবসা আমার দায়িত্বে চলে, তাই তক্কেল ভাইয়ের দাবী আমার বিয়ের দায় দায়িত্ব খরচ পত্র সব চাচাকেই বহন করতে হবে। কিন্তু আমি কোন মতেই বিয়ে করতে রাজী নই। নিজের তাই দাড়াবার স্থান নড়বড়ে। বিয়ে করে বউ এনে কোথায় রাখব! আর তার খাওয়া পরার ব্যবস্থাই বা কে করবে? আমার কথা হচ্ছে যতদিন নিজের পায়ে দাড়াতে না পারব ততোদিন বিয়ে করব না। কোথাও থেকে মেয়ে পক্ষের আসবার কথা শুনে আমি আগ থেকেই বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাই। চাচা তার বড় জামাই আতিয়ার আর আমার এক বন্ধুকে লাগিয়ে দিলেন যেভাবে হোক বিয়ের পীড়িতে আমাকে বসিয়ে দিতে। আমার সে বন্ধুটি ঝিকরগাছার কোন এক গ্রাম থেকে মেয়ের বাবা আর তার কতক আত্মীয়কে সংগে করে হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়ী এসে হাজির। ওদের আসবার কথা আগে জানতে পারিনি। আমি সে সময় বৈঠকখানায় খাটের উপর শুয়ে ছিলাম। তখন সেখানে আমার ভগ্নিপতি আতিয়ারও ছিল। বুঝলাম আমাকে এড়িয়ে আগে থেকেই তাদের এই যোগাযোগ চলছিল। সেদিন পালাতে না পারলেও দূরে দূরে থাকলাম। ওরা দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর বিকেলে চলে গেল। বন্ধুটি তো কত প্রকার প্রলোভন দেখিয়ে মেয়ে দেখতে যাওয়ার দিন ক্ষণ ঠিক করে ফেললো। আমি স্পষ্ট বলে দিলাম, যাব না। বন্ধু আমার হাত ধরে অনুরোধ জানালো- তুই বিয়ে করিস আর নাই বা করিস তাতে আমি জোর করব না। অন্ততঃ আমার মান রাখতে একবার এসে মেয়েটা দেখে যা।

শেষ পর্যন্ত চাচার পীড়াপীড়িতে আর আতিয়ারের জোর যবরদস্তিতে মেয়ে দেখতে গেলাম। আতিয়ারের সাথে শর্ত থাকলো- বিয়ের কোন কথা উঠবে না, মেয়ে দেখতে যাচ্ছি, দেখে চলে আসবো।

আমরা যখন সেই বাড়ীতে পৌছালাম তখন বেলা এগারটা। বন্ধু আগেই এসে বসে আছে। আমি তাকে বলে দিলাম বেশী সময় নষ্ট করবে না, তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। সে হাস্যচ্ছলে এই হচ্ছে এই দেখাচ্ছি বলে অযথা সময় ক্ষেপণ করতে লাগলো। এর মধ্যে নাস্তা এলো। আমি কিছু খাব না তবু মানবতার খাতিরে খেতে হল। দুপুরের খাওয়া দাওয়াও হয়ে

www.pathagar.com

গেল। তবু পাত্রীপক্ষের কোন তাড়া নেই। আমি অধৈর্য হয়ে আতিয়ারের উপর চাপ দিতে লাগলাম। সে বন্ধুকে চাপ দিচ্ছিল। এক সময় বুঝলাম তার তাড়া ছিল লোক দেখানো। একেবারে শেষ বিকালে আমাদের বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল। ভিতরে ঢুকেই আমি চমকে উঠলাম। বিয়ের আয়োজন চলছে বলে মনে হল। মেয়ে দেখার কথা ভুলে গেলাম। কি করে এই ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়ে বেরুতে পারি সে ভাবনায় ডুবে গেলাম। আমাকে মেয়ের সামনা সামনি বসানো হলো। একবার সামনের দিকে চেয়ে সব অনুভব করে নিলাম। কোন কথা বললাম না। আতিয়ারের লম্বা মুখ। যা বলবার সে বলছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। বন্ধু আতিয়ার পাত্রীপক্ষের একজনকে নিয়ে দূরে সরে যেয়ে আলাপ করছিল। আমি বাড়ী ফিরবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়লাম। আতিয়ারের হাত ধরে জোরে টেনে নিয়ে সরে এলাম। গম্ভীর মেজাজে জিজ্ঞেস করলাম- ব্যাপার কি? ও হাসতে হাসতে বললো- ব্যাপার স্যাপার আবার কেন, বিয়ে করতে এসেছি, বউ নিয়ে বাড়ী যাব।

আসার আগে তোমার সাথে কথা ছিল কি?

কথা আবার কি! এমন সুন্দরী মেয়ে রেখে যাব নাকি? আমি কথা দিয়েছি। ওরা এখন ঝিকরগাছা বাজারে যাবে নতুন কাপড় চোপড় কিনতে।

বুঝলাম শক্ত জালে জড়িয়ে পড়েছি। যত ছটফট করব ততো জড়িয়ে যাব। এই জাল ছিন্ন করতে গেলে কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আমি এবার উত্তেজনা না দেখিয়ে হাসতে হাসতে বললাম- সস্তার বিয়ে তা না হয় করেই যাই। চলনা আমরাও বাজারে যাই। সেখানে আমার এক অন্তরঙ্গ শিক্ষক চৌধুরী সাহেব থাকেন। তাকে না জানিয়ে আমি এখানে কি করে বিয়ে করব! তাকেও সাথে রাখতে চাই।

আমার এই প্রস্তাব শুনে ওরা সবাই খুব খুশী হল। পাত্রীপক্ষের চার পাঁচ জন আগে যাচ্ছিল আমরা তিনজন পিছনে যাচ্ছিলাম। চৌধুরী সাহেবের বাড়ীর কাছাকাছি এসে আমি বন্ধুকে বললাম তুমি ওদের সাথে যাও, আমি আর আতিয়ার চৌধুরী সাহেবকে নিয়ে পরে আসছি। বন্ধু যেন ভাল ভেবেই ওদের সাথে গিয়ে মিশে গেল। আতিয়ারকে বললাম কোন কথা না বাড়িয়ে আমি যা বলব তাই মেনে নেবে। ইতোমধ্যে যশোর-এর দিক থেকে একখানা বাস এলো। আমি হাত উঁচু করলাম, বাস দাড়িয়ে গেলো। আতিয়ারের হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়লাম। গাড়ী ছেড়ে দিল। আতিয়ারের মুখ গম্ভীর হয়ে

www.pathagar.com

গেল। আমি হাসি চেপে রাখতে পারছিলাম না। কেবল আঁড় চোখে তার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলাম। অনেক রাত করে বাড়ী ফিরলাম। আতিয়ার বাড়ীর ভিতর চলে গেল। আমি কারও সাথে দেখা না করেই বৈঠকখানায় শুয়ে পড়লাম। সকালে আব্বার সাথে চাচার বেশ কিছুক্ষণ ঝগড়া ঝাটি হয়ে গেল আমার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে। জেনে গেলাম, বাবাও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করবেন না। কয়েকদিন নানান চিন্তা ভাবনা করে সমস্ত দুর্বলতা মন থেকে বিদায় করে দিলাম। আবার অবসর সময় খাতা কলম নিয়ে লিখতে শুরু করলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম আর কাউকে আমার লেখা পড়তে দেব না। কোন দিন বই আকারে ছাপাতে পারি আর না পারি লিখে বস্তাবন্দী করে রেখে দেব।

আড়তের মাল বিক্রীর টাকা আনতে একদিন নাভারণ গিয়েছি। বাস থেকে নেমেই আমির আলি দাদার সাথে দেখা। জমিদার মানুষ। আগে ভারতে বাড়ী ছিল, বর্তমান বাগাচড়াতে থাকেন। তিনি আমার দাদার ফুফাতো ভাই। সেই সূত্রে আমার দাদা হন। খুব ঘনিষ্ঠ মেলামেশা আমাদের। দেখা হতেই তিনি বললেন- আমি তোর কাছে যাচ্ছিলাম, দেখা হল ভাগ্য ভাল আর যেতে হল না। আগামী পরশু আমাদের বাড়ী অবশ্যই যাবি। কোন প্রকার ওজোর আপত্তি শুনবো না।

কেন দাদা?

গেলে বুঝতে পারবি।

চলুন, এক জায়গায় গিয়ে বসি, কি ব্যাপার আগে শুনে দেখি। দাদা আমার দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন- আমাকে মেয়ে মানুষ পেয়েছ যে প্রেমের গল্প করবে? ওসব হচ্ছে না, তোকে যেতেই হবে।

আমার অনেক কাজ, যাওয়ার সময় হবে না।

বিয়ে হল না, সংসার পাততে পারলিনে তা আবার এত কিসের কাজ?

ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত আছি-।

তাতে কি হয়েছে। কোন কথা শুনতে চাইনে। যেতে বলছি, তাই যাবি। তিনি ধমক দিয়ে আমার সম্মতি আদায় করে নিলেন। এরপর এক মিষ্টির দোকানে নিয়ে আচ্ছা করে মিষ্টি খাওয়ালেন। তার পোষ্ট অফিসে কাজ। সেখানেও সাথে নিয়ে গেলেন। সে সময় এসব এলাকায় কোন ব্যাংক ছিল না। তাই পোষ্ট অফিসেই টাকা পয়সা জমা রাখা হত। দাদা ব্যাগ থেকে তিন খানা পাশ বই বের করলেন। গর্ব করে আমাকে দেখালেন। তার নিজের নামে

www.pathagar.com

ত্রিশ হাজার টাকা, দাদীর নামে পঁচিশ হাজার টাকা আর পুত্নী দেলোয়ারার নামে বিশ হাজার টাকা জমা রেখেছেন। আজ সবার নামেই পাঁচ হাজার টাকা করে জমা দিলেন। পোষ্ট অফিস থেকে বেরিয়ে এসে আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলাম- দাদা, এতো যে টাকা জমা রেখেছেন তা আমাকে দেখালেন কেন, এসব যে গোপন রাখতে হয় তা বুঝি জানেন না?

দেখালাম তা হয়েছে কি! তুই ডাকাতি করবি নাকি? তা ডাকাত হয়ে এসে দেখ না, কেমন করে তোর গলে ফুলের মালা পরান হয়। দাদার কথা আমি ছাই ভস্ম কিছু বুঝলাম না। দু'জন দু'দিকে চলে গেলাম। যাওয়ার আগে তিনি আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন সময় মত আসবি বুঝলি। না এলে দেখবি আদার কত ঝাল।

সেদিন সকালে প্রাতঃভ্রমন সেরে এসে বৈঠকখানায় নতুন আরম্ভ করা পাণ্ডুলিপিখানি নিয়ে বসলাম। মনটা বেশ সুস্থ হয়ে গেছে বুঝলাম। লিখতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না, আপন ইচ্ছায় প্লট তৈরী হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল দাদার কথা। আমাকে যে বিশেষ করে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। আজকে সেদিন। অগত্যা লেখা বন্ধ করে উঠে পড়লাম। না গেলে একদিন হয়তো কান মলা খেতে হবে। এর আগেও কয়েকবার খেয়েছি কিনা। জমিদার ছিলেন, রাশ ভারী মানুষ। আমি তাকে যেমন ভয় করি তেমন সমীহও করি।

দাদার বাড়ীতে যখন পৌঁছলাম তখন বারটা বাজে। দশটায় যেতে বলেছিলেন। অনেক দেরী হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বাড়ীর মধ্যে যেয়ে ঢুকলাম। দাদী রান্না ঘর থেকে বেরুতেই সামনা সামনি পড়ে গেলাম।

কীরে এতো দেরী হল কেন? তোর দাদাতো বললো সকালেই এসে যাবি।

এই তো এসেছি। দাদা কোথায়?

ওর ঘরে শুয়ে আছে বোধ হয়, যেয়ে দেখ।

দাদীও সাথে গেলেন। ঘরে ঢুকে তিনি হাসতে হাসতে বললেন- এই দেখ তোমার রাজ পুত্তুর এসে গেছে।

দাদা বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন। হেসে বললেন- এসেছিস ভালই করেছিস, নইলে বুঝিয়ে দিতাম।

কি বোঝাতেন দাদা?

কান মলে লাল করে দিতাম।

দাদী ঝঙ্কার দিয়ে উঠে বললেন- তোমার শুধু কান টানার কথা।

www.pathagar.com

বুড়ো বয়সে কি কথার ছিরি! এত সাধ করে বসে আছি ওকে আপন করে নেব আর উনি কিনা কান ধরবে। তা আমি ধরতে দেবনা বলে দিচ্ছি। আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুই কাপড় চোপড় ছেড়ে শুয়ে থাক, আমি রান্না ঘরে যাচ্ছি। এতো করে বললাম কোন ঝামেলার দরকার নেই তবু কোথা থেকে শাল জড়িয়ে নিয়ে আসছে। আমার হয়েছে যতসব জ্বালা যন্ত্রণা !

ধুপ ধাপ করে পা ফেলে দাদী ক্রোধ ভরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দাদা বুড়ো হলেও দাদী এখনও মজবুত আছেন। তিনি চলে গেলে দাদা আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। বললেন- শুনলি তোর দাদীর কথা! ব্যাপারটা বুঝলি কিছু?

বুড়ো বুড়ীর রসিকতা আমি কি করে বুঝব দাদা?

আমি আর কি বলব রে-। দেখিস, তোর দাদীই তোকে বুঝিয়ে ছাড়বে। তিনি বাইরের দিকে চেয়ে ডাকলেন- দেলোরা।

দেলোরা আমার চাচার মেয়ে। সে সব সময় দাদীর কাছে থাকে। বুড়ো বুড়ী ছাড়া থাকতে পারেনা। ডাক শুনে সে দৌড়ে এল। আমাকে দেখেই যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। পরক্ষণে হেসে ফেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দাদা বললেন, তোর ভাই এল কিছু নিয়ে আয়, দু'ভাই বসে বসে খাই।

আমি বললাম, এখন অসময়ে আবার কিসের খাওয়া। সময় হলে তবে খাব। তোমাকে কিছু আনতে হবে না দেলোরা।

দেলোরা রান্না ঘরে দাদীর কাছে চলে গেল। দাদা বললেন- দেলোরাকে দেখতে আজ কুটুম্ব আসবে। তোর চাচী অসুস্থ। সব ঝামেলা তোর দাদীর। তাই এতো রাগ দেখাচ্ছে। অনেক মানুষের খাবার জোগাড় করতে হবে তো। তুই একটু রান্না ঘরে যা, তোর দাদীর একটু সাহায্য করগে। দাদী ঘরে যেন কি নিতে এসেছিলেন। শুনে খেকিয়ে উঠলেন। ওকী মেয়ে মানুষ, যে রান্না ঘরে রাঁধতে যাবে? কথায় বলে বুড়ো হলে ভীমরতি ধরে। তাই দেখছি তোমার ধরে বসেছে।

বুড়ো বুড়ীর কৌতুক, আমার খুব আনন্দ দিচ্ছিল। দাদী ঘর থেকে কি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দাদা বললেন- কি ঝাক মারি করে কুটুম্ব আসতে বললাম। কত জায়গায় কথা হয়, তোর দাদী সব উড়িয়ে দেয়। এটাও দিয়েছিল। দেখলাম উচ্চ বংশের শিক্ষিত ছেলে, আর হাত ছাড়া করব না। পুতনী মানুষ করেছি তাই বলে ঘরে তো আর বসিয়ে রাখা যাবে না। বিয়ে তো দিতে হবে, কি বলিস?

আপনি তো ঠিক কথাই বলছেন, কিন্তু দাদী বুঝছেন না কেন?

ঐ যে কোথায় গো ধরে বসে আছে, সেটাই তার পছন্দ।

www.pathagar.com

কোথায় দাদা?

তোর দাদীর কাছে জিজ্ঞাস করে দেখ, ফুলের মালাটা কার গলে পরাতে চায়। তোকে কাছে পেয়ে যেন খুব খুশী হয়েছেরে-। শেষ পর্যন্ত তুই-ই মন চুরি করে ফেললি। আমার যে নাচতে ইচ্ছে করছে।

এক কালে গানের দলে নাচতেন নাকি দাদা?

দাদা হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন- আমি নাচতে যাব কোন দুঃখে।

এই যে বললেন, নাচতে ইচ্ছে করছে।

শুধু কি আমি একা, বোকা কোথাকার! তোদের সবাইকে নিয়ে।

আমাদের?

এই ধর তোর দাদী, আমি দেলোয়ারা-।

ধ্যেৎ! এখনই যে পাড়ার মানুষ এসে ভিড় করবে। বলবে জমিদার বাড়ীর সবাই পাগল হয়ে গেছে।

কে কি বললো না বললো তাতে বয়েই গেল। আমার তো আনন্দ হবে। আরও কিছুক্ষণ এমন রসাত্মক আলোচনা হয়ত হত, কিন্তু হলোনা। অতিথিরা সবাই এসে গেছেন। বৈঠকখানায় তাদের বসবার সব ব্যবস্থা আগেই করা হয়েছে। আমি দাদাকে নিয়ে সেখানে গেলাম। শুভেচ্ছা বিনিময় হল। তাদের দেখে আমি হাসলাম। তারাও আমাকে দেখে খুব খুশী হল। পরস্পর পরিচিত। তারা আমাকে নিয়েই কথা বার্তা বলছিল। প্রাথমিক আপ্যায়ন হয়ে গেল। তারা পাত্রী দেখতে চাইলে আমি দাদাকে সে বিষয়টা জানালাম। তিনি বললেন এখন আড়াইটা বাজে। আগে খাওয়া দাওয়া তারপর অন্য কিছু। তখনই খাওয়ার জন্যে সবাইকে ঠিকমত বসিয়ে দিলাম। আমি পরিবেশন করছিলাম। প্লেটে পোলাও দেওয়া হচ্ছে এমন সময় এক অস্বস্থিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গেল। পাত্রের এক বন্ধু যাকে আমি চিনি না তিনি হিন্দু। তিনি কোন মুসলমানের বাড়ী ভাত খান না। পাত্র নিজেই আমাকে একথা বললো। দাদা পাশে দাড়িয়ে ছিলেন। তিনি কথাটা শুনে এমনভাবে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন উপস্থিত সবাই চমকে উঠলো। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন- জমিদার ছিলাম; মান সম্মান প্রতিপত্তি সব ছিল। যে হিন্দুদের অত্যাচারে চৌদ্দ পুরুষের ভিটে বাড়ী ফেলে এদেশে চলে এলাম, সেই হিন্দুই আজ আবার আমার বাড়ীতে এসে আমাকে অপমান! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রাগে গর গর করতে লাগলেন। বললেন এই মাসুদ! সব বন্ধ করে দে। ভাত খাবে না তা মুসলমানের বাড়ী এলো লজ্জা করলো না? কোন শালাকে খেতে দেব না। আমি ভীষণ

www.pathagar.com

লজ্জা পেয়ে গেলাম। দাদার হাত ধরে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে গেলাম। বললাম দাদা- আপনি আপনার ঘরে গিয়ে বসে থাকুন। যা করতে হয় আমিই করব। গাল মন্দ যা কিছু দিতে চান পরে আমাকেই দিবেন। বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি সবাই হতভম্ব হয়ে বসে আছেন। চাচা সেখানে নেই। পাড়ার এক চাচা মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারে বসে রয়েছেন। আমি অতিথিদেরকে লক্ষ্য করে বললাম- আপনারা কিছু মনে করবেন না। দাদা বুড়ো মানুষ, যা কিছু বলেছেন তার জন্যে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনারা যদি আগেই বিষয়টা আমাকে জানিয়ে দিতেন তাহলে এই দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না। সবাইকে পোলাও তরকারী পরিবেশন করে দৌড়ে বাড়ীর ভিতরে যেয়ে দাদীকে অনুরোধ করে চিড়ে, চিনি, দই, মিষ্টি নিয়ে এসে হিন্দু ছেলেটাকে খেতে দিলাম। সবাইকে স্বাভাবিক করতে আমার ব্যস্ততার মধ্যেও হাসির গল্প বলছি। হাসি খুশীর মধ্যেই সবাই খেয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে দাদা কখন আবার বৈঠকখানায় ঢুকে পড়েছেন। তিনি চারিদিকে চেয়ে বললেন, আচ্ছা যাদুকর পেয়েছি। তা তুমি যাদু বলে যত পার ভেল্কি বাজি দেখাও তাতে আপত্তি নেই কিন্তু ঐ এক ঘরে লোকটার খাওয়ার পাত্রগুলো যেন বাড়ীর মধ্যে না যায়। কথা শেষ করে তিনি বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। এর পরেও আমি তাদের হাসিতে মাতিয়ে খাওয়ার পর্ব শেষ করলাম। অতিথিদের বললাম- আপনারা একটু বিশ্রাম করুন আমরা খেয়ে আসি। তারা পরস্পর মুখ দেখিদেখি করতে লাগলো। তাদের কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে ভিতরে চলে গেলাম। দাদাকে যেয়ে ধরলাম। চলুন খেয়ে আসি। তিনি গর্জে উঠে বললেন, ঐ অপদার্থদের জন্যে বসে থেকে ক্ষিধে হজম করব নাকি? আমি খেয়েছি, তুই খেয়ে নে। দাদী আমাকে রান্না ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি, দাদী, দেলোয়ারা আর এক ফুফু, চারজনে খেতে বসলাম। দাদী মাঝে মাঝে আমার আর দেলোয়ারার দিকে তাকাচ্ছিলেন। মুখে তার মিষ্টি হাসি। হঠাৎ দেখলাম তার মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। আমার দিকে চেয়ে বললেন, এই সব উজবুকদের জন্যে এতো কিছু করবার কি দরকার ছিল বাপু। ওরা যেমন লোক তেমন শুধু চিড়ে গুড় দিয়ে বিদেয় করলেই তো হত।

আহ! থামুন তো দাদী। বেলা যাচ্ছে, আগে ওদের পাত্রী দেখিয়ে বিদায় করে দিই।

দাদী মুখ ঝামটা মেরে বললেন, কি সুখের কথা বললি তুই, হেসে আর বাচিনে। পাত্রী দেখাবে। কেরে তোর পাত্রী?

দেলোয়ারা বেগম।

www.pathagar.com

উহু, ওকে আমি ওদের সামনে যেতে দিচ্ছিনে- বলে রাখলাম।

কি পাগলের মত কথা বলছেন দাদী? ওরা সব আমাদের পরিচিত। তাছাড়া একটা মান সম্মানের প্রশ্ন আছে না!

ওরে আমার মানি লোকরে। এতো মান সম্মান কোথায় রাখবি তুই?

শুধু কি আমার। আপনাদেরও মান সম্মান এর সাথে জড়িত। দেখ দেলোরা, তুমি লেখা পড়া জান, কিছু বুদ্ধি শুদ্ধিও তোমার আছে। আজকের দিনটি বুদ্ধি খাটিয়ে ওদের চমকে দেবে, বুঝলে? দাদা দাদী যা বলে বলুক। আমি যখন এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি তখন এই কাহিনীর শেষ দৃশ্যটাও আমাকে দেখতে হবে।

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। দাদীর হাত ধরে টেনে তুলে দিলাম। দেলোয়ারা দাদী আর ফুফুকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বললাম, তাড়া তাড়ি ওকে সাজিয়ে দিন, আমি কিন্তু অতিথিদের ভিতরে ডাকতে যাচ্ছি। চাচার খোঁজে গেলাম। তিনি তার ঘরে শুয়ে রয়েছেন। দেখে মনে হল দীর্ঘদিন ধরে রোগ শয্যায় শায়িত কঙ্কালসার রুগী। তাকে ডেকে তুললাম। তিনি আবার ভয়ে দাদার সামনে কথা বলতে পারেন না। তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দাদার খোঁজে গেলাম। তার নিজের ঘরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রয়েছেন। আমাকে দেখে বললেন, যত তাড়াতাড়ি পারিস ওদের বিদেয় করে দে।

আপনি আসবেন তো। আপনার ব্যাপার, আপনি না থাকলে হবে কেন?

আমার কোন ব্যাপার নেই। আজকের সব বিষয় তোর নিজের।

এই আমি খাটের উপর বসলাম, আর বেরুব না। দেখি কি হয়।

আহ্ মলাম দেখছি। চল দেখি কি হচ্ছে।

অতিথিদের একটি রুমের মধ্যে খাটের উপর বসালাম। খাটের একদিকে পাশাপাশি দু'টি চেয়ার রাখলাম। আর একদিকে একটি বেঞ্চিতে দাদা আর ওপাড়ার চাচা বসলেন। চাচা দূরে দাড়িয়ে থাকলেন। দেলোয়ারাকে ঘরের মধ্যে থেকে নিয়ে এসে একটি চেয়ারে বসালাম। আর একটি চেয়ার খালি থাকলো। মনে করেছিলাম ওরা পাত্রটিকে সেই চেয়ারে বসাবে। ওরা ভুল করল। পাত্রকে সেই চেয়ারে বসায়নি। আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। ওদের ভুলের মাসুল দাদার কাছ থেকে হয়ত আমাকেই নিতে হবে। পাত্রপক্ষের যা কিছু জানার তা তারা দেলোরার কাছ থেকে জেনে নিল। শেষ পর্যায়ে পাত্র নিজে একটি ঘড়ি দেলোয়ারার হাতে দিয়ে সময় জানতে চাইলো। দেলোয়ারা ঘড়িটি হাতে নিয়ে সময়ের কথা বলে দিল। এবার দেলোয়ারা কি মনে করে হাত

www.pathagar.com

বাড়িয়ে ঘড়িটি নিয়ে কাটা ঘুরিয়ে পাত্রের হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি বলুনতো এখন কত বাজে?

পাত্র ঘড়িটি হাতে নিয়ে সময়ের কথা বলে দিল। তখনই দেলোয়ারা ঘড়িটি টেনে নিয়ে কৌশলে কাটা ঘুরিয়ে বললো- আপনার ভুল হয়েছে। তার কথা শুনে সবাই চমকে উঠলো। আমার হাতে দিয়ে বললো, দেখুন তো ভাই কত বাজে?

আমি দেখলাম পাত্র যে সময়ের কথা বলেছে তার থেকে তেইশ মিনিট বেশী। ওদের দিকে ঘড়িটি বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, দেখুন ভুল হয়েছে কিনা। ঘড়ি দেখে ওরা মুখ দেখাদেখি করতে লাগলো। পাত্র লজ্জিত হয়ে মাথা নীচু করে বসে রইল। ইতোমধ্যে আমি নিজের অজান্তেই সেই খালি চেয়ারটায় বসে পড়েছি। দেলোয়ারার মাথার উপর দিয়ে দরজার দিকে চেয়ে দেখি দাদী পাল্লার আঁড়ালে দাড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে। আমি অন্য মনস্কভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। ওরা কি একটা বই নাম মনে নেই, দেলোয়ারার হাতে দিতে গেলে সে সেটা না নিয়েই চেয়ার ছেড়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল। অতিথিরা উঠে পড়লেন। কোন কথাবার্তা হল না। বলে দিলাম, কোন এক সময় এই বিষয় নিয়ে আলাপ করে নেওয়া যাবে। অতিথিরা চলে গেলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাতে যে একটা দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দেবে তা আগেই আঁচ করতে পেরে ওপাড়ার চাচাকে বলেছিলাম, যাওয়ার সময় আমাকে সাথে নিয়ে যেতে। দাদীর ঘরে ব্যাগ রয়েছে। তার মধ্যে আমার জামা কাপড়। তার নীচে রয়েছে সেই অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি আর কলম। ব্যাগ নিতে গেলে দাদী নিতে দেবেন না। ওদের সাথে বলতে গেলে আমাকে ওপাড়ায় এই সন্ধ্যা বেলায় যেতে দেবেন না। তবু আজকের রাতটা আমি একটু দূরেই থাকতে চাচ্ছি। যেভাবে ছিলাম সে অবস্থায় চাচার সাথে ও পাড়ায় চলে গেলাম। বইখানা আমার হাতে ছিল সেটা সাথেই নিলাম। যখন আমার খোঁজ হল তখন ওদের বাড়ীর কাজের ছেলের কাছে ওরা শুনলো আমি ওপাড়ায় চলে গেছি।

এপাড়ায় এসে দাদীকে বললাম- বিছানা করে দিন আমার ঘুম পাচ্ছে। দাদী হেসে উঠে বললেন- আসতে না আসতেই ঘুম পাচ্ছে। কি হয়েছে, শরীর খারাপ হয়নি তো?

শরীর খারাপ হবে কেন। ওপাড়ায় সারাদিন খাটুনি গেছে। তাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

দাদী রহস্য করে বললেন- ও বুঝেছি, মজেছ তাহলে। কি হয়েছে বল দেখি। যা শুনতে চান কাল সকালে শুনবেন। আজ একটু ঘুমিয়েনিই।

www.pathagar.com

চার

দাদী বিছানা করে দিলেন। আমি শুয়ে পড়লাম। ঘুমুতে পারলাম না। চাচা ওপাড়ার সারাদিনের ঘটনা শুরু করে দিলেন। দাদা, দাদী, চাচী, ফুফু সবাই আমার চারপাশে বসে সেই কাহিনী শুনতে লাগলো। মাঝে মাঝে দাদা দাদী আমাকে ছোট্ট করে একটা খোঁচা দিয়ে পুলক অনুভব করছিলেন। এমন সময় ওপাড়ার সেই কাজের ছেলেটি হ্যারিকেন হাতে বারান্দার নীচে এসে দাড়াল। একটি ছোট্ট কাগজ আমার হাতে গুজে দিল। বুকটা দুরু দুরু করে উঠলো। না জানি কি সংবাদ লুকিয়ে আছে এই ক্ষুদ্র চিরকুটটির মধ্যে। এতো মানুষের সামনে পড়িইবা কি করে। একটু নীচের দিকে ঝুঁকে হ্যারিকেনের আলোয় পড়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে দিলাম। যে বইটা হাতে করে এনে ছিলাম সেটা ঐ ছেলেটার হাতে দিয়ে বললাম, বই চেয়েছে নিয়ে যাও। ছেলেটি করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি চোখ ইশারা করে তাকে যেতে বললাম। সে চলে গেল। দাদী জিজ্ঞেস করলেন- কে চিঠি লিখেছেরে?

দাদা।

কি লিখেছে?

বই চেয়ে পাঠিয়েছে তাই দিয়ে দিলাম।

কাউকে কিছু বুঝতে দিলাম না। কিন্তু আমার অন্তরের মধ্যে তখন বঙ্গোপসাগরের প্রচণ্ড ঢেউ আঁছড়ে পড়ে ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে। রাতে যখন সবাই শুতে গেল তখন চিঠির কয়েকটা মাত্র লাইন পর পর ভেসে উঠতে লাগলো। ঘুমুতে পারলাম না। অথচ আমি ওপাড়া হতে এসেই দাদীকে বলেছিলাম বিছানা করে দিতে, সে প্রায় চার ঘন্টা পেছনের কথা। চিরকুটটির ছবি মনের পর্দায় ভাসতেই থাকলো। না পড়লে বোধ হয় সে লুকোবে না। "ভাই তোমার কথাতো আমি রেখেছি, আমারও তো কিছু কথা থাকতে পারে। সেটা না শুনে পালালে কেন? পত্র বাহকের সাথে চলে এস, আমি আর দাদী অপেক্ষায় থাকলাম।" তিন লাইনের চিরকুটটি আমার ঘুম কেঁড়ে নিয়ে গেল। আমি তাকে বলেছিলাম, মান সম্মানের দিকে চেয়ে আমার কথাটা রাখ। সে কেবল আমার কথা রাখেনি, তার বুদ্ধি বলে সবাইকে চমকে দিয়েছে। সে তো আমার কথা রাখলো কিন্তু আমার কাছে তার কি কথা থাকতে পারে। লেখার ধরনই তো অন্য রকম। আপনি বলতে, এখনই তুমি। দাদী আর সে কেনইবা এই রাতের বেলা অপেক্ষায় থাকবে। আমি তো পালিয়ে আসিনি, না বলে চলে এসেছি তাও

www.pathagar.com

আবার ওর দাদার চাচাতো ভাইয়ের বাড়ীতে। এভাবে লেখা উচিৎ হয়নি। এরা যদি কেউই চিরকুটটি পড়ে ফেলতো! ফুফু আর দেলোয়ারা এক সাথেই পড়ে। ফুফু কোন সন্দেহ করেনি তো! ব্যাগটি যদি নিয়ে আসতে পারতাম তাহলে আগামীকাল এখান থেকে সোজা বাড়ী চলে যেতাম। ব্যাগ ফেলে রেখে যেতে পারতাম কিন্তু এর মধ্যে যে আমার নতুন প্রেরণার ফসল রয়েছে। এবার যদি ঐ পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে ফেলি তাহলে আমার লেখক নামের আত্মাটির শেষ সমাধি হয়ে যাবে। তাহলে এই পৃথিবীতে কেউ কোন দিন জানবে না মাসুদ নামের এমন এক উদ্ভট পাগল গল্প উপন্যাস লিখত। মোরগের ডাক শুনে বুঝলাম রাত শেষ। আর কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়লাম। বাইরের খোলা জায়গায় অনেকক্ষণ হাটাহাটি করলাম। বাড়ীর মধ্যে যখন ঢুকলাম তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। আমাকে দেখে দাদী যেন ভূত দেখার মত করে চমকে উঠলেন।

কি হয়েছে তোর? চোখ মুখ বসে গেছে কেন?

বুঝতে পারছিনে আপনি কি দেখছেন।

কি দেখব। তোকে দেখছি। কোথায় ছিলি এতোক্ষণ?

ফাঁকা জায়গায় ভোরের হাওয়া খেতে গিয়েছিলাম।

মুখ হাত ধুয়ে নে। রাতে খাসনি, ক্ষুধা লাগেনি?

পেট নামক দেবতা একটা আছে না! তার নৈবেদ্য না জোগালে ছাড়বে কেন?

রাতে ঘুম হয়নি তাই শরীর ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছে, স্নান করে নিলাম। দাদা আর আমি এক সাথে খেলাম। খাওয়া শেষ করে বারান্দার খাটের উপর শুয়ে পড়লাম। দাদী এসে বললেন- খেয়েই টান টান হয়ে শুয়ে পড়লি যে। রাতে ঘুমাসনি। উঠ, তোর দাদার সাথে ওপাড়ায় যা। ওরা সকালে তোদের ডেকে গেছে কালকের ব্যাপারে কি যেন আলাপ করবে।

দাদাকে যেতে বলেন। আমি এখন যেতে পারব না। রাতে ঘুম হয়নি, এখন ঘুমাব।

কালরাতে এসেই বললি বিছানা করে দাও ঘুম পাচ্ছে আর এখন বলছিস ঘুম হয়নি?

ঐ যে আপনারা আমার পাশে বসে গল্প করে ঘুমের বারটা বাজালেন- আর কি ঘুম এল?

দাদা বার বার তাগিদ দিলেও আমি গেলাম না। বললাম আপনি যান, আসবার সময় আমার ব্যাগটা নিয়ে আসবেন। ঘন্টা তিনেক পরে দাদা বাড়ী এলেন।

www.pathagar.com

আমার ব্যাগ কই দাদা?

যার ব্যাগ সেই বুঝুক। আমার কি দায় পড়ে গেছে পীরিতের ব্যাগ ঘাড়ে করে বওয়ার।

ওরা ডাকলো কেন দাদা?

সকালেই ঘটক মহাশয় এসে হাজির। মেয়ে দেখে তাদের মতামত পাকা। এখন আমরা কোন তারিখে পাত্রের বাড়ী যাব তাই জানতে এসেছে।

কি বললেন?

কি বলব আর। যার বিয়ে সে চোখ মেলে না, দিন দিয়ে বিপদে পড়তে যাব কেন? তুই গেলে হয়ত যাই আর না যাই একটা কিছু বলা যেত। তোর দাদা দাদী তোর উপর রেগে আগুন হয়ে আছে।

আমি গেলে মারবে নাকি?

দাদা হেসে ফেললেন। গতকাল সবকিছুই তো তুই করলি শেষ পর্যন্ত থাকলিনে তা রাগ হবে না? আমারইতো তোর উপর ভীষণ রাগ হচ্ছে।

তাহলে পিঠে দু'ঘা দিয়ে এখনই রাগ মিটিয়ে নেন, দাদা!

বেশতো কথা শিখেছিস দেখছি। এখনই ওপাড়ায় চলে যা, কি করবি করে ফেল। বাধিয়ে লাভ নেই।

ঘটক মহাশয় এখনও বসে আছেন নাকি?

তাকে বিদায় করে দিয়েছি, বলেছি পোতা ছেলে বাড়ী যাওয়ার সময় যা বলতে হয় সেই বলবে।

এই সেরেছে, আমাকে বলির পাঠা বানিয়ে ছাড়লেন?

তোর সাথে কথায় পারব কি করে, তুই যে হাসান সাহেবের পোতা ছেলে। দাদার সাথে তাই কেউ পারত না তোর সাথে পারবে কে? তুই তোর দাদার নাম রাখতে পারবি।

কি করে পারব দাদা! তিনি ছিলেন জমিদার আর আমি পথের ফকির।

হাসালি আবার। যাক কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। তুই এখনই চলে যা বিকেলে না হয় আবার আসিস।

আমি তখনই যেতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু দাদা দাদী আমাকে জোর করে তাড়িয়ে ছাড়লেন। কি করব, অগত্যা যেতে হল। যেয়ে দেখি বাড়ীটা একেবারেই শান্ত। কোথাও এতটুকু সাড়া শব্দ নেই।

www.pathagar.com

কেউ বাড়ীতে আছে কিনা তা বুঝা যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে পা বাড়িয়ে বারান্দা পেরিয়ে দাদার ঘরের দিকে যাচ্ছি এমন সময় দাদী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে চিৎকার করে উঠলেন। এই, ঘরে উঠবিনা বলছি, এখনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা। আমি দাদীর মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেলাম। পরক্ষণে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে হেসে ফেললাম। আমি কি মুচী যে ঘরে উঠতে মানা? একথা বলে আরও কয়েক পা দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

নিষেধ করছি তবু ঘরে যাচ্ছিস?

কেন কি হয়েছে আপনার?

কি হয়েছে! যার জন্যে কাঁদি সে বলে চোখে পানি কেন?

কে বলেছে আপনাকে কাঁদতে?

দাদী মুখ ভেংচিয়ে হাত নাড়িয়ে বললেন- কে আবার বলবে, তুই বলেছিস। তুই- বুঝেছিস?

কিছুই বুঝলাম না দাদী। অমন রহস্য না করে আসল কথা বলে ফেলুন দেখি।

আমি কি বলব। ঐ ঘরের মধ্যে যেয়ে দেখ।

আমি ঘরে ঢুকব না।

কেন?

ঘরে ঢুকতে মানা করলেন যে।

ন্যাকামি রাখ।

দাদী আমার হাত ধরে জোর করেই ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলেন। বললেন, দেখ্‌ছিস, ছুড়ীটার কি অবস্থা হয়েছে?

দেখলাম দেলোয়ারা উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রয়েছে। মনে হল সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি কাছে যেয়ে ডাকলাম- দেলোরা। কোন উত্তর নেই। সে একটু নড়লোও না।

তোমার কি হয়েছে দেলোয়ারা। এমন করে শুয়ে রয়েছ কেন? ওর কোন টুশব্দ পেলাম না। অনুভব করলাম কাঁন্নার বেগ চেপে রাখতে তার কষ্ট হচ্ছে। একপাশে দাদী পাথরের মূর্তির মত নিশ্চুপ দাড়িয়ে আছেন। তার দু'চোখেও পানি টলমল করছে। আমার যেন চেতনা লোপ পেতে বসেছে। অসহায়ের মত একবার দাদীর দিকে আর একবার দেলোয়ারার দিকে চেয়ে এই মুহূর্তে আমাকে কি করতে হবে তাই ভাবছিলাম। আমার কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। দেলোয়ারা উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল তাকে সোজা

www.pathagar.com

করে বসালাম। ওর দু'চোখে যেন শ্রাবণের ধারা বয়ে চলেছে। আমি চমকে উঠে বললাম- একী চেহারা করেছিস। ছি! লক্ষ্মীটি, অমন করে কাঁদছিস কেন। আমি যে তোর কথা শুনতে এসেছি।

শোন ওর কথা, বলে দাদী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে পাশে বসে পড়লাম।

তুই কি বলতে চেয়েছিলি বলে ফেল, আমি তোর মনের কথা শুনতে চাই। এবার দেলোয়ারা দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেললো। সে কোন কথা বলতে পারল না।

তুই কাঁদিসনে দেলোয়ারা। আমার সাথে গোপন না করে আসল কথা বল দেখি। গতকালকের ছেলেটি যদি তোর পছন্দ না হয় তা বলতে লজ্জা করিসনে। আমি তোর কথা মতই সব ব্যবস্থা করব।

কি করবে তুমি?

তুই যা বলবি তাই করব।

আমার কথা তুমি রাখতে পারবে না।

চেষ্টার ত্রুটি করব না।

তাহলে কাল রাতে পালিয়ে যেতে না।

পালিয়ে যাইনি, বিশ্রাম নিতে গিয়েছিলাম।

এ বাড়ীতে বিশ্রাম করবার জায়গা নেই?

আছে। ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা ভাবিনি।

তা ভাববে কেন, আমি তোমার কে?

পাগলামি করিসনে। কান্না কাটির কারণটা কি তাই বল।

আব্বা যে সেই ঘটকের সাথে বাজারে গেছেন। দেখে শুনে দিন তারিখ দিয়ে দেবেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

তা দিকগে। চাচার মেয়ে হলেও তার মতে বিয়ে হবে না। তুই, দাদা দাদী যা বলবি তাই হবে। তোর প্রতি দাদা দাদীর দাবীর তীব্রতা বেশী।

সত্যি বলছ?

আমি কোন দিন মিথ্যে বলিনে। তুই উঠে স্নান করে খেয়ে আয় বসে বসে ভাই বোনে গল্প করি।

আমার সাথে গল্প করলে তোমার মান যাবে না?

গেলই বা। তুই যেমন কেঁদেছিস তেমন তোকে হাসিয়ে তবে বাড়ী যাব। দেলোয়ারা উঠে ঘরের বাইরে চলে গেল। দেখলাম

www.pathagar.com

তার মুখমণ্ডলে খুশীর আমেজ। ও চলে গেলে রাজ্যের চিন্তা আমার মাথার মধ্যে ভিড় করতে এল। না! আমাকে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। কতদূর কি করতে পারব না পারব তা ভেবে কোন লাভ নেই। এখন তো মেয়েটার মনটা হাসিতে ফুটিয়ে রেখে যাই। আমি ঘর ছেড়ে রান্না ঘরে দাদীর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে হেসে ফেললেন।

এসে দেখলাম কাঁদছেন আবার হাসি এল কোথা থেকে দাদী?

তুই জাদু জানিস নাকি?

কেন দাদী?

আমি সেই শিশুকাল থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে আজ এই পর্যন্ত ওকে তুলতেই পারিনি। আর তুই এসেই একেবারে নাচিয়ে ফেললি?

আমি তো যাদুকর নই দাদী, তা জাদু জানব কি করে?

তোর মুখের কথা আর চেহারাটাই যে ভেল্কি লাগিয়ে দেয় রে-।

আমার নিজের চেহারাটাই যদি দেখতে পেতাম তাহলে আমি থাকতাম না, হয়ে যেতাম অন্য কেউ।

এরই নাম জাদু, বুঝেছিস। তোকে যদি পোতা জামাই করতে পারতাম কি সুন্দরই না হত রে—।

দোহাই আপনার, আমাকে পুতে ফেলবেন না দাদী! আমার মা বেঁচে নেই। মরে গেলে কেউ কাঁদবে না।

বোকা কোথাকার। পুতে ফেলব কেন। আদর করে কোলে টেনে নেব। ইতোমধ্যে দেলোয়ারা গোসল সেরে সেলোয়ার কামিজ পরে মাথার চুল সুন্দর পরিপাটি করে আছড়িয়ে কখন আমার পাশে এসে বসেছে তা টের পাইনি। দাদী সেদিকে চেয়ে হাসলেন। বললেন- দেখতো কেমন মানিয়েছে।

দাদী কিভাবে কথাটা বলেছে তা না বুঝে তার দিকে চেয়ে বললাম- বাহ্। দেলোয়ারাকে যে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। গতকালকের চেয়ে আজকে যেন ওকে আরও সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে তাই না দাদী?

সাধে কি আর বললাম তোকে পোতা জামাই করব।

দাদীর কথা আমি যেন কিছুই শুনিনি, এমন ভাব দেখিয়ে দেলোয়ারার দিকের চেয়ে বুঝলাম সে যেন খুশীর রাজ্যে বিচরণ করছে। এখনই এমন ঠাট্টা রহস্যে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না এটা আমার মনে জেগে উঠলো। জীবনের খেলাঘরে কারও খেলা সাঙ্গ

www.pathagar.com

হয় কারও থেকে যায় অসম্পূর্ণ। যদিও ঠাট্টারচ্ছলে আমাদের অবস্থান নিকটে তবু আমাদের ব্যবধান আকাশ আর পাতাল। ওরা যা ভাবছে আমার ভাবনা তো তা নয়। ভাই বোনের স্নেহ ভালবাসা এযেন হয় চিরস্থায়ী এটাই আমার আন্তরিক কামনা। অবস্থার প্রেক্ষিতে পড়ে আমাকে হয়ত ছলনায় পেয়ে বসেছে কিন্তু আমি তাতে একেবারে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছিনে। এই পরিস্থিতিতে আমাকে উত্তেজিত হলে চলবে না। প্রেম ভালবাসা তো চিরন্তন সত্য। তাই বলে যেখানে সেখানে প্রেম নিবেদন করলে তার কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায় না। বরং প্রেম সেখানে হলাহলে পরিণত হয়। যেখানে বিরহ নেই সেখানে প্রেমের সার্থকতা নেই। দেলোয়ারা যা ভেবেছে সেটা তো প্রেম নয়, আবেগ। গতকাল যে ছেলেটি দেখেছে হয়ত তার সাথে তুলনা করে আমাকেই উপরে এনেছে। আমার চেয়ে আরও একজন খুব সুরত ছেলেকে দেখলে তাকেও তো আমার উপরে নিয়ে যেতে পারে। আমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। তার কোমল হৃদয়ের ভাণ্ডারটি কৌশলে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দিতে হবে যেন তার জীবনটা ব্যর্থ না হয়ে সুখ সম্পদে পূর্ণ হয়ে যায়। আমাকে একটু অন্য মনস্ক হতে দেখে দাদী হেসে বললেন- কি ভাবছিস। স্বর্গ রচনা হয়ে গেল নাকি?

এতো পুণ্য সঞ্চয় এখনও করতে পারিনি যার বিনিময়ে স্বর্গের চিন্তা করব। ওসব এখন থাক দাদী। বেলা তিনটা বেজে গেছে, কি খেতে দেবেন তাই দিন, আমি বাড়ী চলে যাব।

আমি বাড়ী চলে যাব! বললেই হল, না! যাবি যদি দেলোয়ারাকে একেবারে সাথে করে নিয়ে যা। আমি আর প্যান প্যানানি সহ্য করতে পারছিনে।

দাদী। জমিদার গিন্নীর মাথাটা বিগড়ে গেল নাকি?

মাথা আমার ঠিকই আছে।

তবে ফালতু কথা হচ্ছে কেন?

ফালতু কথা! অপগণ্ডের ঢেকী কোথাকার! সেধে দিচ্ছি তাই এত অহংকার?

আমি পথের ভিখারী, আমার কোন অহংকার নেই দাদী।

পথের ভিখারী গাছ তলায় থাকবে তা এই দালান ঘরে কেন?

এটা আমার অমার্জনীয় অপরাধ।

অপরাধ করলে তো শাস্তি নিতে হয়।

দেওয়ার আগেই মাথা পেতে নিয়েছি।

মানে?

www.pathagar.com

যে বোঝা ঘাড়ে চাপিয়েছি তা নামাতে হবে না? দাদা বাড়ী নেই। চাচারও খোঁজ নেই। তিনি যদি পাত্রপক্ষের দিন তারিখ দিয়ে দেন তাহলে আবার মান সম্মানের প্রশ্ন এসে দাড়াবে। তার আগেই আমাকে পাত্রপক্ষের সাথে দেখা করতে হবে।

সকালে তোর দাদার সাথে ছেলের একটু ঝগড়া হয়েছিল। তোর চাচাকে কোন দিন বাবার সামনে মাথা তুলতে দেখিনি আর আজ কেন যে ঝগড়া করল বুঝলাম না। ঐ যে ঘটক না কে এসেছিল সেই হচ্ছে কাল। হতচ্ছাড়া গতকাল এসে বেকুপ হয়ে গেল আবার রাত না পোহাতেই এসে হাজির। তোর দাদা রাগে রাগে কোথায় যেন গেল জানিনে। বলে গেল বাড়ী আসতে কাল বিকেল। তোর চাচাইবা কোথায় গেল তাও বলে যায়নি।

আমি জানি চাচা কোথায়। তাইতো তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাচ্ছি। খাওয়া দাওয়া শেষ করে রান্না ঘর ছেড়ে ঘরে গেলাম। জামা কাপড় পাল্টিয়ে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দেলোয়ারা আর দাদী পাচিলের বাইরে আমার পিছে পিছে এল। আমি একটু দূরে গেছি, পেছনে তাকিয়ে দেখি দেলোয়ারা দাদীর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বলে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। যে মেয়ে কেঁদে কেটে বিশ ঘন্টা পার করল তার মুখে হাসি। হঠাৎ আমার খেয়াল হল ব্যাগটা হালকা বোধ হচ্ছে। আমার সেই পাণ্ডুলিপিটি আছে তো! ব্যাগটি খুলে ফেললাম। দেখলাম খাতাখানা নেই। অগত্যা ফিরে এসে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ঘরের মধ্য থেকে চাপা হাসি শুনতে পেলাম।

দাদী।

দাদী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। হাসি চেপে রাখতে পারছেন না। বললেন- কীরে, যাওয়ার এত তাড়া আবার ফিরে এলি যে। ভুলতে পারছিসনে বুঝি?

দাদী আমার গলা কাটতে চাইলে এখনই দিতে প্রস্তুত কিন্তু দয়া করে আমার খাতাখানা ফেরৎ চাই।

আমি কি পড়তে জানি যে তোর খাতা চুরি করব? দেখ দেখি দেলোয়ারা নিল কিনা। এই দেলোয়ারা তোর ভাইয়ের খাতা নিয়েছিস?

কোন উত্তর নেই। দেলোয়ারা তখন পাশের ঘরে শুয়ে পড়ে মিটি মিটি হাসছে। দাদী আমার হাত ধরে টানতে টানতে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সরে পড়লেন। আমি তার নিকটে যেয়ে দাড়ালাম।

দেখ দেলোয়ারা, এই বালিশে মুখ গুজে খুব কেঁদেছ আবার সেই

www.pathagar.com

একই বালিশে মুখ গুজে এখন হাসছো। এর জন্যে আমি তো পুরস্কার পেতে পারি। আর পুরস্কার নাইবা দিলে, হয়রানি দিচ্ছ কেন?

আমি কি করেছি তোমার।

হাসিতে তার মুখ দিয়ে যেন মুক্তা ঝরছে।

কিছুই করনি। আমার খাতাখানা বের করে দাও, তাহলে আমি খুব খুশী হব।

আমি তোমার খাতা নিয়েছি একথা কে বলেছে?

তোমার চেহারায় বলছে।

সেখানে লেখা আছে নাকি?

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সেখানে লেখা আছে।

কি রয়েছে তোমার খাতার মধ্যে?

একখানা উপন্যাস লিখছি।

তাহলে তো আমাকে পড়তেই হবে।

এখনও লেখা শেষ হয়নি। শেষ হলে তোমাকে পড়তে দেব।

তা হচ্ছে না। যতটুকু লেখা হয়েছে ততোটুকুই পড়ব। আজ রাতের মধ্যে পড়ে শেষ করে কাল সকালেই তোমার খাতা দিয়ে দেব। এই আমার মাথার দিব্যি দিচ্ছি।

সেদিন আর বাড়ী যাওয়া হলো না। কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে বসে পড়লাম। উপন্যাসের অর্ধেক লেখা হয়েছে, আজ যদি এখানে রেখে যাই তাহলে আর কোনদিন যে ফেরৎ পাব তেমন আশা করতে পারিনে। অনেক খেসারত দিতে হয়েছে নিজের লেখা নিয়ে, আর নয়।

তুমি পড়তে থাক, আমি একটু বাইরের দিক থেকে বেড়িয়ে আসি।

কোথায় যাবে। যেতে পারবে না। এখানে বসে বসে তুমি পড় আমি আর দাদী শুনি।

আমার লেখা আমি পড়ব?

তাহলে আমি পড়ি তুমি আর দাদী শোন।

দাদী এলেন। ও পড়া শুরু করল। আমি বালিশে হেলান দিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলাম। আমার দীর্ঘ দিনের সাধনা আজ বোধ হয় সার্থক হল। ছ'খানা পাণ্ডুলিপি চুরি গেল, একখানা ধুয়ে খেলাম। তাই এটার উপর এত প্রাণের টান। যেখানেই যাই সেখানেই ব্যাগের মধ্যে পুরে নিয়ে যাই। এই দেলোয়ারা। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। কতইবা ওর বয়স। ওযে এমন বিজ্ঞের মত বই

www.pathagar.com

পড়তে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। আমার তৃষিত মনের মধ্যে পুলক অনুভব করছিলাম। ভবিষ্যত জীবনের কল্পনার জাল বুনতে বুনতে যেন কোন অচেনা জগতে বিচরণ করছিলাম। যৌবনের প্রথম প্রান্তে দাড়িয়ে শূন্য হৃদয়ে আমার অজান্তে ফুল আর আলো দিয়ে যে মঞ্চ তৈরী হয়ে গেছে সেখানে কে এসে বসবে, যার পরিচলানায় জীবনের গতি অন্ধকার থেকে ফিরে এসে আলোময় সুন্দরের দিকে এগিয়ে যাবে! একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল। পাশে উপবিষ্টা পাঠিকা আর শ্রোতা দু'জনেই চমকে উঠলো।

কি ভাই, শুনছো না, মনে মনে কি ভাবছো?

কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম। হেসে ফেললাম। বললাম- শুনব না কেন। শুনতে শুনতে কেমন যেন ঘুম এসে যাচ্ছিল।

এই অবেলায় ঘুম! বেশ তো মজার লোক তুমি। এমন সুন্দর কাহিনী অথচ তোমার শুনতে একটুও আগ্রহ নেই।

যে লেখে সে তো ভাল মন্দ বিচার করতে পারে না। যে পড়ে আর যে শোনে তারাই গুণের বিচার করবে এটাই তো নিয়ম। দাদী একটু রসিকতা করে বললেন- তুই পড়ছিস পড়ে যা, আমি শুনতে থাকি আর ও মনে মনে আর একটা গল্প লিখুক।

সবার মুখে হাসির ঝিলিক।

সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন চারিদিকে চেয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। গতকাল শেষ বেলা শুয়েছিলাম সেভাবেই রাত পার করেছি। আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বসলাম। দেখলাম পায়ের দিকে দেলোয়ারা পা গুটিয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। তার বুকের উপর খাতাখানা পড়ে আছে। পাশে জানালার তাকে তখনও হ্যারিকেন জ্বলছে। দাদী নীচে বিছানা পেতে ঘুমিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে গত রাতে ওরা কেউ খায়নি। পাণ্ডুলিপিখানি পড়তে পড়তে হয়ত শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃশব্দে খাট থেকে নিচে নামলাম। একবার ভাবলাম পাণ্ডুলিপিখানি উঠিয়ে নিই। পরক্ষণে শিহরে উঠলাম। ওর বুকের উপর হাত উঠাতে পারলাম না। রাতটা দুঃস্বপ্নে কি সুখ স্বপ্নে কাটলো তা বুঝবার চেষ্টা না করেই নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরের দিকে বেরিয়ে গেলাম। অনেক বেলা অবধি ফাঁকা মাঠের দিকে হাটাহাটি করলাম। মনটা বড় উদাস। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন ভাবনা নেই। আমার মত একজন মূর্খ নিঃসহায় কপর্দকহীন যুবকের আবার ভবিষ্যৎ কি! শূন্যে যে সৌধ নির্মাণ করা যায় না তা অনেক বোকা আবেগে না বুঝতে পারে কিন্তু আমি যে বুঝিনে তা নয়। কোন দিন যে সুখের নীড় বাঁধতে

www.pathagar.com

পারব তেমন আশাও নেই। নিয়তি হয়ত একদিন জগতের এই জনারণ্যের ভীড়ে মিশিয়ে দেবে যেখান থেকে কেউ আমাকে খুঁজে বের করতেও পারবে না। তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। শৈশব থেকে দুঃখ যার চিরসঙ্গী তার তো ভয়ের কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে জালে জড়িযে পড়ছি সেটা তো ছিন্ন করতে হবে। কিভাবে এই সুতা ছেঁড়া যায় তার সাবধানী কৌশল আমাকে বের করতেই হবে। সুন্দরী তরুণী দেলোয়ারা। এখনও পর্যন্ত দুঃখ বেদনা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাকে আমি কল্পনায় এনে তার সুন্দর জীবনটা দুমড়ে মুচড়ে আগুনে ঝলসে দিতে পারিনে। আবেগ দিয়ে নয় সোহাগ দিয়ে তার অমূল্য জীবনটা সুন্দররূপে গড়ে তোলার পথ দেখিয়ে দিতে পারি। এর আগেও তো এই বাড়ীতে কতবার এসেছি গিয়েছি কিন্তু এমনভাবে খেলাচ্ছলে খেলা ঘর বাঁধবার পরিস্থিতি এসে যাবে তা তো কোনদিন ভেবে দেখিনি। কেনইবা এলাম এমনই দিনে। খুব ভুল হয়ে গেছে যা শোধরানোর কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিনে। ডাঃ লুৎফর রহমান সাহেব সত্য জীবনের জন্যে অজস্র উপদেশ দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত মাতা পিতা জন্মভূমি ছেড়ে তাকেই কিনা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। ভুল আমি করিনি কিন্তু কোন দুর্বল মুহূর্তে যেন চরম ভুল না করে বসি।

আমি যখন ফিরলাম তখন বেলা দশটা বেজে গেছে। দাদী তেড়ে এলেন। এত বেলা অবধি কোথায় ছিলি। গতরাতে খাসনি। না খেয়ে মরবি নাকি?

মরব কেন দাদী। এই তো দিব্যি বেঁচে আছি।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে আয়, এক সাথে খেতে বসি।

দাদী আর দেলোয়ার ইতোমধ্যে স্নান করা হয়ে গেছে। অনিদ্রায় রাত কাটিয়ে আমার পাণ্ডুলিপিখানি গোগ্রাসে গিলেছে। তাদের সেই ক্লান্তি আর নেই। খাওয়া দাওয়ার পর্ব চুকিয়ে উঠে দাড়ালাম। এবার বাড়ী যাব।

ইস্ কি সুখের কথা। বাড়ী চলে যাব! পড়ে শেষ করব তো। আর অল্প বাকি আছে। এখনই শেষ করে দিচ্ছি।

দাদা বাড়ী নেই, তাই ওদের কোন সমস্যাও নেই। চাচা থাকেন আর একদিকে। তিনি এদিকে বড় একটা আসেন না। তাই বুঝি দাদী নাতীর এত বাড়া বাড়ি। রান্না ঘর ছেড়ে ঘরে এসে আবার পড়তে বসলো। দেলোয়ারার মুখে যেন হাসি ধরছেনা। কিছুক্ষণ আগে সে স্নান করে এসেছে। তার দীর্ঘ চুল পিঠের উপর ছড়ানো। সুন্দর মুখখানি এলো কেশদামগুলো যেন আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছে। দেলোয়ারা পড়ছে দাদী শুনছেন। আমি খেয়াল

www.pathagar.com

করলাম দাদী মনযোগ দিয়ে শুনছেন না। কেবল আঁড় চোখে একবার আমার মুখের দিকে আর একবার দেলোয়ারার মুখের দিকে চেয়ে একটা বাস্তব পরিকল্পনা তৈরী করছেন। দাদীর সাথে আমার চোখা চোখি হতেই তিনি হি হি করে হেসে ফেললেন। দেলোয়ারা মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, হাসছো কেন দাদী?

হাসব না। একশো বার হাসব।

কারণ তো থাকতে হবে?

কারণ শুনবি?

শোনব না?

কে চোর আর কে গৃহস্ত তাই ভেবে হাসছি।

ইস্! দাদীর শুধু ফাজলামি। এই থাকলো আমি আর পড়ব না।

না পড়লি তো আমার বয়েই গেল। যার বই তাকে দিয়ে দে ও চলে যাক আর তুই বালিশে মুখ গুজে কেঁদে বালিশ ভিজো আমি বাইরে গিয়ে আমার কাজ দেখিগে।

দেলোয়ারা মুখ ভেংচে বললো যার বই তাকে দিয়ে দে আমি কাজ দেখিগে! কি কাজের মানুষ তুমি। যাও দেখি কি করে তুমি যেতে পার। দায় আমার না তোমার?

দাদী আর আমি স্বশব্দে হেসে উঠলাম। আমি বললাম- আর কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট কর না দেলোয়ারা। তাড়াতাড়ি পড়ে শেষ কর।

এক সময় পড়া শেষ হয়ে গেল। দেলোয়ারা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে জিজ্ঞেস করলো- এ তুমি কি করলে ভাই। খেলাঘরে বসিয়ে খেলাচ্ছলে কোথায় নিয়ে গেলে তুমি? এদের আবার মিলন করিয়ে দেবে তো?

তা যদি আমি এখন বলেই দিই তাহলে এর সৌন্দর্য থাকল কোথায়।

তোমার পায়ে ধরি ভাই, এদের তুমি মেরে ফেল না। শেষে ওদের ঘর বাঁধতে দিও।

তুই তো জানিসনে দেলোয়ারা, লেখকের হাত যেমন নির্মল দয়ালু তেমন নির্মম, নিষ্ঠুর। বিরহ বেদনার মধ্যে দিয়ে কাউকে হাসায় কাউকে কাঁদিয়ে ছেড়ে দেয়। মানুষের জীবনটা তো এমনই। এ জগতে সবার আশা যদি পূরণ হত তাহলে নিরাশার জন্ম হল কেন। নিয়তির খেলা কারও বুকে ঢেউ জাগায় কারও বুক ফেড়ে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়। লেখকদের এই নিয়মই অনুসরণ করতে হয। বিরহ বেদনা যেখানে নেই সেখানে প্রেম গভীরে প্রবেশ

www.pathagar.com

করতে পারে না। যে ব্যথা পেল না সে শান্তিকে অনুভব করবে কিভাবে? আদম হাওয়া বেহেশতের সুখের জীবনে কি একে অপরকে গভীরভাবে ভালবাসতে পেরেছিল? সাড়ে তিন শত বছর ধরে অনুতাপ করেই তো পৃথিবীতে সুখের নীড় বাঁধতে পেরেছিল। তোমার নিজের ব্যাপারে এ ভাবনাটা একটু ভেবে দেখ। কাগজ কলম দাও।

কি করবে?

চিঠি লিখব।

কার কাছে?

আগে লিখে নিই, পরে পড়ে দেখ। মস্ত বোঝা আমার মাথায় চেপে বসেছে সেটা নামাতে হবে না?

প্রিয় বন্ধু!

একটা সত্য কথা তোমাকে না জানিয়ে পারলাম না। তুমি যাকে নিয়ে সুখ স্বপ্ন দেখছ সে কিন্তু তার হৃদয় সিংহাসনে অন্য একজনকে বসিয়ে রেখেছে। দেখলে না সেদিন। কেমন করে সবাইকে চমক লাগিয়ে দিল? কৌশলটা সে কোথা থেকে আয়ত্ত্ব করলো সেটা বুঝতে নিশ্চয় তোমার কষ্ট হবে না। অনর্থক মরিচীকার পেছনে না ঘুরে অন্য পথ দেখ, বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে। সত্য বলাতে যেন আমাকে ভুল বুঝ না। তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী-।

মাসুদ।

ছোট চিরকুটটি দেলোয়ারার হাতে দিলাম। বললাম- পড়ে দাদীকে শোনাও। পড়া শেষ হলে দাদী জিজ্ঞেস করলেন- এ চিঠি কার কাছে দিবি?

সেই যে পাত্র মহাশয় এসেছিলেন, যাকে রাজভোগ খাওয়ান হল, তাকে দেব।

তুই নিজেই দিবি?

আবার কে দেবে।

তোর বন্ধু নাকি?

বলতে পারেন।

ওরা তো এ চিঠি তোর চাচার কাছে দিয়ে দিতে পারে।

পারে।

তখন কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছিস?

www.pathagar.com

খুব দেখেছি। কিছুই হবে না।

তোর চাচা আমাকে তো ছাড়বে না। আমি কি বলব?

আপনি বলবেন আমি কিছুই জানিনে। দেলোয়ারা মুখ বুজে মনে মনে শূন্য আকাশে ঘুরে ঘুরে তার স্বপ্নের রাজকুমারকে খুঁজবে।

হেসে দু'জনই লুটিয়ে পড়ল। আমি ততোক্ষণে জামা কাপড় পরে ব্যাগ ঘাড়ে দাড়িয়ে গেছি।

এখনই চলে যাবি?

যাব মানে। বেরিয়েই তো পড়েছি।

তো দাদার সাথে দেখা করে যাবিনে?

আর নয়, অনেক হয়েছে। এবার বেরিয়ে পড়ি।

পেছনে পেছনে দাদী দেলোয়ারা এলো।

আবার কবে আসবি?

আর আসব না।

ওরে বাবা! আমরা তাহলে মরে যাব।

মরে গেলে মাটি দিতে আসব।

ওসব ঠাট্টা বাদ দিয়ে কবে আসবি তাই বলে যা।

আমি নিজে থেকে আর আসব না। যদি এখান থেকে কেউ আনতে যায় তখন চিন্তা করে দেখব।

এমন বাঁধানো কথা বলছিস কেন?

আমি এ বাড়ীর কারও শত্রু কারও মিত্র। আমি এলে কেউ আনন্দ পাবে কেউ কষ্ট পাবে, এটা আমাকে কাটার মত বিদ্ধ করবে। শত্রু মিত্র এক হলে আসতে আপত্তি নেই।

www.pathagar.com

পাঁচ

চার মাস পরের কথা। এক বন্ধুর বিবাহে গিয়েছিলাম। সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষে যখন চলে আসবো তখনই রবির সাথে দেখা। সে আমার কোন আত্মীয় কিংবা বন্ধুও নয়। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বোনের স্বামী। ওদের বিয়ের সময় আমার অনেক ভূমিকা ছিল। আপনের চেয়ে ওদের সাথে অন্তরঙ্গতা কম ছিল না। এর আগে এখানে বিয়ের ব্যাপারে সামান্য বিষয় নিয়ে পাত্রীপক্ষের সাথে আমাদের মত বিরোধ দেখা দেয়। আমি বরের নিকটতম বন্ধু। ঘটনাটা বেশীদূর গড়াতে দেইনি। সমস্যা সমাধানের জন্য তখনই আমাকে নিকটবর্তী বাগআচড়া বাজারে যেতে হয়েছিল। সেখানেই চাচার সাথে দেখা। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, তোমার সাথে আমার বিশেষ কথা আছে একটু শুনতে হবে। আমি বললাম, বন্ধুর বিয়েতে এসেছি কোন একটা ব্যাপারে বাজারে আসতে হল। এখনই সেখানে যেতে হবে। মাফ করবেন, আপনার সাথে সময় দিতে পারবো না। তিনি কার বিয়ে কি ব্যাপার জানতে চাইলেন। আমি সংক্ষেপে সমস্যার কথাটা বলে ফেললাম। তিনি বললেন- তবে বাড়ী ফেরার সময় আমাদের ওখানে থেকে যাবে, রাতে কথা হবে। চেষ্টা করে দেখব বলে আমি আমার কাজ মিটিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে পৌঁছে গেলাম। আমার অপেক্ষায় সবাই বসে ছিলেন। বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। খাওয়া দাওয়া সেরে ফিরবো হঠাৎ রবি সামনে। তাকে অনেক ওজর দেখালাম। বললাম- আমার এক চাচার সাথে বাজারে দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে অবশ্যই তাঁর বাড়ীতে যেতে বলেছেন। গুরুজনের কথা তো ফেলতে পারিনে। রবি আমার কথা শুনতেই চাইলো না। তুমি এখান থেকে ফিরে যাবে একথা ফিরোজা শুনলে আমার সাথে কথা বন্ধ করে দেবে না! চার বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে এতোদিন তোমার সাথে একদিনও দেখা হলো না। কিন্তু তোমাকে কি আমরা ভুলতে পেরেছি। তোমার কথা আমরা প্রায় আলোচনা করে থাকি। আর বাড়ীর নিকট থেকে পালিয়ে যাবে ফিরোজার সাথে দেখা করবে না এ কেমন কথা! রবি আমাকে এক প্রকার জোর করেই ঐ গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেল। বন্ধুর বোন বয়সে ছোট। তবু ওরা আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করে আমিও নাম ধরে ডাকি। যখন ওদের বাড়ীর ভিতর ঢুকছি সামনেই যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠে ফিরোজা এক প্রকার চিৎকার করে বললো- এ তুমি কাকে সাথে করে নিয়ে এসেছ? আমি তো চিনতে পারছিনে। আমি মুচকি হেসে তখনই পিছন ফিরে

www.pathagar.com

বললাম- তবে চললাম। এবার ফিরোজা ফিক করে হেসে ফেলে ছুটে এসে আমার জামা টেনে ধরে বললো, যাও দেখি, কেমন যেতে পার। ফিরোজার শ্বশুর নেই, তার শাশুড়ীর সাথে আমার পরিচয় করে দিল। বৃদ্ধা কিছু বলবার আগেই আমি ছালাম জানিয়ে তাঁর পদধুলি নিলাম। তিনি বললেন- সুখ শান্তিতে বেঁচে থাক বাবা।

রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে ফিরোজা তার দেড় বছরের মেয়েটিকে ঘুম পাড়িয়ে আমাকে নিয়ে বসলো। রবিকে শুয়ে পড়তে দেখে ও চোখ পাকিয়ে বললো, এখনই শোয়া হচ্ছে যে! মাসুদ ভাই খুব গল্প বলতে পারে- অনেকদিন পর পেলাম কাউকে ঘুমাতে দেব নাকি? গল্প করে রাত পার করবো। ও ভাই তুমি যে খুব লিখতে, এখনও লিখছো তো?

আমার লেখা। একেবারে ছিকেই উঠে গেছে।

সে কী কথা! তোমার লেখা তো ছিকেই উঠতে পারে না। ভাইয়ার কাছ থেকে নিয়ে তোমার লেখা গল্প কয়েকটা পড়েছি, তুমিতো জানোনা। সেসব লেখা এখনও ছাপাতে দাওনি?

সব চুরি গেছে।

এতো কষ্ট করে লেখা চুরি গেল! এমন কাজ করলো কে। সে মানুষ না অন্য কিছু।

অন্য কিছুতে কি চুরি করতে পারে? মানুষের জন্যেই তো চুরি বিদ্যা।

আর লেখনি?

লিখব কি, কে পড়বে আমার মত একজন মূর্খ মানুষের জগাখিচুড়ি লেখা। অমন কথা তুমি বল না ভাই। তোমার নাম সবাই করে, কত লোক তোমাকে ভালবাসে তা তুমি জানো?

আমি তো একটাও ভালবাসার পাত্রী খুঁজে পাইনে।

তুমি বললে আমরা এখনই তোমার ভালবাসার পাত্রী মিলিয়ে দিতে পারি। সে দেবে তোমার লেখার উৎসাহ, যে হবে তোমার সুখ দুঃখের সাথী।

এযে অন্য রকম সুর। তোদের কথায় আমি যে কোন মাথা মুণ্ডু পাচ্ছিনে?

তা পাবে কেন, পরের বেলায় কাজী হতে পার নিজের বেলায় অবুঝ কেন?

কাজী মানেই তো বিচারক। আমি তো কারও বিচার করিনি ভাই?

www.pathagar.com

আমাদের বাঁধনটা কে বেঁধেছিল শুনি? আমরা এবার তোমাকে বেঁধে ফেলব। বিয়ে একটা করতেই তো হবে একদিন, না হয় দু'দিন আগেই হয়ে যাক। খুব ভাল মেয়ে আমাদের হাতে আছে, কালকেই তোমাকে দেখিয়ে দেব। খুব সুন্দরী, একবার দেখলে ভোলা যায় না।

আমি হলাম ভেসে থাকা মানুষ। সমুদ্রে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছি। প্রচণ্ড ঢেউ আমাকে কেবল আঁছড়ে হয়রান করে দিচ্ছে। কোনদিন যে কূলে উঠতে পারবো। সে ভরসা নেই। এমন বদ্ধ পাগলের সাথে কেউ মেয়ে দেয় নাকি?

কেউ মেয়ে দেবে না একথা তুমি বললে কি করে ভাই! তোমার মুখের দিকে একবার তাকালে এমন কোন মেয়ে নেই যে পাগল হয়ে না যাবে।

আমার মুখে কি লেখা আছে, পরে পড়লে পাগল হয় আর নিজের লোক পড়লে দূর দূর করে?

তোমাকে দূর ছেই করবে এমন মানুষ কেউ আছে নাকি?

মা নেই যেন আপন জনও নেই। আমি যদি এখন মরে যাই তাহলে দু'টো ভাই ছাড়া আর কাঁদবার কেউ নেই। নিজে দাড়াবার জায়গা করতে পারছিনে তার মধ্যে আবার পরের মেয়ে নিয়ে এসে বোষ্টম হয়ে গান গেয়ে বেড়াব নাকি? তাও না হয় হতো কিন্তু আমি তো গান জানিনে।

তুমি আজও তেমনই রয়ে গেলে ভাই! তোমার সাথে কেউ কোনদিন কথায় পারেনি, আর মনে হয় পারবেও না। তবে তোমার যোগ্য পাত্রী আমরা দেখে দিতে পারি। সে তোমাকে নতুন করে গড়ে সোনা বানিয়ে দিতে পারবে। এমন বিশ্বাস আমার আছে। কাল স্কুলে এলে মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে এসে তোমাকে দেখাব।

তোমাদের পাত্রী আমি দেখবও না- বিয়েও করব না।

আচ্ছা সে কাল দেখা যাবে। তোমাকে কিন্তু সকালেই ছেড়ে দেব না বলে দিচ্ছি।

না দিলে আমার বয়েই গেল। বাড়ী না হয় সাতদিন যাব না। দেখি তোদের কোমরে কত বল আছে। তিনজনেই হেসে ফেললাম।

সাতদিন কেন, সাত মাস থাকলেও আমরা এই যেমন, তেমনই থাকব।

হার মানছি। আমার তো আবার পরের কাজ করে খেতে হয়।

নিজের কাজ না করে পরের কাজ করে বেড়ায় এমন লোক

www.pathagar.com

এখনও এই দুনিয়ায় আছে নাকি। কার কাজ কর তুমি?

চাচার ব্যবসায় সাহায্য করি।

তাতো ভাল কথা। তুমি ব্যবসা শিখবে, চাচারও উপকার হবে। তিনি তোমার ভবিষ্যত গড়ে দেবে না। তোমার তো কোন চিন্তার কারণ নেই।

সবাই তাই বলে। কিন্তু আমি ভাবি অন্য রকম। মনে হয় আমার জীবনটা তিলে তিলে নষ্টই করে ফেলছি। যেদিন যাচ্ছে সে তো আর ফিরে পাব না, কিন্তু সামনের দিন যে সুন্দর হবে এমন লক্ষণ দেখতে পাইনে।

তুমি হতাশ হয়ো না ভাই। তোমার ভবিষ্যৎ খুব সুন্দর হোক এ সবাই চায়। আমি তো জানি তোমার কোন শত্রু নেই, যদিওবা থাকে তবু সেও তোমার অকল্যাণ কোন দিন চাইবে না। আমার বিয়ের আগেও তোমার সম্বন্ধে আমি যতদূর জানতাম এখনও তাই জানি। তুমি পরকে যে কিভাবে আপন করতে জানো, এ সত্যি আমার কাছে বড় হেয়ালি মনে হয়। তুমি খুব ভাল মানুষ ভাই।

তোমার এসব ভুল ধারণা ফিরোজা। নিজের কাউকে আপন করতে বল পাইনে, আর পরকে আপন করবো কি করে?

বিধাতা তোমাকে এমন করে বানিয়েছেন যে তোমার সামনে বসে একবার মুখের কথা শুনেছে সে কোন দিন তোমাকে ভুলতে পারে না। পেছনের দিনগুলো থেকে আজ পর্যন্ত দেখে এলাম তো তাই।

এটাই তো আমার ভয়ের কারণ। অন্য মানুষে আমাকে ভালবাসুক আর আমার নিজের মানুষ অন্তর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে উড়িয়ে দিক, বিধাতার এই যে খেলা, এ যদি কোন দিন শেষ না হয় তাহলে এর পরিণাম ভেবে পাইনে। আমাকে সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করে একদিন বনে যেয়ে তাঁর ধ্যানে মগ্ন হতে হবে, এই হয়তো আমার কপালের লিখন। তাইতো মনে হয় তোমাদের মত আরও দশ জনে আমাকে ভালবাসে। তবু ভাল, যদি কোন দিন আমাকে সব ত্যাগ করে হারিয়ে যেতে হয় তাহলে অন্ততঃ আমাকে একা যেতে হবে না। অনেক মানুষের ভালবাসা কুঁড়িয়ে অন্তরটা বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারবো। দূরে যেয়েও নিজেকে শূন্য ভাবতে হবে না। তোমাদের এই ভালবাসাকে অবলম্বন করেই শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়ে দিতে পারবো।

তোমার নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে তুমি এমন হতাশ হয়ে পড়েছ কেন ভাই? তুমি লিখতে লিখতে মাথাটা একেবারে বিগড়ে ফেলেছ দেখছি, আবোল তাবোল যা তা বকছো কেন বল তো? তোমার কথা শুনে আমার যে খুব ভয় হচ্ছে!

www.pathagar.com

রবি শুয়ে ছিল সেও উঠে বসলো। বললো- শোন ফিরোজা, ওসব কথা বন্ধ কর। তোমার ভাই যেসব কথাবার্তা শুরু করেছে সেটা সুস্থ মস্তিষ্কের কথা নয়। আর কোন আলোচনা না করে কাল দেলোয়ারাকে একবার দেখিয়ে দাও, দেখবে সব রোগ ভাল হয়ে যাবে। রবি হো হো করে হেসে উঠলো, সেই সাথে ফিরোজাও হাসিতে যোগ দিলো। আমি হাসতে পারলাম না, বিস্মিত হয়ে গেলাম। যে নামটা দীর্ঘ কয়েকটা মাস আমার অন্তরে গভীর দাগ কেটে বসে গেছে, আমি সহস্রবার চেষ্টা করেও সেটা মুছতে পারছিনে, যত মুছতে চেষ্টা করছি ততোই যেন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে। যতবার চেষ্টা করেছি হৃদয়ের আসনটা শূন্য দেখতে ততোবারই দেখছি সেটা কে যেন জুড়ে বসে আছে। কিন্তু কেন। আমি তো চাই দূরে সরে থাকতে তবু সে কেন আমাকে ছাড়ে না। ওরা আগে যেমন ছিল তেমনই থাক। না না এ হতেই পারে না। শেষের কথাটা মনে হয় প্রকাশ পেয়েছিল। তাই সংগে সংগে ওরা দু'জনেই আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে- না কেন ভাই?

কই আমি তো কিছুই বলিনি।

ওরা দু'জনেই হেসে ফেললো।

এইতো বললে- না না হতেই পারে না। কি হতে পারে না?

আমি খুব লজ্জা পেয়ে গেলাম। তবু নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললাম, কিভাবে কি যেন বলে ফেলেছি খেয়াল নেই। কত মানুষের সাথে আমার মিশতে হয়, হয়তো কার কথা মনে করে কি বলে ফেলেছি।

সুখী দম্পতির মুখে হাসি। দু'জনে মুখ চাওয়া চায়ি করে ফিরোজা আমাকে খোঁচা দিয়ে বললো তোমার কথা শুনে হাসি চেপে রাখতে পারছিনে। এই রাত দুপুরে হাসি শুনে কে কি মনে করবে তাই অনেক কষ্টে চেপে রেখেছি। উনি বললে দেলোয়ারার কথা আর তুমি চুপ করে থেকে কিছুক্ষণ পরেই বললে না না হতেই পারে না। তুমি কি দেলোয়ারাকে দেখেছো?

কে তোমাদের দেলোয়ারাকে দেখে বেড়াচ্ছে। যার নীড় বাঁধবার কোন স্বপ্ন নেই, সে কেন ওসব দেখে বেড়াবে বল?

তোমার না থাকতে পারে আমরা তোমার বাসা বাঁধিয়েই ছাড়বো। এবার বাপের বাড়ী যাই আগে। দু'জনই যাব। যেয়ে সোজা তোমাদের বাড়ী। চাচাকে রাজী করিয়ে নেই, তবেই আমার নাম ফিরোজা।

তোমরা যত পার যেও। কিন্তু দোহাই তোমাদের, এ ব্যাপারে কোন কথা বলো না।

www.pathagar.com

সে দেখা যাবে তখন। এখন বলো কাল সেই মেয়েটা দেখবে কিনা?

দেখবো না।

কেন?

বিয়ে করব না তা আবার পরের মেয়ে দেখা কেন?

ফিরোজা আমার হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরে বললো, ভাই বিয়ে কর আর না কর, আমি জোর করব না, কিন্তু ওযে বললো- দেখার জন্য সেটা যদি না দেখ তাহলে আমাদের সুখের সংসারে অশান্তি ঢুকিয়ে দেওয়া হবে না?

রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এলো। তোমরা শুয়ে পড়, আমি ভেবে দেখি কি করা যায়।

পাশের ঘরে আমার শোবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে ওরা শুয়ে পড়লো। আমিও ক্লান্ত অবসন্ন দেহ শয্যায় এলিয়ে দিলাম।

ফিরোজার ডাকে ঘুম ভাঙলো। অনেক বেলা হয়ে গেছে। তখন ন'টা বাজে। মনে মনে খুব লজ্জা পেলাম। এমন মরণ ঘুম কোন সময় দিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না। আজ পর্যন্ত কাউকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে ডেকে তুলতে হয়নি। আমার মুখের দিকে চেয়ে ও হেসে ফেললো। বললো- উঠবে না, আরও ঘুমাবে?

এতো বেলা হয়ে গেছে এখনও শুয়ে থাকবো। আমি কি ম্যালেরিয়ার রুগী নাকি?

তাড়াতাড়ি উঠে খেয়ে নাও।

এতো তাড়া কেন?

ও গেছে সেই মেয়েটাকে ডাকতে।

তোমাদের কিছু হয় নাকি?

আমার ননদের বন্ধু। এক সাথে দীর্ঘদিন পড়াশোনা করেছে। এই মাস ছয়েক হল ননদের বিয়ে হয়ে গেছে। তার সাথে দেলোয়ারাও আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসতো, এখনও আসে। আমার সাথে ওর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। খবর দিলেই এসে দেখা করে। এমন মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি ভাই। যেমন সুন্দরী তেমন বুদ্ধিমতি, যার তার সাথে কথা বলে না। আবার এমন মেধাবী মেয়ে ঐ স্কুলে নেই মনে হয়।

কথা বলে না তবে তোমার সাথে বন্ধুত্ব হলো কি করে?

এই মানে বাজে কথাবার্তা, বাজে ছেলে মেয়েদের সাথে মেশাটা। আমাদের কথা বার্তার মধ্যেই রবি এসে গেল।

www.pathagar.com

দেলোয়ারা আজ স্কুলে আসেনি। চলো না ভাই ওদের বাড়ী নিয়ে যাই, তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম- বিধাতার বিচার খুব সুক্ষ্ম এবং ত্রুটিহীন। তাই তাকে আজ স্কুলে পাঠাননি।

তুমি হাসলে কেন ভাই?

হাসলাম বিধাতা তোমাদের দিকে না চেয়ে আমার দিকে চাইলেন। সত্যি তার প্রশংসার অন্ত নেই।

একটু পরে তো আমি তাদের বাড়ীতে যাব এই মনে পড়ে হাসি পেয়েছিলো। সেটা এড়াবার জন্য অন্য প্রসঙ্গ তুললাম।

আজকের মত আসি।

ওযে বললো তোমাকে সাথে নিয়ে ওদের বাড়ীতে যাবে?

আজকে যে সে স্কুলে আসেনি সেটাও তো তোমাদের ভাবতে হবে। সে হয়তো কোথাও যেতে পারে, এই ধরো কোন আত্মীয়ের বাড়ী। প্রয়োজন মনে করলে একদিন এসে দেখে যাব।

না এলে আমি কিন্তু ওকে পাঠিয়ে দেব, ধরে আনবে। ফিরোজার মুখে অভিমানের সুর।

রবি আমার সাথে এসে একেবারে বাসে উঠিয়ে দিয়ে গেল। কি করবো তখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পথে নেমে চাচার সাথে দেখা করব না একেবারে সোজা বাড়ী চলে যাব। আমার ভাগ্য দেবতা কোন্ দিকে আমার জীবনের চলার পথটা তৈরী করছেন একটু ঝালাই করে দেখতে হবে না! শেষবারের মত না হয় একটা বোঝাপড়া করে আসি। আমি গল্প লিখেছি, উপন্যাস লিখেছি, কল্পনায় কত ভালবাসার সৃষ্টি করেছি, আবার তা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছি, কাউকে হাসিয়েছি, কাউকে কাঁদিয়েছি। সবই তো আমার অবাস্তব কল্পনা। তেমন করে আমার জীবনের বাস্তব দিকগুলোও কি মিলিয়ে নিতে হবে! না, না এ অসম্ভব। এর একটা শান্তি পূর্ণ সমাধান আমাকেই করতে হবে। অসম্ভবকে কখনো রঙে রঙিন করতে গেলে আমিও হয়তো ধ্বংস হয়ে যাব। ধ্বংসের পথ থেকে আমাকে বাঁচতে হবে। এই সুন্দর পৃথিবীতে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন কে না দেখে।

চাচা তাঁর এক বন্ধুর সাথে বৈঠকখানীয় বসে গল্প করছিলেন। আমি সালাম দিয়ে সেখানে যেয়ে দাড়ালাম। তিনি বসতে বললেন। আমি খাটের এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে পড়লাম। চাচার সাথে প্রথমেই দেখা হয়ে যাবে এতোটা আশা করিনি। তবু ভাল, এখান থেকেই যদি আমার সাথে তাঁর কি কথা আছে তা

www.pathagar.com

হয়ে যায় তাহলে আমি অনেকটা হালকা হয়ে যেতে পারি।

তুমি ওদের কাছে চিঠি দিয়েছিলে নাকি?

কাদের কাছে?

ঐ যে বিশ্বাস বাড়ীর যে ছেলেটার সাথে দেলোয়ারার বিয়ের কথা হচ্ছিল। তারা দেখে গেল, আমরা দেখতে যাব তার আগেই তুমি হবে না বলে চিঠি দিয়ে দিলে?

এ বিয়ে হবে না বলে তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলাম।

তুমি কি করে জানলে, হবে না।

আমি জানিনে, আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কে তোমাকে চিঠি লিখতে বলেছিলো?

চাচার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ, মুখে বিরক্তির ছাপ।

সেদিন যা কিছু হবার সবই তো আপনার সামনেই হয়ে গেল। দাদা, আপনি দু'দিকে সরে গেলেন। আমি না এলে কোন কথাই ছিল না। এসে যখন পড়লাম তখন সব দায়িত্ব তো আমাকেই পালন করতে হল। আমি ভাই, দেলোয়ারা আমার বোন। ভাই হয়ে বোনের মলিন মুখ দেখে ব্যথা পেয়েছিলাম। প্রত্যেক ভাই-ই যেমন পেয়ে থাকেন। তার পরেও কথা থেকে যায়। ঐ ছেলেটার সম্বন্ধে আমার আগে থেকেই ভাল জানাশোনা ছিল, কেবল তাই নয়। ওদের পারিবারিক খবরও আমার জানার বাইরে নয়। আমি জেনে শুনে তো নিজের বোনকে পানিতে ভাসিয়ে দিতে পারিনে।

তুমি যখন এতো খবর রাখ, আমাকে আগে জানাওনি কেন?

আপনি আমার কাছে কিছু জানতে চাননি, আমাকে কিছু বলবার সুযোগও দেননি। যা কিছু করেছি নিজ দায়িত্বেই করেছি। অপরাধ হলে ক্ষমা করে দিন।

চাচার বন্ধুটি এবার কথা বললেন- এমন সুন্দর কাজটা ভেঙ্গে দিয়ে এখন বলছো ক্ষমা করে দাও। ভাল রসিক ছেলে তো তুমি।

আমি মাথা নীচু করে ছিলাম। চাচার বন্ধুর কথায় একটা প্রচণ্ড ক্রোধ মাথায় চেপে বসলো যেন। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি জানেন কাজটা ভাল ছিল?

নিশ্চয়ই জানি।

জানেন বাইরের ভদ্র মুখোশ, আর অর্থবিত্তের কথা, তাদের অন্তরের খবরটা আপনার কাছে পৌঁছানোর কথা নয়।

আমরা জানতে পারলাম না, তুমি কালকের ছেলে হয়ে কি করে সব জেনে ফেললে?

www.pathagar.com

ঐ ছেলেটার একবার বিয়ে হয়েছিল, তার পরিণাম কি হয়েছিল বলতে পারেন?

কি বললে তুমি? ভদ্রলোকের চোখে মুখে বিস্ময়ের আভাস।

আপনারা গুরুজন, আমি তর্ক করতে চাইনে। এখনই আমার সাথে আসতে পারেন সব খবর পেয়ে যাবেন।

চাচা যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন- থাক বাপু আর সেসব খোঁজের দরকার নেই, এখন কি করতে হবে তাই বল।

কি জানতে চান, বলুন?

ওকে বিয়ে তো দিতে হবে।

অবশ্যই দিতে হবে।

আরও দু'জায়গায় কথা বার্তা চলছে, দেখ তোমার দাদা-দাদী কি বলে। আর দেলোয়ারার কথাটাও জেনে নিও।

মাফ করবেন, আমি আর এ ব্যাপারে জড়াতে চাইনে। আমার যখন ভাল মন্দ বুঝবার জ্ঞান নেই তখন দূরে থাকলে সবার জন্যে মঙ্গল।

চাচার বন্ধুটি আমার কথা শুনে রুষ্ঠ হয়ে বললেন- তোমার ভাইপোটি কিন্তু ভাল নাটক করতে জানে। ওকে যদি এর মধ্যে জড়িয়ে দাও তাহলে কেবল নাটকই লিখবে একেবারে শেষ করবে না।

চাচার বন্ধুটি দপ দপ করে পা ফেলে বৈঠকখানা থেকে নেমে বাইরে চলে গেলেন। আমি বিমূঢ়ের মত বসে থাকলাম। চাচাও যেন লজ্জা পেয়েছেন, তাও বোঝা গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাচা বললেন- দেখলে তো, এমন করে আমার যে কত লজ্জা পেতে হচ্ছে। যাক, যেটা গেছে ওটা নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই। দু'টো কাজের কথা হচ্ছে, এ ব্যাপারে তোমার দাদা দাদীর সাথে আলাপ করে এর একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তবে বাড়ী যাবে। আমাকে এখনই বাইরে যেতে হবে। ভিতরে যাও। ওরা হয়তো কেউ বাড়ী নেই। বোধ হয় ওপাড়ায় গেছে। দেখ তোমার দাদা হয়তো বাড়ী থাকতে পারে।

ভিতরে ঢুকে কারও কোন সাড়া শব্দ পেলাম না।

দাদার ঘরের দরজা খোলা দেখে ঢুকে পড়লাম। আমাকে দেখেই তিনি যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন। আমি হেসে উঠলাম।

ভয় পেলেন দাদা?

তা পেলাম বৈকি। বাপ বেটায় খুব ঝগড়া বাঁধিয়ে এলি বুঝি?

www.pathagar.com

কেন দাদা?

ঘরে শুয়ে থেকে সব তো শুনলাম। সে তো এক ঘন্টারও বেশী হবে তাই না?

ঝগড়া করব কেন দাদা, এমনই কথা বার্তা হচ্ছিল।

ঐ কাজটা ভেঙ্গে দিলি বলে তোর চাচাও আর স্থির হয়ে থাকতে পারছে না। পাঁচজনে তার মাথাটা যেন বিগড়ে দিচ্ছে।

তেমনই তো দেখলাম।

এটা ভাল হল?

আপনিই বলুন।

দাদু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন- আগে ততো খোঁজ নেইনি। তুই চিঠি দিয়ে তাদের হবে না বলে নিষেধ করে গেলি সেটা জেনেই খোঁজ নিতে গেলাম।

খোঁজ নিয়ে কি পেলেন দাদা?

পেলাম তুই ভুল করিসনি।

এই নিয়ে তো আজকে আমাকে খুব কথা শুনতে হল।

তোর চাচার বন্ধুটি তো! ঐ তো তোর চাচার মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে। তারা নাকি ওদের কেমন আত্মীয় হয়। অমন কাজ হয়নি ভালই হলো। হলে যে কি ভোগান্তিই আমাদের হত, মেয়েটাকে ছোট থেকে মানুষ করে আগুনেই ফেলছিলাম যেন। ছেলেটা একেবারে বদ্‌মাশ। একটা ভাল ঘরের মেয়ের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল- তার পরের কাহিনী আমি বলতে পারবো না। তুই তো সব জানিস না?

জানি।

তুই বাঁচিয়েছিস তোর বোনটাকে। আমি বাড়ীতে কাউকে সে কথা বলিনি।

চাচাকে জানানো উচিৎ ছিল।

তুই তো জানালে পারতিস?

তিনি এমনিতেই আমার উপরে ক্ষেপে আছেন। এসব সত্য কথা বললেও তিনি বলতেন মিথ্যে বলছি।

তুই কাপড় ছেড়ে শুয়ে থাক, আমি স্নান সেরে আসি। আজ হয়তো খাওয়া ভাগ্যে নেই।

কেন দাদা?

তোর দাদী আর দেলোয়ারা ওপাড়ায় গেছে। দাদা ঘর থেকে

www.pathagar.com

বাইরের দিকে গেলেন, আমি কাপড় ছেড়ে খাটের উপর হাত পা ছেড়ে শুয়ে পড়লাম। কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা জানিনে।

গাছের উঁচু ডাল থেকে পড়ে গেলে মানুষ যেমন আর্তনাদ করে উঠে, তেমনভাবে আমিও যেন আর্তনাদ করে উঠলাম। মনে হলো আমার বুকের উপর কিছু একটা ভারী বস্তু পড়ে পিষে ফেলেছে। শরীর থর থর করে কেঁপে উঠলো। অতি কষ্টে চোখ মেলে দেখি আমার বুকের উপর দেলোয়ারা পড়ে আছে আর দেওয়ালের এক পাশে দাঁড়িয়ে তার ফুফাতো বোন মুন্নি হি হি করে হেসে যেন গড়িয়ে পড়ছে। পরে বুঝলাম মুন্নিই দেলোরাকে ধাক্কা দিয়ে আমার বুকের উপর ফেলে দিয়েছে। আমিও যেমন ব্যথা পেয়েছি সেও মনে হলো আরও বেশী ব্যথা পেয়েছে। সে উঠতে পারছিল না। আমি মুন্নিকে বললাম- এ তোমার কেমন দুষ্টমী। ওকে তুলে দাও, আমি খুব ব্যথা পাচ্ছি। মুন্নি এবার যেন ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল। সরে এসে খুব কষ্ট করে দেলোয়ারাকে তুলে বসালো। সে যেমন ব্যথা পেয়েছে তার চেয়ে বেশী পেয়েছে লজ্জা। আমি অতি কষ্টে উঠে বসলাম। এমন পরিস্থিতির জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। মুন্নিকে ডেকে বললাম- দু'বছর আগে দেখা লাজুক মেয়েটি তুমি। এতোদিনে এতো দুষ্টমী শিখে ফেলেছ? এমন ইয়ার্কি করতে নেই।

দেলোয়ারা কথা বলতে পারছিল না। রাগে তার সর্বশরীর যেন কাঁপছে। ইতোমধ্যে দাদী এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন- কি হয়েছে তোদের? এমনভাবে হনুমানের মত মুখ কালি করে বসে আছিস কেন?

দেলোয়ারা রাগে গর গর করতে করতে বললো- তোমার নাতনী ঠাকুরাণীর কাছে জিজ্ঞেস কর কি হয়েছে। আমাকে এমন জোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে যেন বুকের পাজরা কাঠি ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে গেছে। দেওয়ালে লাগলে তো মরেই যেতাম। কথাগুলো বলতে তার খুব কষ্ট হলো বুঝলাম। দাদী তার নাতনীকে একটু বকলেন। আমি আর বেশীদূর গড়াতে দিলাম না। নানান কথায় সবাইকে ভুলিয়ে ফেললাম। তবে বুকের ব্যথা সারতে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল ভাই-বোন দু'জনকেই।

রাতের বেলা চাচার কথা দাদাকে বললাম। তিনি বললেন তোর দাদী কি বলে, শুনে দেখ।

তোর চাচা কি বলেছে?

কোথায় যেন দেলোয়ারার বিয়ের কথা হচ্ছে-।

আমি তো জানিনে। তোর সাথে বলিনি?

www.pathagar.com

একবার ভেঙ্গে দিয়ে বিপদে পড়ে গেছি। আবার সেই কথা চাচা আমার সাথে বলেন কি করে? আপনারা জানেন তাই মতামত চাইলেন।

মেয়ের বিয়ের জন্য তোর চাচা এতো ব্যস্ত কেন?

আপনার ছেলে, আপনি জানেন, আমি কি জানি?

আমি যে পোক্তা জামাই ঠিক করে বসে আছি।

তা আপনার ছেলের সাথে বলেন না কেন?

সময় হলে বলবো।

সময়ের কথাটা বলে ফেলুন, চাচার সাথে বলতে হবে না?

অতো ন্যাকামি করিসনে, যা বলছি বলে যাস।

বাহ। জামাই ঠিক করলেন আপনি, আর বলব আমি?

আমি তো তোকেই ঠিক করেছি- দাদা দাদী হেসে ফেললেন।

দেলোয়ারা লজ্জায় মাথা নীচু করে বসে আছে। মুন্নিও হেসে যেন গড়িয়ে পড়ছে। সে হাসি চেপে রেখে বললো- তাহলে আমি কি দোষ করলাম নানী? অতো বকলেন কেন আমায়? ঠিক আছে- আজ এক ধাক্কা মেরেছি কাল দুই ধাক্কা দেব তবে বকুনীর শোধ নেব। বলে সে হেসে লুটিয়ে পড়লো আমার পিঠের উপর।

আপনার এ অবাস্তব কল্পনা বাদ দিয়ে অন্য পথ ধরুন।

আমাদের আর পথ নেই। দেলোয়ারার ঐ এক কথা।

আমার পায়ের তলে মাটি নেই, শূন্যের উপর ভেসে থাকি। অতএব আমার কোন ভবিষ্যৎও নেই।

আমরা তোর ভবিষ্যৎ তৈরী করে দেব।

আমার পৌরুষ আমি বিক্রি করতে পারিনে।

তবে তোর ভবিষ্যৎ তুই তৈরী করেনে, আমরা অপেক্ষা করব।

কতদিন অপেক্ষা করবেন? যদি বলি পাঁচ-দশ বছর।

তাও থাকব।

এতোদিন বসে বসে ও কি করবে। মানুষের ঘৃণা, কুৎসা কুড়িয়ে বেড়াবে?

আমি বসে থাকবো কেন, পড়াশোনা করব।

উত্তরটা দেলোয়ারাই দিল।

কতদিন পড়বে?

যতদিন তোমার সময় না হয়।

যদি জীবনেও আমার সময় না হয়?

www.pathagar.com

তুমি থাকতে পারলে আমিও থাকতে পারব।

তোমার এমন সুন্দর জীবনটা তুমি বোকামী করে নষ্ট কর না দেলোয়ারা।

তোমার জীবন তো অসুন্দর নয়, তুমি নষ্ট করবে কি করে?

এমনভাবে কোন সমস্যার সমাধান হয় না দেলোয়ারা। আমি তোমার ভাই হয়ে থাকি তুমি আমার বোন হয়ে থাক। বিধাতা এতো সখ করে এ জীবন তৈরী করলেন আমরা কেন ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেব।

সম্পর্ক তো আমাদের মুছে যাচ্ছে না, নতুন করে বাঁধনটা মজবুত হচ্ছে।

যুগ যুগ ধরে যদি আমরা এমন কথা বলতে থাকি তাহলে আমাদের কথা ফুরাবে না। এ আমি জানি। তবু আমি বলি- আমাদের সমাজ আছে, আত্মসম্মান বোধ আছে। এগুলোও তো দেখতে হবে।

দেখবার দায়িত্ব কেবল আমার একার নয়, তোমারও তো আছে।

এখানেই আমাদের সব আলোচনার সমাপ্তি হোক। ভাগ্যের উপর নিজেকে সমর্পণ করে দিই, দেখি ভাগ্য দেবতা কোন দিকে টেনে নিয়ে যায়।

সকালে বাড়ী যাওয়ার আগে চাচার সাথে দেখা করলাম। বললাম দাদা দাদীর ইচ্ছা নয় দেলোয়ারার অমতে কোথাও বিয়ে হোক। আপনাকে তার জন্য এতো অস্থির হয়ে পড়তে নিষেধ করেছেন। আর আপনার মেয়ের ইচ্ছে, এখনও পড়াশোনা করতে চায়।

এখনও পড়তে চায় এটা তো ভাল কথা নয়, যতদূর পড়েছে এর চেয়ে বেশী পড়ার কথা চিন্তা করা আমাদের সাজে না। সমাজ আছে, মান সম্মানের প্রশ্ন আছে। এসব বিবেচনা করে তবে তো পথ চলতে হবে।

পড়াশোনার ব্যাপারে সমাজের চাপ, মান সম্মানের ব্যাপার এগুলো সেই পুরানো কথা। বর্তমানে মেয়েরাও উচ্চশিক্ষা করছে।

সেটা শহরে হতে পারে, আমাদের মত পাড়াগাঁয়ে নয়।

জমিদার বংশে যাদের জন্ম, তাদের এমনই তো উচ্চ মর্যাদা আছে, সেখানে শহর আর পাড়াগাঁ বলে কিছু নেই।

জ্ঞান বুদ্ধি তোমার যথেষ্ট হয়েছে দেখছি। গতকাল তোমাকে আসতে বলে আমি যেন আর একবার ভুল করলাম। তুমি সমস্যার কোন সমাধান তো করলেই না, আরও জটিল করে চলে যাচ্ছ।

www.pathagar.com

তোমাকে একটা কথা বলে দিই, দেলোয়ারার বিয়ের আগে তুমি আর কোন দিন এসো না। এটা বলতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তবু না বলে পারলাম না।

আপনি গুরুজন, আপনার কথা মাথা পেতে নিচ্ছি। কেবল এতটুকু নয় যদি সমস্ত জীবনব্যাপী এ বাড়ীতে আসা আমার জন্য নিষেধ থাকে তবু আসবো না। মনটাকে শক্ত করে নীচু হয়ে পাঁচিলের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলাম।

আব্বার সংসারে সাহায্য করা চাচার ব্যবসার দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে কঠিন হলেও বিকল্প কোন পথ ছিল না। আমি মনে প্রাণে গুরুজনদের ভক্তি করতাম ভয়ও করতাম। এতে করে আমার ভবিষ্যৎ জীবনটা নষ্ট করে ফেলছি এমন অভিযোগ আমার বন্ধুদের ছিল। একদিন বাজারে আড়তের কাজ সেরে বাড়ী আসতে অনেক রাত হয়ে গেল। বন জঙ্গলে ঘেরা পথ, আবার বন্য জানোয়ারের ভয়ও ছিল। তাই যেদিন রাত হয়ে যেত সেদিন আড়তের লেবার সর্দার মিয়াজান আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যেত।

আব্বা নামাযের পাটিতে বসে তসবিহ টিপছিলেন। আমাকে দেখে জানতে চাইলেন তোমার বাড়ী আসতে এতো রাত হয় কেন?

যেদিন আড়তে কাজ বেশী থাকে সেদিন কাজ সারতে রাত হয়ে যায়। অন্যদিন তো সন্ধ্যার আগে বাড়ী আসি।

তোমার চাচা যে রোজ বেলা থাকতে বাড়ী আসে?

তিনি বাজারে যেয়ে- একটু খোঁজ খবর নিয়ে চলে আসেন কাজ সব যে আমাকেই করতে হয়।

কি এমন কাজ তোমার?

আমদানী-রপ্তানি, খাতা পত্রের হিসাব। টাকা পয়সার লেনদেন, বাকী বকেয়া আদায় পত্র, অনেক কাজ।

তোমার কষ্ট হয় না?

কষ্ট হলে কি করব, ফেলে রেখে তো আসতে পারিনে।

আচ্ছা তুমি তো কয়েক বছর ধরে তোমার চাচার ব্যাবসা দেখা শোনা করছো, কোন দিন তোমাকে কিছু দিয়েছে?

কি দেবেন?

এই ধরো জামা কাপড় কিছু টাকা পয়সা।

আমি মাথা নীচু করে নখ দিয়ে বিছানা খুটতে লাগলাম।

বুঝতে পারি সব, তোমার চাচা তোমাকে কিছু দিবে কিনা তাও জানি। কত গাছ পালা গেল, জমিও গেল কয়েক বিঘা, বাকীগুলো

www.pathagar.com

প্রায়ই বন্ধকে গেল, তোমাকে দিলাম তবু তোমার চাচার ক্ষুধা মিটাতে পারব না। কথাগুলো একটানা বলতে তাঁর যেন খুব কষ্ট হল কথা শেষে গভীর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন রাত হয়েছে যাও খেয়ে শুয়ে পড়।

আমি জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। বাড়ীতে অন্য কেউ জেগে নেই। চাচার ঘর অন্ধকার। তাঁরা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। মা তার মেয়েটিকে নিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। ছোট ভাইটির কোন সাড়া পেলাম না। সে প্রায়ই বাড়ী থাকে না। চুরি বিদ্যায় সে উস্তাদ। তবে অপরের কোন জিনিষে তাকে হাত দিতে শুনিনি। ঘরের জিনিষ পত্র, মাঠের গাছ গাছালি... যখন যেটা সুযোগ পাবে বিক্রী করে উধাও হয়ে যাবে। যতদিন পয়সা হাতে থাকবে ততোদিন তার দর্শন পাওয়া যাবে না। যেদিন বাড়ী আসবে সেদিন সৎমায়ের সাথে তার অঘোষিত যুদ্ধ চলতেই থাকবে। আব্বাকে সে সবসময় এড়িয়ে চলতো। আমি বড় হলেও এই কাণ্ডজ্ঞান হীন ছোট ভাইয়ের কাছে অপমানিত হবার ভয়ে নিকটেই যেতাম না। দীর্ঘ নয় বছর আমি নিজে রান্না করে সংসারের সব কাজ করে মাতৃশূন্য স্থানটা পূরণ করবার শত চেষ্টাতেও তাকে ভাল পথ দেখাতে পারিনি বরং সেই-ই আমাকে পথ দেখিয়ে ছেড়েছে। আব্বা তার প্রতি ছিলেন ক্ষুব্ধ। মেজ ভাইটিকে সংসারের এতবড় ঝড় থেকে বিধাতা তাঁর পরম করুণার হাত দিয়ে বাঁচিয়েছেন। এতো দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আমার মনে এতটুক সান্ত্বনা ছিল। আব্বাও আমাদের প্রতি অনেক অবিচার করেছেন এটা সে সময় মনে করতাম। কিন্তু সে ধারণাটা আমাদের ভুল ছিল সেটা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছে। মাঝে মাঝে আব্বার অন্যায় ব্যবহার ছোট ভাইয়ের উচ্ছন্নে যাওয়া এর মূলেও কারণ ছিল। যখন আমি এর আসল কারণটি খুঁজে পেলাম তখন অনেক দূর গড়িয়ে গেছে, শুধরাবার সব রাস্তা তখন বন্ধ। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে আব্বা একদিন খুব ব্যথা ভরা কণ্ঠে বলেছিলেন তোমার মায়ের মৃত্যুর পর তুমি যেভাবে দুঃখ কষ্ট সহ্য করে সংসারটা দাড় করিয়ে রেখেছিলে তার ফলও তো আমরা পেলাম।

মেঝ ভাইকে ইঙ্গিত করেই কথাটা বলেছিলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন- তোমারও অনেক হতে পারতো কিন্তু সে পথ আমি রুদ্ধ করে গেলাম। সব ভাইগুলো যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল তখন তোমার চাচাকে আমি কষ্ট পেতে দিইনি। এর জন্য তার কাছে কোন প্রতিদান আশা করিনি। তার কাছ থেকে কোন ক্ষতিরও প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু শেষেরটা পেলাম। তবু তোমাকে বলে যাই, তোমার চাচা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততোদিন তাঁর

www.pathagar.com

খোঁজ খবর নিও। যদিও তোমার মঙ্গল কামনা না করে অমঙ্গল কামনা করুক। আমি যতটুকু জানি সে কোন সময় তোমাদের উন্নতি হোক এটা সরল অন্তকরণে মেনে নেবে না। তোমাদের যত মন্দই জানুক তোমরা যেন তা নিয়ে মনে ব্যথা পেয়ো না। আমি চিরদিন ছিলাম সংসারের প্রতি উদাসীন। তোমার মা ছিলো সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। সেসব দেখতো। সে আগে চলে গেল। এটা আমার প্রতি কঠিন পরীক্ষা। আমি কোনটাতেই পাশ করতে পারিনি। সবটাতেই ফেল করেছি।

আব্বার কাছে কোন দিন আমরা কোন ভাই-ই ভালোভাবে দু'টো কথা বলতে পারিনি। তাঁর কাছ থেকে কোন দিন তেমন ভাল কথাও শুনিনি। তবে শৈশবে তার কাছে মাঝে মাঝে হাসির গল্প শুনেছি। মায়ের মৃত্যুর পর অন্তরঙ্গ পরিবেশে আব্বার সাথে কোনদিন ভাইয়েরা মিলে একত্রে বসতে পেরেছি কিনা মনে পড়ে না। মৃত্যুর আগে যে এমন মূল্যবান কথাগুলো একটানা বলে গেলেন। তাতে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম। আব্বা এমন সুন্দর কথাও বলতে জানেন। এতোদিন আব্বার প্রতি যে, ক্ষোভ, মান অভিমান ছিল তা মুহূর্তের মধ্যে ঝেড়ে ফেলে অন্তরটাকে নির্মল করে নিলাম। শেষে বললেন- তোমাদের অনেক কষ্ট সামনে রয়েছে তবু ভয় পেয়ো না। ফাহদের সাথে যোগাযোগ রেখ। ছোটটা যা করে করুক, অন্তত তোমরা দু'টো ভাই যেন কেউ কারও বিরুদ্ধে যেও না। দোয়া করি আল্লাহ পাক তোমাদের দুঃখ ঘুচিয়ে সুখের পথ সামনে এনে দেবেন।

একদিন বাজার থেকে বাড়ী এসে খাওয়া দাওয়া শেষ করে জানালার ধারে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে লিখছিলাম। বাড়ীতে সবাই তখন ঘুমিয়ে গেছে। আব্বা যে ঘুমাননি তা জানতাম না। তিনি কখন উঠে এসে আমার মাথার কাছে বসে পড়লেন। আমি চমকে চেয়ে দেখি আব্বা বসে। তাড়াতাড়ি খাতাখানা গুটিয়ে বালিশের নীচে রেখে উঠে বসলাম। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন- রাতে বাড়ী এসেও আড়তের হিসাব করতে হয় নাকি?

আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। কি জবাব দেব তা মাথায় এলো না। আব্বা কোন উত্তর না পেয়ে অন্য কথায় গেলেন।

আজ তিন চার মাস ধরে একটা কথা তোমার সাথে বলবো বলে মনে করছি। কিন্তু আমিই এখনও ঠিক করতে পারিনি কি করব। আব্বার মুখের দিকে তাকালাম। হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় দেখেও টের পেলাম তাঁর মুখে হাসির চিহ্ন। বুকে বল এল। এতক্ষণ ভয় ভয় করছিল না জানি তিনি কি এমন কঠিন কথা বলে বসেন।

www.pathagar.com

তোমার বিয়ের জন্যে দু'টো প্রস্তাব এসেছে তাও আবার বলতে গেলে একই বাড়ী থেকে।

আমি লজ্জায় যেন বিছানার সাথে মিশে যাচ্ছিলাম। বিয়ের কথা শুনে আমি খুব লজ্জা পেতাম বিশেষ করে গুরুজনদের কাছ থেকে।

তোমার সাথে বলব কি, আমারই হাসি পাচ্ছে আবার লজ্জাও করছে। তোমার বড় দাদা তার পুত্রীর সাথে বিয়ে দেবে বলে আমার কাছে জানিয়েছেন। সম্পর্কে আমার চাচা। এক সময় জমিদার ছিলেন, এখন না থাকলেও ওরা বড়লোক। আমরা গরীব মানুষ, ওদের সাথে পেরে উঠব কিনা ভাল করে জেনে শুনে তবে কথা দেব। তুমি নাকি কয়েক মাস আগে ওদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলে শুনলাম, তা মেয়েটা কেমন, দেখতে শুনতে ভাল?

আমার শরীর ঘেমে ভিজে গেছে। আব্বার প্রশ্নের উত্তর দেব কি, আসলে মাথা তুলতেই পারলাম না। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছিল এখনই এখান থেকে পালাতে পারলে হাফ ছেড়ে বাঁচতাম।

আব্বা নিজেই আমাকে বাঁচালেন। বললেন, না হয় দেখে শুনে নেওয়া যেত। তা বোধ হয় হল না। এর মধ্যে তোমার ছোট দাদা একদিন এলো তার শালাকে নিয়ে। তিনি বলছেন অন্য কথা। তার নিজের মেয়ে দেবে পোতা ছেলের সাথে। শুনে আমি লজ্জা-শরমে মাটির সাথে মিশে যাচ্ছিলাম। আমার চাচাতো বোন হবে পুত্র বধু! এমন অবান্তর প্রস্তাব যে কেউ দিতে পারে তা আমারও জানা ছিল না। তাঁর বড় ভাইয়ের প্রস্তাবটা না হয় রাখা যেত কিন্তু তাঁর প্রস্তাব তো কোন পাগলেও রাখতে পারে না। ওরা আমাদের দীর্ঘদিনের আত্মীয়। আমি ঠিক করেছি সেই পুরানোটায় থেকে যাক নতুন করে আর বাড়িয়ে কাজ নেই। আমি ওদের নিষেধ করে দেব। একটাও হবে না। একজনেরটা নিলে আর একজন অসন্তুষ্ট হবে। দরকার নেই। দু'জনেই সন্তুষ্ট থাক। তুমি আর ওদের ওদিকে যেও না। আমিও আর যাব না। রাত অনেক হয়ে গেছে, ঘুমিয়ে পড়।

আব্বা উঠে নিজের বিছানায় চলে গেলেন।

চাচা ইতিপূর্বে নিষেধ করেছেন তাঁদের ওখানে না যাওয়ার জন্য আব্বাও বললেন তুমি আর যেওনা। মনে হয় একটা মস্ত বড় বোঝা আমার মাথার উপর থেকে নেমে যাচ্ছে। নিজের দিকে চেয়ে আমি কাউকে নিয়ে মজবুত করে ভাবী জীবনের নীড় বাঁধবার স্বপ্ন দেখতে পারিনি। তবে আমার প্রতিভা বিকাশের জন্য যে একটা দুর্বলতা আমাকে পেয়ে বসেছে তা অস্বীকার করতে

www.pathagar.com

পারব না। এর শেষ পরিণতি যে কোন দিকে যেতে পারে তার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর কোন পথই খোলা থাকল না। নিজের আদালতে নিজের বিচার এক তরফা হবে জানি। তবু যেন কোন এক অজানা আশংকায় শিহরে উঠলাম। মানুষের এই জীবন বড় বিচিত্র। নিজের অজ্ঞাতে অনেক জটিল বিষয়ের সাথে জড়িয়ে নেওয়ার সমাধানের সামান্য ত্রুটি ও হৃদয়টাকে ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিতে পারে।

ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে বড় এক কৃষকের সাথে অর্থনৈতিক লেন দেন ছিল। অনেকদিন ভদ্রলোকটি আমাদের সাথে দেখা তো করলই না, উপরন্ত তার কোন মালামালও আমাদের আড়তে পাঠালো না। তাই একদিন সাইকেল চেপে বাহাদুরপুর যেতে হল। রাস্তা ভাল ছিল না তবু প্রায় মাইল চারেক যেতে হবে। অর্ধেক রাস্তা যেয়ে সামনে একটা আম বাগান দেখতে পেলাম। রোদ্রের তেজ বেশী। ভাবলাম গাছতলে বসে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিই। আমি সাইকেল থেকে নামতে যাচ্ছি এমন সময় কে একজন বললো- খোকা যে! কোথায় যাচ্ছ? ডান দিকে তাকিয়ে দেখি রাস্তার ধারে পুকুর পাড়ে, একটা আমগাছের নীচে দু'জন মেয়ে দাড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে। আমি সাইকেল থেকে ততোক্ষণে নেমে গেছি। ওরা দু'জনেই আমার দিকে এগিয়ে এলো।

খোকা ভাল আছ?

আছি। তা তুমি এখানে কেন ফুফু?

মামার বাড়ী, তুমি জান না বুঝি।

আমার মনেই ছিল না। তোমার সঙ্গীনিটি কে?

মামাতো বোন। এদিকে কোথায় যাচ্ছ?

ঐ সামনের গ্রামে যাচ্ছি, বিশেষ কাজ আছে।

তা তুমি পরে যেও। এখন চলো মায়ের সাথে দেখা করবে না?

তোমার মাও এসেছেন বুঝি?

মা, ভাবী, ভাই ঝি, তিন দিন হলো আমরা বেড়াতে এসেছি।

আমি আমার কাজ মিটিয়ে আসি, ফিরবার পথে দেখা করব।

তোমার কাজ পরে হবে, আগে আমার সাথে এসো। আমার সাইকেল ধরে যেন জোর করেই টেনে নিয়ে গেল পুকুর ধারের বাড়ীটিতে। আমাকে পেয়ে সবাই খুব খুশী হয়েছে বুঝলাম। ফুফু একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যেয়ে খাটের উপর বসতে বলে সেও বসে পড়লো। মুখে তার হাসি ফুটে রয়েছে। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো- খবর কিছু পেয়েছ খোকা?

www.pathagar.com

কি খবর?

দেলোয়ারার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। ভাইয়েরা ছেলে দেখে এলো। তারা মেয়ে দেখতে এলে সে কি বিপদ- রে বাবা।

বিপদ কেন?

দেলোয়ারা তাদের সামনে যাবেই না, আমি এক প্রকার জোর করেই টেনে হিঁচড়ে তাদের সামনে নিয়ে গেলাম। কিন্তু সে মেয়ে মুখ তুললো না। একটি কথারও উত্তর দিলো না। মাথা নীচু করে কাঁদতেই থাকলো। তবু তারা মেয়ে দেখে পছন্দ করলো। বিয়ের দিন তারিখও পড়ে গেল।

তাই নাকি?

তুমি বুঝি আনন্দ পেয়েছ না? ওদিকে মেয়ে যে ঘরে যেয়ে ফিট হয়ে গেল, শেষে বাঁচে কি মরে এমন অবস্থা। ডাক্তার এলো। চিকিৎসা হলো। কোন উন্নতির ধারের কাছেই নেই। দিন দিন আরও শুকিয়ে যেতে বসেছে। শেষ পর্যন্ত বিয়ে বন্ধ করে তবে মেয়ে দু'চোখ মেললো। ভাই তোমার উপর খুব রেগে গেছে খোকা।

কেন?

দেলোয়ারাকে তুমিই ভুলিয়েছ।

মিথ্যা কথা।

তুমি স্বীকার না করলেই হল, না? সে যে তোমাকে ছাড়া বিয়ে করবে না।

আমি তো করব না। আর তাকে তো এমন আশ্বাস আমি কোন দিনই দিইনি। সেই হয়তো নিজে থেকে এক তরফা আমার দিকে ঝুঁকেছে।

বড় চাচা আর চাচী মা তোমার সাথে দিতে চায়, কিন্তু ভাই তোমার সাথে মেয়ে বিয়ে দেবে না। তোমার মা নেই, সৎমা, তুমি কানে কম শোন। আরও কত দোষ ত্রুটি তোমার রয়েছে যেন, ভাই এসব কথা বলে।

তোমার ভাই ঠিক কথাই বলেন। এর মধ্যে এক বিন্দুও মিথ্যে নেই।

তুমি আর ওদের বাড়ী যেওনা খোকা।

আমি আর কারও বাড়ী যাব না।

ইস্! কারও বাড়ী যাব না, বললেই হলো। আমাদের বাড়ী তো যাবে।

www.pathagar.com

তাও যাব না।

যেতেই হবে। না যেয়ে তুমি পার পাবে না।

কেন?

সে কথা শোননি?

কি কথা?

তোমার বিয়ের কথা।

কোথায়?

আমাদের বাড়ী।

তোমাদের বাড়ী। পাত্রীটি কে?

আমি।

তোমার কথা শুনে হাসবো না কাঁদবো তা বুঝতে পারছিনে। তুমি আমার আব্বার চাচাতো বোন। আমার ফুফু। আমি বয়সে বড় বলে তুমি নাম ধরে না ডেকে খোকা বলে ডাকো। ফুফু কোন দিন বউ হয়? দুনিয়া কি উল্টে গেল নাকি? তোমার নিজের কথাটা বলতে তুমি একটুও দ্বিধা করলে না, লজ্জা-শরমও উধাও হয়ে গেল?

কেন, আমার বড় আপার তো বিয়ে হয়েছে আব্বার এক পোতা ছেলের সাথে। আপাও তো তাকে খোকা বলে ডাকতো। তাদের বিয়ে হলে একটুও অসুবিধা হয়নি। এখন তাদের কত সুখের জীবন।

তোমার ভাইয়ের কাছে আমার এতো মন্দ জেনেও তুমি পিছিয়ে যাবে না?

আমি গুরুজনদের ভক্তি করি। আব্বা মা জেনে শুনেই যখন দিচ্ছেন তখন আমি পিছব কেন?

তুমি সামনের দিকে এগিয়ে যাও কিন্তু আমার দিকে চেয়ো না। কোন দিন আমার নাগাল পাবে না। তোমরা মায়ে ঝিয়ে আমার হৃদয়ে যে আগুন জ্বেলে দিলে হয়তো সমস্ত জীবন সেই অনলে আমাকে পুড়তে হবে।

তোমার অতো মূল্যবান কথা আমি শুনতে চাইনে খোকা। আমাদের যে সম্পর্ক তাতে বিয়ের ব্যাপারে শরীয়তে কোন বাধা আছে নাকি?

এতো দূরত্বের সম্পর্কে শরীয়তের কোন নিষেধ নেই।

আর কিছু শুনতে চাইনে। তুমি ইচ্ছা করলে যেতে পার, না গেলেও আমার কোন আক্ষেপ নেই।

www.pathagar.com

যাওয়া হবে না। আমি খুব তাড়াতাড়ি হয়তো বাড়ী ছাড়ছি।

কোথায় যাবে?

বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে।

কত দিন থাকবে?

দু'চার মাস কেটে যেতে পারে।

তুমি হাসালে দেখছি। বন্ধুর বাড়ী কেউ দু'চার মাস থাকে নাকি?

সমস্ত দেশ জোড়া আমার বন্ধু আছে, বছরেও কুলাবে না।

তা তুমি যেও। যতোদিন পার থেকে এসো। মা বলছিলেন বাড়ী যাওয়ার দিন তোমাদের বাড়ী যাওয়ার কথা।

যেতে পার। আমার সাথে দেখা নাও হতে পারে।

তুমি যেখানে থাক সেই জায়গাটার সাথে দেখা হবে তো।

হতে পারে।

এতেই আমি খুশী হব।

ফুফু ঘর ছেড়ে বাইরে গেল তার মাকে ডাকতে এরই মধ্যে আমিও বেরিয়ে পড়লাম আমার গন্তব্য স্থানের দিকে। কাউকে কিছু না বলেই চলে এলাম।

গত সপ্তাহ থেকে একটা বড় রকমের ঝড়ের পূর্বাভাস পাচ্ছিলাম। ছোটবেলা চাচার কথামত আমরা তিন ভাইয়ে মামার বাড়ীর সম্পত্তি এক ফুফাতো ভাইয়ের নামে Power Atorny করে দিয়ে ছিলাম। তাই নিয়ে আব্বার সাথে চাচার মাঝে মাঝে ঝগড়া ফ্যাসাদ বাঁধে। মেজ ভাই পড়া শোনার ব্যাপারে বাইরে থাকতো, ছোট ভাইকে তো পাওয়াই যেত না। আমাকেই বলির পাঠার মত মাঝখানে দাড়াতে হত। তাও যদি একেবারে কিছু একটা সমাধান হয়ে যেত তবু ভাল ছিল কিন্তু সেই বিষ ফোঁড়াটি আজও আমাকে ভীষণ কষ্ট দেয়। চাচা সেই বিষয় নিয়ে যখন কথা তোলেন তখন মনে হয় তিনি আত্ম তৃপ্তি পান। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। হিন্দুরা মুসলমানদের মেরে কেটে শেষ করছে। গ্রাম কে গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। হিন্দুর দেশ। জন্ম সূত্রে মুসলমানদের আপন দেশ হলেও আজ যেন তারা পরবাসী। আশ্রয়ের সন্ধানে যেদিকে পারছে তারা সেদিকে চলে যাচ্ছে। যদিও আমাদের ফুফুদের গ্রাম বাজিতপুর তখনও আক্রান্ত হয়নি তবু তারা উদ্বিগ্ন। এই নিয়ে চাচা আব্বার সাথে মত বিরোধ দেখা দিল। চাচা আমাকে বললেন- ফুফুও তাঁর পরিবারের সবাইকে নিয়ে আসবার জন্য। আমি অনুভব করলাম আজ যদি চাচার কথা

www.pathagar.com

মত তাদেরকে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের এই সংসারের শান্তি নামক বস্তুটি চিরদিনের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। আব্বার কথা হচ্ছে তাদের এলাকায় যখন কোন গণ্ডগোল বাঁধেনি তখন কেন তাদের ঘর বাড়ি ফেলে রেখে এখানে আনা হবে। আমার সৎমা। তিনি এমনিতেই সারাদিন বিনা কারণেও বকাবকি করতেই থাকেন। তারপর ফুফুদের আসবার কথা শুনে যেন একেবারে ক্ষেপে গেলেন। আমি কি করব তা তখনই ভেবে নিলাম। এই মুহূর্তে আমাকে যে দূরে কোথাও চলে যেতে হবে নইলে ঝড়ের মধ্যে পড়ে আমাকেই নাজেহাল হতে হবে বেশী। সেদিন বাজারে গেলাম না। জামা কাপড় পরিষ্কার করলাম। দুপুরের পরে একটা বিছানার চাদর কিছু জামা কাপড় আর নিত্য সঙ্গী দু'খানা খাতা ব্যাগের মধ্যে বোঝাই করে বৈঠকখানার আলমারির মধ্যে রেখে দিলাম। বিকেলের দিকে নেমে পড়লাম। মেঠো পথ চারিদিকে জঙ্গলে ঘেরা। কারও সাথে দেখাও হল না। কোথায় যাচ্ছি তা জানিনে। এ যেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা। মনের ভিতর কোন ভয় ভীতি আলোড়ন কিছুই জাগলো না। অজানার পথে বেরিয়ে পড়েছি তবু অন্তরে যেন কেমন পুলক অনুভব করছিলাম। নিজের অজান্তেই ষ্টেশনে এসে গেলাম। হৃদয়ের গোপন স্থান থেকে পথ যে একটা আপন ইচ্ছায় তৈরী হচ্ছে তা ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বরিশাল এক্সপ্রেস লাইনে দাড়িয়ে আছে। যাত্রীরা টিকিট সংগ্রহের জন্য লাইনে দাড়িয়েছে। আমিও দাড়িয়ে গেলাম। অফিস ঘরের মধ্যে থেকে টিকিট কালেক্টর সিরাজ মিয়া আমাকে দেখে হাতের ইশারায় ডাক দিলেন। আমি লাইন ছেড়ে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

কোথায় যাবে বাবাজী?

বরিশাল যাব।

সেখানে কেন?

এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছি। সিরাজ মিয়ার ছেলের সাথে একদিন এক সাথে স্কুলে পড়েছি। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পড়া বন্ধ করবার পর থেকে অনেকদিন আর তাদের সাথে দেখা হয়নি। জানতাম সিরাজ মিয়া আর তার স্ত্রী আমাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি টিকেট ভাউচার থেকে একটা লিখিত ভাউচার আমার হাতে দিয়ে বললেন, যাও ভাল সিট দেখে বসে পড়। ট্রেনে ষ্টিমারে চেকারে দেখতে চাইলে এটা দেখিও। কেউ কিছু বলবে না। টিকিটের মূল্য সাত টাকা বার আনা। তিনি একটি টাকাও নিলেন না। তখন আমার পকেটে মাত্র দশটি টাকা, এই পুঁজি নিয়েই আমি বাড়ী ছেড়েছি। শ্রদ্ধায় তাঁর প্রতি আমার মাথা নুইয়ে এলো।

www.pathagar.com

একটা সালাম জানিয়ে দোয়া করতে বলে বেরিয়ে এলাম। গাড়ীতে উঠে একটা ভাল জায়গা দেখে বসে পড়লাম। কোন উদ্বেগ নেই, চিন্তা ভাবনা নেই। একেবারে স্বাভাবিক মানসিক ক্রিয়া। আমি তো এমন ছিলাম না। আমার অশান্ত জীবনে সব সময় একটা আলোড়ন বয়েই যেত। হাজারো সমস্যার আবর্তে আমি ডুবে আছি। ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভেবে উতলা হয়ে পড়ি। এই যে না বলে চলে এলাম কেউ না ভাবলেও আব্বা হয়তো ভাববেন। এওতো মনে করতে পারেন চাচার কথা তার পছন্দ হয়নি বলে কোথাও সরে পড়েছি। আমি যে নিশ্চিন্তা একেবারে বরিশালের টিকিট নিয়ে বসলাম একথা ভেবে আজও অবাক হয়ে যাই। সেই যাত্রা থেকে যদি কোন দিন আমি বাড়ী ফিরে না আসতাম তাহলে জীবনটা হয়তো মনের মত করে গড়ে নিতে পারতাম।

ট্রেন থেকে নেমে ষ্টিমারে যেয়ে উঠলাম। খুব ভীড়। শোবার জায়গা না পেলেও ভালভাবে বসবার তো একটা জায়গা করে নিতে হবে। ব্যাগ ঘাড়ে করে উপর নীচ সবখানটা দেখে নিলাম। উপরে জায়গা পেলাম না। নীচে এসে সামান্য একটু জায়গা দেখে সেখানে দাড়িয়ে গেলাম। দেখি এটা আবার কারও দখলে আছে কিনা। একটা প্রৌড় ব্যক্তি আর তার সাথে পনের-ষোল বছরের একটা তরুণী দশ-বারো বছরের একটা ছেলেকে নিয়ে অনেক জায়গা দখল করে বসে আছেন। তার পাশেই অল্প জায়গা দেখে আমি দাড়িয়ে আছি। প্রৌড়টি আমার দিকে বার কয়েক তাকালেন। বললেন এখানে খাড়া রইলে ক্যান, এতটুকুন জায়গায় ক্যামুন কইরা শুইবা? আমি একটু হাসলাম। বললাম- শোবার দরকার নেই, এটুকু জায়গাতেই বসে রাত কাটিয়ে দেব।

যাইবা কোন্ হানে?

বরিশাল।

বরিশাল যাইবা বইয়া বইয়া?

জায়গা যখন পাচ্ছিনে, তখন বসে যাওয়া ছাড়া উপায় কি।

হ্যাচা কতা কইছো। তা বইয়া যাও।

ব্যাগটা খুলে বিছানার চাদরটা বের করে পেতে ফেললাম। ব্যাগের উপর কনুয়ের ভর দিয়ে বসে পড়লাম।

বরিশাল কিয়ের ল্যগ্যা যাইবা? প্রৌড়টি জানতে চাইলেন।

ভ্রমণে বেরিয়েছি, যেখানে খুশী সেখানে যাব। কোন উদ্দেশ্য নেই।

www.pathagar.com

আমরা নলছিটি যাইবু গা।

জায়গাটা কোথায় আমার জানা নেই। আমার আগে কি পিছে ওদের গন্তব্য না বুঝেই বললাম- তাহলে তো ভালই হলো। গল্প করতে করতে অনেক পথ যাওয়া যাবে।

হ'তা যাইবো। মুইতো গল্প কইতারি না, মোর নাতিটা গল্পের পাগল হইয়া যায়। তুমি কইতে পারলে কইয়া ফালাও।

মেয়েটি আর ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম খুশীর আমেজ। পরিচয় জেনে নিলাম- মেয়েটির নাম মনোরমা, দশম শ্রেণীতে পড়ে, ছেলেটির নাম সতীশ ক্লাস সেভেনে পড়ে। তাদের বাবা একটা জুট মিলে চাকুরী করেন। খুলনা থাকেন, তার স্ত্রীও তাঁর সাথে আছেন। ছেলে মেয়ে দু'টো মা বাবার কাছেই থাকে। সেখানে শহরে এক হাইস্কুলে পড়াশোনা করে। প্রৌড়টি তাদের নানা। স্কুল বন্ধ। নানার সাথে বেড়াতে যাচ্ছে। নানী আছে, মামা মামী আছে।

রাতে ষ্টিমারের চেহারা দেখলে মনে হয় সব এক সংসারের মানুষ। কামরাবিহীন বৃহৎ একটা ঘরে পরস্পরে মিলে মিশে বাস করছে। এসব পরিচয়হীন মানুষগুলো হঠাৎ যেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। কেউ ঘুমাচ্ছে। বেশ কয়েকটা তাসের আড্ডা চলছে। কয়েকটা গল্পের আসরও জম জমাট। হাসি ঠাট্টা হৈ হুল্লোড় লেগেই আছে। নির্ভাবনায় মানুষগুলো সুখানন্দ উপভোগ করছে। আমিও সময় কাটাবার জন্য গল্প শুরু করে দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রৌড়টি ঘুমিয়ে গেল। সতীশও বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারলো না, সেও এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো। আমি গল্প বলছি, অপরিচিতা এক হিন্দু তরুণী স্রোতা। এই ষ্টিমার সমাজে কেউ হয়তো মনেও করবে না আমরা পরস্পরে পরিচয়হীন। তবু আমি এক সময় গল্প বন্ধ করে মনোরমাকে বললাম- তুমি এবার শুয়ে ঘুমিয়ে নাও।

আমার ঘুম পাচ্ছে না।

সবাই যে ঘুমিয়ে পড়লো।

আপনার ঘুম পাচ্ছে নাকি?

না।

তবে গল্প বলে যান আমি শুনতে থাকি।

রাত গভীর। আস্তে আস্তে সব কোলাহল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ক্লান্ত শ্রান্ত দেহ বিশ্রামের জন্য একে একে সবাই শয্যায় গড়িয়ে গেল। চারিদিকে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। জেগে আছি আমরা। কারও

www.pathagar.com

চোখে ঘুম নেই। এর মধ্যে প্রৌড়টি একবার আড়মোড়া ভেঙ্গে পাশ ফিরলো। আমাদের গল্প চলছে শুনে ঘুম জড়িত কণ্ঠে বললেন- এহনও গল্প হচ্ছে? তা কও ব্যাটা যত পার কয়ে যাও।

এক সময় গল্প বন্ধ করে আমরাও শুয়ে পড়লাম। তখন বসবার জায়গা হচ্ছিল না, এখন হাত পা ছেড়ে দিয়ে শোবার জায়গাও হয়ে গেল। মনোরমাই আমাকে সে সুযোগ করে দিল। ব্যাগের উপর মাথা রেখে শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

হৈ চৈ হাক ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বসলাম। পাশ দিয়ে একজন বোচকা ঘাড়ে করে যাচ্ছিল তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কোন ঘাট?

ঝালকাটি।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বিছানার চাদর গুটিয়ে ব্যাগের মধ্যে ভরে নিলাম। মনোরমার একটা হাত আমার ব্যাগের পাশে ছিল। আমি ব্যাগ টেনে নিতেই ও জেগে গেল। উঠে বসে চারিদিকে চেয়ে বললো- এখানে সব গুচাচ্ছেন কেন?

নেমে যাব।

বরিশাল যাবেন বললেন।

ভ্রমণে বেরিয়েছি, নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা নেই তাও বলেছি।

তবে আমাদের সাথে নলছিটি চলুন। খুব ভাল জায়গা।

না, ওটা ভাল দেখাবে না।

কেন?

এই যে প্রায় সমস্ত রাত গল্প করে কাটালাম এটাই জীবনে অনেক আনন্দ দেবে। এর পরেরটা আনন্দের পরিবর্তে দুঃখও দিতে পারে। আমি ব্যাগ ঘাড়ে করে গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। মনোরমাও পিছু পিছু কিছুদূর এসে আমার হাতে ছোট এক টুকরা কাগজ গুজে দিয়ে তার জায়গায় চলে গেল। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম তাতে তাদের নলছিটির নানা বাড়ীর ঠিকানা তার খুলনার ওদের বাসার ঠিকানা দেওয়া আছে। একপাশে লেখা- মনে পড়লে আসতে ভুলবেন না।

মনে মনে হাসি পেলাম। বিধাতা অত্যন্ত ভালবেসে আদম সৃষ্টি করেছিলেন। আদমের উদাস ভাব অনুভব করে তিনি হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন। আদম হাওয়ার অন্তরে ভালবাসা নামক বস্তুটি তাদের অলক্ষে নিপুণ হাতে বসিয়ে দিলেন। না হলে মানব জাতি এতো বংশ বিস্তার করতে পারতো না। পৃথিবী এমন সুন্দররূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারত না। তাইতো যুগে যুগে পরিচিত

www.pathagar.com

অপরিচিতের মধ্যে তাদের অলক্ষেই ভালবাসার সঞ্চার হয়ে থাকে। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, উচু, নীচু এসব তো মানুষের সৃষ্টি। এসব কঠিন দেওয়াল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে এই বস্তুটির একটুও বেগ পেতে হয় না। তাই পৃথিবীতে এমন লক্ষ কোটি মনোরমার বুকের গভীরে ভালবাসার ঢেউ জেগে আছে। আর আমরা সেটা কেউ ভাবি, কেউ ভাবি না। ভাবিনা, এই সংখ্যায় বেশী হবে, তাই পৃথিবীতে শান্তির চেয়ে অশান্তির জোয়ার বয়েই চলেছে।

এই যে মিয়া যাইবেন কই?

আমি যেন অন্য মনস্ক ছিলাম। লোকটির কথায় সম্বিৎ ফিরে পেলাম। দেখলাম একটা রিকসাওয়ালা পাশে দাড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। কোথায় যাব তাও যখন জানিনে তখন কিছু একটা না বললেইবা কেমন হয়। বললাম ঐ সামনের দিকে যাব।

উইঠ্যা পড়ুন।

আমার রিকসা লাগবে না। আমি হেটে যাব। রিকসাওয়ালা আর একজনকে নিয়ে শহরের দিকে চলে গেল। ততোক্ষণে ষ্টিমার ছেড়ে চলে গেছে। ঘাটও প্রায়ই ফাঁকা হয়ে গেছে। সবাই তার গন্তব্য পথে চলে গেছে। গোটা কয়েক কুলী মজুর ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে। আমিও শহরের দিকে পা বাড়ালাম।

অচেনা শহর, অজানা মানুষ। কোথায় যাব তার হিসাব আমার মনের পাতায় নেই। তবু কোন উত্তেজনা, আশংকা নেই মনে। একটা নতুন অভিজ্ঞতার আশায় মনে মনে পুলক অনুভব করছিলাম।

চলার পথে পিছনের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। একদিন সকালে পাট ক্ষেত নিড়ানোর জন্য কাজের লোক খুঁজতে পাশের গ্রাম নারায়ণপুর গিয়েছিলাম। দশজন কাজের মানুষ নিয়ে এলাম। তাদেরকে পাট ক্ষেত দেখিয়ে দিয়ে বাড়ী যাব এমন সময় ওদের মধ্যে একজন বললো- ভাই, আমি বিদেশী মানুষ, গতকাল এসেছি। এখানে আমার কেউ নেই, যদি পারেন তাহলে আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসবেন। আমি সকালের খাবার খেয়ে সেই লোকটির জন্য ভাত তরকারী এক জগ পানি নিয়ে মাঠে এলাম। লোকটির নাম হবি। দেখলাম সেই সবার আগে চলে যাচ্ছে কেউ পিছু নিতে পারছে না। তার এত দ্রুত কাজ দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার জীবনে যত জন মজুর খাটিয়েছি এর মত এমন কাজের মানুষ মনে হয় একটিও পাইনি। ওকে একটি গাছের নীচে ছায়ায় ডেকে নিয়ে খেতে দিলাম। সেখানে তার কিঞ্চিত পরিচয় পেলাম। বাড়ী বরিশাল। এর আগে

www.pathagar.com

কোন দিন বাড়ীর বাহির হয়নি। ভাইয়ের সাথে ঝগড়া হয়েছিল, সেই দুঃখে বাড়ী ছেড়ে এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে গতকাল নারায়ণপুর গ্রামের সবুরের বাড়ী ছিল। বাড়ীওয়ালা গরীব মানুষ। দিন মজুর খেটে খায়। তার সাথেই আমাদের কাজে এসেছে। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম আমাদের বাড়ী থেকে যাবে কিনা। হবি খেতে খেতে আমার মুখের দিকে তাকালো। দেখলাম তার দু'চোখে পানি টলমল করছে। আমার কোন উত্তর সে দিতে পারেনি। তার প্রতি আমার কেমন যেন মায়া হলো। মনে হয় ভাল ঘরের ছেলে, ভুল করে বাড়ী ছেড়ে এসে পড়েছে নইলে তার চোখে পানি এলো কেন।

তুমি কাজের শেষে আর ওদের সাথে ফিরে যেও না। আমাদের বাড়ী থেকে কাঁজ করবে। সবাইকে যে টাকা দেই তোমাকেও তাই দেব। থাকবে তো?

হবি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে আমার দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে থাকবার সম্মতি জানালো।

তোমার কোন কিছু সবুরের বাড়ী আছে নাকি?

না। আমার সম্বল একখানা গামছা, একটা লুঙ্গী, একটি জামা আর একটি পানের কৌটা। এগুলো সব আমার সাথেই আছে।

বেশ ভাল। কাজের শেষে আমার সাথে যেও। সে খাওয়া শেষ করে আবার কাজে লেগে গেল। সবুরকে আমি জানিয়ে দিলাম তোমার সঙ্গী লোকটি আর তোমার সাথে যাবেনা আমি তাকে আমাদের বাড়ীতে রেখে দেব। আমার কথায় সবুর মনক্ষুন্ন হয়েছে বুঝতে পারলাম। সে ধারণা করেছিল হবি যে টাকা পাবে সেটা সে নিয়ে নেবে, পরিবর্তে তাকে দু'টো খেতে দেবে। তাতে সবুরের কিছু বাড়তি থেকে যেত। আবার তার বাড়ীতে নিজের কাজও কিছু করিয়ে নিতে পারত। সে মনে মনে রাগ করলেও কিছু বললো না। সঙ্গী আর সবাই কিন্তু খুশী হল। তারা বললো, বিদেশী লোক। একটা ভাল আশ্রয় পেল, লোকটির ভাগ্য ভাল।

সেই থেকে হবি আমাদের বাড়ী বছর চারেক ছিল। তার এক ভাই রাইফেলস্ এ চাকুরী করেন। তিনি খোঁজে খোঁজে একদিন আমাদের বাড়ী এসে হাজির। তিনি হবিকে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বার বার বলে গেলেন আমরা কেমন লোক দয়া করে একবার আমাদের দেশে যেয়ে দেখে আসবেন। যে ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিলেন তা মনে নেই। কেবল ঝালকাঠি তার গ্রামের নামটি মনে পড়লো। কি জানি সেখানে যাব বলেই কি বরিশাল না যেয়ে ঝালকাঠি নেমে পড়লাম। গ্রামের নাম ধারা খানা। হবির পিতার নাম মনে নেই। ঝালকাঠি থেকে কোন্ দিকে গ্রাম কত মাইল তাও জানিনে। বাজারের মধ্যে ঢুকে গেলাম। দোকান-পাট,

www.pathagar.com

বাড়ী ঘর সব কাঠের দেওয়াল আর টিনের ছাউনি। মাঝে মাঝে দু'একটা পাকা বাড়ী। বাজারে লোক সমাবেশ দেখে মনে হল হাটবার।

দেখে মনে হল হিন্দু মুসলমান সমানে সমান। একজন বড় দোকানের মালিককে জিজ্ঞাসা করলাম, ধারাখানা গ্রামটি কোন দিকে? তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন আমি বিদেশী।

বাড়ী কোথায় আপনার?

যশোহর।

ধারাখানা যাবেন কেন?

সেখানে আমার এক বন্ধু আছে।

আর কেউ সাথে আছে?

না।

কুঁড়ি ক্রোশ পথ, আপনি যাবেন কি করে? পথের দূরত্বের কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। বললাম সেখানে যাওয়ার কোন যান বাহন নেই?

নদী পথে যাওয়া যায়, তার চেয়ে হাটা পথই ভাল। আপনি একটু বসুন ঐ দিককার একটা লোক আছে এখনই আসবে। তার সাথে আপনাকে পাঠিয়ে দেব। খেয়েছেন কিছু?

না।

সামনে হোটেল আছে, কিছু খেয়ে আসুন। রুটি আর হালুয়া খেয়ে এলাম। ততোক্ষণে সেই লোকটি এসে গেছেন। লোকটি প্রৌড়। সম্ভ্রান্ত হিন্দু, উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ। তাঁর সাথে রওনা দিলাম, বেলা সাড়ে দশটার সময় বেরিয়ে বেলা চারটার দিকে প্রৌড় লোকটি তাঁর বাড়ীতে পৌছলেন। আমাকে এখনও চার মাইল পথ হাটতে হবে। তিনি তার বাড়ীতে থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি থাকতে চাইলাম না। বললাম- এতো পথ হাটবার অভ্যাস আমার নেই। খুব কষ্ট করে এলাম, যদি থেকে যাই হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি। আর একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে আপনার বাড়ী কয়দিন থাকতে হয় তার ঠিক নেই। বৃথা আপনাদের কষ্ট না দিয়ে সামনের চার মাইল পথ আরও একটু কষ্ট করে হেটে যাই। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে বন্ধুটিই দেখবে। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

শেষ বিকেলে ধারাখানা গ্রামে এলাম। লোক মারফত জিজ্ঞেস করতে করতে যখন হবিদের বাড়ী পৌছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হবি বাড়ী নেই। দু'দিন আগে শ্বশুর বাড়ী গেছে।

www.pathagar.com

হবির পিতা এসে পরিচয় নিলেন। আমার নাম শুনে ডেকে নিয়ে এক ঘরে বসতে দিলেন। বৃদ্ধ মানুষ। এক সাথে মাগরিবের নামায পড়লাম। খুব পরহেযগার মানুষ। তখনই আমার কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ক্ষুধাও পেয়েছিল, খেয়ে নিলাম। বললেন, এতো পথ হেটে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে, একটু বিশ্রাম কর। একটা ছেলে এসে খাটের উপর বিছানা করে দিলেন। আমি ক্লান্ত অবসন্ন দেহ শয্যায় এলিয়ে দিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস নিলাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গালো তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। বৃদ্ধ হাওলাদার সাহেব আমার পাশে বসে আছেন। উঠতে চেষ্টা করলাম কিন্তু উঠতে পারলাম না। সমস্ত শরীর ব্যথায় টন্‌টন্ করছে। জ্বর এসেছে মনে হল। কিভাবে রাত চলে গেছে তার কোন খবরই আমার কাছে নেই। হাওলাদার সাহেব আমার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। চিন্তিত ও বিষন্ন মুখে তিনি আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। এক সময় তিনি আমার হাত ধরে উঠিয়ে বসিয়ে দিলেন। বললেন- গতকাল এতো রাস্তা হেটে এসে শরীর ব্যথা করছে। শুয়ে থাকলে ব্যথা আরও বেড়ে যাবে। উঠে মুখ হাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও। আমি অতিকষ্টে খাট থেকে নীচে নেমে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। ইতোমধ্যে আমার স্নান করবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। হাওলাদার সাহেব আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। দু'বালতি গরম পানি দিয়ে বেশ ভাল করে স্নান করলাম। বৃদ্ধ হাওলাদার সাহেবের এমন উদার ব্যবস্থায় আমি যেমন লজ্জা পাচ্ছিলাম তেমন আরাম বোধ করছিলাম। আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম- এতো বড় একটা বাড়ীর নিস্তব্ধতা দেখে। আর কেউ যে এই বাড়ীতে বাস করে তা বোঝবার উপায় নেই। অথচ বাড়ীতে মহিলারা আছেন, ছেলে মেয়ে আছে। গতকাল এসে দশ বারো বছরের একটা ছেলেকে দেখেছিলাম। আমার বিছানা করে দিতে। তাকেও আজ দেখছিনা।

আবার কেইবা পানি গরম করলো, এখানে রেখে গেলইবা কে! ঘরে এসে আরও অবাক হলাম। আমার জন্য গরম ভাত শিং মাছ আর কৈ মাছের ঝোল আরও কি যেন দু'টি তরকারী টেবিলের উপর ঢেকে রাখা হয়েছে। হাওলাদার সাহেব এসে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন- বাবাজী এগুলো খেয়ে নাও। লজ্জা কর না, মনে কর নিজের বাড়ী খাচ্ছি। এই অতিথিপর বৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এলো। আমার আব্বার কথা মনে পড়ে গেল। তিনিও এমন দেখতে। এমন স্বাস্থ্য চেহারা, চওড়া বুক মুখ ভর্তি দাড়ি।

আসুন, আপনি খাবেন না?

www.pathagar.com

তোমার উঠবার আগেই আমার খাওয়া হয়ে গেছে। বুড়ো মানুষ ক্ষিধে লাগলে খেয়ে নিই।

আমি খেতে বসলাম। মাথার মধ্যে কত যে ভাবের উদয় হচ্ছিল তার কোন কিনারা পাচ্ছিলাম না। কত জনমের যে পরমাত্মীয় হয়ে আজ আমি এই বাড়ীতে এসেছি, আর এরা ওদের হারানো ধনটি ফিরে পেয়ে কত যে আনন্দে বিভোর- তা ব্যক্ত করবার ভাষা আমার ছিলনা। খাওয়া শেষে হাওলাদার সাহেব আমাকে নিয়ে বাইরের দিকে বেরুলেন। বাড়ীর চারিদিক ঘুরে ফিরে বেড়ালাম। পূর্ব উত্তর দিকে দু'টি পুকুর তার ধারেও গেলাম। সমস্ত বাড়ীর সীমানাটা খাল কেটে ঘেরাও দেওয়া। বার ভূঁইয়াদের আমলের দুর্গের মত যেন। পুকুরের চারধার ঘন কলাঝাড়, খালের বাইরের দিকে নানা শ্রেণীর গাছপালা তার মধ্যে বেতবন। সুন্দর সবুজের মধ্যে বাড়ী, দেখতে মনোরম। খান্দানী পরিবার। কঠোর পর্দা প্রথায় যে এতো নিস্তব্ধতার কারণ তা বুঝতে পারলাম। হাওলাদার সাহেবের পাঁচ ছেলে দু'মেয়ে। তিন ছেলে চাকুরী করে। একজন পুলিশে, দু'জন রাইফেলস্ এ। হবি চার নম্বর। ওরও পুলিশে চাকুরী হয়েছিল। কিন্তু ওর পুলিশের চাকুরী পছন্দ হয়নি। ছোট থেকেই হবি ওর পিতার মত ধার্মিক তাই চাকুরীর প্রতি তার অনীহা। এই নিয়ে-ই ওদের ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ বেঁধেছিল। তাতেই হবি রাগ করে বাড়ী ছেড়েছিল। এই হলো ওর সাথে আমার পরিচয়ের সূত্র। হবি এখন বাড়ী চাষবাস দেখাশোনা করে। ছোটটি ব্যবসা করে। সে মাঝে মাঝে বাড়ী আসে, ব্যবসা সূত্রে প্রায়ই তাকে বাইরে থাকতে হয়। বাড়ীর মহিলাদের সম্পর্কে তিনি কিছু বললেন না, আমিও জানতে চাইলাম না। তবে তাঁর স্ত্রী যে অনেক বছর পেছনে গত হয়েছেন তা বুঝতে পারলাম যখন তাঁর কবরটি ইঙ্গিতে আমাকে দেখিয়ে দিলেন। হাওলাদার সাহেবের নিঃসঙ্গ জীবন। তাঁর দিনরাত ইবাদত বন্দেগী বাদে বাকী সময় কিভাবে কাটতো তা জানিনে। আমাকে পেয়ে তিনি যে খুব খুশী হয়েছেন এটা অনুভবে বোঝা গেল। বাইরে থেকে এসে ঘরে ঢুকে তিনি আমাকে দেখালেন মাছ ধরবার অনেক সাজ সরঞ্জাম। মাছ ধরা তাঁর শখ। এক প্রকার নেশা বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেউ সংগে না থাকলে মাছ ধরায় কোন আনন্দ নেই এটা তাঁর কথা। তাই তাঁর জীবনের বড় শখটি আস্তে আস্তে ভুলতে বসেছেন। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন- চলোনা বাবাজী, আজ একটু জাল বেয়ে আসি। দেখে নিই হাত দু'খানি তেমন আছে না পঁচে গেছে!

হাওলাদার সাহেবের এই ছেলেমি ভাব আমার দুর্বল শরীরে যেন বল এনে দিচ্ছিল। মনে মনে পুলক অনুভব করছিলাম। আমিও

www.pathagar.com

যে একজন কম মাছুড়ে নই, তা মনে করে হাসি পেলাম। আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি একটা মাছ ধরা জাল কাঁধে ঝুলিয়ে খালুইটা আমার হাতে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

আমার জ্বর, শরীরের ব্যথা শারীরিক দুর্বলতা কোথায় যে উধাও হয়ে গেল তার ঠিকানাও পেলাম না। স্কুলে যেতে অনীহা এমন একটা ছেলেকে তার মা যদি বলেন- খোকা তোকে আজ স্কুলে যেতে হবে না, তোর বাবার সাথে মামার বাড়ী যা। মায়ের মুখের এমন মধুর বাক্যটি ছেলেকে যেমন আনন্দ সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যায় আমার অবস্থাটা সে সময় ঐ ছেলেটির সাথে তুলনা করলে একটুও ভুল হবে না। আমিও যেন অতি আপন জনের আহ্বানে মাছ রাখার পাত্রটি হাতে নিয়ে এক প্রকার নাচতে নাচতেই তার পিছু নিলাম। বিকেল বেলা হবি বাড়ী এলো। আমাকে দেখে সে যতনা অবাক হল, তার চেয়ে বেশী পেল আনন্দ।

পাশের গ্রামে হবিরা একটা পরিত্যক্ত বাগান বাড়ী কিনেছিল। সেই বাড়ীর দখল নিয়ে অন্য একজনের সাথে ওদের বিরোধ। তাই হবির দায়িত্ব ছিল ঐ বাগান বাড়ী দেখাশোনা করা। রাতে সেখানে তাকে থাকতে হয়। রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে হবি হ্যারিকেন ধরিয়ে সেখানে চলে যাবে আমিও তার সাথে যেতে চাইলাম। বৃদ্ধ হাওলাদার সাহেব যেতে দিলেন না। তিনি কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়তে চাইলেন না। পিতার আপত্তিতে হবিও আমাকে সাথে নিয়ে গেল না। ইতোপূর্বে হবির সাথে যে আমার একটা বন্ধুত্ব ভাব গড়ে উঠেছিল, যার কারণে আমাকে এখানে আসা। তার সাথেই মিলামেশা করবার কোন সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। বৃদ্ধ হাওলাদার সাহেব না ছাড়লে সুযোগ আসে কি করে! হবি তার পিতাকে ভয় করে। সেও কিছু বলতে পারে না, আমিও এই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ লোকটির মনে ব্যথা দিয়ে তাঁকে ছেড়ে যেতে পারছিনে। এমনই করে এক সপ্তাহ কেটে গেল। আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। এখানে আর কতদিন কাটিয়ে দিতে হবে! আমাকে তো চলে যেতে হবে। একদিন হাওলাদার সাহেবকে অনেক অনুরোধ করে তবে হবির সাথে সেই বাগান বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি পেলাম। সেখানে একটা বড় কাঠের ঘর আছে। বাস করবার মত সব ব্যবস্থা তথায় বিদ্যমান। দু'টি খাট থাকলেও একটি বিছানায় দু'জন শুয়ে পড়লাম। অনেক সুখ দুঃখের কথা হল। তিন মাস আগে হবির বিয়ে হয়েছে। বউ একবার এসে কয়েক দিন কাটিয়ে আবার পিতার বাড়ী গিয়েছে। সামনের সপ্তাহে তার পিতা বউ আনতে যাবে এমন কথা আগে হতেই সিদ্ধান্ত হয়ে আছে।

শেষ রাত্রির দিকে মনে হয় ঘুমিয়ে ছিলাম তাই সকালে হবি আমাকে ডাকেনি। সে কখন বাড়ী গিয়েছে তা আমি জানিনে।

www.pathagar.com

যখন আমার ঘুম ভাঙ্গলো তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। শয্যা ত্যাগ করলাম না। একখানা বই ছিল বালিশের নীচে। সেটি বের করলাম। দু'হাতে বইখানা মেলে ধরলাম। এমন সময় বাহির হতে কে একজন হবির নাম ধরে ডাক দিলেন। হবি নেই। আমিও কোন উত্তর দিলাম না। মাথার দিকে একটা জানালা ছিল। সেটা বন্ধ, আমি খুলে দিলাম। দেখলাম বারান্দায় একজন বৃদ্ধ হিন্দু ভদ্রলোক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমিও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। আমাকে দেখে লোকটি যেন বিস্ময়ে সম্বিত হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর মুখে কোন কথা নেই। তাঁর অনুসন্ধিৎসু চক্ষু দু'টি আমাকে যেন গিলে খাচ্ছে। হঠাৎ তাঁর চোখ দু'টি পানিতে ভরে গেল। একটা উচ্ছ্বসিত আবেগে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার মাথাটা স্পর্শ করে কেঁদে ফেললেন। আমি মুহূর্ত বিলম্ব না করে শয্যা ত্যাগ করলাম। দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। বৃদ্ধ লোকটি আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন।

বাবাজী! ভগবান আমাকে দয়া করেছেন তাই তোমার দেখা পেলাম। আমার কথা মনে পড়ে তোমার?

অনেক বছর পিছনের কথা মনে পড়ে গেল। তখন স্কুলে পড়ি। একদিন স্কুল ছুটির পর বাড়ী আসছিলাম। সেদিন সঙ্গে কেউই ছিলনা। মেজ ভাইদের আগে ছুটি হয়েছিল। বলে তারা বাড়ী চলে এসেছে। আমি একা। মুচি পাড়ার নিকটে এসে দেখি একটি প্রৌঢ় হিন্দু ভদ্রলোক রাস্তার ধারে গাছতলে বসে আছে। পরনে একটি ধুতি ধুলাবালি পরিপূর্ণ। খালি গা। দেখে মনে হল ধুলোর মধ্যে গড়াগড়ি দিয়েছে। তাঁর এমন অবস্থার কথা জানতে চাইলে কোন উত্তর না দিয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললেন। অনেক সাধাসাধির পর তিনি যা বললেন, তা হচ্ছে তাঁর বাড়ী ঝালকাঠি। ইন্ডিয়াতে গিয়েছিল। সেখানে তার দুই ছেলে থাকে। ফিরে আসবার সময় দালালের খপ্পরে পড়ে সব খুইয়েছেন। পরনে ঐ ধুতিখানা ছাড়া আর কোন সম্বল তাঁর নেই। নাম শশী চরণ ঠাকুর। তাঁকে সাথে করে বাড়ী নিয়ে এলাম। বললাম- আপনি নিঃসন্দেহে আমাদের বাড়ীতে থাকুন। আপনার সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। আমার নিজের গামছা আর একটা লুঙ্গি এনে দিলাম। সামনের পুকুর থেকে পরিষ্কার করে স্নান সেরে কাপড় ছাড়তে বললাম। আমাদের ধুতি নেই, এই লুঙ্গীই আপনাকে ব্যবহার করতে হবে। ঠাকুর মশায় নিঃসঙ্কোচে আমার হাত থেকে গামছা আর লুঙ্গি নিয়ে পুকুরের দিকে গেলেন। আমার নিজের জন্য যে খাবারটা ঢাকা ছিল সেটা তাই এনে দিলাম। ঠাকুর মশায় কোন ইতস্ততঃ না করেই খেয়ে নিলেন। বুঝা গেল সারাদিন তাঁর খাওয়া হয়নি। আব্বার একটা পুরানো পাঞ্জাবী জামা এনে দিলাম। ঠাকুর

www.pathagar.com

মশায় সেটা গায়ে পরিয়ে নিলেন। আমি বললাম- আপনার দেশে ফিরে যাবার সব ব্যবস্থা করে দেব। যদি দু'একদিন দেরী হয় তাহলে আপনাকে এখানেই থাকতে হবে। আমাদের এখানে কয়েক ঘর হিন্দু আছে। মুচী আর নাপিত। যদি এখানে থাকতে আপত্তি করেন তাহলে সেখানেও থাকবার ব্যবস্থা করতে পারি। ঠাকুর মশায় দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে আমার কাছে মাফ চাইলেন। বললেন- তুমি বাবা যেখান থেকে আমাকে নিয়ে এলে সেখানেই তো মুচীপাড়া। তাদের কাছে আমার এ অবস্থার কথা বলে কোন লাভ হয়নি বরং তারা দূর দূর করে আমাকে তাড়িয়ে দিলে! তুমি বাবা সাক্ষাৎ নারায়ণ। তুমি ছেলে মানুষ হলে কি হবে, দেবপুত্র! এই আমার ভাল, আমি আর কোথাও যাবনা।

সে সময় আমাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সংসারে মা নেই, আব্বা সংসার বিরাগী। তালি দেওয়া জামা পায়জামা পরেই স্কুলে যেতে হয়। তবু এই অসহায় ঠাকুর মশায়ের প্রতি আমার অন্তর শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আমার আব্বার এক বন্ধু ছিলেন। তিনি আবার আমাদের গৃহ শিক্ষকও ছিলেন এক সময়। তখন সেলাইয়ের কাজ করতেন। তাঁর একটা সেলাই কল ছিল। পরদিন স্কুলে যাওয়ার সময় ঠাকুর মশায়কে সাথে নিয়ে গেলাম। উস্তাদজীকে তাঁর জন্য একটা জামা তৈরী করে দেওয়ার অনুরোধ করলাম। খরচা যা হয় আমি দেব কিন্তু আজকের সন্ধ্যার আগে দিতে পারলে ভাল হয়। চেষ্টা করে দেখবেন দেওয়া যায় কিনা- তিনি বললেন। আমি ঠাকুর মশায়কে উস্তাদজীর দোকানে বসিয়ে রেখে স্কুলে চলে গেলাম। তখন সাবান কি তা জানতাম না। পরদিন ঠাকুর মশায়কে একটু সোডা এনে দিলাম। বললাম ধুতিটা পরিষ্কার করে নিবেন, আজ বিকেলে আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি কি না চেষ্টা করবো।

সেদিন ছিল শনিবার। হাফ স্কুল। বাড়ী এসে ঠাকুর মশায়কে খাইয়ে আমি খেয়ে নিলাম। আমার একটা কলা বাগান ছিল। কলা বিক্রী করে পয়সা জমাচ্ছিলাম একটা ছাতা কিনব আর জামা পায়জামা তৈরী করব। সেই টাকা কয়টি নিয়ে ঠাকুর মশায়কে সাথে করে বেনাপোল রেল ষ্টেশনে চলে এলাম। বরিশাল এক্সপ্রেস এলো।

বেনাপোল থেকে ঝালকাঠি এক টিকেটেই যাওয়া যাবে। সাত টাকা দিয়ে টিকিট নিয়ে ঠাকুর মশায়ের হাতে দিয়ে গাড়ীতে যেয়ে উঠলাম। একটা খালি বেঞ্চে বসিয়ে হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বললাম, ঠাকুর মশায় আশীর্বাদ করবেন, এর বেশী আর কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। ঠাকুর মশায় যেন বোবা হয়ে

www.pathagar.com

গেলেন। টাকা তিনি নিচ্ছিলেন না। আমি বললাম অনেক পথ, বিপদ আপদের কথা তো বলা যায় না, কাছে রেখে দিন কাজে লাগতে পারে।

ঠাকুর মশায় আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। ট্রেন ছাড়ার ঘন্টা বেজে গেল। আমি গাড়ী থেকে নেমে এলাম। ধীরে ধীরে রেলগাড়ী ষ্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। দেখলাম যতদূর দৃষ্টি যায় ঠাকুর মশায় জানালায় মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে হাত নাড়ছেন।

এই সেই শশীচরণ ঠাকুর?

হা বাবা, আমি সেই শশীচরণ-। মনে পড়েছে?

এমন ঘটনা জীবনে কত যে ঘটে যায় তার হিসাব রাখা বড় কঠিন। তবে আপনার কথা ভুলিনি।

ভুলবে কি করে বাবা! তুমি যে সাক্ষাৎ নারায়ণ। তুমি আমার সাথে চল, তোমাকে পেলে তোমার কাকীমা এতো খুশী হবে যেন চাঁদ হাতে পেয়েছে।

হবি হয়তো এখনই এসে পড়বে, তাকে না বলে আমি যাই কি করে?

আমার বাড়ী গেলে হবি কিছু বলবে না। আমি তোমাকে না হয় তাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

ঠাকুর মহাশয় শুনলেন না। এক প্রকার টানতে টানতেই আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে। বেশী দূরে নয় কয়েকটা বাড়ীর পরেই বড় রাস্তার ধারে তাঁর বাড়ী। ঠাকুরাণী ঘরের বারান্দায় বসে একটা তরুণীর সাথে গল্প করছিলেন। ঠাকুর মহাশয় আমার হাত ধরে একেবারে ঘরের বারান্দায় টেনে তুললেন। পরিচয় দেওয়া মাত্র কাকীমা আমাকে জড়িয়ে ধরে সে কী আনন্দ পেলেন তা ভুলবার নয়। তার কাছের মেয়েটিকে ধমক দিয়ে বললেন এই মালতী, দাড়িয়ে রয়েছিস ক্যান, আগে প্রণাম কর। মানুষের রূপ ধরে নারায়ণ এসেছে! মালতী নামের মেয়েটি গলায় আঁচল জড়িয়ে গড় হয়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। লজ্জায় আমি যেন মাটির সাথে মিশে যাচ্ছিলাম। কাকীমার হাত থেকে নিজকে মুক্ত করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। নিজের সন্তানের মত করে আমাকে একেবারে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করছেন। এমন অভাবনীয় পরিস্থিতির জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। আমি অনুরোধের ভঙ্গিতে বললাম কাকীমা ছেড়ে দিন, আমাকে এমন করে লজ্জা দিবেন না।

www.pathagar.com

লজ্জা দেব কেন বাবা! আমরা বামন জাত, লোকে বলে দেবতার অংশ। তুমি যে উপকার করেছ তা দেবতারও উপরে-। ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে মাথায় নিয়ে সারা গ্রাম নেচে বেড়াই। আমার সেই বয়স যদি থাকতো তাহলে তাই করতাম!

তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে থেকে একটা নতুন বিছানার চাদর বের করে নিয়ে এলেন। খাটের উপর যেটা পাতা ছিল সেটা তুলে ফেলে নতুনটা পাতলেন। আমার দু'হাত ধরে এক প্রকার জোর করেই খাটের উপর তুলে দিলেন। আমার মত এমন অপদার্থকে কেউ ভালবাসতে পারে, তাও আবার ভিন্নধর্মী একজন সম্মানিতা মহিলা, এমন ধারণা আমার কল্পনায়ও কোন দিন উকি দেয়নি। কোন কথা বলতে পারলাম না। যেন বোবা হয়ে গেলাম।

নারীর হৃদয় বড় বিচিত্র। একেবারে অজানা ভিন পুরুষের সাথে যখন তাকে ঘর বাঁধতে দেওয়া হয় তখন সে তার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ভালবাসা একেবারে নিংড়ে দিয়ে পরকে অতি আপন করে যাত্রা শুরু করে। এরপরে তাদের মাঝে যখন নতুন মুখের আবির্ভাব হয় তখনও কিন্তু এই প্রেম ভালবাসা কমতি হয় না বরং আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুরুষের প্রাপ্য যেটা সেটা তো থেকেই যায়। এরপরে সন্তানের জন্যও তাকে স্নেহ ভালবাসা ধার করে আনতে হয়না। হৃদয় থেকে দ্বিগুন উৎসারিত হয়। নারীর এই মোহময় রূপই জগতকে আলোকিত করে। এই যুব বয়সে অপরিচিতা নারীর বক্ষে সঞ্চিত মাতৃস্নেহ পাব একি ভেবে পাওয়া যায়! শৈশবে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি বলে সে পথ কি আমার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে! আজ বুঝলাম সে পথ রুদ্ধ হয় না, সময়ে আপনাই এসে দেখা দেয়। বিধাতার একী অপরূপ রূপ! এই রূপের কাছে জাতি নেই, ধর্ম নেই, বর্ণ-গোত্র নেই, আছে উদার হৃদয়। এর ভিতরে কি আছে তা দেখা যায় না, বোঝা যায়না ধরা ছোঁয়া যায় না। যখন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন অন্তর দিয়ে অনুভব করে নিতে হয়।

মালতী নামের মেয়েটি আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। সে আমার হাত পা টিপে দিচ্ছিল, মাথার চুলের মধ্যে হাত দিয়ে মাথা টিপে দিচ্ছিল আবার পাখার বাতাস করছিল। কাকীমার কাছে নালিশ জানিয়ে কোন ফল হল না। তিনি বললেন- মালতী আমার নিজের মেয়ের মত। তোমার একটু সেবা করে যদি আনন্দ পায় তা পাক। এর মধ্যে জলযোগের ব্যবস্থাটাও হয়ে গেল। আমি ছোট থেকেই মেয়েদের এড়িয়ে চলি, কেননা লজ্জা নামক বস্তুটি আমার নিত্যসঙ্গী। এখানে এসে লজ্জা যেন আমার কাছ থেকে পালিয়ে

www.pathagar.com

গেছে। কোন আপত্তি টিকলো না। প্রায় সাত আট প্রকার খাবার দিয়ে জলযোগ হল। কাকীমা একটা ভাল বালিশ এনে দিয়ে বললেন শুয়ে পড়ে বিশ্রাম কর। তোমার কাকা গেছেন হবিকে সংবাদ দিতে।

আরও এক সপ্তাহ কেটে গেল। হবিদের বাড়ী থেকে রাতের খাবার খেয়ে ওদের বাগান বাড়ীতে রাতে শুয়ে থাকি। সকালে ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী প্রাতঃ আহার। কোন কোন দিন সেখানে দুপুরের খাবারও খেতে হত। তাঁরা ছাড়তে চাইতেন না। আমি যেন ওদের পরিবারের একজন নিয়মিত সদস্যে গণ্য হয়ে গেলাম। তাদের একটি মাত্র মেয়ে। বিয়ে হয়েছে তিন বছর গত হয়েছে। ঝালকাটি বাজারেই বাড়ী। জামাই ইন্ডিয়াতে পুলিশের চাকুরী করেন। এতোদিনে একটিবারও দেশে আসেনি। কাকীমা তাঁর মেয়ের বাড়ী আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমিও এদের হাত থেকে ছাড়া পেতে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। একদিন হবিকে জানালাম আমি বাড়ী ফিরে যাব। দু'সপ্তাহ কেটে গেল আর কোন প্রকার থেকে যাওয়া অসম্ভব। সেও আমাকে বাঁধা দিলো না। কিন্তু হাওলাদার সাহেব বাঁধ সাধলেন। তবু আমাকে একদিন ফিরতেই হল। হবি আমার সাথে ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী পর্যন্ত এলো। ঠাকুর মহাশয়ই আমাকে সাথে করে ঝালকাঠি নিয়ে যাবেন। কাকীমা আমাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর স্নেহ সুধায় আমার বুক ভরিয়ে দিলেন। তাদের যেন ভুলে না যাই, আবার যেন আসি এ কথা বারবার বলে দিলেন। তার মেয়ে রমার বাড়ীতে কয়েকদিন থাকবার জন্য আমার হাত ধরে কাতর কণ্ঠে সম্মতি আদায় করে নিলেন।

শহরের গা ঘেষে আবাসিক এলাকায় রমাদের বাড়ী। পাঁচিল ঘেরা বিরাট বাড়ী। মাত্র দু'টি প্রাণী এই বিরাট বাড়ীটি আগলিয়ে থাকে। এক বিধবা পিষি শাশুড়ী আর রমা-। একটি মেয়ে আর একটি ছেলে থাকে। মেয়েটি বাড়ীর কাজ করে। ছেলেটি বাজার আর একটি গাভী আছে সেটা দেখাশোনা করে। পাঁচিলের দরজায় নাড়া দিতেই এক বৃদ্ধা এসে খুলে দিলেন। ঠাকুর মহাশয়কে দেখে হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন বিয়াই মশায় কেমন আছেন? পরপরই আমাকে পিছনে দেখে থতমত খেয়ে গেলেন। ঠাকুর মহাশয় ভাল আছেন জানালেন, আমাকে দেখিয়ে রমার দাদা বলে পরিচয় দিলেন। বৃদ্ধা রমার পিষি শাশুড়ী সেটাও আমাকে জানিয়ে দিলেন। আমি হাত তুলে নমস্কার জানালাম। সাড়া পেয়ে ইতোমধ্যে রমাদেবী ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তার বাবা আর আমাকে দেখে যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছে বলে মনে করলাম। সে তার বাবাকে প্রণাম করলো। তার বাবার ইঙ্গিতে আমাকেও

www.pathagar.com

প্রণাম করতে গেলে আমি তার হাত দু'খানি ধরে ফেললাম। তবু সে জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্রণাম করেই ফেললো। লজ্জা সংকোচের মাথা তো ইতোপূর্বে তার মায়ের বাড়ীতে রেখে এসেছি তাই বিচলিত হলাম না।

ঠাকুর মহাশয় একদিন থেকে আমাকে তাঁর মেয়ের হাতে সোপর্দ করে চলে গেলেন। যাবার সময় বললেন, ওর দু'ভাই থাকে বিদেশে, তাদের সাথে দেখা হয়না, জামাই বাবাজীও বাড়ী থাকে না বিদেশে চাকুরী করে, একা একা মেয়েটিকে মনমরা হয়ে পড়ে থাকতে হয়। তুমি ওর ভাই। বোনের বাড়ী এসেছ। ভাই বোনের মত থাক। দেখ, রমা তোমাকে কেমন আপন করে রাখে।

আমার নিজের কোন বোন নেই কিন্তু রমাকে সেখানে বোনের আসনে বসানো যায়। আমি ভিন জাতি, তাঁর চৌদ্দ পুরুষের কেউ নই এ কথা ভাবতেই যেন তার বুক কাঁপে। কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই মনের ভিতর। ভাই বোনের যে মধুর সম্পর্ক সেই প্রথম দিন থেকেই যেভাবে গড়ে উঠলো তা স্বয়ং বিধাতা ছাড়া আর কেউ যে চিড় ধরাতে পারবেনা এটা নিশ্চিত বুঝা গেল।

রমা বয়সে আমার চেয়ে বছর চারেকের মত ছোট। তার রূপ আছে, নিটুট স্বাস্থ্য, দুরন্ত যৌবন তাকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলেছে। তার নিঃসঙ্গ জীবন, তাকে খুব কষ্ট দেয়। আমাকে পেয়ে সে যেন সব ভুলে গেল। তার মনের অব্যক্ত বেদনাগুলোও যেন ঝরে পড়ে গেল। তার বিধবা পিষি শাশুড়ীর গৃহদেবতা পূজা অর্চনা একাদশী মালাজপ এসব নিয়েই দিনরাত কাটে। রমাকে তিনি খুব ভালবাসেন। তার মুখে হাসি ছিলনা, এখন সবসময় তার হাসি মুখ দেখে তিনি যেন স্বস্তি পেলেন। তিনি বিয়াই মহাশয়ের কাছে আমার পরিচয় পেয়ে খুব খুশী হয়েছিলেন। পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রমা আর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেন। বলেন পরজন্মে তোমরা এক মায়ের পেটে জন্ম নিয়ে এস।

আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেন- বৌমা একা একা থাকে, কারও সাথে দু'টো মনের কথা বলবে একটু গল্প গুজব করবে তেমন মানুষ পায়না। তুমি বাবা বৌমাকে ফেলে যেওনা। আমি পূজা আচার নিয়ে থাকি, বৌমার দুঃখ দেখলে আমার বুক ফেটে যায়।

আপনার ভাইপোকে বলতে পারেন না, এসে বৌমাকে নিয়ে যাও?

কত চিঠি বৌমাকে দিয়ে লিখে দিয়েছি, সে বোধ হয় এক বস্তা হবে। দু'একখানা উত্তর দেয়, লেখে অমুক মাসে আসবো। সে মাস চলে যায় আরও মাস যায়, ধীরেন আসেনা।

www.pathagar.com

কেন আসেনা, তার একটা কারণ থাকতে হবেনা?

কারণ তো কিছু খুঁজে পাইনে বাবা! শুধু বলে ছুটি পায়নে।

আপনার বৌমাকে নিয়ে আপনিও তো সেখানে যেতে পারেন।

ও বাবা, সে কথাও কি আমি লিখিনি মনে ভাবছো, সে ধমক দিয়ে লেখে বাড়ী ঘর ফেলে এখানে কোথায় মরতে আসবে! আমার মরণ হলেও বেঁচে যেতাম। বৌমার দুঃখ আমি দেখতে পাইনে। তোমার বিদ্যে আছে। তুমি বাবা একখানা ভাল করে লিখে দাওনা দেখি, বাড়ী আসে কিনা। নারায়ণের হৃদয় তোমার মধ্যে। তোমার লেখা পেলে ধীরেন না এসে থাকতে পারবে না।

আপনি আমাকে হাসালেন পিষিমা! আপনার ধীরেন কি আমার পরিচয় জানেন? আমার নাম শুনলে তো দারোগা বাবু তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন।

অমন কথা তুমি বল না বাবা। তোমার মুখে অমৃত-। যে তোমার কথা শুনবে আর যে তোমাকে দেখবে সেই ভুলে যাবে।

ধীরেনদা তো আমাকে দেখতে পাননি, কথাও শোনেননি, তা কেমন করে ভুলবেন?

তোমার লেখা পড়লেই সে ভুলে যাবে। তোমার বোনের মুখের দিকে চেয়ে একখানা না হয় লিখে দেখ।

আমি লিখলে যদি আপনি খুশী হন তাহলে লিখে দিই একটা চিঠি।

রমা খুব মুখরা মেয়ে। সে তার মিষ্টি মুখের হাসি আর কথায় যে কোন মানুষ মাতিয়ে রাখতে পারে। আমি তাকে ছাড়তে যত চেষ্টা করি সে ততোই আমাকে মায়ার বাঁধনে বেঁধে ফেলে। সে দীর্ঘ দিন ধরে ঘরের মধ্যে এক প্রকার স্বেচ্ছা নির্বাসনে ছিল এখন সেটা ঘুচে গেছে। আমি সকালে খেয়ে শহরে ঘুরে ঘুরে কাটাই। আমার মাথার মধ্যে একটা বিষয় নিয়ে ঘুর পাক খায় কি করে আমার লিখিত পাণ্ডুলিপিখানি ছাপার আকারে বের করা যায়। যেখানেই ঘুরি না কেন দুপুরের পরপর বাসায় আসতে হবে, নইলে রমা রাগে অভিমানে কথা বন্ধ করে দেবে। আমিও তার রাগ আর অভিমানের বদলায় যখন বাড়ীর বাইরে বেরুতে যাই তখনই সে দৌড়ে এসে হাত ধরে হেসে ফেলবে। প্রতিদিন বিকেলে তাকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে যাওয়া একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল। ইতোমধ্যে রমা আমার গল্পের পাণ্ডুলিপিখানি পড়ে শেষ করেছে। সেও জিদ ধরলো দাদা, বইখানা ছাপাতেই হবে।

www.pathagar.com

আমারও তো একই কথা। কিন্তু ছাপার কথা বললেই কি ছাপা যায়!

তার কিছু টাকা ছিল ব্যাংকে। সে আমাকে টাকা দিতে চাইলো। আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে রেখেছি, শুধু টাকা হলেই বই ছাপা যায় না। কোন লাইব্রেরী বা কোন প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ করতে না পারলে চালু হবে কেমন করে। একদিন বিকেলে নদীর ধারে বসে আমরা দু'ভাইবোনে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম। আমাদের থেকে একটু দূরে দু'জন যুব ভদ্রলোক বসে গল্প করছিলেন। আমাদের কথা মনে হয় তারা খেয়াল করে শুনছিল। সন্ধ্যার আগে আমরা যখন উঠে বাসার দিকে ফিরছি, তখন পিছন থেকে একজন আমাকেই যেন ডাক দিলেন-। এই যে ভাই, একটা কথা শুনুন।

পিছন ফিরে দেখলাম আমাকেই ইঙ্গিত করছেন। আমি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম।

আপনি বইটই লিখেন নাকি?

কি করে বুঝলেন- আমি লিখি?

আপনারা আলোচনা করছিলেন তাই শুনলাম।

একটু আধটু লিখি বৈকি।

যিনি কথা বলছিলেন তিনি তার পাশের ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে বললেন ইনিও একজন লেখক। ইতোমধ্যে একখানা উপন্যাস বেরিয়ে গেছে। ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে পথহারা পথিক সামনে আলো দেখলে যেমন আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়ে আমিও যেন নিরাশার মাঝে আশার একবিন্দু আলো দেখতে পেলাম।

আপনার সাথে আমি কথা বলতে চাই। আগামীকাল কোথায় গেলে দেখা করতে পারি?

বিকেলে এখানেই আসবেন। আমরা প্রতিদিন তো আপনাদেরও দেখি নদীর ধারে বেড়াতে। মেয়েটি আপনার কে হন?

আমার ভগ্নি।

তা কি করে হয়! ওরা দু'জনেই বিস্মিত হয়ে গেল।

কেন হতে পারে না?

উনার হাতে শাখা, কপালে টিপ্। আপনাকে তো ওদেরই কেউ বলে মনে হয় না!

আপনার মনে না হতে পারে, আমি কিন্তু মিথ্যা বলিনি। আচ্ছা আজ আসি, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। আগামীকাল দেখা হবে।

www.pathagar.com

আমরা যখন বাসায় ফিরলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। পিষিমার পূজো পার্বন তখন শেষ। তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন তোমাদের বেড়াতে নিষেধ করছিনে তবে একটু সকালে ফিরে এসো বাবা! তবু ভাল, আমি মনে করেছিলাম হয়তো এমন কথা বলবেন যাতে এই বাসায় আস্তানা এখনই গুটিয়ে নিতে হলো। কাছে ডেকে দু'জনকেই মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, জন্মে জন্মে ভাই বোন হয়ে এসো। পিষিমা প্রায়ই এমন আশীর্বাদ করেন। শুনে আমার হাসি পায় কিন্তু হাসতে পারিনা যদি তিনি ব্যথা পান!

রমা বামনের মেয়ে। বিয়ে হয়েছে বামনের ছেলের সাথে। ওর শ্বশুর শাশুড়ী নেই। তিন বছর বিয়ে হলেও স্বামীর সঙ্গ থেকে বঞ্চিতা। তাই ধর্মের প্রতি তার অনীহা। শাখা খুলে মাঝে মাঝে খালি হাতে থাকে, কপালের লাল টিপ্ মুছে ফেলে। পিষিমা ধর্ম কর্ম পুরোপুরি মেনে চলেন। তার বৌমার এমন আচরণ দেখেও না দেখার ভান করে থাকেন। ওর মনের ব্যথা তিনি বুঝতে পারেন। একদিন যৌবন তাঁরও ছিল। এই বয়সে নারীর কামনা বাসনা সম্পূর্ণ উপভোগ করেছেন। সামান্য কিছু থেকেও তিনি বঞ্চিত হননি। এসব কথা তাঁর মুখ দিয়েই শুনেছি।

পরদিন বিকেলে রমাকে সাথে নিলাম না। সে সাথে যাওয়ার জন্য জিদ ধরলো। আমি বললাম- রমা তুমি অবুঝ হয়ো না। ওদের মধ্যে একজন লেখক আছেন। গতকাল সন্ধ্যা হয়ে গেল, তাই লজ্জায় পড়তে হয়নি। আজ কিন্তু ওরা আমাদের সহজে ছাড় দেবে না। প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ওদের আমরা বুঝাতে পারবো না।

তাহলে খালি হাতে কপালের টিপ মুছে যাব।

তুমি হাসালে আমাকে!

কেন?

গতকাল দেখে ফেলেছেনা? সে কথা জানতেও চাইলো, মনে পড়েনা? আমরা সন্ধ্যার দোহাই দিয়ে এড়িয়ে এলাম। তুমি বাসায় বসে বই পড় আমি ঘুরে আসি।

ওরা যদি জানতে চায় আজ আপনার ভগ্নিকে দেখছিনা কেন?

বলব- মেয়ে ছেলেদের সুবিধা অসুবিধা তো আছে, তাই আসতে পারলো না।

তুমি তো মিথ্যা কথা বলনা দাদা!

এই যে তোমার আমার সম্পর্ক- এটা যদি ওরা না বোঝে সেটাও তো একটা মস্ত বড় অসুবিধা।

www.pathagar.com

রমা কৃত্তিম অভিমানে বললো যাও-। দেখলাম তার দু'চোখে পানি টলমল করছে। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহের সুরে বললাম- রাগ করনা লক্ষ্মীটি- কাল থেকে আবার এক সাথে বেড়াতে যাব।

রমাকে এড়িয়ে আসতে আমার অনেক দেরী হয়ে গেল।

গতকালের প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি একাই বসে আছে, আজ তার লেখক সঙ্গীটি নেই।

আমাকে দেখে হেসে ফেললেন। বললেন বিধাতার একী যোগ! আপনিও একা আমিও একা। ভালই হলো। পরিচয় তো আপনার সাথে হয়নি। আলাপ পরিচয়ে হয়তো বন্ধুত্বও হয়ে যেতে পারে। আমার সঙ্গীটি চাকুরী করে সে বদলি হয়ে গেছে।

আমার পরিচয়টা আমি আগেই সংক্ষেপে দিয়ে দিলাম।

এবার যুবকটি পরিচয় দিল। তার নাম সরোয়ার। এই শহরেই বাড়ী। পিতা নেই। সংসারে মা বোন আর সে তিনজন মাত্র। একটা জাতীয় কাগজের রিপোর্টার। বি,এ পাশ। এখনও বিবাহ করেননি। বোনটি এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। তাকে বিবাহ দিয়ে তারপর নিজে করবেন। আমার পরিচয় পেয়ে খুব খুশী হলো। তার কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম। আমার একখানি হাত ধরে ঝাকি দিয়ে বললেন- আপনার সাহসের ধন্যবাদ দিই। বাড়ী না ছাড়লে অনেক বিষয় অভিজ্ঞতার অন্তরালে থেকে যায়। আপনার লেখা ছাপাবার বিষয়টা আমি দেখব। আচ্ছা বন্ধুত্বই যখন হয়ে গেল অল্প সময়ে, বয়স মনে হচ্ছে সমান। তখন আপনি গোল্লায় যাক- তুমি বলতে দোষ আছে নাকি?

আমার কোন আপত্তি নেই।

তাহলে চলো আমাদের বাসায় যাই, মায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। নিকটেই তাদের বাসা। টিনের পাকা বাড়ী। শিক্ষিত রুচিশীল অবস্থা সম্পন্ন পরিবার। সরোয়ার তার মায়ের কাছে বন্ধু হিসাবে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো। আমি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানালাম। একটি ঘরে আমাকে বসতে দিলেন। ঘরের ভিতর একটা খাট, তাতে বিছানা পাতা। একপাশে একটি টেবিল, তার দুই পার্শ্বে দু'খানা চেয়ার। টেবিলের উপর কয়েকখানা বই-খাতা, একটা কাঁচের আলমারী তার ভিতরে খুব পরিপাটি করে বই সাজানো। এটিই যেন ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দিয়েছে। আমরা দু'বন্ধুতে চেয়ারে বসলাম। বন্ধুর মা খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসলেন। আমার দিকে চেয়ে সরোয়ারকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার এই বন্ধুটিকে এতোদিন তো দেখিনি।

www.pathagar.com

সরোয়ার হাসতে হাসতে বললো- এতোদিন তার সাথে আমার কোন পরিচয়ই ছিল না। এই ঘন্টা খানেক আগে পরিচয়, তাতেই বন্ধুত্ব। ছেলের কথা শুনে মা হেসে ফেললেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন দেখেছো বাবা, শুনেছি আমার ছেলের অনেক বন্ধু বান্ধব। কিন্তু একমাত্র বশীর, আমান ছাড়া আর কাউকে বাড়ী পর্যন্ত ডেকে আনেনি। তোমার সাথে আলাপ হতেই বন্ধুত্ব। তাও আবার বাড়ী ডেকে নিয়ে এসে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে! এমন বন্ধুত্ব বড় দুর্লভ। যেমন হঠাৎ গড়লে তেমন আবার হঠাৎ ভেঙ্গে ফেল না।

আমি মাথা নুইয়ে বললাম- দোয়া করবেন, আমাদের বন্ধুত্ব যেন চিরদিন অটুট থাকে।

আমি মা, শুধু এতটুকু কেন, এর চেয়ে অনেক বেশী দোয়া আমাকে করতেই হয়।

ইতোমধ্যে একটি মেয়ে চা নিয়ে এলো।

মা বললেন- এই আমার মেয়ে সেলিনা। সেলিনাকে লক্ষ্য করে বললেন, এই ছেলেটি তোমার ভাইয়ের বন্ধু- তোমারও ভাই।

সেলিনা আমাকে সালাম জানিয়ে চায়ের পেয়ালা সামনে ধরলো। আমি চা খাইনে বলেও এড়াতে পারলাম না, খেতে হল। অনেক অনুরোধ করে সেদিন বন্ধুর বাড়ী থেকে চলে এলাম। আমি জানি, আমি না এলে রমার হয়তো ঘুমই হবে না। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় তার রাত চলে যাবে। সে আমার কেউ নয়, এরাও আমার কোন কালের পরিচিত কোন আত্মীয় নয়। তবু এ দু'টি পরিবার আমার যেন কত আপন হয়ে গেছে। আমার এই দুর্ভাগ্য জীবনের কিছু সময় সৌভাগ্যের পরশ পাওয়া। এর চেয়ে বড় আর কি আশা করতে পারি।

আমি যখন বাসায় পৌঁছলাম তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। পাঁচিলের দরজা ভেজানো ছিল। আমি ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিলাম। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ! কোথাও আলো নেই, একেবারে অন্ধকার। ভুতুড়ে পরিবেশের মত অনুভূত হলো। কাউকে ডাকলাম না। আস্তে আস্তে আমার শোবার ঘরে যেয়ে ঢুকলাম। আলো জ্বালাবার জন্য অন্ধকারের মধ্যে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। হাতড়িয়ে দেখলাম, কিছু পাওয়া গেল না। দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। সেই অবস্থায় শয্যার উপর নিজেকে ছেড়ে দিলাম। একটা অজানা আশংকায় বুকটা টন্ টন্ করতে শুরু করলো। গলাটা শুকিয়ে উঠলো। পানি পেলে দু'গ্লাস গিলে নিতে পারতাম! এমন অবস্থাতো কোন দিনই হয়নি। এর চেয়েও অনেক রাত অবধি রমা আর আমি গল্প করে সময়

www.pathagar.com

কাটিয়েছি। পিষিমা এক ঘুম দিয়ে উঠে মাঝে মাঝে বলেন- এতো গল্প তোরা জানিস বাবা! তোদের গল্প কি ফুরোয় না! একটু ঘুমিয়ে পড় দিকি! এতো রাত জাগলে শরীর খারাপ হলে দেখবে কে! আর আজ রমা সব বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লো! আর কোন আত্মীয় এদের বাড়ীতে এলো নাকি! এখনই এসে যদি কেউ আমার গলা ধরে বাড়ীর বাহির করে দেয়! এই অনধিকার প্রবেশের জন্য চোর বলে শাস্তিও তো দিতে পারে-! কত অবাস্তব কল্পনা মাথার মধ্যে ঘুর পাক খেয়ে ফিরতে লাগলো। দু'চোখ বুঁজে ঘুমাবার বৃথা চেষ্টা করছিলাম। একবার চোখ খুলে দেখি ঘরের ভিতর হ্যারিকেন হাতে আমার মাথার কাছে রমা দাড়িয়ে। ও কখন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে আমি বুঝতে পারিনি।

আমাকে কোন কথা বলতে না দেখে ও কৃত্রিম অভিমানে বললো-

খুব ভয় দেখানো হল, না?

আমি ভয় দেখালাম কোথায়? তুমিইতো ভয় দেখিয়ে আমাকে পাথর বানিয়ে দিলে।

রমা হেসে ফেললো। ভগ্নিকে ভাই কেমন স্নেহ করেন তা পরীক্ষা করে দেখতেও দোষ হয় নাকি?

এ তোমার কেমন পরীক্ষা! আরও তো কত পথ খোলা আছে। আমি তো ভয়ে ভাবনায়- মরে যাচ্ছিলাম।

রমা আঁচল দিয়ে হাসি চাপতে পারছিল না। বললো- মরবে কেন, বেঁচে আছো তো দেখছি।

এমন ভয় দেখিয়ে বাঁচা!

আমি ঘাট মানছি, হল তো! এবার দয়া করে উঠে পড় খেতে হবে না?

আমার ক্ষুধা আজ পালিয়ে গেছে। খেতে ইচ্ছে নেই।

আমিও না খেয়ে থাকব?

এত রাত হল তুমি এখনও খাওনি?

রোজ তো এক সাথে খাই।

আজ না হয় একাই খেয়ে নিলে, এটা তো বাধা নিয়ম নয় যে আমি না এলে তুমি অভুক্ত থাকবে? আমি দু'দিন পরে চলে যাব, তখন কি করবে?

এর আগেও তুমি ছিলে না। তখন যা করতাম তাই করব।

আজ থেকে না হয় সেই অভ্যাস শুরু কর।

থাক, আমিও খাব না।

www.pathagar.com

মুখ ঘুরিয়ে রমা বেরিয়ে যেতে উদ্যত- হ্যারিকেনের আলোয় তার মুখের দিকে চেয়ে আমি শিহরে উঠলাম। এমন সুন্দর লাবণ্যময়ী মুখখানা দুঃখে, ক্ষোভে কালো হয়ে গেছে। আমি আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। উঠে ওর হাত ধরে সোহাগ করে বললাম- আমার আদরের বোনটি, তোমার দুঃখ দেখলে আমি যে চঞ্চল হয়ে পড়ি! চল, খেয়ে আসি।

প্রতিদিন সকালে রমার বাসা থেকে খেয়ে প্রায় সমস্ত দিন কেটে যায় বন্ধু সরোয়ারের সাথে। সে সাংবাদিক। দু'বন্ধুতে সংবাদ সংগ্রহ করি। মাঝে মাঝে তাকে লেখায় সাহায্য করি। দুপুরে তার পীড়াপীড়িতে ওদের বাসায় খেতে যাই। বিকেলে রমার সাথে সঙ্গ না দিয়ে পারি না। এমনিতেই সে বুঝে নিয়েছে আমাদের মাঝে যেন দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর জন্যে তার অভিযোগের অন্ত নেই। আমি তাকে শেষ কথায় বুঝিয়েছি- তুমি যে আমার ভগ্নি এ কথাটা যতদিন বাঁচবো ততোদিন মনে রাখবো।

সেদিন দুপুরের খাওয়ার সময় বন্ধু বললো- আগামীকাল সকালে বরিশাল যেতে হবে। দেখি তোমার লেখা বইখানার কোন ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।

বন্ধুর কথা শুনে খুশীতে আমি একেবারে আটখানা! দেহমন আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল। কিছু হোক আর না হোক কৃতজ্ঞতায় বন্ধুর প্রতি মাথাটা এমনই নুইয়ে পড়লো।

আমার দিকে চেয়ে বন্ধু হেসে ফেললো। বললো- বন্ধু! তুমি ভুল বুঝ না। এটা আমার দয়া নয়। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে কর্তব্য সেটাই করতে চাচ্ছি।

বিকেলে নদীর ধারে বেড়াবার সময় কথাটা রমাকে জানালাম। শুনে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল! হাসতে হাসতে বললো- দাদার বই ছাপা হবে শুনে আমাকে নাচতে ইচ্ছা করছে।

থাক তোমাকে নাচতে হবে না। কি হবে তার কোন ঠিকানা নেই, আগেই বলে নাচবো।

শুনে রাখ দাদা, আমি রমা দেবী বলছি, ভাগ্য তোমার প্রসন্ন। তোমার লেখা শুধু একখানা নয় অনেক বই ছাপা হবে, দেখে নিও।

আমি তোমাকে কি আশীর্বাদ করবো। দাদাবাবু এসে তোমাকে নিজের কাছে নিয়ে যান, তোমাদের দাম্পত্য জীবনটা মধুময় হোক।

সে এলে তো!

আসবে না মানে?

www.pathagar.com

তার দারোগার চাকুরী। অঢেল পয়সা কামাই করে। তার কি সুখ শান্তির অভাব আছে?

তবু তো তিনি বামনের ছেলে। ন্যায় ধর্ম তো থাকতে হবে।

তাই তো আমি ভয় করি।

কেন?

যারা ধর্ম গুরু, তারা ধর্মের বেশী অবমাননা করে।

তুমিও তো বামনের মেয়ে।

মেয়ে বলেই আমার প্রকৃতি আলাদা।

তবু আমার কথা শুনে রাখ- দাদাবাবুকে তোমার জন্যে পাগল না করিয়ে আমি ছাড়ছিনে।

পাগল হলে তো আরও বিপদ!

সেই পাগল নয়, প্রেমে পাগল। যে চিঠি লিখে দিয়েছি একবার পেলেই হয়, ছুটি না পেলেও চাকুরী ছেড়েই চলে আসবেন দেখে নিও।

পরদিন সকালে স্নান সেরে খেয়ে নিলাম। আটটার আগেই বন্ধুর বাড়ী পৌছতে হবে। কাপড় জামা পরে বেরুবো, তার আগেই আমাকে অবাক করে দিয়ে রমা হাসিমুখে আমার সামনে এসে দাড়ালো। পরনে সেলোয়ার কামিজ, গায়ে ওড়না একেবারে কলেজ পড়ুয়া তরুণী। দেখে কে বলবে- পিষিমার বৌমা রমা দেবী!

দাদা আমিও তোমার সাথে যাব।

রমা, তোমার এসব কেমন ছেলেমি! শীঘ্র কাপড় ছেড়ে এসো, পিষিমা দেখলে বলবেন কি?

পিষিমাকে দেখিয়েই এসেছি। এতো ভয় কেন তোমার?

ভয় করছিনা রমা! আমি যে একা যাচ্ছিনা, বন্ধুই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।

নিজের ভগ্নিকে সাথে নিয়ে বন্ধুর সাথে যাওয়া যায় না বুঝি?

যাবে না কেন! তবে আজকে তোমাকে সাথে নেওয়া আমার কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।

কেন?

তোমার সাথে আমাকে নদীর ধারে বেড়াতে দেখেছে। কিন্তু বন্ধু কোন দিন তোমার পরিচয় জানতে চায়নি। এক সপ্তাহরও বেশি হল তার সাথে ঘোরাঘুরি করি, তাদের বাসায় যাই। তার মা

www.pathagar.com

বোনের সাথে কথা হয়। আমাকে না খাইয়ে ছেড়ে দেয়না, তবু আমি তোমার বাড়ী কেন থাকি, তোমার সাথে আমার কিসের সম্পর্ক তা কোন দিন জানতেও চাইলো না। কথা প্রসঙ্গে কোন দিন যদি এমন পরিচয়টা দিতে পারতাম তাহলে তোমাকে সাথে নিতে আমার কোন দ্বিধা ছিল না। তুমি আজ বাড়ী থাক লক্ষ্মীটি! অন্য একদিন তোমাকে নিয়ে বরিশাল বেড়িয়ে আসবো।

আমার কথা কেউ ভাবে না। যার কথা সেই ভাবে। যাচ্ছিনে-যাও। এই তোমার সাথে আড়ি। দুঃখে ক্ষোভে রমা ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা দিয়ে দিলো।

আমার যেন কেমন ভয় হল। না জানি ও কিছু অঘটন ঘটিয়ে বসে!

পিষিমাকে ওর দিকে খেয়াল রাখতে বলে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

বরিশাল বাস স্ট্যান্ড থেকে রিকসা নিয়ে কোরআন মঞ্জিল লাইব্রেরীর সামনে নামলাম। লাইব্রেরীর মালিক আঃ রহিম সাহেবের সাথে বন্ধুর আগেই ভাল জানাশোনা ছিল। আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে পাণ্ডুলিপিখানি তাঁর হাতে দিলো। তিনি সেখানা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে বললেন আপনারা একটু বসুন আমার ম্যানেজার সাহেব প্রেসে গেছেন, আসলে কথা হবে।

পত্রিকা অফিসে বন্ধুর কাজ ছিল। সে বললো- আমরা তাহলে একটু পরে আসছি। রহিম সাহেব চা না খাইয়ে ছাড়লেন না।

বন্ধু আজাদ পত্রিকার সাংবাদিক। আমাকে জেলা সভাপতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। আমি যা না তার চেয়ে বেশী জ্ঞানীগুণী বানিয়ে ছাড়লো। আমার জন্য একখানা দরখাস্ত লিখে পেশ করলো। সভাপতি সাহেব বন্ধুর বিশ্বস্ততায় আমাকে একটা দায়িত্ব দেওয়ার আশ্বাস দিলেন। আমার পাসপোট সাইজের পাঁচ কপি ফটো দরকার। বন্ধু আমাকে নিয়ে গেল ছবি তুলতে। এক সপ্তাহ পরে এসে ছবি নিয়ে পত্রিকা অফিসে জমা দিতে হবে। তারপর আমাকে কাজের দায়িত্ব দেবে। আমিও তার মত একজন সাংবাদিক হতে পারবো! এযে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এই অজাচিত অনুগ্রহের জন্য বন্ধুকে শত ধন্যবাদ জানালাম।

দু'ঘন্টা পর লাইব্রেরীতে গেলাম। ম্যানেজার আঃ রব সাহেব বললেন, নতুন লেখক, নতুন বই। চালু করতে সময় লাগবে। আমরা নিতে পারি তবে এর উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে পারবো না। সামান্য কিছু সম্মানী দিতে পারি।

বন্ধু আমার মুখের দিকে চাইলো-।

ওরা যে নিতে চেয়েছে, আমার খাতায় লেখা বইখানা একদিন

www.pathagar.com

ছাপার আকারে দেখতে পাব এই আনন্দে আমি বিভোর!

আমার কোন আপত্তি নেই। বন্ধুও সম্মতি জানালো। সেও চায় অন্ততঃ বন্ধুর একখানা বই বের হোক। গর্বে তারও বুক যেন ফেপে উঠেছে। বলতে পারবে, অপরিচিত এক যুবকের সাথে বন্ধুত্ব করে ভুল করিনি।

আঃ রব সাহেব পাণ্ডুলিপি হস্তান্তরের দলিল লিখলেন। টাকার অংক লেখা হল না। লিখলেন উপযুক্ত সম্মানীর বিনিময়ে-।

ষ্ট্যাম্পের উপর আমি দস্তখত করে দিলাম। বন্ধু সাক্ষী থাকলো। কত টাকা দিলো সে কথা আজ পর্যন্ত কাউকে বলিনি। কেবল সে আর আমি জানি। দু'বন্ধুর মাথায় তখন অন্য খেলা চলছে। টাকার অংক সেখানে অম্লান।

যখন ঝালকাঠি এলাম তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। বন্ধু আমাকে ছেড়ে দিলো না। তাদের বাসায় যেতে হল। তখন মা আর সেলিনা জেগে আছে। বন্ধু ঘরে ঢুকেই মাকে আমার শুভ সংবাদটি দিলো। মা খুশী হয়ে আমাদের উভয়ের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। সেলিনা বই পড়ছিল, সেও সংবাদটা শুনে আনন্দে লাফাতে লাফাতেই আমাদের কাছে ছুটে এলো। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহাপূর্ণ আদর জানালাম। মা সময় নষ্ট করতে দিলেন না। তখনই জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ পরিষ্কার করে খেতে বসলাম। খাওয়া শেষে দু'বন্ধু একই বিছানায় আসন নিলাম। পৃথক বিছানা থাকলেও বন্ধু আমাকে সাথে নিয়েই শুয়ে পড়লো। সমস্ত দিনের ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ শয্যা পেয়ে সতেজ হয়ে উঠলো। দু'বন্ধু কথা বলছিলাম। মা পাশের ঘর থেকে এসে বললেন- আর রাত জাগা নয়, এখনই ঘুমিয়ে পড়। কথা থাক। যা বলবার সকালে বললেও চলবে।

আমি ঘুমুতে চেষ্টা করেও পারলাম না। রমার অভিমান ভরা মুখখানা সামনে ভেসে এলো। বেচারী আমার সাথে বেড়াতে এমন প্রচণ্ড আশা নিয়ে তার বিবাহিতা জীবনের সমস্ত চিহ্নগুলো মুছে পূর্বেকার স্কুল জীবনের রূপ ধরে সামনে এসে আমাকে অবাক করে দিলো! তবু আমি নিরুপায়। তাকে সাথে নিতে পারলাম না। আমার সামনে থেকে তার বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্য আমার অন্তরটাকে ব্যথায় ভরিয়ে দিয়েছে। নিয়তির একি বিচিত্র খেলা! দুই মেরুর দু'টি প্রাণীকে ভাইবোনের মর্যাদায় এমন শক্ত বাঁধন পরিয়ে দিয়েছেন যার মধ্যে কোন মিথ্যা- বঞ্চনার লেশমাত্র নেই।

রাতে সেখানে গেলে ভাল হত না! সে বেচারী হয়তো সমস্ত দিন কেঁদে কেটে কাটিয়েছে। রাতে হয়তো চোখের পানিতে মাথার বালিশ ভিজিয়ে অনিদ্রায় পার করে দেবে! এমন কত বেদনার

www.pathagar.com

রূপের ছায়া দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনা।

পরদিন সকালে উঠে দেখি ঘরে কেউ নেই। বন্ধু কখন শয্যা ত্যাগ করেছে তাও বুঝলাম না। ঘর হতে বাইরে এলে মা বললেন- সরোয়ার বাজারে গিয়েছে। তুমি ঘুমিয়ে আছ তাই ডাকেনি। তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা করে নাও। তখন সাড়ে নয়টা বেজে গেছে। এতো বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলাম মনে করে লজ্জা এসে আমাকে চেপে ধরলো। বারান্দায় দাড়িয়ে কি করি ভাবছিলাম, সেলিনা এসে ডাক দিলো- ভাই!

আমি যেন একটু চমকে উঠলাম।

কি সেলিনা?

আপনার নাস্তা ঘরে রেখে এসেছি।

তোমার ভাই এলে এক সাথে নাস্তা করবো।

ভাইয়া নাস্তা খেয়ে বাজারে গেছেন।

রাতে মনে করেছিলাম সকালেই রমাদের বাসায় চলে যাব। যাওয়া হলো না। এমন অকাল ঘুমের প্রতি তিরস্কার করে বাইরের কাজ, খাওয়ার পাট চুকিয়ে দিলাম। সেলিনাকে বলে দিলাম, তোমার ভাই বাজার হতে এলে বল আমি বিকালে এসে দেখা করব।

রমাদের বাসার প্রাচীরের দরজা বন্ধ। মনের মধ্যে যেন খচ্‌খচ্‌ করে উঠল। এতো বেলা অবধি তো দরজা বন্ধ থাকে না! দরজায় মৃদু আঘাত করলাম। কোন সাড়া নেই। বার কয়েক শব্দ করলে পিষিমা এসে দরজা খুলে দিলেন। তার মুখখানা খুব গম্ভীর দেখা গেল। তাঁর চিরাচরিত হাসি মাখা মুখখানি কোথায় উধাও হয়ে গেছে তা বুঝতে পারলাম না। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে পিষিমা?

কি আর হবে বাবা! ভগবান কেন যে আমাকে এখনও তুলে নিচ্ছেন না সেই দুঃখ আর কার সাথে বলি।

আপনার আবার কিসের দুঃখ পিষিমা?

আমার তিনকাল গেছে এককাল আছে, নিজের জন্যে সব সইতে পারি কিন্তু বৌমার দুঃখ দেখে তো আর থাকতে পারিনে। রাগ হয় ভাইপোটার পরে-। এমন সুন্দর সোনার প্রতিমা বউটা, তাকে নিয়ে সুখে শান্তিতে থাক। তা সেই যে গেল, এবার এসে নিয়ে যাব বলে সে সময় আর হল না। এমন অলক্ষুণে চাকরী কেন করে বাবা! জীবনে সুখই যদি না পেলাম তো, তেমন চাকরীর মুখে ছাই!

www.pathagar.com

পিষিমার নিজের কোন দুঃখ নেই, যত দুঃখ কষ্ট সব তার বৌমাকে নিয়ে এটা বুঝে গেলাম। তার জন্যে আমারও মনে যে ব্যথা নেই, তা অস্বীকার করি কি করে! পিষিমার সব কথা শুনে গেলাম কোন উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না।

পিষিমা আবার মুখ খুললেন- তোমার মত একটা দেবতুল্য ভাই পেয়ে যদিও হেসে খেলে দিন কাটাচ্ছিলো কাল থেকে কি যে হল বুঝতে পারছিনে। তা বাবা, তোমার সাথে ঝগড়া হয়েছে বৌমার?

ঝগড়া হবে কেন পিষিমা!

কি জানি বাপু, কাল সকালে ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বৌকে না দেখে তার ঘরে যেয়ে দেখি শুয়ে পড়ে কাঁদছে। কত গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে সোহাগ করলাম তবু কাঁন্না থামেনা। তোমার ঘরে যেয়ে তোমাকে পেলাম না। চাকর ছোড়াটা বললে, বাবু সেজেগুজে চলে গেছেন। আমার মনটা তখন ছ্যাৎ করে উঠলো। আমি মনে ভাবলাম, কি নিয়ে হয়তো তোমাদের ঝগড়া হয়েছে তাই তুমি সকালেই চলে গেছ। আবার বৌর ঘরে গেলাম। হাত ধরে তুলতে গেলাম, উঠলো না।

তোমার দাদার সাথে ঝগড়া হয়েছে বৌমা?

না।

তা আমি জানি। অমন দেবতুল্য ছেলের মুখে কি খারাপ কথা ফোটে! তোমার দাদা ঘরে নেই দেখছি, গেল কোথায়?

জানিনে।

কিছু বলে যায়নি?

কি বলবে?

কোথায় গেলি, তুই-?

যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাক- তাতে আমার কি!

এতো বেলা অবধি শুয়ে থেকে কাঁদছো কেন?

তা জানিনে।

তুমি জানো না, আমি জানি। হতচ্ছাড়া ড্যাক্‌রা ছোড়াটার পরে খুব রাগ হয় বৌমা। কেন যে-।

কাকে আপনি ড্যাকরা বলছেন-?

ঐ ধীরেন ছোড়াটাকে। এমন চাকরী মান্‌সে করে!

আপনার ভাইপোকে আপনি যা ইচ্ছে তাই বলুন দাদাকে কিছু বলবেন না!

www.pathagar.com

বৌমা কাঁদতে কাঁদতে পাশ ফিরে শুলো আর উঠলো না। কিছু খেলোও না রাতে আলো জ্বালালে না। তাই আজ সকালে কাজের ছোড়া সতীশকে বৌমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমি দেখতো বাপু, বৌমাকে তুলতে পার কিনা।

মনে মনে খুব অনুতপ্ত হলাম। লজ্জা সংকোচে আমার পা দু'টো যেন অসাড় হয়ে গেল। কেমন একটা মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে ফেললাম নিজেকে! আমি কি মরীচিকা! অনন্ত যৌবনা রমাদেবী তার মনের ক্ষুধিত কামনা বাসনার মৃত্যু ঘটাতে আমার দিকে ছুটে অকারণে হয়রান হয়ে যাচ্ছে! তার ভালবাসা, শ্রদ্ধা এতো সত্য! এতোদিন যা পেলাম তাতে কোন কৃত্রিমতা নেই কলুষতা নেই অশ্লীলতার নাম গন্ধও নেই! তবু আমারও তো একটা জীবন! আমারও একটা আলাদা পথ আছে। সেই পথ তো আমাকেই তৈরী করে নিতে হবে!

রমার ঘরের দরজার সামনে দাড়ালাম। সামান্য একটু ধাক্কাতেই দরজা খুলে গেল। আমি ভিতরে ঢুকে ওর খাটের কাছে এগিয়ে গেলাম। ও বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। তাকে দেখে চমকে উঠলাম। গতকাল সকালে যে পোষাক পরে আমার সাথে যেতে চেয়েছিল সেই পোষাকেই শুয়ে আছে। ডাকলাম- রমা!

কোন উত্তর নেই। আবার ডাকলাম- রমাদি! বুঝতে পারলাম ও কাঁদছে। ওর মাথার কাছে যেয়ে বসলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে কত স্নেহ করলাম। উঠবার জন্য অনুরোধ করলাম। আমার দু'চোখে পানি এলো। কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গেল। আর কোন কথা বলতে পারলাম না। আমি পুরুষ। পৌরষকে তো জলাঞ্জলী দিতে পারিনে। ওর দু'হাত ধরে জোর করে তুলে বসিয়ে দিলাম। ওর ডান হাতখানা আমার হাতের মুঠোয়। বললাম- রমা, তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়, লৌকিকতার কারণেই দিতে হল। তবু তোমার জন্যে আমি একটা সুখবর নিয়ে এসেছি, সেটা শুনবে না?

অশ্রুঝরা নয়নে আমার দিকে চেয়ে বললে- কি, দাদা?

তোমার এই হতভাগ্য দাদার পাণ্ডুলিপিখানির একটা গতি হয়েছে।

আমার কথা শেষ হতে না হতে আগুনে পানি ফেললে যেমন দপ্ করে নিভে যায়, তেমন করে ওর কান্না দুঃখ বেদনা যেন মুহূর্তে তিরোহিত হয়ে গেল। মুখে হাসি ফুটিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলো

সত্যি দাদা?

বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি!

www.pathagar.com

তোমাকে তো কোনদিন অবিশ্বাস করিনি দাদা!

তবে ত্রিশ ঘন্টা এই স্বেচ্ছা বন্দিনী কেন?

রমা নিরুত্তর। আমি তার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বললাম যাও, স্নান সেরে খেয়ে সুস্থ হও আগে। তারপর তোমার সাথে কথা!

তোমার কথাটা আগে শুনি?

আমার কোন কথা নেই। এই কথা বন্ধ করলাম। আমার ঘরে যেয়ে চুপ করে বসে থাকবো। দেখি তুমি কাকে দাদা বলে ডাক!

না দাদা, তুমি রাগ কর না, এই আমি যাচ্ছি। রমা বাইরে চলে গেল। আমার ঘরে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিখানি নিয়ে বসলাম।

আমি তখন লেখায় মশগুল। বাইরের দুনিয়ার সাথে আমার কোন সংশ্রবই নেই। আমার ক্ষুধিত কলমের খোরাক জোগাতে মনটা কোন্ কল্পনার জগতে বিচরণ করছে তা আমি নিজেই জানি নে। এ সময় খিল্‌খিল্ করে হাসির শব্দে চমকে পিছনে চেয়ে দেখি রমা চেয়ারের পিছনে আমার দু'কাধে হাত দিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে। এ রমা অন্য মানুষ। অন্য চেহারা, অন্য মুখচ্ছবি। মনোরম বেশভূষা। এ রমা সত্যিকার রাণী! দুঃখ, তাপ, অনুতাপ, দীর্ঘশ্বাস, অসহ্য বিচ্ছেদের জ্বালা যন্ত্রণা সেখানে কিছুই নেই। এ যেন চির সুখী ও শান্তিময় জীবনের প্রতিচ্ছবি! এ রমা অনন্যা!

চল না দাদা একটু বেড়িয়ে আসি!

এখনই? বিকেলে গেলে হয়না?

না দাদা, এখন চল।

বাইরে অনেক রোদ।

তা হোক, নদীর ধারে গাছের নীচে বসে গল্প শুনবো। ও আমার হাত ধরে টেনেই বাইরে নিয়ে এল।

পিষিমাকে বললাম- আমরা বাইরে বেড়াতে যাচ্ছি। তিনি হাসি মুখে সম্মতি দিলেন। তুমি আসতে না আসতে বৌমার মুখে হাসি ধরে না। তাইতো আমি পাড়ার লোকদের বলি, তুমি একজন দেবপুত্র-। মানুষের দুঃখ দূর করবার জন্য স্বর্গ থেকে এসেছ। তোমার মুখ দর্শন করাও পুণ্য। আর জন্মে তুমি বৌমার মায়ের পেটের ভাই ছিলে। বৌমার দুঃখ দেখে থাকতে পারনি তাই স্বর্গ থেকে নেমে এসেছো! যাও বাবা, তোমরা যত খুশী বেড়াও। আমি আশীর্বাদ করি ভগবান তোমাদের জন্ম জন্মান্তর ভাই বোন করে পাঠাক। তোমরা চির সুখী থাক।

এখানে এসে পিষিমার আশীর্বাদ পেতে পেতে হৃদয়ের সেই ক্ষুদ্র

www.pathagar.com

স্থানটি পূর্ণ হয়ে গেছে। সেখানে আর কারও আশীর্বাদ পৌছানোর কোন পথই নেই। রমাদের বাড়ীর আশে পাশে অনেক বাসা বাড়ী আছে। তারা কেউ চাকুরী করে, অধিকাংশের দোকান ব্যবসা আছে। এখানে আসবার পর পিষিমার কল্যাণে তাদের সাথে আমার অনেক ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে। কারও ছেলে মেয়ে স্কুলে পড়ে, কারও ছেলে মেয়ে হাইস্কুলে পড়ে, কেউ কেউ আবার কলেজে পড়ে। এ শহরে কলেজ নেই তাই তারা বরিশাল শহরে কলেজে পড়ে, সেখানেই থাকে। মাঝে মাঝে ছুটিতে বাড়ী আসে। এদের সবার সাথে আমার সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। প্রতিদিন তাদের কারও না কারও সাথে কিছু সময় দিতে হয়। আমি এখানে কোন নির্দিষ্ট কাজে জড়িয়ে না থাকলেও সময় কোথা দিয়ে চলে যায় বুঝতে পারিনে। যখন অধৈর্য হয়ে পড়ি তখন পিষিমাকে বলি আমার মত একটা অপদার্থ নিঃষ্কর্মা ছেলেকে নিয়ে নাচানাচি করবেন না। আমি যা নই আপনি তার চেয়ে অনেক বেশী উঁচুতে উঠিয়ে দিয়েছেন। এতো আনন্দ, এতো ভালবাসা আমার ধাতে সইবে না। কবে যে আছাড় খেয়ে পড়ে আমার ভবলীলা সাঙ্গ হবে তখন শত অনুতাপ করেও আর খোঁজ পাবেন না।

পিষিমা দাঁতে জীভ কেটে বলেন- অমন অলক্ষুণে কথা তুমি বল না বাবা! আমি সারাজীবন দেব-দেবীর পূজা আর্চা করে আসছি। কাশীধাম ভগবান আমার দর্শন করিয়েছেন। আমি দু'চোখে ভুল দেখিনে। তোমার সাথে মেলামেশা করলে যে পুণ্যি হয়, আর দেবপুত্র বলে পূজা করলে কাশীধাম গয়াধাম দর্শন না করিয়ে যে ভগবান তুলে নেন না তা আমি সত্য করে বলতে পারি। এতো সব উদ্ভট কথাচ্ছলে পিষিমা দু'হাত যুক্ত করে কপালে ঠেকিয়ে সেই অদৃশ্য ভগবানের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে তবে আমাকে ছেড়ে দেন।

বিশখালী নদী থেকে শহরের পশ্চিম পাশ দিয়ে যে ছোট নদীটি উত্তর দিকে চলে গিয়েছে কত গ্রাম ফুড়ে বাজার ঘেষে একেবারে ঢাকাভিমুখে-। ছোট বড় কত লঞ্চ যাচ্ছে আসছে। কত প্রকার নৌকা দাড় বেয়ে পাল তুলে কোন দূর গাঁয়ে বা বাজারে যাচ্ছে যাত্রী আর মালামাল নিয়ে। এরই ধারে বটগাছের নীচে যেয়ে দু'জনে বসে পড়লাম। নদীতে তখন প্রবল জোয়ার বইছে। সেই দিকে চেয়ে আছি দু'জনেই। কে কি বলবো তা হয়তো কেউ ভেবে পাচ্ছিনে। রমাই এক সময় কথা বললো।

কত মেয়ে পুরুষ এই জোয়ারে নৌকা ভাসিয়ে চলে যাচ্ছে ওরা খুব আনন্দ পাচ্ছে না দাদা?

ওরা আনন্দ পাচ্ছে কি দুঃখ পাচ্ছে তা কেমন করে বুঝবো?

www.pathagar.com

তুমি বুঝবে না এটা তোমার কেমন কথা?

আমি কি অন্তর্যামী! যে মানুষের মনের কথা জানবো?

তুমি সব জানো, বলবে না!

কেন বলবো না?

আমি যদি বলি চলোনা দাদা, আমরাও একটা পালের নৌকা নিয়ে ভেসে যাই। হয়তো এই ভয়ে-।

কেন ভয় পাব?

আমাকে নিয়ে যেতে!

এইতো তোমার পাশে বসে আছি। আমি কি ভয়-পাচ্ছি?

তবে চল না, নীচের ঘাট থেকে একটা পালের নৌকা ভাড়া ঠিক করে নিই।

কতদূর যাবে?

জোয়ারে যতদূর যাওয়া যায়।

যাব একদিন, আজ না।

সেদিন কবে আসবে?

যেদিন দাদা বাবু আসবে।

রমা অভিমান করে আমার একটা হাত ধরে ঠেলে দিয়ে বললো- যাও, তোমার সাথে আঁড়ি।

আমিও তোমার সাথে-।

রমা আমার কথা শেষ করতে দিলো না। তার ডান হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরলো। আমি তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একটু জোরেই হেসে ফেললাম। মনে করলাম ও যেন অকারণেই আমার উপর ক্ষেপে গেছে। আমি তার ডান হাতখানা তুলে নিয়ে বললাম- তুমি রাগ করনা লক্ষ্মীটি! আমি কথা দিচ্ছি- দাদা বাবু এলে আমরা তিনজনে এমন জোয়ারে নৌকা নিয়ে বেরুবো।

তোমার দাদা বাবু নিয়ে তুমি যেও, আমি যাব না।

সে তখন দেখে নেব। আচ্ছা রমা! এবার বলত এমন নিষ্ঠুর মানুষের সাথে কি করে তোমার মত একটা উচ্ছল মায়াময় নারীর বিয়ে হল? রমা আমার প্রশ্নে লজ্জা পেয়ে গেল। সে কিছু বলতে চাইলো না। আমি অনেক কৌশলে তার মুখ দিয়েই শুনে নিলাম।

শশীচরণ ঠাকুরের সাথে ধীরেনের বাবার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। আবার ঠাকুর মহাশয়ের ছোট ছেলে গঙ্গা চরণ আর ধীরেন এক সাথে পড়া শোনা করতো। সেই সূত্রে ধীরেন ওদের বাড়ী যাওয়া

www.pathagar.com

আসা করতো। রমাকে দেখে ধীরেন ভালবেসে ফেললো। রমা ধীরেনকে একটুও ভাল নজরে দেখত না। কেননা লোকটির স্বভাবে উগ্রতা ছিল। ধীরেন যত তার কাছে এগিয়ে যেত রমা ততোই দূরে সরে যেত। ধীরেন তাকে ছাড়তে চাইত না। সে রমাকে বিয়ে করবেই। শেষ পর্যন্ত শশীচরণ ঠাকুর বন্ধুর একমাত্র পুত্র ধীরেনের সাথেই মেয়ের বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। পিতার বন্ধুপুত্র আবার ছোটদা'র বন্ধু রমাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হল। সে আজ তিন বছর আগের কথা। ধীরেন কলকাতা চাকুরী করত মেজ দারোগা পদ। হয়তো এই পদই তাকে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছে। কলকাতার পয়সাওয়ালা হিন্দুদের বাড়ীতে অপ্সরীতুল্য সুন্দরী বউ থাকলেও তাদের আনন্দফুর্তির জন্য আলাদা পথ খোলা রয়েছে। যারা উচ্চ বংশের তারা ভদ্র। এই ভদ্র ঘরের সন্তানরাই পথ ভ্রষ্ট হয় বেশী। এটাকে তারা খারাপ কিছু ভাবেনা। নিজের ব্যক্তিত্বের মর্যাদা আর গৌরব বলে মনে করে। বাড়ীতে তার অগ্নিসাক্ষীর স্ত্রী অনুতাপানলে দগ্ধ হতে থাকে। কবে হয়তো বহুগামিনী মাতাল স্বামী এসে বংশ রক্ষার নামে তাকে অঙ্কশায়িনী করে ভগবানের কাছে অঙ্গীকারের পালাশেষ করবে। এই প্রতিক্ষায় কত রজনীর পর একদিন ভুলক্রমে তার জীবনে এসে যায়। তারপর জীবনের সতেজ পাতাগুলো মনের অজান্তেই ঝরতে ঝরতে নিঃশেষ হয়ে যায়।

রমার দু'ই দাদাও ভারতে চাকুরী করে। একজন থাকে বারাসাতে আর একজন ব্যাণ্ডেলে। তারা স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখেই আছে। ধীরেনের সম্বন্ধে তার ছোট দাদা সব জেনে গেছে। তার সরলপ্রাণা বোনের কথা মনে করে কিছু বলতে পারে না। একটি রাতের স্মৃতিকে অবলম্বন করে রমা দীর্ঘ তিন বছর পার করলো। আরো কত বছর তাকে এমন পথ চেয়ে চোখের জল ফেলতে হবে তা কেউ জানে না।

তোমার কথা শুনে আমি খুব দুঃখ পেলাম রমা!

কেন দাদা?

তোমার প্রথম জীবনই শুরু হল দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে। পরবর্তী জীবনের কথা মনে করে আমি শিহরে উঠছি।

কেবল আমার কথা শুনে তুমি দুঃখ পাচ্ছ! আমার মত এমন কত সহস্র মেয়ের জীবন এর চেয়েও করুণ। আমরা বামুনের মেয়ে। ভদ্র ঘরের সন্তান। আমাদের অনেক কিছু মেনে চলতে হয়। আমরা মেয়ে মানুষ। সমাজ আমাদের দেবীর আসনে বসিয়ে রেখেছে, কত উঁচু স্তরে আমরা আছি না দাদা?

সমাজ যদি তোমাদের এতো উঁচুতে তুলে রেখে মর্যাদা না দেয়

www.pathagar.com

তাহলে এটা প্রহসন ছাড়া কি হতে পারে! এতো সোনা রূপা নয় যে যত্ন করে তুলে রেখে দিলাম। ইচ্ছামত ব্যবহার করলাম। তবু ধাতুর মূল্য আছে। সমাজে মর্যাদা আছে। রমা অন্য মনস্ক হয়ে নদীর দিকে চেয়ে আছে, আমার কথা মনে হল খেয়াল করে শুনছে না।

রমা?

কেন দাদা।

আমি কি তোমার কোন উপকারে আসতে পারিনে?

কেন পারবে না!

কি করতে পারি?

এই এমন করে আমাকে নিয়ে বেড়াবে আর গল্প করবে।

রমার কথা শুনে হেসে ফেললাম।

হাসলে কেন দাদা?

তোমার কথা শুনে।

হাসির কথা তো আমি বলিনি।

আমারও তো একটা জীবন! আমার তো অনেক আশা আকাঙ্খা থাকতে পারে। আমার বাড়ীতে অনেকে আছে, তাদের প্রতি আমার অনেক কর্তব্য আছে। সেসব দেখবে কে?

তোমাকে যেতে দেবনা।

দেবনা বললেই তো বেঁধে রাখতে পারবে না। সময় হলে আমাকে চলে যেতেই হবে।

বাবা মাকে বলে একটা ভালো মেয়ে দেখে তোমাকে বিয়ে দিয়ে একেবারে রেখে দেব।

তুমি এমন কথা বল যে আমি হাসি ধরে রাখতে পারিনে। আমি পথের পথিক, কপর্দক শূন্য। মূর্খ মানুষ, কোন কাজ আমার দ্বারা হবার সম্ভাবনা নাই। এমন পথের কাঙালের সাথে কে মেয়ে দেবে?

কত মেয়ে তোমার গলে মালা দেবার জন্যে হা করে চেয়ে আছে।

মালা বদলের বিয়ে - তো আমাদের নয়।

তোমাদের যে বিয়ে- তাই হবে।

সমাজের মানুষ আমাকে মেরে ফেলবে না?

কাদের সমাজ?

www.pathagar.com

তোমাদের?

তোমার মত ছেলে পেলে আমাদের সমাজের মেয়ের পিতা বেঁচে যায়।

তাহলে তোমাদের ভদ্র ঘরের সন্তানরা এ দেশকে ভালবাসতে পারে না কেন? এদেশে জন্ম, এদেশে মানুষ তবু প্রাণের টান সব সময় ভারতের দিকে। নিজের জন্মভূমির প্রতি কেন মায়া নেই এদের? এই পদ্মা, মেঘনা, যমুনা এসব তো তোমাদেরই দেবী। এদের ফেলে কেবল গঙ্গার বুকে আশ্রয় নেয়া কেন তোমাদের?

দাদা তোমার ওসব প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না, কেননা তুমি আমার মনের কথাটা বলেছো। আমিও এর উত্তর খুঁজে পাইনে।

চল বাড়ী যাই। বেলা অনেক পড়ে গেছে। আমাকে আবার বন্ধুর সাথে দেখা করতে হবে।

তুমি আমাকে ফেলতে পারলে বেঁচে যাও, না দাদা?

তা কেন!

এইতো বেশ আছি, উঠতে বলছো যে!

বিকেল গড়িয়ে গেল, দুপুরের খাওয়া হল না, না খাইয়ে মেরে ফেলবে নাকি আমায়?

তাইতো, খাওয়ার কথা মনেই ছিল না যে! চল বাড়ী যাই।

আমরা যখন বাসায় পৌঁছালাম তখন বিকেল চারটা বেজে গেছে। যেয়ে দেখি পিষিমার খবর পেয়ে কাকা বাবু আর মালতী এসে বসে আছে। আমাদের হাসিমুখে ফিরতে দেখে ওরা খুব খুশী হল। কাকা বাবু আমাকে এখানে রেখে যাওয়ার পর থেকে নিজের বাড়ীর মত এখনও আছি তা ওরা জানতেন না। পিষিমার কাছে আগেই শুনে কাকা বাবু কি ধারণা করেছিলেন জানিনে তিনি আমার মেয়ের হাসি মুখ দেখে দু'জনেরই মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। পিষিমা বললেন- ওদের আশীর্বাদ করতে করতে আমি হয়রান হয়ে গেছি।

তাড়াতাড়ি দু'টো খেয়ে বন্ধুর সাথে দেখা করবো বলে বেরুচ্ছি।

রমা বললো - দাদা, বেশী রাত কর না, তাড়াতাড়ি এসো।

সন্ধ্যা হতে আর বেশী বাকি নেই, এখন যেয়ে আবার ফিরবো কখন?

তা জানিনে আসতেই হবে। বাবা এসেছে না!

চেষ্টা করবো, না আসতে পারলে কালকের মত রাগ করে না খেয়ে রাত পার কর না যেন!

www.pathagar.com

রমা কি বলতে যাচ্ছিল সে অপেক্ষা না করে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

বন্ধু তার বাসা থেকে বেরুতে আমিও যেতে সামনে দেখা।

বললো- তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। চলো নদীর ধারে যাই।

আমরা নদীর ধারে যেয়ে একটা ভালো জায়গা দেখে দু'বন্ধুতে ঘাসের উপর বসে পড়লাম।

সকালে বাজার থেকে এসে তোমাকে পেলাম না। বিশেষ একটা কথা বলবো। মনটা চঞ্চল হয়ে গেল, সমস্ত দিন দেখা নেই কেন?

আমি কি উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছি না। সত্যি কথা বলতে লজ্জা আর সঙ্কোচ আমাকে চেপে ধরলো যেন। বন্ধু স্মিত হাসিতে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো- ভুল করে লজ্জা দিয়ে ফেললাম?

লজ্জা দিবে কেন?

ঐযে আমি যা জানতে চাইছি তুমি তা বলতে পারছ না। তোমাকে বলতে হবে না, আমি মনে হয় সব- জানি।

তুমি জান?

তা জানব না কেন! আমার কাজই তো অজানারে জানা।

বন্ধু সাংবাদিক মানুষ। অনেক অজানা তথ্য সংগ্রহ করে মানুষের মনের জ্ঞান পিপাসা মিটাতে হয়। তবু আমি অবাক হয়ে গেলাম আমাদের বিষয়টা বন্ধুর তো জানার কথা নয়!

তুমি যদি জেনেই থাক তাহলে আমার উত্তরটা তুমি দাও। দেখি তুমি কেমন সাংবাদিক!

কোন এক সময় শশীচরণ ঠাকুরের বিপদে তুমি সাহায্য করেছিলে সেই থেকেই তো ঘটনার সূত্রপাত। তাই না?

হ্যাঁ। তারপর?

দীর্ঘদিন পর তোমাকে পেয়ে ঠাকুর পরিবার যেন দেবতার দর্শন পেল। তুমি দেবপুত্র হয়েই ওদের মধ্যে তোমার অজান্তেই ঢুকে পড়লে! স্বামীর সোহাগ থেকে বঞ্চিতা রমাদেবীর! হৃদয়ের গোপন একটা কক্ষে নিজের আসন পেতে নিলে। তার যৌবনের পিপাষার একটা দিক তুমি মিটিয়ে দিলে! আর যেটা বাকী থাকলো সেটাতে তোমার আর তার মাঝে শক্ত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সেটা ভেঙ্গে ফেলবার ক্ষমতা তোমার আর তার মধ্যে থাকলেও তোমরা সেটা ভাঙ্গবে না জানি। শুধু আমি জানি তা নয়। ঠাকুর পরিবার রমা দেবীর আত্মীয়বর্গ আর তাদের প্রতিবেশীর একই ধারণা। তোমার

www.pathagar.com

মধ্যে তারা নারায়ণের রূপ দেখতে পায়। তুমি তাদের ভালবাসা কুঁড়িয়েই ধন্য, তারা তোমার অপূর্ব মহত্ত্বে গর্বিত। তাই প্রথম দিনেই তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো, নিয়তির একী ছলনা! কোথাকার তুমি কে! কেন তুমি আসবে এতো মানুষের হৃদয় কাঁড়তে! একী তুমি জানতে?

না।

জানবে না। কেউ জানতে পারে না। এটা এমনই ঘটে যায়। বন্ধু! তুমি মহৎ। এর চেয়েও মহত্ত্বের কাজ তুমি করেছো। অনেক আজব ঘটনার রূপকার তুমি! তুমি শুধু মানুষকে ভালবাসতে জান না। ভালোবাসার পূর্ণতার মর্যাদাও দিতে জানো।

আমি যা নই তাই বলে আমাকে কেন তুমি ছোট করছো বন্ধু?

তোমাকে ছোট করছি না বন্ধু! তোমার যেটা পাওয়ার সেটাই কেউ দিতে পারছে না, আমিও দিতে পারছি না। তাতেই আমি নিজেকে ছোট মনে করছি।

আমার সম্বন্ধে আর কি যেন জানো বললে?

সেটা আমি বলবো না, তুমি নিজেই তোমার মস্তিষ্কের হঠাৎ কৌশলের খেলা দেখতে পাবে। মনে হয় খুব বেশী সময় নেবেনা, এই অবাক পৃথিবীর বুকে অনেক অবাস্তব ঘটনা যারা বাস্তবে রূপ দিতে জানে, সেই রূপ তাদের একদিন না দেখিয়েই নিয়তি ক্ষ্যান্ত হননা।

অনেক রাত হয়ে গেল। বন্ধু বললো- চলো আজ আর নয়, একদিনেই তো সব কথা শেষ হয়না। সমস্ত জীবন ব্যাপি কথা বললেও কথা থেকে যায়। আসল কথা বলা হয়নি। আগামী পরশু আমাদের একটা জরুরী মিটিং আছে, সেখানে তোমাকে থাকতে হবে।

কিসের মিটিং?

শহরের শিক্ষিত ব্যক্তিরা মিলে একটা কলেজ খুলতে চাচ্ছি এতে তোমারও সাহায্য আমরা নেব।

আমি মূর্খ মানুষ, কলেজের ব্যাপারে আমি তোমাদের কি সাহায্য করতে পারি?

অনেক কিছু করতে পার। তুমি লেখা পড়া জানো কি জানো না তা তোমার মাথা ব্যথা নয়, আমি যা বলবো তুমি তাই করবে। তুমি বাংলা প্রথম পাঠের ক্লাশ নেবে এটা তোমার কাছে কোন ভারি বোঝা নয়। আমি জানি এবং শহরের অনেকেই তা জানে।

তোমার কথা শুনে আমার খুব হাসি পাচ্ছে বন্ধু! আমি কলেজ

www.pathagar.com

বানান করতে জানিনে আর আমাকে দিয়ে কলেজের পাঠ নেওয়া! শেষ পর্যন্ত পালাবার পথ পাব তো?

পালাতে তুমি পারবে না, শক্ত বাঁধন দিয়ে ফেলেছি। এ বাঁধন স্বেচ্ছায় ছিন্ন করবার শক্তি তোমার নেই।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেল। আমরা উঠে পড়লাম। বন্ধু জিজ্ঞেস করলো, আমাদের বাসায় যাবে না ওদের বাসায় যেতে হবে?

ওদের বাসায় যাওয়ার কথা ছিল। রমার বাবা এসেছেন কি না, তাই না গেলে ওরা হয়তো দুঃখ পাবে।

চলো তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসি।

আমি একাই যেতে পারবো।

দু'বন্ধু দু'দিকে চলে গেলাম।

রমাদের বাসায় পৌঁছলাম তখন রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে। পাঁচিলের দরজা খোলা ছিল। আমি কোন সাড়া না দিয়ে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। বাড়ীর সব ঘর অন্ধকার কেবল আমার ঘরে আলো জ্বলছে। সেখান থেকে চাপা হাসি শুনতে পেলাম। আমি ত্রস্তপদে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম।

রমা আর মালতী দু'জনেই চমকে উঠলো। পরক্ষণে রমা হাসতে হাসতে বললো- এতো রাত করে এলে? এই দেখ না দাদা, তোমার জন্যে বৌ সাজিয়ে বসে আছি!

বিয়ে না করেই বৌ?

হা গো হা। এখনই বিয়ের কাজ সেরে দেব।

তাই নাকি? তা তোমাদের বিয়ের পিঁড়ি কই, মালা কই, চন্দন কই, শালগ্রাম কই, পুরুত ঠাকুর কই?

মনে মনে তৈরী করে নিলেই হবে।

তোমরা মনে মনে তৈরী করতে থাক। আমার ক্ষুধা লেগেছে খেতে দেবে না?

দেখছো দাদা, আমি কেমন আনন্দ পাচ্ছি? তোমাকে খেতে দেব তাও ভুলে গেছি। আজ তোমার বৌয়ের হাতের রান্না খেতে হবে। যাও বৌ, দাদার পায়ের ধুলা নিয়ে খাবার ঘরে চলে যাও।

মালতী হাসিতে আটখানা হয়ে টিপ্ করে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো।

একজন তরুণী আর একজন যুবতীর চঞ্চল হৃদয়ের হাস্য কৌতুক আমাকে অনেক আনন্দ দিলো। রমাদের বাড়ী আমি কোনদিন নিচে আসন পেতে বসে খাইনি। আমি আসা পর্যন্ত রমাও আমার

www.pathagar.com

মত টেবিলে খাওয়া শুরু করেছে। আমি খেতে বসলাম। রমা আর মালতী দু'দিকে দাড়িয়ে। মালতীই পরিবেশন করছে। এটা নাও ওটা খাও, খাওয়া হলো না, কত যে ফর ফরমাশ চলতে লাগলো, তাতে যেন সত্যি মনে হল বিয়ে করা বৌ আমাকে অনুশাসন করছে।

নতুন বৌ-এর রান্না কেমন লাগছে দাদা?

খুব ভাল লাগছে।

তাই নাকি?

স্বর্গের অপ্সরীতুল্য বৌ দিয়েছো- তার রান্নাটাও তো স্বর্গের ভোগ হতে হবে, মন্দ বলবো কেন?

দেখলাম ওরা দু'জনই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি চেপে রাখতে পারছেনা।

খাওয়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে শোবার ঘরে যেয়ে ঢুকলাম। জামা কাপড় খুলে শুতে যাব, ওরা এসে খাটের উপর বসে পড়লো।

তোমরা আবার এলে, ঘুমুতে দেবে না?

শুয়ে পড় বাঁধা দিচ্ছে কে!

তোমরা শুতে যাও।

যাব না।

কেন?

এতো সুন্দরী একটা বৌ দিলাম, তার সাথে কি গল্প করবে তা আমি শুনবো না!

গোপন কথা কেউ কারও জানিয়ে বলে নাকি?

তুমি তো গোপন কথা জানো না, তোমাকে শেখাবো বলেই তো আমি থাকছি।

তা থাকো। ঘুম আজ স্বর্গে চলে যাক, আর আমরা তার পিছে পিছে উড়ে বেড়াই।

আমি বালিশে হেলান দিয়ে গল্প শুরু করলাম-। ওরা আমার দু'পাশে বসে আমার মুখের দিকে চেয়ে গল্পে মজে গেল।

হারাণ মুখোপাধ্যায়ের ছ'টি মেয়ে। একটিও ছেলে হয়নি। তার জন্যে মুখুজ্জ্যে পরিবারের দুঃখের অন্ত নেই। মুখোজ্যে মহাশয় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। দু'বিঘা জমির একটা ভিটা বাড়ীতে ঘরের চারপাশে অনেক ফলবান গাছ আছে। তার থেকে বছরে কিছু টাকা উপার্জন হয়। তাঁর আসল সম্বল ডাক্তারী পেশা। কষ্টে সৃষ্টে সংসার চালিয়ে মেয়েদের লেখা পড়ার খরচটা জোগাড় করতেই

www.pathagar.com

তাঁকে হিমশিম খেতে হয়। শ্রী ভবানী ব্রাহ্মণ কন্যা। ভক্তিগদ গদ চিত্তে সমস্ত পূজা পার্বন সমাধা তো আছেই। তার উপরে বাড়ীর গৃহ দেবতার প্রতি অসীম ভক্তি শ্রদ্ধার আবেগ আপ্লুত হয়ে হৃদয়ের সমস্ত অর্ঘ নিবেদন করেন। তিনি চান না এতো কষ্ট করে মেয়েদের স্কুলের খরচ জোগাতে। লেখাপড়া শিখে মেয়েরা যে উচ্ছন্নে যাবে সে কথা তর্জন গর্জন সহকারে স্বামীর কর্ণগোচর করতেও ছাড়েন না। ডাক্তার মহাশয় বিষয়ী মানুষ। তিনি জানেন এই ছ'ছয়টি মেয়ে বিবাহ দেওয়ার সম্বল তার নেই। মেয়েদের ওজনের চেয়ে ভারী কিছু দিয়ে যে মেয়ে পার করার সম্ভাবনা তাঁর দ্বারা কিছুতেই হতে পারে না, তা তিনি জানেন। তাই এই মেয়েগুলোকে ছেলে মনে করে কষ্টে সৃষ্টে পড়ার খরচ জোগাড় করতে বাধ্য হন। স্ত্রীকে তিনি বুঝাতে পারেন না। স্ত্রীর শত বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে তিনি নিঃশব্দে এগিয়ে যান। মেয়েগুলোও বোধ হয় বুঝে গেছে তাদের বাবা তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই মায়ের বাঁধা এড়িয়ে চলেছেন। বাবা যে কোন দিন তাদেরকে কোন সুপাত্রের হাতে সোপর্দ করতে পারবেন না সেটাও তারা বুঝে গিয়েছে। যার ভবিষ্যত তাকেই গড়ে নিতে হবে এমন ধারণা যখন তাদের বদ্ধমূল হয়ে গেল তখন লেখাপড়ার দিকে তাদের মনযোগ বেশী করে বৃদ্ধি পেতে থাকলো। ক্লাশের পর ক্লাশ ডিঙ্গাইতে হয়তো সময় লাগছে কিন্তু বয়স বাড়তে যেন সময় নিচ্ছে না। বড় মেয়েটি যখন বি,এ পড়ে, মেজে মেয়ে তখন আই,এ পড়ে। ভবানী দেবীর অত্যাচার যেন আরও বেড়ে চললো। কিন্তু ডাক্তার মহাশয় নির্বিকারভাবে স্তব্ধ হয়ে থাকলেন।

আমার গল্প কখন বন্ধ হয়ে গেছে বলতে পারি না। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মালতী আর রমা উঠে চলে গেছে কিনা সেও জানিনে। সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। রমা, মালতী রাতে উঠে যায়নি। খাটের উপরেই শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। এমন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় শয়ন দেখে মনে মনে যেমন হাসি পেলো তেমন লজ্জাও পেলাম। ওদের ডাকলাম না। নিঃশব্দে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

অনেক বেলায় একেবারে নদী থেকে স্নান করে এসে দেখি কাকা মহাশয় সেজে গুজে বসে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন- এইযে বাবা ঠাকুর, তোমার জন্যে বসে আছি। পাঁচদিন পর পোনাবলিয়ার শিব পূজা হচ্ছে। মালতীকে রেখে যাচ্ছি। রমা আর ওকে নিয়ে পূজা দেখে এসো। তোমার কাকীমা যেতে বলেছেন। ওদের নিয়ে আমাদের বাড়ী হতে বেড়িয়ে আসবে কেমন! যাবে কিন্তু, নইলে তোমার কাকীমা রাগ করবেন।

www.pathagar.com

যাব কিনা জানিনে তবে যেতে চেষ্টা করবো।

কাকা-এর আগেই খাওয়ার পাট চুকিয়েছেন, তিনি পিষিমাকে একথাটা বলে বাড়ীর পথ ধরলেন। আমি শোবার ঘরে ঢুকে গোলাম। রমা মালতীর হাত ধরে টেনে ঘরের মধ্যে এসেই কৃত্রিম হাসিতে মুখটা উজ্জ্বল করে বললো- বাসর রাতটা কেমন কাটলো দাদা?

খুব মধুর।

তাই নাকি?

বলছি তো।

মালতীর হাত ছেড়ে দিয়ে রমা বললো- কি সর্বনাশ, আমি যে তোমার নতুন বৌকে ছুয়ে ফেলেছি।

বেশ করেছো, পঁচে গেছ।

তাহলে নেয়ে আসি, চল্ মালতী।

আমার দিকে চেয়ে বললো- তুমি নাইবে না দাদা?

আমার নাওয়ার কাজ শেষ।

ওমা তাই নাকি! ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ যে!

তা না হয় খেলাম।

তা খাও। তোমার কথায় আমি খুব আনন্দ পাচ্ছি।

আমিও তোমার কথায় দুঃখ পাচ্ছি।

রমা আমার মুখে হাত বুলিয়ে বললো- না দাদা, তুমি দুঃখ করনা। তোমার দুঃখ দেখলে আমি কেঁদে ফেলব যে! এমন ঠাট্টা তামাশা করে যদি কিছু সুখ পাওয়া যায়, তা তুমি বোঝ না কেন দাদা!

আমি হেসে ওদের মুখেও হাসি ফুটিয়ে দিলাম।

সকালে নাস্তা করে পাণ্ডুলিপিখানি নিয়ে বসলাম।

দু'এক পৃষ্ঠা লেখা হল কিনা-এর মধ্যে ওরা এসে দু'পাশে চেয়ারে বসে গেল। আমি ওদের আসাটা একটুও পছন্দ করলাম না। রাগতস্বরে বললাম- তোমাদের আর কোন কাজ না থাকলে বই নিয়ে পড়তে বস। আমাকে একটু অবসর না দিলে আমি আজই চলে যাব।

রমা বললো- গতরাতের তোমার সেই গল্পটা তো শেষ হয়নি।

বিকালে সময় পেলে বলতে পারি কিনা চেষ্টা করে দেখবো।

তাই দেখ। না হলে রাতে বল। তুমি কি লিখছো তাই লেখ।

www.pathagar.com

আমরা চুপচাপ বসে দেখি। পাশে থাকলে তোমার লেখার উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

বেশীক্ষণ লিখতে পারলাম না। রাতে ভাল ঘুম হয়নি তাই ঘুম পাচ্ছিল। খাতা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম।

রাগ করেছ দাদা?

না।

শুয়ে পড়লে যে!

রাতে ঘুমাতে দাওনি, ঘুম পাচ্ছে।

আমারও ঘুম পাচ্ছে।

তোমার ঘরে যেয়ে ঘুমিয়ে নাও।

যদি এখানে ঘুমাই!

না।

না কেন? রাতে তো ছিলাম।

আমি জানলে থাকতে দিতাম না।

এখনও না হয় নাইবা জানলে।

রমা দরজা দিয়ে এক পাশে শুয়ে পড়লো। মালতী পায়ের দিকে আঁড় হয়ে শুলো। আমি খুব অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। বললাম- আমি বাইরে চলে যাচ্ছি। উঠে বসলাম।

দাদা, তোমার এতো ভয় লজ্জা কেন? আমি যদি তোমার রক্তের সম্পর্কে কিছু হতাম তাহলে এমন করতে পারতে! আমাদের সম্পর্ক তার থেকে কোন অংশে তো কম নয়। ভাইয়ের স্নেহ আমারও তো পেতে ইচ্ছে করে। তোমার যেমন আত্ম সংযম বোধ আছে, আমার কি তা নেই!

আবার শুয়ে পড়লাম। বললাম- চুপ করে ঘুমাও না হলে উঠে যাও।

বেলা তিনটার দিকে ঘুম ভাঙ্গলো। ওরা কখন উঠে চলে গেছে রান্না করতে জানিনে। আড়ষ্টতা কাটাতে স্নান করে নিলাম। তিনজনে একত্রেই খেতে বসলাম।

বিকাল পাঁচটার দিকে নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম। মনে করেছিলাম ওদের না জানিয়ে একাই যাব কিন্তু হল না। আগেই ওরা প্রস্তুত হয়ে এসে আমাকে বের করে নিল। দূর থেকে বন্ধুকে দেখলাম নদীর ধারে ঘাসের উপর বসে খাতায় কি লিখছে। মনে হয় পত্রিকার রিপোর্ট তৈরী করছে। আমিও সেদিকে পা বাড়ালাম। রমাদের ওদিকে যেতে ইচ্ছে ছিলনা তবু আমার পিছু

www.pathagar.com

ছাড়লো না। আমি মনে মনে স্বস্তি পেলাম। ওরা তো কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে উত্যক্ত করতে পারবে না।

ঐ সামনের দিকে বসে কি লিখছে যেন, উনি তোমার বন্ধু নাকি?

হ্যাঁ।

এদিকে এসে ভাল হল।

কেন?

পরিচয়টা আজ হয়ে যাবে।

তোমার পরিচয় বন্ধু আগেই জানে।

তুমি বলেছ নাকি?

না।

তবে কোথায় পেল?

আমার বন্ধু সাংবাদিক। ওদের তীক্ষ্ম নজর। অদৃশ্য বস্তুটাও দেখতে পায়।

দাদার এমন নামকরা বন্ধু আছে আমার কত গর্ব।

ইতোমধ্যে আমরা বন্ধুর কাছে পৌঁছে গেছি। সাড়া পেয়ে বন্ধু মুখ তুলে আমাদের দিকে চেয়ে উল্লাসে যেন চেচিয়ে উঠলো।

বন্ধু যে একেবারে সদলবলে এসে হাজির!

তাইতো এলাম। আমি কেমন সুখে আছি তাই বুঝে নাও। একেবারে জোঁকের মত গায়ে চেপে থাকবে, ছাড়াতে কষ্ট পাই তবু ছাড়াতে পারিনা। তোমার কাছে ধরে নিয়ে এলাম, দেখি বন্ধু ভূত তাড়াতে পারে কিনা।

সবাই উচ্চ হেসে রবে উঠলো

এই দেখ, তোমরা হাসতে পারলে আমার মুখে হাসি নেই। রমা বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বললো- এই দেখুন, কেমন অন্যায় কথা! আপনার বন্ধুকে কি হাসতে নিষেধ করেছি, না মুখ চেপে ধরেছি! বলুন দেখি আপনি?

আপনার কথার সত্যতা আছে।

আমাকে আপনি বলবেন না। দাদার বন্ধু আপনি। তুমি বলবেন।

তাহলে তুমি তোমার দাদাকে যেভাবে ডেকে থাক আমাকেও সেভাবে ডেক।

আমার দিকে চেয়ে বললো- এই দেখ দাদা, তোমার বন্ধু কিন্তু আমাকে সমর্থন করলেন।

www.pathagar.com

আমি তোমাদের কাছে হার মানছি। তোমার বন্ধুর কাছে বসে গল্প কর। আমি এবার পিছুটান দেই।

তা কেন?

হেরে গেলাম, লজ্জা হয় না!

রমা আমার হাত ধরে জোর করে বন্ধুর পাশে বসিয়ে দিয়ে ওরাও বসে পড়লো। বললো- এই নাও, লজ্জা ভেঙ্গে দিলাম। এবার হল তো! আর একচোট হাসি বয়ে গেল। এই হাসি সামনে বিশখালি নদীর ঢেউয়ের সাথে মিশে কতদূর চলে গেল তা বোধ হয় কেউ ভেবে দেখেনি। গল্প গুজবে, হাসি ঠাট্টায় বিকেলটা বেশ চমৎকার কেটে গেল। আমিও স্বস্তি পেলাম। বন্ধুর কাছে এদের নিয়ে যে আশংকায় ছিলাম সেটা আজ ছুটে যেয়ে ডুবে গেল বিশখালি নদীর মধ্যে। আমার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব কেটে গেল।

বাসায় ফিরে ওরা রান্না করতে চলে গেল। আমি এই অবসরে খাতা খুলে বসলাম। পাণ্ডুলিপিখানি এই আনন্দ ঘন দিনগুলোর মধ্যে শেষ করতে চেষ্টা করছি। আমার শেষ সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলেছি। ব্যর্থ প্রেম বইখানা বাজারে বেরিয়ে গেলে এই পাণ্ডুলিপির একটা সৎকার করে তবে বাড়ীর পথ ধরবো। যেভাবে মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে পড়ছি তা ছিন্ন করতে পারবো কিনা ভাবিনি কোন দিন। দরজায় ছিটকিনী দিয়ে বসেছি। আপনারে হারায়ে আমি তখন কল্পনার জগতে বিচরণ করছি। আমার কাহিনীর যবনিকা কোন দিকে পতন হবে সেই খেয়ালে বিভোর। এদিকে বাহিরে দু'টি প্রাণী কতবার দরজায় আঘাত করলো, ফিরে গেল আবার এলো, তা আমার কর্ণ কুহরে একটিবারও প্রবেশ করলো না। সময় এগিয়ে চলেছে সেই সাথে আমার কলমের খোরাক আপন ইচ্ছায় ছুটে এসে এর উদরে প্রবেশ করছে। কলম থেমে নেই। সে গোগ্রাসে গিলে চলেছে তার প্রার্থিত বস্তু সম্ভার। এক সময় আমার চমক ভাঙ্গলো। দরজা খুলতেই সামনে দেখি রমার উগ্রমূর্তি। তার পিছনে মালতী ছিল কিনা তা দেখিনি। আমি তার দিকে একবার তাকিয়েই নিঃশব্দে পিছিয়ে এসে চেয়ারে বসে পড়লাম। ওর চেহারা দেখে আমার কোন প্রতিক্রিয়াই দেখা দিলো না।

বেশ শব্দ করেই ঘরে ঢুকলো রমা। রাগতস্বরে বললো- খুব করে মজা দেখছো, না! এই আমি চল্লুম, দেখি আজ রাতে তোমাকে কে খেতে দেয়! মালতীকেও আচ্ছা করেই শাসিয়েছি। তোমার কোন্ বৌ অভিমান ভাঙ্গাতে আসবে দেখে নেবখন।

ঢুপ্‌ঢাপ্ করে পা ফেলে রমা চলে গেল। আমি স্থির হয়ে বসে ছিলাম, তেমনই থাকলাম। আমি কোথায় আছি এমন অনুভূতিও

www.pathagar.com

যেন হারিয়ে ফেললাম। কে যেন বার কয়েক ডাকলো। সে ডাক আমার কানে প্রবেশ করলো না। আমার কাঁধে হাত দিয়ে ছোট একটা ঝাঁকি দিয়ে ডাকলো

দাদা! রমাদি কাঁদছে।

কাঁদুক।

তুমি দেখবে না?

না।

কেন?

কে তাকে কাঁদতে বলেছে?

তুমিই তো কাঁদাচ্ছো।

আমি?

হ্যাঁ।

কেমন করে?

চার ঘন্টা ধরে দরজা ধাক্কাচ্ছি, তুমি খুলছো না, আমাদের ভয় করে না!

আমি তো বলিনি তোমরা চার ঘন্টা ধরে দরজায় দাড়িয়ে থাক! তুমি বিরক্ত করনা যাও, তোমার দিদিকে বল, যত পারে কাঁদুক আমিও তো কাঁদতে ভুলে যাইনি!

অসহায়া মালতী আমার কাঁধের উপর কয়েক ফোটা তপ্ত অশ্রু নিক্ষেপ করে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এমন একটা নাটক সৃষ্টি করা কঠিন কাজ। এই দৃশ্য যদি রূপালী পর্দায় তুলে ধরা যেত তাহলে দর্শকদের হৃদয়ও বেদনায় মুচড়ে পড়তো। এমনইভাবে বসে যদি রাত শেষ করে দিতে হয় তবুও দেব। কিন্তু নাটকের শেষ দৃশ্য না দেখে আমিও ছাড়ছিনে। আজিকার এই অযথা বেদনার দৃশ্যে আমি কোন ভূমিকা না রেখে থাকতে পারি কিনা সেই অপেক্ষায় কঠিন মুহূর্তগুলো পার করছিলাম। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে কাতর প্রার্থনা। রমা আমার পা দু'টি জড়িয়ে ধরে ভিজে গলায় ডাকলো- দাদা! আমাকে ক্ষমা করে দাও।

আমি চমকে উঠে রমার হাত ধরে তুলে দাড় করালাম। তার চোখ মুখ ফুলে এতো সুন্দর মুখের চেহারা মলিন হয়ে গেছে। মনে হয় দীর্ঘক্ষণ ধরে সে কেঁদেছে।

তুমি তো কোন অন্যায় করনি, কিসের জন্যে ক্ষমা চাচ্ছ? রমার মুখে পিঠে হাত বুলিয়ে স্নেহ বর্ষণ করলাম।

তাই যদি না করব তাহলে আমি কাঁদছি কেন?

www.pathagar.com

জানি, এর উত্তর আমার কাছে নেই। তবু ব্যর্থ চেষ্টা হয়তো আমিই তোমাকে কাঁদিয়েছি।

তুমি কাঁদাবে কোন দুঃখে! আমার ভাগ্য লিপিই আমাকে অহরহ কাঁদিয়ে চলেছে।

এযে এক অসহায় নারীর অন্তর বেদনার কথা! হৃদয়ের স্নেহের ভাণ্ডার শূন্য করে প্রলেপ দিলেও এই ব্যথার উপশম নেই। আমি উঠে দাড়িয়ে রমার হাত ধরে বললাম- চল, খেয়ে আসি।

এখন কি খাবে? সব যে পানি হয়ে গেছে!

পানি হবে কেন?

কটা বাজে দেখেছো?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমি যেন আতঙ্কে কেঁপে উঠলাম। রাত তিনটা বাজে।

রাত শেষ হয়ে যাক, তাতে কি! তোমার হাতের রান্না পানি হতে পারে না। চল যাই!

মালতী যে সেখানেই ছিল এতোক্ষণ দেখিনি। সেও দাড়িয়ে দাড়িয়ে মনে হয় কাঁদছিল। তার চোখে তখনও পানি। দু'জনকে দু'হাতে ধরে খাওয়ার ঘরে গেলাম। সবাই হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসলাম। খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

আজ এমন বাড়তি ব্যবস্থা কেন?

এটা তো তুমি শুনতেই চাইলে না, তাইতো আমি কাঁদছিলাম।

এখন বল শুনি।

তার স্বাদ গন্ধ সব ফুরিয়ে গেছে, এখন বলে কোন লাভ নেই।

আমি ভাই, আমার কাছে তোমার বাসী কথারও স্বাদ আছে।

তাহলে শুন্‌বে?

শুন্‌বো না!

এমন মনোরম বিকেলটা উপভোগ করে এলাম, তার মূলেই তো তুমি। তাই সাধ করে তোমার জন্যে এই ব্যবস্থা করেছি।

তোমার রুচিবোধের ধন্যবাদ জানাই।

ধন্যবাদ চাইনা, আশীর্বাদ চাই।

তোমার জন্যে আমার হৃদয়ের সমস্ত আকুতি উজাড় করে আশীর্বাদ করছি বিধাতা তোমাকে চির সুখি করুন।

তোমার আশীর্বাদ করা হল না দাদা।

www.pathagar.com

কেন?

বল, জনম জনম ধরে দু'চোখের পানি ফেলে নদী বইয়ে দিই, আর সেই নদীতেই আমি ভেসে যাই অজানার পথে।

এমন কথা তুমি আর বলনা রমা! তোমার দিকে চাইলে এমনই আমার বুক শুকিয়ে যায়। আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষাই খুঁজে পাইনে। আমার যদি কোন ক্ষমতা থাকতো তাহলে তোমার হৃদয়ের বেদনা দূর করবার জন্যে যত কঠিন দেওয়াল সামনে থাকুক না কেন তা প্রয়োজনে ভেঙ্গেই ফেলতাম।

এখনই ভেঙ্গে ফেল না কেন দাদা!

সেই শক্তি আর আমার নেই।

কেন?

তুমি হিন্দুর ঘরের ব্রাহ্মণ কন্যা। তোমাদের শেষ পরিণতির কথাও আমার জানা আছে।

তাহলে তুমি আমার মৃত্যু কামনা কর?

এমন ধারণা আমি করতে পারিনে। যদি পারতাম তাহলে যেন ভাল হত।

আত্মহত্যা মহাপাপ!

ঐ জন্যেই তো পারিনে।

দেখলাম শত দুঃখের মধ্যেও রমার শাস্ত্র বাক্যটার প্রতি বিশ্বাস আছে। ইতোমধ্যে আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, রাত প্রায়ই শেষ হয়ে এলো। বললাম- আজ এই পর্যন্ত থাক। যতটুকু সম্ভব একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক।

শুয়ে পড়লাম। চোখ জ্বালা করছে। ঘুম নেই। মাথার মধ্যে যেন তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে। যদি শশীচরণ ঠাকুরের সাথে পরিচয় না হত। যদি রমার সাথে এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে না উঠতো তাহলে ভাল হত। কি করে এই মায়ার বন্ধন ছিন্ন করি! আমি যদি চলে যাই তাহলে রমা কি করবে! আমি যখন ছিলাম না তখন সে কি করতো! পিছনের দিনগুলো যেভাবে কাটিয়েছে, সামনের দিনগুলো সেভাবে কি কেটে যাবে! কেন যাবে না! আগে গেলে এখন যাবে না কেন? ছেড়ে গেলে আমি কি নিষ্কৃতি পাব? আমি যদি থেকে যাই তাহলে এই ব্যর্থ আনন্দ দেওয়া ছাড়া চিরস্থায়ী কোন উপকার তো করতে পারবো না। যে জাতির বাল বিধবা যৌবনের আস্বাদ থেকে চির বঞ্চিত হয়ে যায় সেই জাতির সামাজিক সমাধান আমি কি করে করতে পারি। আর রমার যে

www.pathagar.com

স্বামী আছে! তাতেই তার মনে এতো দুঃখ। বিধবা হলে তবু একটা সান্ত্বনা হয়তো সে পেত। বিধাতা আমাদের প্রতি তাও একটা সুন্দর ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন। ঘর গড়তে পারলাম না, ভেঙ্গে ফেল। আবার নতুন উদ্দামে মজবুত ঘর গড়ে নেওয়ার পথ সামনে খোলা আছে। রমা যদি আমার মেয়ে হত তাহলে আমি কি করতাম! আইনের মাধ্যমে ওর মুক্তির পথ এতোদিন নিশ্চয় বের করে দিতাম। ওদের সমাজে এমন কোন পথ কি খোলা নেই? তেমন কিছু আমার জানা নেই তবু জানতে দোষ কি! তবে তার কাছে আগে জানতে হবে সে কি করতে চায়, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার আমার কোন প্রশ্নই উঠে না।

সকাল হয়ে গেছে, ঘরের বাইরে এসে দেখি বেলা উঠে গেছে। বেশ হয়েছে। ওদের ঘরের দরজা বন্ধ। ডাকলাম না। বাড়ী থেকে বেরিয়ে নদীর দিকে গেলাম। সকালের মুক্ত হাওয়া বুক ভরে নিচ্ছি আর ছাড়ছি। দুর্বল শরীর সতেজ হচ্ছে বুঝতে পারছি। বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে গেল। আমার দিকে চেয়ে হাসলো।

রাত জেগে আর একখানা লেখা হচ্ছে বোধ হয়। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম- তা হচ্ছে বৈকী।

শুনে আনন্দ পেলাম। আমিও চাই তুমি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য পাল তুলে দাও। তোমার তো কাহিনীর অভাব নেই। বিধাতা তোমাকে এমন করে গড়েছেন যে, তুমি নিজেই একজন শ্রেষ্ঠ নায়ক। আর অসংখ্য নায়িকা তোমার চতুর্পার্শ্বে ভিড় করে রয়েছে সব সময়। তুমি নিজেই একজন জীবন্ত উপন্যাস। তা পরীগুলো এখন গেল কোথায়, তাদের তো দেখছিনে?

ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছি।

তোমার বুদ্ধির তারিফ করছি। মাঝে মাঝে এমন করতে হয়, নইলে কোন আস্বাদ পাওয়া যায় না। বৈকালিক ভ্রমণ আজ বাতিল করতে হবে কিন্তু, মনে আছে তো? বিকাল তিনটায় মিটিং।

বাসায় আসতে বেলা দশটা বেজে গেল। স্নান সেরে নিলাম। শরীরটায় বেশ আরাম বোধ করলাম। ওরাও ইতোমধ্যে খাওয়ার ব্যবস্থা করে বসে আছে। রমার প্রতি আমার এতো হৃদয়ের টান কেন এলো তার প্রথম কথা হচ্ছে আমি ওদের বাসায় যেদিন আসি সেদিনই ও আমার কাছ থেকে জেনে নেয় আমি কি খেতে পছন্দ করি। আমি যা খাইনা তা সেই থেকে কোন দিন বাসায় তুলেনি। যখন বাজার করতে দেয় তখন সতীশকে বার বার স্মরণ করে দেয় কি কিনতে হবে। গত কয়েক মাস তার বাসা থেকে তাদের খাদ্য ব্যবস্থা উধাও হয়ে গেছে। কেবল পিষিমার জন্য

www.pathagar.com

আলাদা ব্যবস্থা। তিনি নিজের ব্যবস্থা নিজেই করেন, রমাকে করতে হয়না। গোঁড়া বামুনের বাড়ী থেকে চিরাচরিত নিয়ম যে পাল্টিয়ে গেল তা পিষিমা দেখেও যেন দেখেন না। আমি মাঝে মাঝে তাঁর কাছে জানতে চাই এজন্যে তিনি কোন দুঃখ পান কিনা। তিনি হেসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, না বাবা, আমার কোন দুঃখ নেই। তুমি দেবপুত্র, তোমার যা পছন্দ হবে বৌমাকে তাই করতে বল। বৌমার মুখে হাসি দেখলে আমি খুব খুশী হই। শুধু দুঃখ হয় ধীরেনের জন্যে। ছোড়াটা একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। ভগবানের কাছে এতো কাঁদি তিনি ওকে ভাল পথ দেখান। এমন সোনার প্রতিমা বৌ ঘরে রেখে সে কিনা-। পিষিমা আর বলতে পারেন না, মনের দুঃখে কেঁদে ফেলেন। কিছু সময় পর অশ্রু সংবরণ করে বলেন ও আর ভাল হবেনা বাবা। কত দেখলাম ঐ পথে যারা যায় তারা আর ফেরে না। তুই যদি এমন খারাপ পথে যাবি তবে এতো ঘটা করে বিয়ে করলি কেন! আর যাবিই যদি তা বৌটার একটা ব্যবস্থা করে যাবি তো! এতো বড় বাড়ী। দু'চারটা ছেলে মেয়ে হোক। বৌমা তাদের নিয়ে হেসে খেলে বেড়াক তারপর তুই উচ্ছন্নে যাবি- যা। কে তোর বাঁধা দিতে যেত! দাদাও ছেল এমন। তবু সে একটা ছেলে দিয়ে গেছে। তুইতো তাও দিলিনে! বংশের বাতি জ্বালাতে কেউ থাকলো না। বৌমা যদি বাপের বাড়ী চলে যেয়ে আর না আসে তাহলে কি হবে বলো দিকি বাবা! এতো বড় বাড়ী অন্ধকার হয়ে পড়ে থাকবে। আমি তো ভয়েই মরে যাব। আমার মুখে গঙ্গাজল দেবার কেউ থাকলো না- হায় হায়-। পিষিমা ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন। পিষিমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আমি আশ্বাস দিলাম- কেউ যদি না থাকে, না থাক। আমি আপনার মুখে গঙ্গাজল দেব, সৎকার করব, শ্রাদ্ধ শান্তি করবো, তবে বাড়ী চলে যাব তাহলে আপনার দুঃখ থাকবে না তো?

তাইতো তোমাকে দেবতা বলে জানি। নইলে তোমার মুখ দিয়ে এমন কথা আসে কি করে! আশীর্বাদ করি তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। ভগবান তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করুন।

পিষিমার বক্তব্য শুনে আমি বুঝে গেলাম ধীরেনের পিতা যে পথে শেষ হয়ে গেছেন, সেও সেই পথে ঢুকে পড়েছে। অতএব তার আর ফিরবার রাস্তা নেই। সেজন্যে পিষিমার কোন দুঃখ নেই। দুঃখ হল বিয়েই যখন করলো তখন দু'একটি সন্তানের জন্ম না দিয়ে গেল কেন! রমার ভবিষ্যতের একটা স্পষ্ট চিত্র সেদিন আমার চোখের সামনে ভাসতে দেখলাম। আমি আতঙ্কে শিহরে উঠলাম। কিন্তু কাউকে কিছু বুঝতে তো দেইনি, আমার কোন

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়াও আজ পর্যন্ত ব্যক্ত করিনি। সব জেনে বুঝে নিতে সেদিনই আগ্রহ জন্মেছিল কিন্তু ধৈর্য হারাইনি। সময়ে সব জেনে নেব। তারপর রমার প্রতি আমি কোন সুবিচার করতে পারি কিনা চেষ্টা করে দেখবো। খাওয়া শেষ হয়ে গেছে অনেক্ষণ আগে। সেখানেই বসে আছি। আমার অন্যমনস্ক ভাব দেখে রমা জিজ্ঞেস করলো- কি ভাবছো দাদা?

কৈ, কিছুই তো ভাবছিনে।

অমন করে বসে আছ কেন?

গতরাতের কথাটা মনে পড়লো কিনা তাই-।

অমন কিছু মাঝে মাঝে না হলে আমি বাঁচি কি নিয়ে দাদা?

ওতেই যদি তুমি সুখ পাও তাহলে রোজ চার পাঁচ ঘন্টা ধরে তোমাকে কাঁদিয়ে ছাড়বো- হবে তো?

ওরে বাবা! রোজ চার পাঁচ ঘন্টা কাঁদলে তো আমি মরেই যাব।

আমিও ছুটি পাব।

দাদার মনে যে বড় হিংসা!

কেন?

আমাকে মরতে বলছো!

তোমার আপত্তি থাকলে বলছিনে-। বিধাতা তোমাকে শতায়ু দান করুন।

আমিও বলি ভগবান তোমাকে শতায়ু দিন। তুমি আর আমি এমনই করে জীবন কাটিয়ে দিই।

সেই ভাবনা ভাবতে থাক। এখন উঠি, খুব ঘুম পাচ্ছে। আজ কিন্তু বিকেলে বেড়ানো হবে না বলে দিচ্ছি।

তোমরা আজ কিসের যেন মিটিং করবে তাতো জানি।

আর একটা কথা আগেই বলে রাখি, আজ রাতে আসতে নাও পারি। বেশী রাত হলে হয়তো বন্ধুর বাড়ী থেকে যেতে হবে। তোমরা আমার জন্যে বসে থাকবে না, খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

শোবার ঘরে ঢুকে আমি হাত পা ছেড়ে দিয়ে- আরামে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙ্গলো তখন বেলা দু'টা বাজে। দুপুরে খেয়ে জামা কাপড় পরে ওদের দু'জনের মাথায় হাত বুলিয়ে একটু সোহাগ করে বেরিয়ে পড়লাম।

www.pathagar.com

বন্ধু প্রস্তুত হয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখে স্মিত হাস্যে জিজ্ঞেস করলো এসেছো তাহলে?

এলামই তো।

আমি ভাবছিলাম জোঁকের কামড় ছাড়াতে পার কিনা!

কত আদর সোহাগ দেখিয়েই তবে আসতে হল।

চল যাই, সময় হয়ে এলো।

ভূকৈলাশ দেবত্তর ষ্টেট। সেখানে কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেখানেই মিটিং ডাকা হয়েছে। কয়েকজন ইতোমধ্যে এসে গেছেন। আমরা সেখানে পৌঁছতেই সিঁড়ির উপর বসে থাকা এক যুবক আমাকে বেশ কিছু সময় নিরীক্ষণ করে হঠাৎ উঠে এসে জড়িয়ে ধরে বললো- ভাই যে!

আমি যুবকের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম।

আমাকে চিনতে পারলেন না?

ভাই যখন বললে, তখন আপনি বলাই বাদ দাও।

আমাদের কথা মনে পড়ে না?

কয়েক বছর পেছনের একটা ঘটনা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

অল্প সময়ের জন্যে দেখা। তবে তোমার সেই দিনের চেহারার সাথে আজকের চেহারার কোন মিল নেই। তুমি আমান না?

যুবকটি হাসলো। বললো- হা ভাই, আমি সেই রেল ষ্টেশনে দাড়িয়ে থাকা অসহায় আমান।

বন্ধু বললো এখন এই পর্যন্তই থাক, পরে আলাপ করলে চলবে। সবাই এসে গেছেন। যারা এসেছেন সকলে শিক্ষিত ভদ্রলোক। কেবল আমিই সেখানে নিষ্প্রভ। তবু বন্ধুর কৌশল, আমাকে সে সভার মধ্যমনি করেই ছাড়লো। সকলের মতামতের উপর সিদ্ধান্ত হল, আগামী মাসের প্রথম তারিখ হতেই কলেজে ভর্তি শুরু হবে। সাত তারিখ থেকে ক্লাশ আরম্ভ হবে। এই অধমসহ এগারজন শিক্ষিত যুবক ফ্রি সার্ভিস দিতে রাজী হয়ে গেলাম। রেজুলেশানের মাধ্যমে প্রবীণদের নিয়ে কলেজ কমিটি গঠন করা হল। যারা শিক্ষকতা করবেন তারা কে কি বিষয় নিয়ে সার্ভিস দেবেন তাও লেখা হল। ষ্টেটের উপরের যে কয়টা রুম আছে আপাততঃ সেখানে ক্লাশ শুরু হবে। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চি কিভাবে কোথা থেকে আসবে তাও ঠিক হয়ে গেল। নীচের যে দরজা জানালাবিহীন বিশাল ঘরটি আছে সেটা ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দরজা জানালা বসাবার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওটা যে কেন

www.pathagar.com

দরজা, জানালা ছাড়া এমন আবদ্ধ ঘর তৈরী করা হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস কি তা জানিনা। তবে যেটুকু শুনতে পেলাম তার ইতিহাস বড় করুণ। এখানে যখন ভর্তি হতে পারলাম তখন একদিন না একদিন এর আসল তথ্য বের করতে পারবো এমন আকাঙ্খা রেখে দিলাম। সভার কাজ যখন শেষ হল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। একে একে সবাই চলে গেল। বন্ধু আমান আর আমি থেকে গেলাম। বন্ধু বললো- আমার বন্ধু। আমরা এক সাথে বি.এ পাশ করেছি। সুসমার সাথে ওর ভালবাসার ব্যাপারটা আমি সব জানতাম। আমি তার বন্ধু হয়েও ওর ঐ ব্যাপারে কোন উপকার করতে পারিনি। সুসমার পিতা যেদিন তাকে নিয়ে কলকাতার পথে পা বাড়ালো সেদিন আমান কিভাবে সংবাদ পেয়ে পাগলের মত পিছু নিয়ে ছুটলো সেকথা যখন জানলাম তখন আমাদের করবার কিছু ছিল না। ওরা সে সময় আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। কেবল মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছি। সুসমার বাবা এতো গোপনে চলে গেল যে কেউ জানলো না অথচ আমান জানতে পারলো। যখন দেখলাম আমান ওর পিছু নিয়েছে তখন অন্ততঃ কিছুটা সান্ত্বনা পেলাম এই ভেবে যে, এতো গোপনের মধ্যেও যখন আমান জানতে পেরেছে তখন ওদের প্রেম সত্য ও নির্ভেজাল। এ প্রেম কোন দিন ব্যর্থ হতে পারেনা। ব্যর্থ হয়ওনি। আমরা বন্ধু হয়ে যেটা করতে পারিনি তুমি ভাই হয়ে সেটা করতে পেরেছো। একদিন বলেছিলাম না বন্ধু! তোমার আরও অপূর্ব স্মৃতি আমাদের এখানে অম্লান হয়ে আছে। তুমি জানতে চেয়েছিলে সেটা কী! আমি বলেছিলাম, বলবো না। তুমি নিজেই একদিন জীবন্ত দেখতে পাবে।

তুমি কি করে জেনেছিলে আমার দ্বারা এমন অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হয়েছে?

যেদিন শশীচরণ ঠাকুরের কাহিনীটা জানতে পারলাম সেদিন আমার মনই বলে দিয়েছিল ঠাকুরের আর আমানের কাহিনীর রচয়িতা একই ব্যক্তি। সব মানুষই এমন অসম্ভব ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারেনা। যে নিজেকে তুচ্ছ জেনে মানুষকে ভালবাসতে জানে তার কাছে সবই সম্ভব। বিধাতা এদের আপন হাতে তৈরী করে এই পৃথিবীর অলিতে গলিতে পাঠিয়ে দেন মানুষের ভালবাসার স্বীকৃতি আদায় করে দিতে। মনের ব্যথা-বেদনার চিকিৎসা করতে। যেদিন প্রথম তোমাকে নদীর ধারে সঙ্গিনীসহ দেখলাম সেদিনই তুমি আমার হৃদয়ে বন্ধুত্বের আসনে স্থায়ী আসন করে নিলে।

তুমি ভুল করেছ।

www.pathagar.com

কেন?

এমন অযোগ্য যুবকের সাথে বন্ধুত্ব করে।

তুমি আমাকে হাসালে বন্ধু! তুমি যদি অযোগ্য ব্যক্তি হয়ে থাক তাহলে আমানই বলে দিক কোন্ যোগ্য ব্যক্তি সেদিন তার প্রেমিকাকে বাবা মার কাছ থেকে এমন কৌশলে ছিনিয়ে নিয়ে ওর হাতে সোপর্দ করে দিতে পারতো! ঐ দিন সে সময় ষ্টেশনে কত মানুষই তো ছিল, আমানের বিকৃত চেহারা আর সুসমার নিষ্পলক চাহনী কারও চোখে ধরা দিলনা তোমার চোখে ধরা দিল কেন, বলতে পার বন্ধু?

বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেলাম। বন্ধু বললো- তুমি এর উত্তর দিতে পার কিন্তু দিতে পারছো না কেন, তাও আমি জানি। সেখানে ঐ করুণ দৃশ্য দেখে বুঝবার হৃদয় ও চোখ কেবল তোমারই ছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে তড়িৎ গতিতে অসম্ভবকে সম্ভব করলে, এতে তোমার গর্বও নেই অহঙ্কারও নেই। কেউ প্রশংসা করলে তুমি সহ্য করতে পার না। সে যদি অযোগ্য পাত্র হয় তাহলে যোগ্য পাত্র পৃথিবী ব্যাপী খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।

তোমার পল্টনের বক্তৃতা বন্ধ কর, এবার আমানের কাছে শুনি পরবর্তী ঘটনাটা।

আমানের কাছে শুনে তুমি তৃপ্তি পাবেনা। তোমার বোনের মুখেই শুনে নিও। প্রায় সাত বছর গত হয়ে গেল তোমার পরিচয় না জেনেও সে তোমাকে ভাই বলতে অজ্ঞান। তুমি চিরকাল ভাই হয়ে থাক আর এমন অসহায় তরুণী যুবতীরা তোমার বোন হয়ে থাক। তাহলে সত্যিকার প্রেমিক-প্রেমিকারা বিজয়ের গান গেয়েই দুনিয়া মাতিয়ে রাখতে পারবে। সৃষ্টির লয়ের আগ পর্যন্ত প্রেম-ভালবাসা বেঁচে থাকবে, মরবে না। মরবার পথ রুদ্ধ করে রাখবে তুমি, আর যাদের হৃদয়ে তুমি হয়ে বেঁচে থাকবে তারা। যুগে যুগে তুমি এসো আর যাও, আবার এসো। তোমার আসা যেদিন ফুরাবে সেদিন সৃষ্টি লয় হয়ে যাবে। আজ আর কোন কথা নেই, এখানেই শেষ। অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলো। এবার চলো বাসায় যাই।

আমি আর আমান বন্ধুর বাসায় যাব তা মনে হয় আগেই বলা ছিল। কেননা আমরা যখন বাসায় পৌঁছলাম তখন রাত দশটা। মা আর সেলিনা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাদের পেয়ে তিনি খুব খুশী হলেন। তবু আমি যে কেন মাঝে মাঝে তাঁদের বাসায় যাইনা তার জন্যে অভিযোগও আনলেন। আমি বলবার আগেই বন্ধু বললো- মা, এ তোমার তেমন ছেলে নয় যে পেট ভরে খাবে আর টো টো করে ঘুরে বেড়াবে। যেখানে সমস্যা

www.pathagar.com

সেখানেও আছে। যেখানে হাহাকার সেখানেও আছে। যেখানে দুঃখ বেদনা সেখানেও আছে। এ তোমার আজব ছেলে মা! যে হাসে তাকে কাঁদায় আর যে কাঁদে তাকে হাসায়।

আমি বন্ধুর কথায় মায়ের সামনে লজ্জা বোধ করছিলাম। বললাম- মা, আমার ওজনের চেয়েও অনেক গুণ বেশি দেখানো হচ্ছে। আমি এমন কিছুই নই।

দেখেছো মা, তোমার এই গুণধর পুত্রটি একটুও নিজের প্রাপ্য মূল্য নিতে চায়না। এমন ত্যাগী পুত্র কয়জনের আছে!

মা বললেন- খোকা, তোমার বন্ধুটি প্রথম যেদিন আমাদের বাসায় এলো সেদিন ওর মুখ দিয়ে মা ডাক শুনে আমি বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম। সেই ডাকটি আমার হৃদয়ের গভীরে যেয়ে দাগ কেটে দিলো। ও আসেনা, আমি মনে মনে ভাবি চিরদিন ও মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে বেড়াবে আর ওর নিজের জন্যে হাসির কোন পথ তৈরী করবে না! আমার এই নতুন ছেলের জন্যে খুব ভাবনা হয়।

আমি লজ্জায় একেবারে সংকুচিত হয়ে গেলাম। উঠে মায়ের পদচুম্বন করে বললাম আমার নিজের মা নেই, তাই আমার জন্যে ভাববাবও কেউ নেই। আজ বুঝলাম- আমার মাও আছেন, আমার কল্যাণের চিন্তা করবার মানুষও আছেন। এর চেয়ে বড় পুরস্কার আমার কাছে অর্থহীন। মা কাছে ঘেঁষে দাড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তার মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ স্পর্শ দ্বারা বৃষ্টির ফোটার মত ঝরিয়ে আমার অন্তর ভরিয়ে দিলেন। আমি কিছুক্ষণের জন্যে সম্বিৎ হারিয়ে ফেললাম। স্বর্গের সমস্ত শান্তি তখন মনে হল আমাকে গ্রাস করে ফেলেছে। আমি স্থান কাল ভুলে সেই শান্তির স্বর্গে বিচরণ করছি। পুলকে আমার মন উচাটন। খাবার জন্যে বন্ধু এসো, খেয়ে আসি, বলে আমানকে নিয়ে খাবার ঘরে চলে গেছে। বন্ধুর আহ্বান মনে হয় আমার কানে প্রবেশ করেনি। এক সময় সেলিনা এসে ডাকলো- ভাই! আমি চমকে উঠে চেয়ে দেখি মা তখনও আমার মাথায় হাত দিয়ে দাড়িয়ে আছেন, সামনে সেলিনা। সেলিনাকে হাত ধরে কাছে টেনে নিলাম। তার পিঠে হাত বুলিয়ে স্নেহাশীশ জানালাম। স্নেহের বোন আমার! ভাইয়ের জন্যে এতো রাত জেগে কষ্ট করছো এর মূল্য তো আমি দিতে পারবো না।

কিসের মূল্য দিবেন আপনি! এই যে মূল্য টুকুই দিলেন এটাই আমার কাছে অমূল্য সম্পদ!

ছেলের পাশে মা দাড়িয়ে? ভাই বোনকে কাছে টেনে নিয়ে পিঠে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন! কারও মুখে কোন কথা নেই। অথচ যেন

www.pathagar.com

সহস্র কথার সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এ বড় মনোরম দৃশ্য। এমন অপূর্ব দৃশ্যই যদি ছবিতে ফুটিয়ে তোলা যায়, আর পৃথিবীর মানুষ যদি অন্তর দিয়ে এটা অবলোকন করে তাহলে বিবেচনাহীনরা মাথানত করে ফেলে, অশান্তি পালিয়ে যেয়ে শান্তির অমিয় ধারা বয়ে যাবার পথ পেয়ে যায়। এক সময় মা বললেন- চল বাবা, খেয়ে নাও। খোকাদের হয়তো এতক্ষণে খাওয়া হয়ে গেল। মা আমার ললাটে একটা স্নেহপূর্ণ চুম্বন দিয়ে ছেড়ে দিলেন। আমি সেলিনার হাত ধরে খাবার ঘরে গেলাম। আমি হাসতে হাসতে বললাম, তোমাদের সময় নষ্ট করার জন্যে আমি অনুতপ্ত।

বন্ধু ও আমান হো হো করে হেসে উঠলো। বললো- আমাদের বোকা পেয়েছ বন্ধু! সময়ের জন্যে কে অপেক্ষা করে, আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ। এখন চলছে গল্পের আসর।

তোমরা পাশের ঘরে যেয়ে আসর জমাও, এবার আমরা খেয়ে নিই।

ওরা দু'জনে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল। আমি সেলিনা, মা খেতে বসলাম। খেতে খেতে মা বললেন- সেলিনার আর একটা ভাই ছিল, ছোটকালে সে আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে যায়। সেই ছেলে অন্যরূপে এসে আমার কোলজুড়ে বসবে এ আমার কল্পনারও বাইরে ছিল। রাত যত গভীরই হোকনা কেন ছেলে মেয়ে নিয়ে এক সাথে খেতে বসতে পেরেছি এটাই আমার কাছে আল্লাহ পাকের বড় নিয়ামত।

মা যেন আজ ক্ষেপে গেছেন-! খাওয়া শেষ করে আমার গালে এক চুম্বন সেলিনার গালে এক চুম্বন দিয়ে দু'হাতে দু'জনকে টেনে একটি তৃপ্তিপূর্ণ আলিঙ্গন করে ছেড়ে দিয়ে বললেন- যাও শুয়ে পড়। মাতৃহারা হওয়ার পরে যার বুকে কালবৈশাখীর ঝড় সব সময় বয়ে চলেছে, মরুর তপ্ত বালুর অগ্নিঝরা লাল জিহ্বা যাকে অহরহ দগ্ধ করে ফেলেছে- এই কয়েক মুহূর্তের যে অব্যক্ত অকল্পনীয় ভাষাহীন সুখানুভূতি পাওয়া গেল তার তুলনা নেই। এই মায়াময় পৃথিবীতে কেউ কারও তো পর নয়। গভীরভাবে চিন্তা করলে ফলাফল বেরুবে সবাই আপন জন। আমি যদি মনে করতে পারতাম ডানদিকে আমার ভাই, বামদিকে রয়েছে আমার বোন, সামনের দিকে আমার মাতা পিছন দিকে আমার পিতা, সবাই আমার দিকে চেয়ে আছে, আমি তাদের দিকে চেয়ে আছি। মাঝখানে কোন ব্যবধান নেই। তাহলে নরকের শাস্তির ভয় স্বর্গের শান্তির আনন্দ কাউকে অকারণে হয়রানি করতে পারত না। নরকের আগুন নিভে যেত, স্বর্গ বলে আলাদা কোন জগৎ থাকতো না, এই পৃথিবীই হয়ে যেত স্বর্গ। আমি কেন এমন ভাবতে

www.pathagar.com

পারিনা! এই বিশাল পৃথিবীর বুকে এতো মানুষ আছে, অনেক ভাবুকও এসব নিয়ে ভাবে কিন্তু কিছু করতে পারে না। নিরাকার এক স্রষ্টার এই এক অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল! তিনি সখ করে মানুষ বানিয়েছেন, কেবল তারই কল্যাণের জন্যে পৃথিবীর বুকে সহস্র কোটি নিয়ামত দান করেছেন। কিন্তু কেন? এই পৃথিবী একটি কঠিন পরীক্ষার স্থান। সমস্ত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ যে মানুষ সে অহরহ তার স্রষ্টার সামনে পরীক্ষা দিয়ে চলেছে। ফলাফল সে এই চর্মচোখে দেখতে পারে না। যার যার ফলাফল তার হাতেই তিনি একদিন তুলে দেবেন। কে পাশ করলো আর কে ফেল করলো সেদিন সে জেনে যাবে। পেছনে ভুল করে যাওয়ার দিনগুলো আর কোন দিন সামনে আসবে না, তাই স্বর্গ আর নরক দু'টিই বর্তমান।

রাতেই সিদ্ধান্ত হল সকালে নাস্তা করে আমি আমানদের বাড়ী যাব, বন্ধু যাবে বরিশাল। বন্ধুর কাছে জেনে নিলাম আমানের দু'বছরের একটি ছেলে আছে। সকালে বন্ধুকে নিয়ে বাজারে গেলাম। বাচ্চাটার জন্যে একসেট পোষাক কিনলাম। কিছু খেলনা নেওয়া হল। আর কিছু মিষ্টি মিঠাই নিয়ে বাসায় এলাম। স্নান সেরে খেয়ে বন্ধু বরিশাল চলে গেল। আমি সেলিনাকে সাথে নিয়ে আমানের সাথে বেরিয়ে পড়লাম।

নদী পার হয়ে কিছুদূর গেলেই আমানদের বাড়ী। পাঁচিল ঘেরা ইটের দেওয়াল আর টিনের ছাউনী বিশাল পাকা বাড়ী। আমান পাঁচিলের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই হাসিমুখে বললো- এই দেখ, কাকে এনেছি! সেলিনার হাত ধরে আমিও ভিতরে ঢুকে গেলাম। আমানের কথা শুনে সুসমা ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এলো। আমার দিকে চেয়ে খুশীতে যেন ফেটে পড়লো। আমার কি ভাগ্যি ভাইকে তাহলে পেলাম!

সে ছুটে এসে আমার পায়ের ধুলা নিয়ে আনন্দের আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য! এমন দৃশ্যগুলো লোকচক্ষুর অন্তরালেই ঘটে যায়। বিধাতা এমন দৃশ্য অপাত্রে দেখিয়ে পবিত্রতাকে কলুসিত করেন না।

আমিও তাকে বুকের সাথে আলিঙ্গন করে পিঠে হাত বুলিয়ে তার ললাটে একটা দীর্ঘ চুম্বন দিয়ে স্নেহ সম্ভাষণ জানালাম। সেলিনাকে দেখিয়ে বললাম, সুসমা আমার বোন সেলিনা। সুসমা সেলিনার হাত ধরে প্রীতি জানালো। আমাদের একেবারে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেল। তার ছেলেটি ঘুমিয়ে আছে, আমাদের আসবার আগে সে ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। আমি তার ছেলের জন্যে যা এনেছি সেগুলো বের করে দিলাম। ও খুশীতে আটখানা হয়ে বললো, না আসতেই ভাইয়ের কাণ্ড দেখ!

www.pathagar.com

আমান এসে বললো- ভাই ভাই করে আমাকে অস্থির করে ছাড়তে, ভাই এনে দিলাম যত পার আনন্দ কর, আমি এখনই এসে যাব। ও একটা বড় বাজার করা থলে হাতে বেরিয়ে গেল।

সুসমা!

কি ভাই?

তুমি সুখি?

খুব। এর চেয়ে সুখের ভাণ্ডার আর আছে কি না আমার জানা নেই।

তোমার সংসারে কে কে আছে?

আমার শাশুড়ী, দু'টো দেবর আর একটা ননদ।

তোমার শাশুড়ীর সাথে পরিচয় করে দিলে না?

তিনি তাঁর ভাইয়ের বাড়ী বেড়াতে গেছেন, আগামীকাল হয়তো আসতে পারেন।

তোমার দেবর?

মেজ দেবর বি,এ পাশ। তাকে বিয়েও দিয়েছি। বউ-এর ম্যাট্রিক পাশ করে বিয়ে হল এখন কলেজে যাচ্ছে। বরিশালে আমার দেবর একটা ব্যাংকে চাকুরী করে। বউও সেখান থেকে কলেজ করে। ছোট দেবরও বরিশাল ভাইয়ের বাসায় থেকে বি,এ পড়ছে। ননদ সকলের বড়। তার স্বামী পুলিশে চাকুরী করেন। এখন আছেন ময়মনসিংহ।

তুমি বাড়ীর বড় বউ হিসাবে যেমন সম্মান তোমার প্রাপ্য তা কি তুমি পাও?

বেশী পাই।

তোমার দেবর, ননদের প্রতি তোমার যে দায়িত্ব কর্তব্য আছে তা তুমি কতটুকু দেখ?

তাদের প্রতি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে আমি সর্বদা সচেতন, তা না হলে তারা আমাকে সম্মান দেবে কেন?

তোমার শাশুড়ী?

আমি তাকে মনে করি নিজের মা আর তিনি আমাকে এতো স্নেহ করেন, ভালবাসেন যা আমার পাওনার চেয়েও বেশী।

তাহলে আমি মনে করতে পারি ভুল করিনি!

সুসমা আবার আমার পায়ের ধুলা নিয়ে বললো- অমন কথা তুমি মুখে এনো না ভাই! সেদিন তুমি বিদায়ের সময় আমাকে বুকে

www.pathagar.com

জড়িয়ে ধরে ললাটে একটা চুম্বন দিয়ে গাড়ীতে তুলে দিলে সেটা যে আমার কত বড় আশীর্বাদ ছিল তা বুঝিয়ে বলবার ভাষা আমার জানা নেই। আমার বুকে তোমার বুকের তাপ, আমার ললাটে তোমার চুম্বনের শিহরন আমি আজও অনুভব করি, এমনকি জীবনের শেষদিন পর্যন্তও সেই উত্তাপ আমার সুখ শান্তি দিতেই থাকবে। এখন এই পর্যন্ত থাক ভাইজান! তুমি আমার ছেলের কাছে শুয়ে বিশ্রাম কর। বেলা বাড়ছে, একটা কাজের মেয়ে আছে দেখি সে কি করছে।

সেলিনাকে নিয়ে সুসমা রান্না ঘরের দিকে চলে গেল। আমি সুসমার ছেলের দিকে চাইলাম। কি সুন্দর ছেলে! যেমন চোখ মুখ, তার সাথে লম্বা নাক, নিখুঁত চেহারা। যাকে দেখলে একটু কোলে নিতে ইচ্ছে করে। আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে পড়লো- কখন বাচ্চাটির ঘুম ছুটে যাবে, তাকে নিয়ে আমি আনন্দ করে বেড়াব। ঘুমের মাঝে একটানা নিঃশ্বাস ফেলছে একটু চোখ মেলে আবার বুজিয়ে নিলো, ঠোট দু'টি যেন কেঁপে উঠলো। মুখের উপর যেন হাসির ঝিলিক। আমি পুলক অনুভব করছিলাম। হঠাৎ শরীরটা যেন একটু কেঁপে উঠলো প্রবল একটা আনন্দ শিহরন যেন বিদ্যুৎ বেগে বয়ে গেল। বাচ্চাটা একটু চমকে কেঁদে উঠলো। আমি এক লাফে উঠে বসে তাকে কোলে তুলে নিলাম। খাটের নীচে নেমে আমি যে খেলনা এনেছিলাম তার একটা হাতে দিলাম। সে আর কাঁদছে না। এখন তার মুখে হাসি ফুটে বেরুচ্ছে। ওর কাঁন্নার আওয়ায শুনে সুসমা রান্না ঘর থেকে বলতে বলতে আসছে- কি দুষ্টু ছেলে দেখেছ, একটু আগেই ঘুম পাড়ালাম আর অমনি উঠে বসেছে। ঘরে ঢুকেই খোকাকে মামার কোলে বসে হাসতে দেখে- ওমা! আসতে না আসতেই মামার সাথে পীরিত! মামা কেবল এলো একটু বিশ্রাম করতে দিলে না, অমনি কাঁধে উঠে বসেছে! আনন্দে সুসমা যেন নাচ্ছে।

তুমি আর কথা বাড়িয়েও না সুসমা! আমারও কি ইচ্ছা করে না, ভাগ্নেটাকে কাঁধে নিয়ে একটু আনন্দ করি!

ও আল্লা! ভাই বলে কি! তুমি আনন্দ করবে তাতে বাঁধ সাধতে পারে এমন কে আছে গো! খোকার উপর তোমার অধিকারই তো সবচেয়ে বেশী। তোমরা মামা ভাগ্নে যত পার আনন্দ কর। আমি রান্না ঘরে গেলাম।

আমি খোকাকে কাঁধে নিয়ে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলাম। পাঁচ কামরার ঘর। কোন্ ঘরে কি আছে তাও দেখা হয়ে গেল। কোন্ ঘরে কে থাকে, আত্মীয় স্বজন আসলে কোথায় থাকে সব অনুমানে বুঝে নিলাম। খোকা খেলনা ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে, সেই

www.pathagar.com

সাথে সেটা যখন বেজে উঠছে খোকা তখন তার ক্ষুদ্র মুখের মিষ্টি হাসিতে আমাকে যেন পাগল করে ফেলছে।

আমান অনেক্ষণ আগে বাড়ী এসেছে। মাছ তরকারীর থলেটা রান্নাঘরের বারান্দায় রেখে তাদের ছেলে আমি মাথায় করে নেচে বেড়াচ্ছি সে দৃশ্য দেখে পুলক অনুভব করছে। রান্নাঘরে ঢুকে সুসমাকে বললো- মামা ভাগ্নের খবর দেখে যাও।

আমি কি এখনও দেখিনি মনে করছ? দুষ্টু ছেলে মামাকে পেয়ে ভদ্র হয়ে গেছে। তা তুমি একটু নিয়ে এসো, ভাই অনেকক্ষণ ধরে কাঁধে করে বয়ে বেড়াচ্ছে। আমান এসে খোকাকে নেওয়ার জন্যে হাত বাড়ালো। আমি কাঁধ থেকে নামিয়ে দু'হাতের উপর নাচাতে শুরু করলাম। আমান নিতে পারলো না। খোকা যেতে চাইলো না। আমান হাত ধরে, খোকা তার ছোট্ট হাতটি ঝাড়া দিয়ে সরিয়ে নেয় আর মৃদু মৃদু হাসে। আমান জোর করে ডাক দেয়, এই দেখে যাও, তোমার ছেলের কাণ্ডখানা। সুসমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে ছেলের হাত নাড়িয়ে তার পিতার হাত সরিয়ে দিচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে ওরা দু'জনই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে যেন। শিশুদেরও বোধ শক্তি আছে। তারা যার তার কাছে আত্মসমর্পণ করে না। যেখানে প্রাণের টান আছে সেখানে শিশুর আনন্দ আছে। তবে মাতা পিতার চেয়ে আর কারও শিশুদের প্রতি প্রাণের টান বেশী থাকতে পারে এটা অসম্ভব। এক্ষেত্রে শিশু তার মামার কাছ থেকে যাচ্ছে না এটাও শিশুদের একটা কৌতুক। আমান বললো- তুমি যাও দেখি নিতে পার কি না-। সুসমা হাসিমুখে দু'হাত বাড়িয়ে দিলে খোকা অমনে ঝুপ করে মায়ের কোলে নেমে গেল। আমরা তিনজনেই একচোট হেসে ফেললাম।

সুসমা খোকাকে নিয়ে রান্না ঘরে চলে গেল। আমি আর আমান তার শোবার ঘরে খাটের উপর হাত পা ছেড়ে শুয়ে পড়লাম।

আচ্ছা আমান, তোমাদের জীবন কেমন কাটছে?

ভালই কাটছে।

তোমাদের ভালবাসার ওজন কি তেমনই আছে না বাড়া কমা হয়েছে?

বরং অনেক বেড়ে গেছে। ও আমাকে এতো ভালবাসে আমি প্রতিদান দিতে পারি না।

এক ধর্ম থেকে আর এক নতুন এলো, এতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে?

সে কোনদিন আমাকে বুঝতে দেয়নি যে এই নতুন পরিবেশে এসে কোন প্রকার অসুবিধা বোধ করছে। আমি যতটুকু বুঝেছি

www.pathagar.com

ওর ভালবাসা ছিল পবিত্র এবং সত্য। তাই আমাকে যখন ও ভালবাসলো- তখন থেকেই তাদের পারিবারিক বিধি নিষেধ বর্জন করে গোপনে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার দিকে বেশী করে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। বিয়ের প্রথম দিন থেকেই দেখলাম কোরআন, হাদীস, নামায, রোযা সম্বন্ধে এতো আয়ত্ব করে ফেলেছে যা আমাদের সমাজের অমন একটি মেয়ে তার এক চতুর্থাংশও জানে না। সে কেবল আমাকেই পেতে চায়নি সেই সাথে আমার আদর্শকেও পেতে চেয়েছিল।

আচ্ছা ওসব পরে হবে। সবাই একত্রে বসে শুরু করলে ভুল-ভ্রান্তি একটুও এড়াতে পারেনা। এখন তুমি কি করছো তাই বল!

বি,এ পাশ করে একটা বেসরকারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক

সরকারী হবার সম্ভাবনা নেই?

চেষ্টা করলে হয়তো হতে পারে। কিন্তু সময় ব্যয়, অর্থ ব্যয় করে কেউ এগিয়ে আসে না।

তুমি প্রধান শিক্ষক, তোমাকেই তো আগে দৌড়তে হবে।

কি করবো তা এখনও শেষ সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি।

কত বছর হাইস্কুলের বয়স?

পাঁচ বছর।

তুমি কয় বছর আছো।

চার বছর।

কত টাকা পাও?

মাসে আমার চারশো টাকা বলা ছিল কিন্তু পাইনে। তিন মাস গেলে এক মাসের টাকা পাওয়া যায়।

কয়জন শিক্ষক?

দশজন।

শিক্ষকদের যোগ্যতা?

একজন এস.এস.সি। দু'জন আই.এ আর সাতজন বি.এ।

এদের মধ্যে তোমার উপরে রেজাল্ট ভাল কয়জনের?

একজনের আমার সমমানের, সে হিন্দু।

তুমি বি,এড টা দিয়ে নিও। আমি বলে যাচ্ছি তোমাদের হাইস্কুল একদিন সরকারী হবে। তোমাদের বাড়ী থেকে কতদূর পথ?

এক মাইলের কম।

www.pathagar.com

কলেজে নাম লেখালে সেখানে কি করবে?

সরোয়ার তো এক প্রকার জোর করেই নিয়ে গেল। কোনটা রাখি আর কোনটা ছাড়ি তাই ভাবছি।

ভাবতে তোমাকে হবে না। কলেজ যখন পরিপূর্ণভাবে চালু হয়ে যাবে তখন আজকে যারা শিক্ষক হিসাবে নাম লিখিয়েছে তারা শেষ পর্যন্ত একটিও হয়তো টিকবে না। কলেজটা চালু করবার জন্য স্বেচ্ছা ভিত্তিতে শিক্ষাদান করাই এর উদ্দেশ্য। বেতনের প্রশ্ন অনেক দূর।

তারপর এই কলেজটা চালু হয়ে গেলে সরকারী হতে খুব বেশী সময় নেবেনা। এখন তোমার জন্য দু'টি পথ রয়েছে যদি হাইস্কুলে থাকতে চাও তাহলে বি.এড টা তোমার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে দিতে হবে। এরপর হাইস্কুলটি সরকারী হলেও তোমার প্রধান শিক্ষকের পদ চাকুরী জীবন পর্যন্ত থাকবে। আর যদি কলেজের লেকচারার হতে চাও তাহলে এম.এ টা পড়ে নিতে হয়। ওর সাথে বি.এড টাও করে নিতে হবে। তাহলে এই কলেজে তোমার চিরস্থায়ী চাকুরী থেকে যাবে। এবার তুমি ভেবে বল, তোমার পক্ষে কোনটা সহজ। আমি আশা করি তোমার হাইস্কুলের আধা সরকারী মজুরী আমি আগামী এক বছরের মধ্যেই করে দিতে পারি। কলেজ করতে গেলে সাত আট বছর তো ধরতেই হবে। তবে তুমি যেটায় সিদ্ধান্ত নাও না কেন কলেজের ফ্রি সার্ভিসটা দিও। এখানে না থাকলেও এই রেকর্ড চিরদিনের জন্যে থেকে যাবে।

আমাদের কথাবার্তার মাঝে সুসমা এসে খেতে ডেকে নিয়ে গেল। খাওয়ার ঘরে ঢুকে দেখি অবাক কাণ্ড!

রাজ্যি শুদ্ধ আজ আমাকে খাইয়ে দিবি নাকি সুসমা!

ভাইয়ের কথা দেখ! অল্প সময়ে যা পেরেছি তাই করেছি।

বেশী সময় পেলে তাহলে কি করতে?

সুসমার কথা বলার আগেই আমান বললো- ভাই বোনের ব্যাপার! আমি ওর মধ্যে নেই, আমি খেতে বসলাম।

ইস্! খেতে বসলাম, আর ভাই বসে থাকবে না!

তোরা গোল বাধাসনে, সব বসে পড়, এক সাথে খেয়ে নিই।

খাওয়া দাওয়া সেরে ঘরে যেয়ে খাটের উপর সবাই গোল হয়ে বসলাম। আসল ঘটনাটা শোনা হয়নি। মনটা আনচান করছে সেটা শোনার জন্যে। সুসমাই আগে কথা বললো- ভাই এসেছে এতে তার বুক গর্বে ভরে উঠেছে।

www.pathagar.com

আমি হাসি মুখে জানতে চাইলাম- তোমার এত গর্ব কেন?

বাহ্, বেশতো মজার মানুষ তুমি! জ্ঞানের সাগর, তোমার কাছে তো কিছু অজানা নেই, তবু তুমি যেন ছেলে মানুষটি সেজে বসে থাক। সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম।

আমি কেন গর্ব করছি শুনবে?

অজানা বিষয় জানতে কার না ইচ্ছা।

তবে শোন, ভালবেসেছিলাম, স্বামী পেয়েছি। স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছি মা, ভাই বোন। আমার কোনটাতে অপূর্ণতা নেই। কিন্তু আমাকে ভালবেসে ও শুধু আমাকেই পেল। আমি তাকে কিছু দিতে পারিনি। ওকি মনে করে জানিনা, কিন্তু আমি একটা শূন্যতা অনুভব করছিলাম। দীর্ঘ সাত বছর ধরে আমি পথ চেয়ে আছি- কবে তুমি আসবে। আর আমি তোমার হাত ধরে ওর হাতে সঁপে দিয়ে শূন্যতা পূরণ করবো। আজই সেই শুভদিন এলো- এতে কি আমি গর্বিত নই!

সুসমা আমার ডান হাতখানা ধরে আমানের হাতের মুঠোয় গুজে দিয়ে বললো- ঋণ শোধ করলাম, এবার হল তো!

আমি আমানকে বুকে জড়িয়ে নিলাম।

তোমার মনে কোন দুঃখ রেখনা ভাই! ভালবেসে কেবল বউ পেলে আর তো কিছু পেলে না। এটা তোমার চেয়ে সুসমার ব্যথাটা যে বেশী বাজে তা টের পেলাম। আমি সুসমার হয়েই আছি এবং থাকব। তুমি আমার ভগ্নিপতি আমি তোমার শ্যালক-এর মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই। একেবারে নির্ভেজাল সম্পর্ক। আমানকে বুকে জোরে একটা চাপ দিয়ে মুখে একটা দীর্ঘ চুম্বন দিয়ে ছেড়ে দিলাম। সুসমা মাথা বাড়িয়ে দিয়ে বললো- আমারটা দাও। আমি তাকেও কাছে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলাম, মুখে একটা স্নেহাচুম্বন দিয়ে দিলাম। সেলিনার দিকে চেয়ে দেখি তার মুখখানা মলিন হয়ে গেছে। তাকেও স্বস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে বুকের বাকী উষ্ণতাপ সবটুকুই তার বুকে ছড়িয়ে দিয়ে তার ললাটে চুমো দিয়ে দিলাম। এবার সবাই যেন হেসে লুটিয়ে পড়লো। সেলিনার সেই মলিন মুখ কোথা উধাও হয়ে গেছে এখন সে হেসে যেন গড়িয়ে পড়ছে। এই যে কিছু সময়ের জন্যে দীর্ঘ নয় ছোট্ট অথচ গভীর একটা নাটকের অবতারণা হয়ে গেল এমন দৃশ্যও বিরল। নাট্যকারদের চোখে এমন ছোট একটা দৃশ্যও যেন কত দীর্ঘ।

আমি যখন তোমাদের বেবী ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম তার পরের খবরটা বল। আমি দীর্ঘ পাঁচ সাত বছর ধরে তোমাদের সেদিনের ভয়ার্ত অথচ শান্ত মূর্তিটির কথা ভুলতে পারিনি। অহরহ আমার

www.pathagar.com

হৃদয়ে বেদনা জাগিয়েছে কিন্তু কি করে সেই বেদনার উপশম করবো তার পথের সন্ধান করতে করতে বিধাতার অসীম করুণায় আজ শেষ হল।

সুসমা বললো- তোমার দোয়ার মূল্য ছিল। তোমার আশ্বাস বাণী আমাদেরকে শক্তি যুগিয়েছিল। বেবী টেক্সি নিয়ে যশোর রেল ষ্টেশনে গেলাম। সেখান থেকে উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনের টিকিট নিয়ে উঠে বসলাম। আমার ননদ সবার বড়। তাঁর স্বামী পুলিশে চাকুরী করেন, তিনি তাঁর কাছেই রংপুরে থাকেন। আমরা ভয়ে ভয়ে তাদের বাসায় যেয়ে উঠলাম। তখন রাত দশটা বাজে। দরজার কড়া নাড়তে আপা নিজেই দরজা খুলে দিলেন। আমরা দু'জনেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পায়ের ধুলা নিলাম। আপা যেন ভূত দেখার মত করে চম্‌কে উঠলেন।

কোথা থেকে এলি?

ভয়ে কেউ কথা বলতে পারছিনে। মাথা নীচু করে পা দিয়ে শক্ত মেঝে খুঁড়তে বৃথা চেষ্টা করছি।

ভিতরে এসে বস। তোর দুলাভাই এখনও বাসায় আসেনি। আমরা ভিতরে সোফার উপরে বসলাম। আপা ভিতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে এসে সামনে আর একটা সোফায় বসে আমাদের দিকে বারবার চেয়ে দেখছেন। ভয়ে আর লজ্জায় যেন সেই সোফার মধ্যে সেধিয়ে- যাচ্ছিলাম।

অনেকদিন আগে শুনেছিলাম তুই একটা জমিদারের মেয়ের সাথে ভালবাসা করেছিস, সেই মেয়েটা কি এই?

আমান কথা না বলে মাথা বাকিয়ে জানালো হ্যাঁ।

আপা একটু হাসলেন- বললেন- জমিদারের মেয়ে- চুরি করে আশ্রয় নিতে এসেছে পুলিশের কাছে, তাইতো! এমন বুদ্ধি তোদের দিয়েছে কে?

আমান মাথানত করে অস্ফুট স্বরে বললো- কেউ দেয়নি।

ও তাহলে তো তোমরা সেয়ানা হয়ে গেছ। এটা ভুল স্বপ্ন নয় তো?

দু'জনেই আপার দিকে চাইলাম। চোখের পানিতে আমাদের উভয়ের বুক পর্যন্ত ভিজে গেছে। জবাই করা জন্তু ছেড়ে দিলে যেমন কাঁপে আমরাও তেমন করে কাঁপছি।

দরজার কড়া নড়লো-। আপা গম্ভীর মুখে যেয়ে দরজা খুলে দিলেন। দুলাভাই বাসায় এলেন। আপা কোন ভূমিকা না করেই বললেন, তোমার গুণধর শ্যালকের ক্ষ্যাপামী দেখ।

www.pathagar.com

দুলাভাই একগাল হেসে বললেন- শালা এসেছে সেতো ভাল কথা। আগে খাওয়া দাওয়া হোক তারপর কি খেপেছে দেখবো। কি বড় মিয়া, কেমন আছ? আরে! বউও সাথে করে নিয়ে এসেছো নাকি! বিয়ে করলে কবে তা তো জানতে পারলাম না?

আমরা কোন কথাই বলতে পারলাম না। দু'জনেই দুলাভাই-এর পায়ের ধুলা নিলাম।

আচ্ছা পরে শুনবো। আগে জামা কাপড় ছাড়, হাত মুখ ধুয়ে নাও। খাওয়া দাওয়া সেরে সব শোনা যাবে।

আপা আগেই ভিতরে চলে গেছেন, দুলাভাইও ভিতরের দিকে ঢুকে পড়লেন। আমার পরনের পোষাক ছাড়া আর কোন পোষাক সংগে নিতে পারিনি। ওতো ব্যাগ নিয়ে এসেছিল- তাতে কয়েক সেট জামা কাপড় ছিল। আমি ওকে বললাম- তুমি জামা কাপড় ছাড় কেমন বিশ্রী দেখাচ্ছে পথের ধুলাবালি লেগে।

আর তুমি! তোমাকে বুঝি বিশ্রী দেখাচ্ছে না!

আমারটা পরে দেখব, তুমি আগে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা কর।

ও জামা কাপড় ছেড়ে বাথরুমে গেল। আমি ওর পরিত্যক্ত জামা কাপড় গোছাচ্ছি এমন সময় দুলাভাই এলেন। বললেন-

এখনও কাপড় ছাড়নি?

আমার আলাদা কোন কাপড় আনবার সুযোগ পাইনি।

পালিয়ে যখন এসেছো তখন সেই সুযোগ না থাকবারই কথা। আচ্ছা আমি দেখছি, শাড়ী পরতে পারবে তো?

আমার পরনে ছিল সেলোয়ার, কামিজ, ওড়না। আমি দুলাভাই-এর মুখের দিকে হাসি মুখ তুলে বললাম- আপনি যা এনে দেবেন তাই পরবো। দুলাভাই হাসিমুখে বললেন- প্রেমে মজে গেছো তো! এখন সবই সম্ভব। যে পথে পা বাড়িয়েছ এ পথ বিষাক্ত কাটায় ভর্তি-। দেহ মন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে ধৈর্য থাকবে তো?

আপনাদের দোয়া পেলে আমাদের সব সময় ধৈর্যশীল দেখবেন।

বাহ্, চমৎকার কথা! এসো আমার সাথে।

দুলাভাই পাশে আর একটা ঘরে নিয়ে আপাকে ডাকলেন।

আপা এলেন। বললেন- জানতো আমি পুলিশের চাকুরী করি। কেউ বিপদে পড়ে আশ্রয় চাইলে তাকে আমরা নিঃসঙ্কোচে আশ্রয় দিই। এখন তোমার একসেট জামা কাপড় দাও।

জাত মান সব খোয়াবে নাকি?

www.pathagar.com

এতে জাত মান যাওয়ার কিছু নেই। এমন ট্রাজেডি পৃথিবীতে অহরহ ঘটে চলেছে, নইলে লাইলী-মজনু, শিরী-ফরহাদ, ইউসুফ-জোলেখার প্রেমাপখ্যান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকত না। আপা কোন কথা বললেন না। তার মুখ গম্ভীর। মনে হয় তিনি মেনে নিতে পারছেন না। তবু একেবারে ঠেলে ফেলেও দিচ্ছেন না। আলমারী থেকে একখানা ভাল শাড়ী একটি ব্লাউজ একটি সায়া বের করে আমার হাত ধরে ভিতরে একটা বাথরুমে ঢুকিয়ে দিলেন। বললেন- ওর মধ্যে সাবান তোয়ালে আছে ভাল করে স্নান করেনে। ধুলাবালিতে মুখ কালো হয়ে গেছে দেখছি।

আপার শেষ কথাগুলো আমার অন্তর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় একেবারে গলিয়ে দিলো! আমি অনেকক্ষণ ধরে সাবান তোয়ালে ব্যবহার করে নিজেকে পরিষ্কার করে ফেললাম। শাড়ী জামা পরে যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম তখন আপা এসে ড্রেসিং টেবিল দেখিয়ে দিলেন। বললেন- মনের মত করে সেজে আয়, পুলিশে চাকুরী করে শুনেছিস তো! অপরিষ্কার, অগোছালো কিছুই হবার জো নেই।

আমি যখন ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে এলাম তখন দুলাভাই সামনে পড়ে গেলেন! কৌতুক করে বললেন- হাওলাদার বাড়ীর বড় গিন্নী! তা মানাবে ভাল। আমাকে হাত ধরে টেনে আমানের সামনে নিয়ে গেলেন। রহস্য করে বললেন দেখে চিন্‌তে পারছিস্ কে? না আমরা পাল্টিয়ে এনে দিলাম! সে সময় আমান আপা দু'জনেই আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেল! দুলাভাই আপার দিকে চেয়ে বললেন- তোমার ভাই বৌ নির্বাচন করতে ভুল করেনি। যে কাজটা এখনও বাকী আছে সেটা সেরে ফেল তাড়াতাড়ি।

তোমার এ কেমন কথা! মা রয়েছেন ছোট দু'টি ভাই রয়েছে তাদের অন্ধকারে রেখে আমি এর মধ্যে থাকতে পারবো না।

বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারের সব দায়িত্ব তো আমানের উপর এসে গেল। সে মায়ের ভালমন্দ খোঁজ খবর সব সময় রাখে। ছোট ভাইদের লেখাপড়া শিখাচ্ছে নিজেও শিখছে। আমি তো জানি সবাই ওকে খুব ভালবাসে। তুমি সবার বড় বোন। দায়িত্বটা তোমারই বেশী। সে তো যে সে মেয়ের সাথে ভালবাসা করেনি। একটা বড় জমিদার বংশের মেয়ের সাথে ভালবাসা করেছে। আমান একটা কাজের মত কাজ করেছে। এতে তো আমাদের গর্ব করা উচিৎ। তোমার মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রাখা ঠিক হবে না।

এরপর জমিদার যখন মামলায় জড়িয়ে দিয়ে জেল খাটাবে, একেবারে সর্বশান্ত করে ছেড়ে দেবে, তখন?

আপার কথা শেষ হতেই আমি দু'হাতে তাঁর পা দু'খানি জড়িয়ে

www.pathagar.com

ধরে বললাম- আমার বাবা যদি মামলা করে তবে কোন দিন আমাকে আপনার ভাইয়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারবে না আপা! আমার এই জীবন বিসর্জন দিতে রাজী তবু আপনার ভাইকে আমি এক মুহূর্তও আমার কাছ ছাড়া হতে দেব না। যত আইনই আসুক, আমাদের হয়তো সাজা দিতে পারবে কিন্তু বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। আমার বাবা মা গোপনে আমাকে নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছিলেন সেখানে আমাকে বিয়ে দেবে এই তাদের সিদ্ধান্ত। আমাকে কয়েকদিন বাড়ীর বাইরে যেতে দেননি। আমিও তাঁদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারিনি। যেদিন আমাকে নিয়ে বেরুবে তার আগের রাতে মা বললেন- তোর যা কিছু আছে সব গুছিয়ে নে, কাল আমরা কলকাতায় যাব পূজা দেখতে। মার কথা শুনে তখনই আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। এর আগেও কয়েকবার আমাকে পূজায় নিয়ে গেছেন কিন্তু এমন নিঃশব্দে নয়। প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে তার আয়োজন চলতো। এবার যখন রাতে বলছে সকালে যাব, তখন আমার বুঝতে বাকী রইলো না যে আমানের কাছ থেকে আমাকে ওরা দূরে সরিয়ে নিতে চায়। আর এবার নিয়ে যেতে পারলে আর যে কোন দিন এদেশে ফিরে আসবার সুযোগ থাকবেনা সেটা তখন বুঝে গেলাম। এ খবর আর কেউ জানে না। বাড়ীর চাকর চাকরানীরাও জানে না। আব্বা আর মা পরিকল্পনাকারী, আমাকে যখন জানালো তখন রাত নয়টা বাজে। আমি তখন বই পড়ছিলাম। চোখ মুখ অন্ধকার হয়ে এলো। আমার সামনে টেবিলের উপর আলো জ্বলছে, তবু মনে করছি প্রচণ্ড অন্ধকারে আমাকে ছেঁয়ে ফেলেছে। আমি সম্বিৎ হারিয়ে ফেললাম। হঠাৎ আমার হৃদয়ের মধ্যে চির জাগ্রত প্রেমের আলোটা আমার চোখ মুখ উদ্ভাসিত করে দিলো। এমন কোন অন্যায় অবৈধ কাজ তো আমি করিনি! আমি একজনকে ভালবেসে হৃদয়ের গোপন আসনটা পেতে দিয়েছি তাকে বসতে। সে তো সেটা সম্পূর্ণ জুড়ে বসে আছে। সেখানে এতটুকু ফাঁক নেই। আর একজনকে সেখানে বসবার কল্পনা করাও দুঃসাধ্য! আমাদের এ প্রেম সত্য এবং খাঁটি। এর মধ্যে অপবিত্রতার চিহ্ন মাত্র নেই। মজবুত এই প্রেমের ভিত্তি। সে মুহূর্তে আমানের কাছে ছোট্ট একটা চিঠির মধ্যে ষড়যন্ত্রের কথাটা লিখে দিলাম। আমাদের বাড়ীর পুরনো চাকর ছিল, তার নাম হরেন্দ্র। সে আমাকে ছোটবেলা কাঁধে কোলে করে কত আদর করেছে। এখনও পর্যন্ত আমার ভালমন্দের ব্যাপারে তার সজাগ দৃষ্টি। এই বাড়ীতে সে আমার একমাত্র বিশ্বস্ত। আমানের সাথে আমার ভালবাসা এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটির চোখ এড়াইনি। তার কাছ থেকেই বাবা জেনেছিলেন। পরে হরেন কাকা আমার কাছে অনুতপ্ত হয়ে

www.pathagar.com

বলেছিলো- আমি ভুল করে বলে ফেলেছি। তুই আমাকে ক্ষমা করে দে মা। যদি কোন দিন এই বুড়ো কাকার দরকার হয় তা তোর সুখের জন্যে আমি জান দিতেও কুণ্ঠিত হব না। আমি উঠে মায়ের কাছে গেলাম। হাসি মুখে বললাম, পূজোয় যাব আগে বলনি কেন! যেতে আমার আনন্দ হচ্ছে তবে এবার আনন্দটা কম হবে মা!

কেন?

নতুন জামা কাপড়, গহনা পত্র হল না।

সে তুই ভাবিসনে মা! আমরা কয়েকদিন আগেইতো যাচ্ছি। কোলকাতা থেকে সব নতুন জিনিষ কিনে তবে পূজায় যাব।

তাই ভাল মা! পূজার বাজার দেখা হবে, আবার আমাদের যা যা দরকার তাও সব কেনা হবে। তাহলে বেশী কিছু নেব কেন! শোবার সময় যা দরকার সেগুলো আমার ব্যাগে ভরে রেখে দেব।

তাই দিস।

মাকে কিছুই বুঝতে দিইনি। হারান কাকার খোঁজে গেলাম। খেয়ে দেয়ে হারান কাকা দেখি সামনের একটা চালার নীচে একা একা বসে গড়গড়া টানছে। আমি চুপিসারে পাশে যেয়ে বসলাম। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি তার মুখ চেপে ধরে কথা বলতে দিলাম না। কোন কথা না বাড়িয়ে আমার চিঠিখানি হারান কাকার ডান হাতের মুঠোয় গুজ দিয়ে আস্তে আস্তে বললাম- কাকা, আজ তোমার সে জান দেওয়ার রাত। এই চিঠিখানা এখনই আমানের হাতে দিয়ে আসতে হবে। কেউ যেন জানতে না পারে। তুমি আমি আর আমান, আর কেউ না, বুঝেছো?

হারান কাকা মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝেছি বলে গড়গড়া একপাশে রেখে তখনই উঠে অন্ধকারে মিশে গেল। আমি কোন প্রকার অস্থিরতা না দেখিয়ে মায়ের সাথে রাতের খাবার খেলাম। খাওয়া শেষে আমার শোবার ঘরে মাকে ডেকে নিয়ে কি কি নেব তার একটা হিসাব নিলাম। মা খুব খুশি হয়ে আমার মুখে একটা চুমো খেয়ে বললেন, তোর যা যা লাগবে তা সব নিয়ে নে। কলকাতায় যেয়ে তো সব নতুন পাবি। তবু আছে যখন গুছিয়ে নেওয়া ভাল।

তাই নেব মা, তুমি একটুও ভেবনা।

মা আমার ঘর ছেড়ে তাঁর নিজের ঘরে গেলেন। বাবা মনে হয় আমার জন্যে উদ্বিগ্ন ছিলেন। যখন শুনতে পেলাম বাবা মাকে জিজ্ঞেস করলেন- কোন অমত করলো না তো?

মা হাসিমুখে বললেন- অমত করবে কি, সে আনন্দে আত্মহারা।

www.pathagar.com

বোঝা গেল বাবা খুব খুশী হলেন। গত বছর আমার জন্যে বাবা মা পূজায় জেতে পারেননি। আমি জিদ ধরেছিলাম পূজায় যাব না। গেলামও না। ওরাও যেতে পারলেন না। আমি আমানকে ভালবেসেছি যেদিন সেদিন থেকে সমস্ত পূজা পার্বন থেকে সবার অলক্ষ্যে নিজেকে সরিয়ে রেখেছি। এবার যখন যেতে চাইলাম তখন তো বাবা মা'র খুশী হওয়ার কথা। এই সময় এমন বনিতা করবার দরকার ছিল মা বাবার সাথে। এটা নীতি বিরুদ্ধ কাজ। ভালবাসার সত্যিকার রূপ দিতে হলে অন্যায় নীতিকে ভেঙ্গে ন্যায়ের পোষাক পরানই হল প্রেমের ধর্ম। রাত গভীর হয়ে যাচ্ছে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে কত কি চিন্তা করছি আলোর রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। বারবার দরজার দিকে খেয়াল করছি- হারান কাকা আসে কিনা! আমান যদি আজ রাতে বাড়ী না থাকে! কার কাছে দেবে চিঠিখানা! তার মার কাছে দেবে! দিতে পারে! তিনিও তো সব জানেন। আমার মা বাবার মত এমন নির্দয় তিনি নিশ্চয় হতে পারেন না। প্রতিটি মা বাবা তো তার প্রাণপ্রিয় সন্তানের কল্যাণ চান। সন্তানের শিক্ষা দীক্ষা, প্রেম-ভালবাসা তাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন, জাতি ধর্মের দোহাই দিয়ে এমনভাবে গলাটিপে হত্যা করতে তিনি নিশ্চয়ই পারবেন না। আমার মা বাবা যেটাকে মনে করে উচ্চতা- আমি মনে করি সেটায় নীচতা। যুগে যুগে আমাদের এই শিক্ষিত ভদ্র! মাতা পিতারা কত লক্ষ কোটি নারীকে জাত ধর্মের দোহাই দিয়ে বলির যুপকাষ্ঠে শুইয়েছে তার হিসাব কেউ দিতে পারে না। জাতি গেল, ধর্ম গেল, মান সম্মান গেল দেবতা রুষ্ট হলেন কিন্তু এই দোহাই যে কত তরুণী যুবতীর কোমল হৃদয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বাইরের মুক্ত বাতাসকে বিষাক্ত করে ফেললো, আর বুকভরা বেদনা নিয়ে এই পৃথিবীর বুক থেকে অকালে ঝরে গেল সেই অনুভূতি আমাদের বাবা মাদের কোন দিন হয়নি আর হবেও না। তাই আমি আমানকে ভালবেসেছি। এ ভালবাসা, শান্ত নিরুত্তাপ পবিত্র। এমন ভালবাসা ব্যর্থ হতে পারে না।

রাত কেটে গেল হারান কাকার অপেক্ষায়। সে এলো সকালে। শুনলাম আমান সেদিন তার বন্ধু সরোয়ারের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিল। চিঠিখানি মায়ের হাতেই দিয়ে এসেছে। বলেছে, আমান এলেই চিঠিখানি তাকে যেন দেওয়া হয়। আমান বাড়ী এলে মা তার হাতে চিঠিখানি দেবে এটা তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

ইতোমধ্যে আমাদের সব ব্যবস্থা শেষ। আমরা রাতের ষ্টিমারে যাব। তার টিকিটও বাবা নিয়ে রেখেছেন। আমি সমস্ত দিন স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া কথাবার্তা চালিয়ে গেলাম। অস্থিরতার লেশমাত্রও কাউকে বুঝতে দিলাম না। মা

www.pathagar.com

বাবাকে কোন সন্দেহের মধ্যে ফেলতে চাইনি। আমি চেয়েছিলাম তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েই সরে পড়তে। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আমাকে নিয়ে বাবা মা ষ্টিমার ঘাটে গেলেন। এর আগে আমান বাড়ী যেয়ে আমার চিঠি পেয়ে যেন পাগল হয়ে গেল। ও অস্থির হয়ে গেল। কি করবে কিছুই স্থির করতে পারলো না। সমস্ত দিন না খেয়ে ঘরে দোর দিয়ে শুয়ে থেকে কেবল বালিশ ভিজিয়েছে। একথা যেদিন শুনতে পাই সেদিন আমার নিজের প্রতি খুব রাগ হয়েছিল।

কাঁদলো ও আর তোমার নিজের উপর রাগ হল কেন?

আমি ওকে ভালবাসি তাই আমার কর্তব্য ছিল কেন আমি তাকে শিখিয়ে নিতে পারিনি বিপদে কিভাবে পরিত্রাণ পেতে হয়! কেন ওকে আমি ধৈর্য ধারণ করবার ক্ষমতা শিখাইনি! নইলে ও কেন কাঁদতে যাবে! কাঁদবো তো আমি! এমন পরিস্থিতিতে কি করতে হবে তার দায়িত্ব তো ওরই ছিল। আমি বন্দী ছিলাম ওতো মুক্ত। মুক্ত মানুষ ধৈর্য হারালে প্রেম করতে গেল কেন! আমরা তো একটা অসম পথে পা বাড়িয়েছি, তখনই তো তার গতিপথ ঠিক করে নেওয়ার দরকার ছিল। এমন কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে থেকেও আমার দৃষ্টিতে প্রখরতা ছিল। আমি তাকে খুঁজছিলাম, নইলে তার কোন বন্ধুকেও যদি পেতাম! আমার হাতের মুঠোয় ছোট্ট এক টুকরা কাগজ ধরা ছিল। কাকে দেব এমন কাউকে পাচ্ছি না। হঠাৎ দেখি সরোয়ার দূরে দাড়িয়ে। হাত ইশারা করলাম। সরোয়ার এলো তা যেন ভয়ে ভয়ে এতো দুঃখের মধ্যেও আমি হাসি পেলাম। কাগজের টুকরাটি ওর দিকে ছুড়ে দিলাম। তাতে লেখা ছিল "তোমার বন্ধু আমানকে এখনই এই ষ্টিমারে তুলে দাও।"

আমানও বাড়ী থেকে সে সময় একটা ব্যাগ হাতে এসে পড়লো। সরোয়ার তৎক্ষণাত কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করে কাকে দিয়ে যেন টিকিট নিলো। আমানের হাতে বেশ কিছু টাকা গুজে দিয়ে ষ্টিমারে তুলে নিয়ে এলো। তাকে একটা জায়গা করে দিয়ে সরোয়ার নেমে গেল। ষ্টিমার ছেড়ে দিল। আমি একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে হালকা করে নিলাম। আমি আমানকে দেখেছিলাম সে আমাকে দেখেনি, আমার বাবা মাও তাকে দেখিনি। বাবা দু'জন বিশ্বস্ত চাকর চাকরানী সাথে নিয়েছেন, ওরা খুলনা পর্যন্ত আমাদের সাথে যাবে। আমরা ট্রেনে উঠলে ওরা পরের ষ্টিমারে বাড়ী ফিরে যাবে। নিমাইকে আমি মোটেও পছন্দ করিনে। হীরাকে হয়তো ভুলাতে পারবো এমন ভরসা আমার ছিল। আমরা এক প্রান্তে কেবিনে ছিট নিয়েছি, আমান আর এক

www.pathagar.com

প্রান্তে চাতালে ছিট নিয়েছে। ক্যাবিনের জানালা দিয়ে আমি আগেই দেখে নিয়েছিলাম। এখন সামনে কোন ঘাটে এলে, এর মধ্যে এরা ঘুমালে কি করতে হবে স্থির করে ফেললাম। হায়রে আমার ভাগ্য! ভাগ্যলিপি আমার প্রতি এমন বৈরী হল কেন! আমি তো পবিত্রতা হারাইনি! আমি একজনকে হৃদয় দিয়ে চেয়েছি এর মধ্যে তো কোন কামনা বাসনা ছিল না। শান্ত স্নিগ্ধ নিবিড় প্রেম। এমনভাবে আমাদের হৃদয়ের বাসা বেঁধেছে যা কোন দিন ভেঙ্গে যাবে বা মুছে ফেলা যাবে না। খুলনা পর্যন্ত এলাম। মা আর নিমাই একটিবারও চোখের পাতা বুজলো না। আমরা এসে ট্রেনে উঠলাম। আমার সতর্ক দৃষ্টি আমানকে খুঁজে ফিরছে। জানালা দিয়ে একটু বেশী ঝুঁকে মুখ বের করে ট্রেনের পিছনের দিকে চাইলাম। আমানের সাথে চোখাচোখি হল। তাতেই আমি ওকে বুঝিয়ে দিলাম- কোন চিন্তা নেই ট্রেনে উঠে পড়। ও যেন একটা বগীতে উঠে পড়লো। এই বিচ্ছেদ বেদনার চেয়ে বেশী ব্যথা পেলাম ওকে দেখে। একী চেহারা হয়েছে ওর! আমি যেন ধৈর্য আর রাখতে পারছিলাম না। বার বার মাথা বাড়িয়ে ওকে দেখার চেষ্টা করছিলাম। মা ধমক দিলেন। অমন করে বার বার জানালার বাইরে মাথা বের করছিস কেন! মাথা ধরেছে নাকি?

হা মা!

তা গাড়ী ঘোড়া চড়লে অমন একটু আধটু ধরে বৈকি! নিমাই আর হীরা নেমে গেল। কিছুক্ষণ পর গাড়ী ছেড়ে দিলো। বেনাপোল পর্যন্ত গেলাম। এর মধ্যেও সুযোগ করতে পারিনি। এবার আমি কেঁদে ফেল্‌লাম। চোখের পানিতে বুক ভেসে গেল। মাকে লুকিয়ে ওড়না চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে- ফুঁপিয়ে কাঁদছি। আমান গাড়ী থেকে নেমে গেট পার হয়ে রেলিং-এর গা ঘেষে দাড়ালো আমার সামনা সামনি। আমি ওর দিকে চেয়ে আছি। বাবা মা আমানকে দেখিনি তাই আমার কাঁন্নাটা ওরা গ্রাহ্যই করলেন না।

এমন সময় আমার এক জ্যোতিষী ভাই, কোথা থেকে ষ্টেশনে এসে হাজির। গেট দিয়ে ঢুকতেই আমি তার নজরে পড়ে গেলাম। আমার দিকে বার কয়েক তাকালে আমি রেলিং-এর ধারে এক দৃষ্টে আমানের দিকে চেয়ে আছি তা ধরে ফেললো। ভাই আমানের কাছে চলে গেল। তার কাছে দু'এক মিনিটের মধ্যে সব জেনে নিলে। সে দৌড়াদৌড়ি করে অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করে মা বাবাকে অফিসে ডাকিয়ে নিয়ে গেল। এর মধ্যে সেই ভাইটি আমাকে নামতে ইঙ্গিত করতেই আমি নেমে এলাম। আমান আর আমাকে একটা রিকশা তুলে দিলো। ওরা ছিল দু'জন। ওরাও একটা রিকশা নিলো। বাজারে এসে একটা বেবী

www.pathagar.com

টেক্সিতে তুলে দিলো। সেখান থেকে আপনাদের বাসায় এলাম।

আপা বললেন- মনে করলে ওখানে গেলে সাত খুন মাফ হয়ে যাবে। দুলাভাই ধমক দিয়ে বললেন-আহ্! তুমি কেমন মানুষ গো! এমন একটা লোমহর্ষক কাহিনী শুনলে, এতে তোমার মন গললো না! আগে খেতে দাও, তার পর যা হয় কর।

খাওয়া দাওয়ার পরে দুলাভাই আমানকে ডাকলেন। মনে মনে ভাবলাম, দুলাভাই আইনের মানুষ। আমাদের এই ভালোবাসায় কোন ভেজাল আছে কিনা তা জ্বালিয়ে দেখতে চান। আমি যা ভেবেছিলাম তাই। একঘন্টা পর আমান বেরিয়ে এলে আমার ডাক পড়লো। প্রায় দু'ঘন্টা ধরে দুলাভাই আর আপা তাঁদের যত অস্ত্র আছে সব ব্যবহার করে দেখলেন কিন্তু কোথাও একটু দাগ কাটতে পারলেন না। দুলাভাই আমাকে নিয়ে আমানের কাছে এসে বললেন- পরীক্ষায় পাশ করেছ বলে আনন্দের কিছু নেই। আমরা এক সপ্তাহ তোমাদের দেখতে চাই। এই এক সপ্তাহ আমাদের অসাক্ষাতে কেউ কারও সাথে কথা বলতে পারবে না, দেখা সাক্ষাত তো দূরের কথা। আমি দুলাভাই আর আপার পায়ের ধুলা নিলাম। আমার দেখাদেখি আমানও নিলো। আমি বললাম- আপনারা বয়জ্যেষ্ঠ। যে শাস্তি দেবেন তা মাথা পেতে নিতে আমরা বাধ্য। তবে আপনার পায়ে ধরি, আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাবেন না। আমাদের পৃথক দু'টি ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে ওরাও শুয়ে পড়লেন।

এমনিভাবে পাঁচদিন কেটে গেল। সারা দিন রাত এক সেকেণ্ডের জন্যও আমানের সাথে আমার দেখা হয় না। দিনরাত কেবল আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে আপাকে লুকিয়ে কেঁদে ফেলতাম। কোন কোন সময় আপার কাছে ধরা পড়ে যেতাম। পাঁচদিন পর আপার পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পা ভিজিয়ে দিলাম। তিনি যতই আমার হাত ধরে তুলতে যান, আমি ততোই তার পা সমস্ত শক্তিতে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি।

আপা! যে শাস্তি আপনি দিতে চান তা আমাকে দিন, আমানকে দিবেন না। তার কোন ব্যথা আমি সহ্য করতে পারব না। আজ কয়েকদিন তাকে দেখতে পাচ্ছিনে, এতে আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে যে কান্না বয়ে যাচ্ছে তা আর আমি রোধ করতে পারছিনে। ভুলত্রুটি যদি কিছু করে থাকি তার সব শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব কিন্তু তাকে আমার চোখের আঁড়াল করবেন না আপা!

ওদিকে আমানের অবস্থা আমি জানতাম না তার কি হচ্ছে। পরে শুনলাম দুলাভাইয়ের পা ধরে খুব কাঁন্নাকাটি করেছে। সেদিন রাত

www.pathagar.com

দশটার সময় দুলাভাই আমানকে আমার সামনে নিয়ে এলেন। তার দিকে একবার তাকিয়ে যেন মূর্ছা গেলাম। একী চেহারা হয়েছে আমানের! আমি সহ্য করতে পারিনি। কত সময় জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম জানিনে। যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম, তখন দেখি আমি খাটের উপর বিছানায় শুয়ে, আমার মাথার পাশে আমান আর দু'পাশে দুলাভাই আপা বসে আছেন। তাদের মুখে চোখে দুর্ভাবনার চিহ্ন। আমি আমানের একখানা হাত মুঠোর মধ্যে পুরে নিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললাম- তোমার শরীর এতো খারাপ হয়েছে কেন! চোখ মুখ এতো বসে গেছে কেন! তুমি আমার জন্যে কোন দুঃখ নিও না। তোমার এমন চেহারা দেখে আমি সহ্য করতে পারবো না আমান! আমাদের প্রেম সত্য পবিত্র। কোন দিন ব্যর্থ হতে পারেনা, তুমি একটুও ভেবনা।

আমার এই আকুতি দুলাভাই আর আপার হৃদয় গলিয়ে দিলো। তাঁদের চোখেও পানি দেখলাম।

দুলাভাই আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন- উঠে বস সুসমা! তোমাদের দুঃখের দিন শেষ হয়ে গেছে। পরীক্ষায় তোমরা পাশ করেছ। আজকের রাতটা পৃথক কাটাও আগামীকাল তোমাদের ব্যবস্থা করে দেব। তুমি আমানের চেহারা দেখে ভয় পাচ্ছ অথচ নিজের চেহারা কি হয়েছে দেখতে পাচ্ছ না।

সেদিন রাতে সবাই এক সাথেই বসে রাতের খাবার খেলাম। দীর্ঘদিন পর সেই রাতে ঘুমটাও হলো আরামদায়ক।

পরদিন বেলা দশটার সময় আমাকে নিয়ে দুলাভাই কোর্টে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে জবানবন্দি দিয়ে এফিডেফিট করে সুসমা রাণী থেকে সুসমা বেগম হলাম। সেখান থেকে এসে আমানকে নিয়ে ম্যারেজ রেজিষ্টার অফিসে যেয়ে বিয়ে রেকর্ড করে তবে বাসায় এলাম। সেদিন রাতেই দুলাভাই কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করে একজন মাওলানা সাহেব দিয়ে সামাজিক বিবাহ সম্পন্ন করলেন। নিমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়নের জন্যে ভাল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও হল। সবাই চলে গেলে আমরা খেয়ে অনেক রাত অবধি হাসি ঠাট্টায় কাটালাম। এক সময় দুলাভাই আর আপা আমাদের বাসর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে একটু কৌতুক করে বললেন- কাঁন্নার নদী তো শুকিয়ে গেল এখন প্রেমের নদীতে পাল তুলে দাও, বলে ওরা হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

আমরা দরজা দিয়ে আল্লাহর কাছে লাখো শুকরিয়া জানিয়ে একে অপরকে আপন করে নিলাম। এক সময় শয্যার উপর শুয়ে উভয়ে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে স্বর্গসুখ অনুভব করতে লাগলাম। এরপর থেকে

www.pathagar.com

আমাদের দিনগুলো খুব আনন্দের মধ্যে দিয়ে কাটতে লাগলো। প্রতিদিন রাত দশটা বাজবার আগেই আপা আমাদের জোর করে খাইয়ে শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দিতেন। বলতেন- তোরা খুব কষ্ট পেয়েছিস, এখন তোদের আরামের সময়। দুলাভাই বাসায় না ফেরা পর্যন্ত খেতে চাইতাম না- শুতে চাইতাম না। কিন্তু আপার সাথে জিততে পারতাম না।

তিন মাস এমনিভাবে কেটে গেল। ইতোমধ্যে দুলাভাই ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ী থেকে ঘুরে এসেছেন। জমিদার আর তার স্ত্রী দেশে এসে আবার ভারতে চলে গেছেন। তাদের যেসব আত্মীয়স্বজন আছেন এখানে তারাও কোন উচ্চ বাচ্চ করেননি। মা ছেলের চিন্তা করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ছোট মিয়া তার মায়ের কাছে এসে রয়েছে। আমানের বন্ধুরা তার জন্যে খুব অস্থির ছিল। এ সংবাদ পেয়ে তারা খুব খুশী। মা এবং ভাইয়েরাও খুব খুশী হয়েছে। আমানকে বৌ নিয়ে এখনই বাড়ী যেতে হবে।

আপা আর দুলাভাই আমার জন্যে অনেকগুলো ভালভাল শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া পেটিকোট, কয়েক সেট গহনা কিনে দিলেন। আমানকেও দু'সেট সার্ট প্যান্ট দিলেন। একদিন সকালে স্নান করিয়ে খাইয়ে আমাকে একবারে রাজরাণীর মত করে সাজিয়ে দুলাভাই আর আপা ট্রেনে তুলে দিয়ে গেলেন।

শত কোটি সালাম জানাই তোমাদের আপা আর দু'লাভাইকে। আমি যে কারণে দীর্ঘদিন উদ্বিগ্ন ছিলাম তা সপ্তাহ পরেই যা এমন সুন্দরভাবে পরিসমাপ্তি ঘটতে পারবে তা ছিল আমার কল্পনার বাইরে।

তুমি একজন অতিমানুষ। তোমার দোয়া স্রষ্টার কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাতেই তো আমাদের দুঃখের দিন তাড়াতাড়িই শেষ হয়েছে।

মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করি- তিনি অপরের জন্যে দোয়া করলে কবুল করেন কিন্তু নিজের জন্যে করলে কবুল করেন না।

তুমি তো নিজের দিকে চেয়ে দেখ না ভাই।

সে সময় আমি পাইনে।

সময় যাতে তুমি পাও সে ব্যবস্থাই আমরা তোমার জন্যে করবো।

দেখি তোমরা আমার জন্যে কি করতে পার। এবার তাহলে উঠি, আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

তোমার এতো কিসের কাজ?

আমার কাজের কথা শুনলে তোমরা হাসবে না তো?

www.pathagar.com

বলে ফেল।

একজন কাঁদলে তার কান্না থামাতে চেষ্টা করি। একজনের বুকের ব্যথা, তার ব্যথার প্রলেপ দিই। এমনই আরও কত কি। ওরা সবাই হি হি করে হেসে ফেললো। সুসমা বললো- তুমি কেবল সুন্দরী ললনসাদের দুঃখ খুঁজে বেড়াও, তোমার দুঃখটার দিকে তো একবারও ফিরে তাকালে না।

ঐ যে কবির ভাষায়, দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার দুঃখ কিরে?

তোমার দোয়া নিয়ে, আমরা সুখে নীড় বাঁধতে পারলাম আর তুমি কিনা দুঃখের বোঝা বয়ে বেড়াবে! তা হতেই পারে না। তোমার পাশে আমরা একজনকে দিতে চাই।

তাকে রাখব কোথায়?

তুমি যেখানে থাকবে।

আমার তো কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই। আমি তো বৌ কথা কও পাখি। বউকে কথা কওয়াতে পারলেই আর এক বউকে খুঁজি! ওরা হেসে গড়িয়ে পড়লো। এক সময় আমান বললো- ভাইজান একজন অদ্ভুত মানুষ! কথা বলে হারাবার জোঁ নেই।

আমি উঠে দাড়ালাম।

উঠছেন কেন?

চলে যাব।

ও ভাই! মেয়ে-একটা আমাদের হাতে আছে, সুন্দরী বটে, তোমাকে এখনই দেখাচ্ছি। সুসমা উঠে যেয়ে আলমারি খুলে একটা ছবি বের করে আনলো। আমার দিকে বাড়িয়ে- এই দেখ ভাই, এমন মেয়ে পাওয়া খুব ভাগ্যের কথা।

আমি ছবির দিকে না তাকিয়েই বললাম- তোমরা দেখ, আর সেলিনাকে দেখাও।

তুমি দেখবে না?

সৌভাগ্য আমার এখনও হয়নি।

সেলিনা ছবিখানি হাতে নিয়ে অপলক নেত্রে সেদিকে চেয়ে রইল। আমি দেখলাম সেলিনার মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্যের চিহ্ন।

আজকে যেতে দেবনা ভাইজান! আমার শাশুড়ীর সাথে তো পরিচয় হল না।

অন্য একদিন হবে। এবার তো আমানের সাথে আসতে হবে না, আমি নিজেই আসতে পারবো।

www.pathagar.com

আসবার সময় তোমার কাপড় চোপড় ব্যাগ-ব্যাগেজ যা আছে সব নিয়ে আসবে। যতোদিন থাকবে ততোদিন আমাদের বাড়ীতেই থাকতে হবে।

ভাইয়ের প্রতি বোনের শাসন!

বলতে পার।

সেটা না হয় মেনে নিলাম কিন্তু ঐ যে কাপড় চোপড়- ওসব তো আমার নেই। আমার সবকিছুই সাথেই থাকে। এই দেখ তোমাদের বাড়ী এলাম- আমারটা খুলে রেখে আমানেরটা পরে কাটালাম। সেলিনাদের বাসায় থাকলে ওর ভাইয়েরটা পরে থাকি।

সেলিনা বললো- যদি কোন দিন ভাইয়ের আলাদা কোন কাপড় না পান তখন কি করবেন?

তোমার সেলোয়ার কামিজ তো পাব।

এবার আর কেউ হাসি ধরে রাখতে পারলো না। অনেকক্ষণ ধরে হেসে গড়াগড়ি দিলো। আমান বললো- সেলোয়ার কামিজ পরতে পারবেন আপনি?

কেন পারব না! রাতের বেলা পরে শুয়ে থাকবো, ভোর বেলাতে সবার উঠবার আগেই বেশ পরিবর্তন করে বেরিয়ে আসবো।

সেলিনা জিজ্ঞেস করলো- এমনভাবে কোথাও কাটিয়েছেন নাকি?

না, তবে যদি সেই পরিস্থিতি এসে যায়।

ধরুন এমন বাড়ীতে আপনাকে থাকতে হল- সে বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ নেই, সেখানে কি করবেন?

শাড়ী তো একখান পাব, তা দিয়েই রাত কাটিয়ে দেব। আবারও এক ঝুড়ি হাসি বয়ে গেল।

সুসমা বললো- তোমার সাথে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়, তাইতো দেশের ললনারা তোমার পিছে পিছে ঘোরে-।

কোন ব্যাধিই পুরুষের বুকে স্থান পায় না, সব যেয়ে জমা হয় ললনাদের বুকে। সেই ব্যাধির চিকিৎসা করতে হবে না?

তোমার শখের কাজ তুমি করবে কিন্তু সাবধানে থেকো। পা পিছলে পড়ে যেওনা যেন!

যে ভালবাসার পাত্র হয় সে একদিন প্রচণ্ড ঘৃণার পাত্র যে হবে না, সেই নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। এমন অনুভূতি আমার আছে।

www.pathagar.com

আসবার সময় খোকাকে কোলে, কাঁধে নিয়ে কিছুক্ষণ নাচালাম। বার বার দু'ক্ষুদ্র কোমল গালে চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিলাম। তার মুখের স্বর্গীয় হাসি আমাকে পাগল করে ফেললো। দু'হাতে আমান আর সুসমাকে নিয়ে আলিঙ্গন করে দু'টি স্নেহাচুম্বন দিয়ে ছেড়ে দিলাম। ওরা দু'জনেই আমার পায়ের ধুলা নিলো। আমান আমাদের নৌকায় উঠিয়ে দিয়ে গেল। নৌকায় কেবল মাঝি আর আমরা দু'জন। এক সময় সেলিনা নিরাবতা ভাঙ্গলো।

ভাই!

কি?

ঐ মেয়েটি বিয়ে করবে?

কোনটি? আমি তো দেখিনি।

আমি দেখেছি, মনে হয় খুব ভাল মেয়ে।

বোনেরা জানে।

বোনেরা যদি দিয়ে দেয় তবে করবে তো?

যখন দেবে তখন ভেবে দেখব।

তার আগে ভাবতে পার না?

কি করে ভাববো, বলতো!

ভাবনা তোমার, আমি কি বলব।

সেলিনার এমন আকস্মিক পরিবর্তন আমাকে বিস্মিত করলো। কিছুক্ষণ আগেও সে আমাকে আপনি সম্বোধন করতো। নৌকায় উঠেই আপনি থেকে তুমিতে পরিবর্তন এও তো আমার একটা ভাবনা!

কি ভাবছ তুমি?

ভাবছি কতকগুলো শকুনী শ্যেন দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। সবাই চায় ছিঁড়ে খেতে। একে অপরের জন্যে কেউ ছাড়তে চায়না, তাই ভাবনা আমার শেষ হয়ে গেছে সেলিনা! ঘর বাঁধার স্বপ্ন আমার উবে গেছে। একজনকে হাসাবো আর একজনকে কাঁদাবো। তা পারব না। আমি চাই সবাই হাসুক আর নয়তো সবাই কাঁদুক।

বাস্তবের সাথে তোমার এমন ভাবনার কোন মিল নেই।

কেন?

যে হাসবার সে হাসবে। যে কাঁদবার সে কাঁদবে। এই তো নিয়তির খেলা, তাই না ভাই?

www.pathagar.com

তুমি এমন কথা কোথায় শিখলে?

তোমার কাছে।

আমি যে এর উল্টোটিই বললাম।

ওর ভিতর থেকেই তো এই আসল সত্যটি বের হয়ে এল।

সেলিনার মুখে পিঠে হাত বুলিয়ে পুলকিত হয়ে বললাম, আমার সোহাগীনী বোন, তোমার এই সঠিক ভাবনার পুরস্কার আমি কি দেব! সেলিনা মাথা নীচু করে অস্ফুট স্বরে বললো- ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই দিতে পার।

তোমার এই অনেক কিছুই তো আমি খুঁজে পাচ্ছিনে!

পাচ্ছ ঠিকই কিন্তু তুমি বলবে না।

তুমি না হয় বলেই ফেল।

তুমি জ্ঞানের সমুদ্র, আমি তার তীরে ক্ষুদ্র কীট! আমার কি সাধ্য তোমার ভুল ভাঙ্গাবার!

বাহ্! এতো ক্ষুদ্র কীটের কথা নয়!

কীট আমি, কথা তোমার। তোমার সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে যেটা পেয়েছি ঐটাই আমার সম্বল এর বাইরে কিছু নেই।

নৌকা তীরে লাগলো, আমরা নেমে পড়লাম। পাড়ে উঠে আমরা যাচ্ছি সেলিনাদের বাসার দিকে। কিছুদূর সামনে গেলেই রমা মালতী আর একজন অপরিচিতা। আমাকে দেখেই ও হাসতে হাসতে যেন ছুটে কাছে এলো।

দাদা! তোমাকে যে দু'দিন খুঁজেই পাচ্ছিনা! কোথা থেকে আসছ?

বোনের বাড়ী থেকে।

এই মেয়েটি কে?

এটাও বোন।

রমা খুব জোরে খিল খিল করে হেসে উঠলো, বললো- সারাজীবন বোনের বোঝা নিয়ে বেড়াবে তা বৌ নিয়ে বেড়াবে কোন কালে?

এই তো বেশ আছি।

বোনেদের তো সখ থাকতে পারে, ভাইয়ের বৌ ভাবীকে দেখব!

তা দেখ, সেই আশায় দিন গুনতে থাক।

এখন কোথায় যাচ্ছ?

বন্ধুর বাড়ী।

যেখানেই যাও সন্ধ্যার আগে আমার বাসায় আসবে কিন্তু!

www.pathagar.com

যদি না যেতে পারি!

কেন যেতে পারবে না? নইলে এখন ধরে নিয়ে যাব।

ধরতে হবে না, আমি তো কোন দাগী আসামী নই যে পালিয়ে যাব।

বাবা কি বলেছিলেন মনে আছে? আগামীকাল সেখানে যেতে হবে।

সেলিনাদের বাসায় পৌঁছালাম। মাকে পেয়ে সালাম দিয়ে পায়ের ধুলা নিলাম। তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। মায়ের এই আশীর্বাদ আমার অন্তরকে এক অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে দিলো। বারবার মায়ের আশীর্বাদ একই রূপ নিয়ে আসে না। প্রতিবারই নতুনরূপে আসে, তাই কিছুক্ষণের জন্যে হলেও স্বর্গের শান্তি অনুভব করা যায়। নারীর এই মাতৃহৃদয় কোন দিন মুছে যায় না। এক মা হারিয়ে গেলে সহস্র মা সন্তানের আশীর্বাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু সব মানুষ নারীর সেই মাতৃরূপ খুঁজে পায়না। এটা বিধাতার কৌশলী ধাঁধাঁ। তাই যে পেল সে হাসলো আর যে না পেল সে কাঁদলো।

সেলিনা চা করে নিয়ে এল। চা খেয়ে বন্ধুর খোঁজে বেরিয়ে গেলাম, বন্ধুকে খুঁজতে হল না। নদীর যে দিকটায় আমরা হেটে বেড়াই সেখানে রমাদের নিয়ে বন্ধু গল্পের আসর জমিয়ে বসেছে। আমাকে দেখেই বন্ধু বললো- বাব্বা! বেঁচে গেলাম আমি! তোমার এই অপ্সরীদের নিয়ে সময় কাটানো আমার কর্ম নয়। এতোক্ষণ আমার বুক কাঁপছিল। সবাই হাসিতে ফেটে পড়লো যেন!

আমি না এলে কি হত বন্ধু! বুকটা ফেটে যেত!

তা যেত না তো কি! এই রমা দেবী, আজ তিন বছর বিয়ে হয়েছে কিন্তু স্বামীর মুখ দেখতে পেলোনা- হাসি কৌতুক দেখলে মনে হবে তার মত সুখী মেয়ে কেউ নেই। তোমার দ্বারা সব সম্ভব! এমন বন্ধু পেলে কার না গর্ব করতে ইচ্ছা করে।

তুমি মিথ্যে বলনি দাদা, আমি তো হাসতে ভুলেই গিয়েছিলাম। দাদা না এলে এতোদিন কাঁদতে কাঁদতে হয়তো মরেই যেতাম।

তুমি মরতে না, কবে আমি আসব আর তোমার মুখে হাসি ফোটাব সেই অপেক্ষায় বসে থাকতে।

তুমি আসবে সেটা কি আমি জানতাম?

না জানলে তুমি মরে আগেই ভূত হয়ে যেতে! আর কথা নয়, সন্ধ্যা হয়ে এলো এবার উঠতে হবে। বন্ধু! কাল চলনা এসব শকুনীদের নিয়ে পোনাবলিয়ায় যাই!

www.pathagar.com

বন্ধুর বলবার আগেই মেয়েরা একচোট হেসে নিল। রমা চোখ পাকিয়ে- আমার দিকে চেয়ে বললো- আমরা শকুনী!

তোমাদের দৃষ্টি যে খুব তীক্ষ্ণ। একেবারে গভীরে প্রবেশ করে, তাই বললাম।

তাই যদি বল, তবে মনে রেখ শকুনী কিন্তু ছিঁড়ে খায়।

সেই সুযোগ দিলে তো! আমারও ডানা আছে- তোমরা ধরতে গেলে উড়ে অদৃশ্য হয়ে যাব।

দাদার সাথে কথায় পারা যায় না।

পারবেই যদি তবে দাদা হলুম কেন!

কথা শেষ হল। বন্ধু আর আমি রমাদের নিয়ে শিবপূজা দেখতে যাব। সকালে বন্ধু আর আমি এসে একটা বড় নৌকা ভাড়া করে ফেলব। দশটার আগেই বেরিয়ে পড়ব। বন্ধু বাসার দিকে গেল, আমি রমাদের সাথে গেলাম।

ওরা রান্না বান্নার কাজে চলে গেল। আমি ততোক্ষণে খাতাখানা খুলে বসলাম। প্রায়ই শেষ করে এনেছি। এটা লেখা শেষ হয়ে গেলে প্রকাশকের কাছে নিয়ে যাব। আগের খানা বেরিয়ে গেলে এখানা দিয়ে একবার দেশ থেকে ঘুরে আসব। অনেকদিন বাড়ী থেকে এসেছি। মেজ ভাইটা বাড়ী নেই। সে পড়াশোনায় ব্যস্ত আছে। ছোট ভাইটাকে নিয়ে চিন্তা হয়। সে এক কলম লিখতে কি একপাতা পড়তেও শিখলো না। মা নেই, সৎমার সংসার। বাবা তো সংসারের উপর একেবারে উদাসীন। ছোট ভাইটা সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে এটা ওটা সরিয়ে বিক্রি করে দেয়। আমি শত চেষ্টা করেও তাকে সোজা পথে আনতে পারিনি। উল্টো তার কাছে ধমকও খেয়েছি অনেকবার। সেসব ধ্বংস করে ফেলবে। বাড়ী থাকলে তার সাথে প্রায়ই গোলযোগ বাঁধে, এখানে তো বেশ আছি। কিন্তু আমার ভবিষ্যত কি! আমি কারও নই কেউ আমার নয়। যোগ বিয়োগ সমান। কোন মূল্যই নেই। মূল্যহীন জীবন বয়ে বেড়ানো সেও একটা মস্তবড় বোঝা। যেদিন এই মস্ত বোঝা বইবার শক্তি হারিয়ে ফেলবো, সেদিনের কথা মনে পড়তে নিজের অজান্তেই শিহ্‌রে উঠলাম। আমার স্নায়ুতন্ত্রীগুলো যেন দুর্বল হয়ে পড়লো। লিখতে পারলাম না। শয্যায় শুয়ে পড়লাম। শয্যাটাও যেন কেমন অদ্ভুত ঠেকছে। আমি প্রতিদিন যে বিছানায় থাকি এটাতো তা নয়! মনে হল আমার অনুপস্থিতিতে রমারা হয়তো এ ঘরেই থাকে। কেন থাকবে! পাশের ঘরে তার জন্যে যে আরামদায়ক বিছানা পাতা আছে। আমি না থাকলে সে সেখানে থাকে না কেন? ওর ঘরের বিছানাটা ওকে দংশন করে চলেছে।

www.pathagar.com

যেটা সহ্য করতে না পেরে ও এখানে এসে থাকে। ঠিক আছে আজ ওরা এখানেই থাকবে আমি ওর ঘরেই থাকব। দেখি ধীরেনের বিষাক্ত নিঃশ্বাস আমাকে কতটুকু দংশন করতে পারে।

রমা এসে আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে আমার কপালে হাত বুলিয়ে বললো- এখনই শুলে কেন দাদা! শরীর খারাপ করেছে?

অল্প একটু মাথা ধরেছে।

খাবে না!

চল, খেয়ে আসি। তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ওকে কাছে টেনে নিয়ে স্নেহে জানতে চাইলাম- আমি না থাকলে তুমি এই ঘরে থাক?

ওকথা কেন দাদা?

একটু জানতে ইচ্ছে করছে।

এ ঘরেই থাকি।

তোমার ঘরে তো এর চেয়েও আরামদায়ক বিছানা পাতা, সেখানে থাক না কেন?

তোমার পা দু'খানি ধরি দাদা! ওকথা তুমি জানতে চেওনা। আমি বলতে পারব না।

আজ থেকে আমি ঐ ঘরে থাকবো তুমি এখানে থাকবে- হবেতো?

তাও হবে না।

কেন?

তুমি ঐ ঘরের বিছানার কামড় সহ্য করতে পারবে না দাদা!

দেখি পারি কিনা।

তবু আমি তোমাকে শুতে দেবনা। তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাকবে।

আর তুমি?

আমাকে যদি নীচে মাদুর পেতে শুতে হয় তবু শান্তি পাব। এবার চল খেয়ে আসি।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে উঠে দাড়ালাম। রমার মনের দুঃখ এতো দিন যা জেনেছি তা কিচ্ছু নয়, এরচে অজানা একটা রহস্য রয়ে গেছে যেটা ও মনে হয় কারও কাছে ব্যক্ত করেনি।

খাওয়া-দাওয়া সেরে পিষিমার ঘরে গেলাম। তিনি তখন মালা জপছেন। ডাকলাম- পিষিমা!

www.pathagar.com

কে?

আমি।

দেবপুত্র?

যা বলেন।

বস বাবা, বস। কি মনে করে?

আপনার বৌমা বলছে কাল ওদের পূজায় নিয়ে যেতে।

তা যাবে বৈকী। যাও, তুমি নিয়ে না গেলে বৌমার তো যাওয়াই হয় না। তুমি বাবা ভগবান, শিবের কাছে ওর জন্য আশীর্বাদ কর। ধীরেন যেন ভাল হয়ে এসে দু'টো বাচ্চা কাচ্চা দিয়ে যায়। আমিও ভগবানের কাছে কাঁদছি বাবা! ভগবান মুখ তুলে চাইলে বৌমার কোল ভরে যাবে।

পিষিমার কথা শুনে হাসি ধরে রাখতে পারছিলাম না। হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। কোন প্রকার শোবার ঘরে ঢুকে হাসি ছড়িয়ে দিলাম। এ হাসি আর থামাতে পারি না। রমা এখানে থাকে তবু তার মুখে হাসি কান্না আছে, শরীরের কাঠামোটা মজবুত আছে। ধীরেন এসে দু'টো বাচ্চা দিয়ে গেলেই পিষিমা খুশী! আর ঐ বাচ্চা দিয়ে ধীরেন একেবারে যখন ডুব মারবে তখন রমার পাঁজরগুলো তার দেহের সাথে যুক্ত থাকবে তো! তার পাঁজরগুলো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার আশীর্বাদ ধর্মান্ধ পিষিমা করতে পারেন। এমন অসম আশীর্বাদ আমি করতে পারব না। উগ্র মাতালের পরিণাম পথে ঘাটে পড়ে থাকা। যদি এমন দুর্ঘটনা কোন দিন ঘটে যায় তাহলে রমার বৈধব্য জীবন কাটবে তার মায়ের কাছে। তারপর যদি দু'টি বাচ্চা নিয়ে যায়! সে বোঝা বহন করতে রমা আর তার মায়ের শির দাঁড়া বেকে ধনুকের মত হয়ে যাবে না! পিষিমারা কি এটাই চান! তাছাড়া ধীরেনের বাবা যা করতো সেও তাই করছে। বাচ্চা দু'টোও হবে ধীরেনের। তারাও তো তাই করবে! একটা অজানা আতঙ্কে আমার শরীর কেঁপে উঠলো। আমি চাই এমন কঠিন আশীর্বাদ যেন তাদের পাষাণ দেবতার কাছে না পৌঁছে।

তুমি কি ভাবছো দাদা?

কিযে ছাই মাথা মুণ্ডু ভাবছি তা বলতে পারব না।

তোমার মাথায় বাজে কোন ভাবনা আসতে পারে না তা আমি বুঝি।

আজ কথা বন্ধ করে একটু ঘুমিয়ে নিলে হয় না?

হয়। কিন্তু ঘুম না এলে তো আর ঘুমান যায় না। তুমি সেই বামুন ডাক্তারের গল্পটা আজ বলে ফেল।

www.pathagar.com

বড় অরুনা বি.এ পাশ করলো। মেজ মেয়ে করুনা আই,এ পাশ করলো। একদিন বিকেলে ডাক্তার মহাশয় তার ডিস্পেনচারীতে বসে গড়গড়া টানছেন। সেখানে আর কেউ নেই। মেজ মেয়ে করুনা একটা ছেলের হাত ধরে ঘরে ঢুকে পড়লো।

বাবা!

ডাক্তার মহাশয় মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন সামনে একটি ছেলের হাত ধরে তার মেয়ে করুনা মাথা নীচু করে দাড়িয়ে আছে। তাঁর হাত থেকে গড়গড়ার নল কখন পড়ে গেল বুঝতে পারলেন না। মুখে কিছু বলতেও পারছেন না। ফ্যাল ফ্যাল করে সেদিকে চেয়ে আছেন। করুনা ছেলেটির হাত ধরে বাবার পায়ের কাছে সরে এলো। দু'জনেই পায়ের ধুলা নিল। বাবা! আমাদের আশীর্বাদ করুন! ডাক্তার মহাশয় চারিদিকে একটু চেয়ে নিলেন। কোথাও কাউকে দেখতে পেলেন না। বাড়ী সংলগ্ন ডাক্তারখানা। স্ত্রী আঁড়ালে আছে কিনা একটু ভয়ে ভয়ে পিছনের দরজার দিকে দেখে নিলেন। না, কেউ নেই। তিনি উঠে দাড়িয়ে দু'জনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। মনে মনে কি আশীর্বাদ করলেন তা তিনিই জানেন। মেয়ে ছেলে দু'টিই দরজার দিকে পা বাড়ালো।

তোর মায়ের কাছে আশীর্বাদ নিবিনা?

পিছনে গর্জে উঠলেন বামন ঠাকুরাণী। মায়ের কাছে যাবে আশীর্বাদ নিতে! এ কথা বলতে তোমার লজ্জা হল না! মেয়ের সাথে তুমিও এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। করুনা ছেলেটির হাত ধরে বললো- বাবাকে কিছু বলনা মা, বাবা থাক, আমি যাচ্ছি। ওরা বাইরে বেরিয়ে ওদের গন্তব্য পথে চলে গেল।

ছেলেটা ওদের সমান ঘরের তো দাদা!

সমান ঘর! তুমি হাসালে রমা! সমান ঘর নিতে হলে তো ব্রাহ্মণের যা কিছু আছে সব দিলেও তো সমান ঘরের ছেলে মিলবে না।

ওদের স্বধর্ম তো?

তাও না।

তবে?

এই ধর আমার মত একজন।

তারপর?

এরপর সব মেয়েই বুঝে নিলো, এমন হাত ধরে ঘর বাঁধা ছাড়া আমাদের গতি নেই। এক বছর পরে বড় মেয়ে অরুনাও একটি ছেলের হাত ধরে বাবার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে গেল। বামন ঠাকুরাণী ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলেন। দু'বছর

www.pathagar.com

পরে তৃতীয় মেয়েটাও এমনভাবে পার হয়ে গেল। ডাক্তার মহাশয় নিজের স্ত্রীর কাছে প্রতিদিন তিরস্কার আর অসহ্য বাক্য নির্যাতনে একদিন ধরাশয়ী হলেন। এরপর সমাজের চাপতো আছেই। সারাজীবন পরের চিকিৎসা করে শেষে বিনা চিকিৎসায় বামুন মহাশয় একদিন তুলশী তলায় অক্কা গেলেন। সৎকারে কেউ আসেনা। সমাজ চ্যুৎ বামন নিয়ে বামুন ঠাকুরাণী কঠিন সমস্যায় পড়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত যে তিনটা মেয়েকে আশীর্বাদ এর পরিবর্তে অভিশাপ দিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন তারাই এসে তাদের বন্ধু বান্ধবদের সাহায্য নিয়ে মৃতদেহ সৎকার করে গেল। তারপর বামুন ঠাকুরাণী বাকি তিনটা মেয়ে নিয়ে ভারতে তার এক পিষতুতো ভাইয়ের বাড়ী যেয়ে উঠলেন। সেখানে শেষ পর্যন্ত মেয়ে তিনটির কি গতি হয়েছিল তা বলতে পারব না।

তারা ওদেশে গেল কেন! এদেশে থাকলে তো একটা গতি তাদের নিশ্চয় হত। জাত ধর্ম ঠিক রাখতে হলে, হয় মেয়ে তিনটিকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে হতো, না হয় পঞ্চাশ ষাট বছরের বুড়োর গলে মালা পরিয়ে জামাই করে নিতে হতো। এছাড়া তাদের আর কোন পথ নেই।

দাদা, আমাদের জাত ধর্মের কাছে জীবন যৌবনের কোন মূল্য নেই। ডাক্তার মহাশয়ের প্রথম তিন মেয়ের কোন খবর জানো, তারা কেমন আছে।

আমি যতটুকু জানি তারা খুব সুখে আছে।

রমা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। কি ভাবলো সেই জানে। তবু তার মনের ব্যথা আমি কিছুটা অনুভব করতে পারি।

পরদিন সকালে আমি আর বন্ধু একটা নৌকা ভাড়া করে বাসায় এলাম। স্নান করে খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম নদীর ঘাটের দিকে। রমা, মালতী, সীতা, অলকা আর মালিনী বৌদি। পাঁচজন সুন্দরী তরুণী, যুবতী আমার পিছু নিল। রমাদের বাড়ীর আশেপাশে এদের বাড়ী। আগেও এদের সাথে এক সাথে বসে গল্প গুজব করেছি। কোন কোন দিন রমার সাথে ওদের বাড়ীতেও গিয়েছি। আরও অনেক মেয়েরা আমাদের সাথে যেতে আগ্রহী ছিল কিন্তু আমি রমাকে দল ভারী করতে নিষেধ করেছিলাম। বন্ধুকে নিয়ে আমরা নৌকায় উঠে বসলাম। সেলিনা যেতে চেয়েছিল কিন্তু আমি সাথে নিইনি। নৌকা ছেড়ে দিলো। আমরা সবাই গোল হয়ে বসলাম। রমা আর মালিনী বৌদি বিবাহিতা। বাকি পাঁচজন অবিবাহিতা। কিন্তু বয়সের খুব একটা হের ফের নেই। ঠাট্টা ইয়ার্কি চলছে। আমি মালিনী বৌদিকে আমাদের গাইড বানিয়ে দিলাম। তিনি মুচকি হেসে আমার দিকে চেয়ে বললেন- তোমার

www.pathagar.com

মত ঠাকুরপো থাকতে আমি নেতৃত্ব করব! ইস্! এতোবড় অবিচার চলবে না।

অবিচার নয় বৌদি। যাচ্ছি পূজা দেখতে, তাও আবার শিবপূজা। যেটা মেয়েদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। এখানে আমরা উপলক্ষ্য মাত্র। আর আপনি অনেকবার এই পূজা করেছেন- এদের তো বিয়েই হয়নি, এরা শিবপূজার কি বুঝবে! আর আমি তো জীবনে এই প্রথম। বৌদি যা বলবেন আমরা সেই মোতাবেক চলবো।

তা হবে না ঠাকুরপো! সব দায়িত্ব তোমার। তুমি না এলে আমরা আসতামই না, কি বলিস অলকা সুন্দরী!

তোমার যে কথা আমারও তাই।

তবে সীতাকেই দেওয়া যাক। সতী সাবিত্রীর দোহাই দিয়ে লক্ষ কোটি নারীর গলায় ফাঁস লাগিয়ে সমাজপতিরা মজা লুটছে আর তাদের ভোগের জন্য বলির পাঠা বানিয়ে উপভোগ করছেন। অতএব সীতা দেবীই আজকে আমাদের মধ্যমনি।

আমি অতশত বুঝিনা, দাদার হাত ধরে নৌকায় উঠলাম। সেখান থেকে আবার দাদার হাত ধরেই নৌকায় উঠে আসবো।

সবাই হো হো করে হেসে উঠে বললো- আমরা আছি পাটিতে, দাদার ঘাড়ে লাঠিতে।

বেলা তিনটায় সেখানে পৌছলাম। নদীতে অসংখ্য নৌকা। শিব দেবতার লিঙ্গ পূজা। জনশ্রুতি আছে শিবের এই পাষাণ লিঙ্গটি নাকি নদী ফুঁড়ে উপরে উঠেছিল। কোন এক সময়। পরবর্তীতে সেই লিঙ্গকে কেন্দ্র করে একটি মন্দির বানিয়ে দেওয়া হয়। সেই থেকে হিন্দু নারীরা হন্যে হয়ে এই লিঙ্গপূজা করে আসছে। তরুণী যুবতী যারা একজন শক্তিশালী পুরুষ স্বামীর স্বপ্ন দেখে তারাই এই দেবতার লিঙ্গের কাছে প্রাণের শত আকুতি জানিয়ে দেয়। এমন শক্তিশালী লিঙ্গধারী যুবককে যেন স্বামী হিসাবে পায়! হৃদয়ের যত বাসনা যত আকাঙ্খা আছে তা চোখের জলে দেবতার লিঙ্গকে সিক্ত করে সব উজাড় করে দেয় কাঙ্খিত পৌরুষ লাভের জন্যে। এসব দেখতে যেমন অভিনব তেমন হাস্যস্পদ। এই পাষাণ দেবতা আর লিঙ্গের কি ক্ষমতা আছে এমন হাজার হাজার ললনার প্রাণের আবেদন পূরণ করার! আরও একটি দৃশ্য আমার কাছে ভীষণ বিরক্তিকর লাগছিল। মনে হচ্ছিল, না এলেই ভাল হত। এখনই চলে যাই।

মালতী বৌদিকে বললাম, আপনি এদের নিয়ে যান পূজাটা সেরে আসেন আমি এখানে দাড়িয়ে থাকি। তরুণী যুবতীর সংখ্যা

www.pathagar.com

বেশী। প্রৌড়া আছেন অনেক। হয়তো কাউকে সাথে করে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এটা তো মেয়েদের জন্যে একচেটিয়া পূজা। পুরুষের তো এখানে কিছু নাই। তবে দলে দলে এতোসব যুবকেরা মেয়েদের হাত ধরে এদিক ওদিকে কোথায় যাচ্ছে! আমি যেমন রমাদের নিয়ে এসেছি ওরাও হয়তো ওদের সাথে এসেছে। দেখে তো তা মনে হয় না, কেমন যেন অসভ্যতার আভাস, অশ্লীলতার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমি একটু ফাঁকা জায়গা দেখে সেখানে একটা গাছের নীচে দাড়ালাম। অন্য মনস্কভাবে একদিকে চেয়ে আছি। আমার হাত ধরে কে একজন বললো- দাদা যে! কেমন আছেন?

সামনে তাকিয়ে দেখি সুন্দরী এক তরুণী আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে।

চিনতে পারলেন না?

আমি অবাক হয়ে তাকে চিনতে চেষ্টা করলাম।

মেয়েটি হেসে ফেললো। বললো, আমার নাম মনোরমা।

মনোরমা!

মনে পড়ে না, কয়েক মাস আগে ষ্টিমারে সারা রাত গল্প করে কাটালাম-।

গল্প করেছিলাম ঠিক কিন্তু সে কি তোমার সাথে?

আমার নানা ভাই আর আমি ছিলাম। ওরা ঘুমিয়ে গেলে আমি সমস্ত রাত আপনার গল্প শুনলাম!

তাহলে সেদিন সমস্ত রাত তুমি আমার মুখের উপর গল্প পড়েছিলে না আমার মুখ দিয়ে শুনেছিলে?

গল্প শুনতে গেলে মুখের দিকে তাকিয়েই তো শুনতে হয়।

আমি না অন্য কেউ?

আপনি।

কি বলবে, বলে ফেল।

আপনার সাথে আমার অনেক কথা বলবার আছে, আসুন একপাশে বসে পড়ি। মনোরমা আমার হাত ধরে ভাল একটা জায়গা দেখে নিয়ে বসে পড়লো।

আপনি এখানে কেমন করে এলেন?

তুমি যেমন করে এলে।

পূজা তো আপনাদের জন্যে নয়, এটা কেবল আমাদের জন্যে।

তবে তুমি আমাকে নিয়ে বসলে কেন, পূজা করে এসো।

www.pathagar.com

এতে আমার কোন আনন্দ দেয় না বরং মনটা বিষিয়ে তোলে।

তোমার মুখে একী কথা শুনি, সাবিত্রী দেবী?

এই পাষাণ মূর্তির কাছে শত সহস্রবার কেঁদেও কি কোন ফল পাব দাদা?

সবাই যদি পেয়ে থাকে তবে তুমি পাবে না কেন?

কেউ পেয়েছে বলে তো কোন দিন জানতে পেলুম না।

তবে এতো হাজার হাজার ললনারা কিসের নেশায় এখানে এসেছে?

চারিদিকে চেয়ে কিছু বুঝতে পারছেন দাদা?

দেখছি কেউ কেঁদে কেটে বুক ভাসাচ্ছে, পাষাণ মূর্তির প্রতি, আর কেউ দেখছি আনন্দের বাগিচায় মধু অন্বেষণে!

দাদা এটা আমার কাছে একেবারে নির্লজ্জ বেহায়া কাজ বলে মনে হয়।

তবে তুমি এলে কেন?

আসতে বাধ্য হয়েছি। মা এসেছে, মাসীমারা এসেছে, তাদের মেয়েরা এসেছে মামী ও তাদের মেয়েরা এসেছে।

তারা কোথায়?

ভিতরের দিকে আছে। মা মাঝে মাঝে বাইরে এসে আমাকে দেখে যাচ্ছে।

তাহলে তো এখনই উঠতে হয়।

কেন?

তোমার মা মনে করবে মেয়েটা কি বেহায়া, একটা অপরিচিত ছেলের সাথে প্রেম করছে!

একথা মনে করলে কোন ক্ষতি নেই।

তুমি হাসালে আমায়! মেয়ে এক অজানা যুবকের সাথে বসে প্রেমালাপ করবে আর মা দূর থেকে দেখে মনে মনে খুশী হবেন এ পৃথিবীতে এমন আদর্শ কে গড়ে গেছেন তা আমার জানা নেই।

এটাই তো আমাদের প্রাচীন আদর্শ। জানো না- মুনির স্ত্রীকে তার শিষ্যরা জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে বনের মধ্যে তার শ্লীলতাহানির জন্যে, পুত্র দেখে ফেলে বাঁধা দিতে এলো। মুনির বললেন- ক্ষ্যান্ত হও বাবা, তুমি বাধা দিও না, এই তো বিধাতার দেওয়া চিরন্তন রীতি। এটা না মানলে ভগবানকেই যে অস্বীকার করা হয়।

www.pathagar.com

তাই যদি হয় তোমাদের আদর্শ তাহলে, মিথ্যে মালা বদল আর ভগবান সাক্ষীর কি মূল্য থাকলো?

ওটা আমরা বুঝিনে দাদা! কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে বাধ্য করা হয়-। শত যুবক আমাকে ভোগ করে গেলেও সতী বলে পরিচয় আমার থেকেই যাবে।

তোমাদের মধ্যে মেয়েরা আজকাল শিক্ষিত হচ্ছে এমন প্রাচীর একদিন ভেঙ্গে ফেলবে।

ভাঙ্গতে পারবে না। সৃষ্টিলয় না হওয়া পর্যন্ত এমনই থাকবে। আমাদের সমাজে পুরুষের অবাধ অধিকার। তারা নারীদের দেবীর আসনে বসিয়ে পূজা দিয়ে সম্মান দেখায় কিন্তু ইচ্ছামত তার সর্বস্ব লুটে নেয়। এতে বাঁধা দেওয়ার ক্ষমতা কোন নারীর নেই। নারীও বুঝেছে আমরা পুরুষের ভোগের বস্তু। তাই তারাও ক্ষেপেছে নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে তার কাঙ্খিত পুরুষকে বেঁধে রাখতে।

তুমি বসে আছ কেন?

আমি তো চাইনা দাদা! তোমার দু'খানি হাত ধরি দাদা, আমায় পরিষ্কার পথ দেখিয়ে দাও।

এই সেরেছে! আপনি বলতে বলতে এখনই তুমি!

দাদা যখন বলেছি তখন তুমিই বলব।

তুমি পড়াশোনা করছো- এটা একটু বেশী করে শেখ তাহলে নিজের পথ পেয়ে যাবে।

পড়াশোনা আর হবেনা।

কেন, তুমি এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবেনা?

বামুনের ঘরের মেয়ে- এই ঢের হয়েছে। আর পড়া হল না। আমি পড়া বন্ধ করব না, তাই মা বাবা নানা বাড়ী বেড়াবার নামে ছোট ভাইটিকে সাথে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। এক সপ্তাহ পর বাবা এসে ভাইকে নিয়ে গেছেন। আমাকে বলে গেলেন তুমি আর যেও না মন, তোমার নানার বাড়ী থাক। তোমার মা এসে নিয়ে যাবে। এখানে আমার বিয়ের জন্যে নানা মামারা হন্যে হয়ে পড়েছেন। বামুনের মেয়ে ষোল বছর চলছে, একেবারে জাত গেল যে!

জাত না খুইয়ে একজনের গলে মালা দিয়ে ফেললেই তো চুকে যায়।

যেসব ছেলের সাথে যোগাযোগ করছে তা আমার পছন্দ নয়।

www.pathagar.com

মামারা গোপনে কি করছে আমি তো জানতে পারিনে। এক মামাতো বোনের কাছে কিছু কিছু শুনতে পাই। মা এসেছে, এবার আমার বিয়ে দিয়ে ফিরে যাবেন। আমি মার কাছে বার বার পড়বার কথা বলছি, অন্ততঃ ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা পর্যন্ত আমার সুযোগ দেওয়ার জন্য, এতো হাতে পায়ে ধরছি, কোন ফল হচ্ছে না। বলছে, কত বড় সেয়ানা হয়ে গেছ আর স্কুলে গেলে আমাদের জাত মান সব যাবে। শহরে কত মেয়েরা বি,এ ও এম,এ পাশ করে তারা সেয়ানা হয়না আর আমি সেয়ানা হয়ে গেলাম! দাদা, আমার সবই আছেন, কিন্তু আমি আজ বড় অসহায়। দয়া করে আমার দিকে একটু ফিরে তাকাও দাদা!

তোমার দিকে চাইলেই যদি তুমি শান্তি পাও তাহলে এই চাইলাম। আমি মনোরমার মুখের দিকে হাসি মুখে তাকালাম। হেসে ফেললো সে এমন চাওয়া না দাদা সমস্ত জীবনের জন্য।

ও বাব্বা! এটা তো তোমার খারাপ কথা! তুমি ভুল বুঝেছ। যেদিকে তোমার বিয়ের জন্যে তোমার গুরুজনেরা টানছে, সেদিকে তুমি মন ফিরাতে পারছো না বলেই কি যাকে তাকে গলায় মালা দেবে! আচ্ছা তুমি কাউকে ভালবাস?

মনোরমা কথা বললো না।

তোমাকে কি কেউ ভালবাসে?

দু'বছর আগে আমাকে একজন ভালবাসতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলুম।

নিশ্চয় সে মনে মনে এখনও ভালবাসে! সামনে আসে না হয়তো, পিছন থেকেই-।

তা জানিনে।

এখন যদি তুমি তাকে পাও তাহলে মেনে নেবে?

সে এখন কলেজে পড়ে। সে আসবে বলে মনে হয় না, কেননা আমার চেয়েও কত ভাল মেয়ে হয়তো তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি?

তুমি পারলে তোমার কাছে জীবন ভর ঋণী হয়ে থাকব দাদা! সমাজের কাছে আমরা খেলার পুতুল। ওরা ইচ্ছা মত আমাদের নিয়ে খেলবে, সুখ মিটিয়ে ভেঙ্গে ফেলবে। জেনে শুনে এমন পিঁড়িতে বসব না দাদা! তোমার পায়ে ধরি, তুমি আমার হৃদয়ের দুঃখটা একটু বুঝতে চেষ্টা কর।

মেয়েটি যে সেই ছেলেটিকে মনেপ্রাণে ভালবাসে এবার বুঝতে পারলাম।

www.pathagar.com

মনোরমার কাছ থেকে খুলনার সেই ছেলেটির ঠিকানা লিখে নিলাম। ওর নানার বাড়ীর ঠিকানাও নিয়ে নিলাম। ওদের বাড়ী এই পোনাবালিয়াতে। বাড়ীর পথ নমুনার কথা সব শুনে নিলাম। বললাম- আমি আগামীকাল খুলনায় চিঠি লিখবো। সে যদি সাড়া দেয় তাহলে আমি নিজে যেয়ে তার সাথে দেখা করব। এরপর তোমার সাথে যোগাযোগ করব। আমি এবার উঠি। ওরা হয়তো আমাকে খুঁজে পাচ্ছেনা। আমি কোথায় থাকি- সে ঠিকানাও সে নিয়ে নিলো। জিজ্ঞেস করলো-

কারা?

তোমার মত একদল ডানাকাটা পরী। এসো, দেখবে চল পরিচয় করিয়ে দিই।

বন্ধু রমাদের নিয়ে আছে আমার অপেক্ষায়। আমাকে না পেয়ে ওরা খুব চিন্তিত ছিল। আমি যখন মনোরমাকে নিয়ে ওদের কাছে গেলাম ওরা অবাক হয়ে গেল আমার সাথে অপরিচিতাকে দেখে। রমা এসে আমার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, মেয়েটা কে দাদা?

আমি ঐ সুন্দরী ললনার স্বামী। কিন্তু বউ হিসাবে এখনও দখল করতে পারিনি।

আমার কথা শেষ হতেই হেসে সবাই একে অপরের গায়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

ও দাদা, এ তোমার কেমন কথা! তুমি ওর স্বামী হলেও তোমার বউ হল না?

তাই যদি তোমাদের বলে দেব তাহলে কৌতুহলের মৃত্যু হয়ে গেল না!

এই মেয়েটাকে তুমি চেন?

চিনি।

কেমন করে?

যেমন করে তোমাকে চিনি।

দাদা জ্যোতিষবিদ নয় তো!

মালতী বৌদি বললেন, ঠাকুরপোর সাথে কথায় পারবে এমন কেউ জন্মেনি। এমন মানুষ আমরা পেয়েছি আমাদের কোন্ জন্মের পুণ্যের ফল জানিনা। দেখ এই মেয়েটা যে ঠাকুরপোর পেছনে কেন লাগলো তার একটা কারণ আছে নিশ্চয়। মেয়েটার দিকে চেয়ে- তুমি ভুল করনি দিদি, ওর গলায় ঝুলে পড়লে একটা

www.pathagar.com

কিনারা হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। মনোরমা হাসতে হাসতে বললো- তাইতো আপনাদের সাথে ভাগ বসালাম। দয়া করে আমার জন্যে একটু জায়গা খালি করে দিবেন।

আমার দাদা তেমন মানুষ নন। বড় উদার মানুষ। আকাশের মত তার হৃদয়ের আসন। লক্ষ নারীতেও সেই আসন পূর্ণ করতে পারে না। মনোরমা রমার হাত ধরে বললো- আপনার কথায় আমি খুব খুশী হলাম। হৃদয়ে বড় আশা নিয়ে ফিরতে পারছি।

মনোরমা সবাইকে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। আমরা নৌকায় যেয়ে বসলাম। আমি বললাম বেঁচে গেলাম এবার। আবহাওয়া দূষিত হয়ে গেছে। দূরে একটা ভাল জায়গা দেখে এতক্ষণ ওর বুকের কাঁন্না শুনছিলাম। কি বিশ্রী জায়গা বাবা! এখানে তোমরা কি করতে আস রমা!

আমি কোন উত্তর খুঁজে পাইনে।

মালিনী বৌদি?

কি ঠাকুরপো!

কিছু পেয়েছেন আপনি?

এতো অন্তরের ব্যাপার। বাইরে কি করে প্রকাশ করব?

চারিদিকে নদীর মধ্যে নৌকার যেসব অবাক কাণ্ডগুলো ঘটে যাচ্ছে- সেটা?

এর উত্তর আমার কাছে নেই ঠাকুরপো!

যদি আপনি আপনার অজান্তেই এমন দৃশ্যে জড়িয়ে পড়েন, তাতে আনন্দ পাবেন?

মালিনী বৌদি আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। লজ্জা পেয়ে গেছেন। মুখে বললেন- ছি! অসভ্য!

সীতারাণী? তোমার ইতিহাস নারী জাতিকে উচ্চে স্থান দিয়ে রেখেছে- বল তোমার প্রতিক্রিয়া কি?

দাদার সব সময় তামাশা!

এতেই তো জীবনের আনন্দ। নইলে তোমাদের মত মেয়েরা কুঁড়িতেই বুড়ী হয়ে গঙ্গাজলে ভেসে বেড়াতে। অলকা সুন্দরী কি বলতে চাও?

দাদা, আমার হৃদয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

আমি একটু গম্ভীর মুখে বললাম- মাঝি, নৌকার দাড় জোরে বেয়ে যাও। রমা জানতে চাইলো কেন দাদা?

www.pathagar.com

ঝড় উঠেছে, নৌকা ডুবে যেতে পারে।

বিশখালি নদীর বুকে নৌকার ছই এর মধ্যে একপাল যুবক যুবতী হাসির তুফান বইয়ে দিলো। সেই হাসির ঝলক নদীর ঢেউ এর সাথে মিশে নাচতে নাচতে কূল পানে ছুটে চললো।

তোমার নতুন বৌ আজ বোবা হয়ে গেল কেন রমা?

আমিও তাই ভাবছি!

সবাই একে অপরের মুখের দিকে দেখাদেখি করতে লাগলো। তারা নতুন বৌকে খুঁজছে।

এ পর্যন্ত বন্ধুর সাথে একটি কথাও হয়নি। আমি বললাম- বন্ধু, এমন জায়গায় না এলেই বোধ হয় ভাল হত। তোমার তো জানা ছিল এখানে কেন মেয়ে ছেলেরা আসে। আগে যদি আমাকে বলতে তাহলে আমি আসতামই না। লজ্জা আর ঘৃণায় আমি হাফিয়ে উঠেছি। বাসায় যেয়ে স্নান করে কাপড় না ছাড়তে পারলে মনটা হালকা হবে না। তবু ভাল আমাদের কারও গায়ে কালির দাগ লাগেনি, কি বল বন্ধু!

শরীরের দাগ মুছে ফেলা যায় মনের দাগ মুছা যায় না, বড্ড কষ্ট দেয়।

তুমি যা বলেছ তা সত্য। আমি যত ডানা মেলছি ততোই দেখছি স্রষ্টার সৃষ্টির সুন্দর জিনিষগুলোকে কিভাবে তাপ দিয়ে শুকিয়ে শেষ করে দিচ্ছে। আলো বাতাস দিয়ে সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলে চতুর্দিকে আলোর বন্যা বইয়ে দিতে সমাজপতিরা চাননা। পবিত্রতা লোপ পেয়ে যাচ্ছে, অপবিত্রতার ছয়লাব হয়ে যাচ্ছে। এর কি কোন সত্যি সমাধান নেই!

তামার মত মানুষেরা এই অনাচার সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেই আমরা নিজের মত করে বাঁচতে পারবো। বললেন মালিনী বৌদি।

আমরা বিদ্রোহ করলে সেটা হয় বেমানান। কিন্তু তোমাদের সমাজের যুবকেরা তাদের বোনেদের স্বাধীনভাবে ঘর করবার পথ তৈরী করে না কেন?

যত রহস্য সবতো এর মধ্যেই বাঁধা। এ রহস্যের স্বরূপ ওরা উন্মোচন করবে না। দেবতারাই যখন গণিক নিয়ে লীলা করে তখন কি শিক্ষা দেয় সাধুরা! নাদির শাহ যেমন দুর্বল অপদার্থ মানুষের তলোয়ারের আঘাতে নিঃশেষ করে অট্টহাস্য করে বলেছিলেন, মানুষ রূপে মেষের দলগুলোকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি!

www.pathagar.com

এমনভাবে এই ধর্মান্ধ কাম ব্যবসায়ীদের নারী নিয়ে উল্লাস সৃষ্টি করা চিরতরে মিটিয়ে দিতে হবে। এ আদর্শ তো তোমাদের হাতেই রয়েছে ঠাকুরপো! তোমরা কেন সেটা ভুলে গেলে? তোমাদের বিরুদ্ধেই একদিন এই অভিযোগ দাঁড় করাতে আমরা বাধ্য হব। বল কি উত্তর দেবে ঠাকুরপো?

মালিনী বৌদি শিক্ষিতা মেয়ে। তার প্রতিটি কথা অকাট্য। কোন উত্তর দিতে পারলাম না নিরবে বসে রইলাম।

এর উত্তর তোমরা দিতে পারবে না ঠাকুরপো! এই যে দিনের পর দিন রমাদির ব্যথা ঝড়াচ্ছ, মালতীর অব্যক্ত বেদনা অনুভব করছ, সীতা অলকার ভবিষ্যত তোমার হৃদয়কে তোলপাড় করে তুলছে, ঐযে মনোরমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস বুকে নিয়ে এলে, এর কি কোন প্রতিকার নেই? ছোটকালে ঠাকুর মার কাছে কত রাজকুমারের গল্প শুনেছি। এমন রাজকুমার পাওয়ার জন্য আমাকে অনেক কিছু করতে বাধ্য করেছে। ভগবান শীবের কাছে কেঁদেছি ভাল বরের জন্যে, ঐ পাষাণ লিঙ্গ চুম্বন করেছি অক্ষত লিঙ্গ একজন পুরুষকে পাওয়ার জন্য। দেব দেবীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে অঝোরে কেঁদেছি। ঠাকুর মার কঠোর শাসনের মধ্যে থেকে আমি এক প্রকার নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দেবতার হাতে সমর্পণ করে দিয়েছিলাম। আমাকে স্কুলে যেতে দিতেন না, কিন্তু এই বাধাটুকু মানিনি। বাবা আমার কথা রাখলেন। তার জন্যে ঠাকুর মার সাথে বাবার মাঝে মাঝে প্রবল বিরোধ বাঁধতো। মা কিছু বলতেন না। ঠাকুর মা মারা না গেলে আমার আই,এ পর্যন্ত পড়া কল্পনায় থেকে যেত। বি,এ পড়তে চেয়েছিলাম, বাবা এবার আর রাজী হলেন না। তবে ধর্মকে আমি কোন গোঁড়ামী মনে করিনি। সবকিছু আমি ভক্তি গদগদ চিত্তে পালন করতাম। বাবার এক বন্ধুর ছেলের সাথে বসলাম বিয়ের পিঁড়িতে। তাকে আমি ইতোপূর্বে কোন দিন দেখিনি। তার কোন ধারণাই আমি পেলাম না। তবু তার সাথে জোড়া বেঁধে দিল। সেই বাঁধন নিয়েই আমি ঘর বাঁধতে এলাম। আমার আকাঙ্খিত রাজ কুমারের জন্য দীর্ঘদিন ধরে যে মধুর ভাণ্ডার আমি সঞ্চয় করে রাখলাম সব তাকে দিলাম উজাড় করে। সে আকণ্ঠ পান করতে লাগলো। একদিন বুঝলাম সে আমার প্রেম দীর্ঘ সঞ্চিত প্রেম সুধায় তৃপ্তি পাচ্ছে না। সেটা কিসের অভাব আমার সাথে না বলে বাইরে খুঁজে ফেরে। রাতে যখন বাড়ী আসে তখন পায়ে ধরে কেঁদে কেটে জানতে চাই, আমার কাছে তুমি কোন্ জিনিষটা খুঁজে পাচ্ছ না! আমতা আমতা করে উত্তর এড়িয়ে যায়। কত স্বপ্ন নিয়ে আমি স্বামী দেবতার পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে নতুন ঘরে এলাম, দেখলাম, ফুল বেলপাতা দুর্বা আমার শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে, দেবতার সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ

www.pathagar.com

নেই। বল ঠাকুরপো- আমি কিসের অপরাধী? যুগে যুগে শত কোটি নারী এমন অপরাধের যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে যাবে?

দেখলাম মালিনী বৌদি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কারও মুখে কোন কথা নেই। শান্ত নীরবতায় সবার অন্তর ছুঁয়ে গেছে। বন্ধু এতো কথা বলে, আজ যেন সেও বোবা হয়ে গেছে।

বাসায় যখন পৌঁছলাম তখন রাত এগারটা। মালিনী বৌদি, সীতা আর অলকাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে তারপর আমরা বাসায় এলাম। রমাকে বললাম, এতো রাতে আর রান্না বান্নার দরকার নেই, সবাই ঘুমিয়ে পড়ো।

দাদা তুমি বলছো কি! দুপুরে খাওয়া হয়নি আবার এখনও না খেয়ে থাকতে হবে! না খেয়ে থাকলে তোমার শরীর খারাপ করবে না!

তোমার করবে না?

আমরা মেয়ে লোক আমাদের অভ্যাস করতে হয়।

আমিও না হয় একটু আধটু অভ্যাস করি।

তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাইনে, বলে রমা আর মালতী রান্না ঘরে চলে গেল। আমি কলঘরে যেয়ে স্নান করে নিলাম। ঘরে এসে মনে করলাম যতটুকু সময় পাই লেখা নিয়ে বসি। কয়েক লাইন লিখে মালিনী বৌদির শান্ত সুশ্রী মুখখানা আমার সামনে ভেসে উঠলো। তার কথাগুলো মনের ভিতর প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করলো। আমি এতোদিন জানতাম এ পাড়ার মধ্যে মালিনী বৌদিই সুখে শান্তিতে স্বামীর ঘর করছেন। ইতোপূর্বে তার সাথে কত গল্প করেছি, কোন দিন তার মুখ এতটুকু ম্লান হতে দেখিনি। তার স্বামীর মুদী দোকান আছে। অবস্থা খুব ভাল। একটি মাত্র ছেলে। পাঁচ বছর বয়স। তার স্বামী নবীন ব্যানার্জি সামান্য লেখাপড়া জানে। পৈতৃক ব্যবসা। বাবা মা নেই। সংসারে এক বিধবা খুড়ী আর এক বোন। বোন বিজয়ার বিয়ে হয়ে গেছে সে শ্বশুরবাড়ী। নবীন বাবুর অল্প মাত্রায় মদ খাওয়া অভ্যাস। সদরে যখন মালামাল আনতে যান তখন একটু বেপথটা মাড়িয়ে আসেন। প্রথমে ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে যেতেন এখন আর লুকান না, প্রকাশ্যেই যান। লোকে বুঝুক নবীন বাবুর পয়সা আছে। এমন অল্প শিক্ষিত ভদ্রলোকের সাথে মালিনী দেবীর মত শিক্ষিতা সুন্দরীর যে কি করে বিয়ে হয়েছিল তা ভাবতে অবাক লাগে। এমন অসম বিয়ে হয় কেন! পরে একদিন মালিনী বৌদির কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ছেলের বয়স পাঁচ বছর আর হল না কেন?

হওয়ার সুযোগ দেইনি।

www.pathagar.com

কেন?

যেদিন শুনলাম ও কুপথে পা দিয়েছে সেদিনই আমি বিছানা পৃথক করেছি। বার নারী ঘেটে এসে তার অপবিত্র দেহ নিয়েই সে থাক আমি কেন আমার পবিত্র জীবনটা অপবিত্র করতে যাব। তার সব সেবা আমি করে যাব কেবল আমাকে স্পর্শ করতে দেব না। ছেলেটাকে যাতে মানুষের মত মানুষ করে গড়তে পারি এই ব্রত নিয়েই সংসারের বোঝা বয়ে যাব। মাঝে মাঝে মনে হয় বিয়ে না করে একা থাকলেই ভাল হত। পরক্ষণেই ভুল ভেঙ্গে যায়। অক্টোপাস চতুর্দিকে হাত ছড়িয়ে পড়ে আছে। আমাকে কোন দিন একা থাকতে দিত না। ছিঁড়ে খুঁড়ে নিষ্পেষিত করে ফেলত। একটা সামাজিক বন্ধনের মধ্যে আছি, এই ভাল। এর ভিতরেই আমি স্বাধীন থাকতে পারব।

ব্যানার্জি বাবু যদি কোন দিন আপনার উপর রাগ করে রক্ষিতা এনে ঘরে তোলেন?

রক্ষিতা সে রাখতে পারে কিন্তু বাড়ী তুলতে পারবে না, এ ধর্মটা এরা মেনে চলে।

আপনাকেই যদি একদিন বলে বসে আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। এখানে তোমার কোন স্থান নেই!

ও যদি কোন দিন নিজের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে বলে তাহলে ছেলের হাত ধরে তখনই চলে যাব।

কোথায় যাবেন?

তোমার কাছে।

বুঝলাম না?

আশ্রয় তো একটা দরকার। শুধু সেই দাবীটা তোমার কাছে রাখবো। লেখাপড়া তো কিছু জানি। দাসীগিরী করে খেতে হবে না। একটা চাকুরী বাকুরী করেই খাব। আজকাল তো মেয়েদের চাকুরীর কোন অভাব নেই।

অন্ততঃ আপনার মত মনবল শিক্ষিতা মেয়েদের যদি থাকত তাহলে আপনাদের জাতির অবিচার দূর করতে বিচারক লাগতো না।

তুমি একটা খাঁটি সত্য কথা বলেছ ঠাকুরপো-!

খাওয়া দাওয়া করে শুতে গভীর রাত হয়ে গেল। শুয়ে পড়তেই ঘুম এসে গেল। এক সময় কার চাপা কাঁন্নার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বসলাম। অনুভব করলাম নীচের বিছানায় রমা মনে হয় কাঁদছে। খাট থেকে নেমে এলাম। রমাকে ডাকলাম। রমা তুমি কাঁদছো?

www.pathagar.com

রমা উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেললো। সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেই বুঝলাম রমা থর থর করে কাঁপছে।

কি হয়েছে রমা?

আমার ভীষণ ভয় করছে দাদা।

মালতীকে ডেকে উঠালাম। ওকে বললাম আলোটা ধরাতে। মালতী হ্যারিকেনটা ধরিয়ে কাছে নিয়ে এলো।

ভয় পাবে কেন?

আমি ঘুমিয়ে পড়ে দেখছি, একটা অদ্ভুত হিংস্র মানুষ বড় বড় নখ ওয়ালা হাত। আমার দিকে এগিয়ে এসে দু'হাতে গলা টিপে ধরলো। আমি চিৎকার করতে চাইলাম পারলাম না। আমার গলার মধ্যে নখ বসিয়ে দিয়েছে। যন্ত্রণায় আমি ছটফট করতে লাগলাম। কাঁদতেও পারছিলাম না। দেখতো দাদা আমার গলাটা ছিড়ে দিয়েছে।

না দেয়নি। ছিড়বে কেন?

তবে এতো জ্বালা করছে কেন!

স্বপ্নে এমন অনুভূত হয়। ও কিছু নয়, তুমি কেঁদ না।

রমাকে আমার খাটের উপর শুইয়ে দিলাম তখনও কাঁপছে।

আমি ওর মাথার কাছে বসে বললাম, তুমি ঘুমাও রমা।

আর ঘুম হবে না দাদা। আমার গলার মধ্যে বুকের মধ্যে, ভীষণ যন্ত্রণা করছে।

তুমি কিচ্ছু ভেবনা, ওসব ভাল হয়ে যাবে। কাল মালতীর সাথে তোমাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেব।

তুমি যাবে না দাদা?

আমি অন্য একদিন যেয়ে না হয় তোমাকে দেখে আসব।

তা হবে না, তোমারও যেতে হবে।

আচ্ছা দেখা যাবে।

সকাল হয়ে গেছে। বাকী রাতটুকু কেউ ঘুমাতে পারেনি। বসে কেঁটে গেল। রমাকে তুলে বসিয়ে দিলাম। বললাম- স্নান সেরে এখানে এসে শুয়ে থাক। রান্নাঘরে তোমাকে যেতে হবে না। মালতী সেটা দেখবে। আমি বাহির দিক থেকে একটু ঘুরে আসছি। আমি বেশ কিছুক্ষণ হাটাহাটি করে বাথরুম থেকে এসে স্নান সেরে নিলাম। রমা ততোক্ষণে স্নান সেরে এসে তার দীর্ঘ চুলের পানি ঝাড়ছে। আমি ভিজা কাপড় পাল্টিয়ে চেয়ারে যেয়ে

www.pathagar.com

বসলাম। রমা সেলোয়ার কামিজ পরে চুল আচড়িয়ে ফুটন্ত গোলাপের মত আমার পাশের চেয়ারে এসে বসে পড়লো। রমার কাঁধে একখানা হাত রেখে বললাম- বলত রমা! যে অদ্ভুত লোকটিকে তুমি দেখলে তার সাথে ধীরেন দার কোন মিল আছে কিনা?

ইস্! ভাই যেন কি। আমি কি তার মুখের দিকে তাকাতে পেরেছি!

তবু-।

বলতে পারব না।

কোন না কোন অংশ তো দেখেছো?

দেখেছি।

কোনদিক দিয়ে সামান্য মিলওতো থাকতে পারে।

তুমি অমন কথা জিজ্ঞেস করছো কেন দাদা?

কেন করছি সব জানতে পারবে। কিভাবে যে তুমি মুক্তির স্বাদ পাবে তা দেখার দায়িত্ব তোমার দাদার নয় কি?

তাই।

তবে বল কিছুটা মিল কোথাও দেখেছ কিনা?

থাকতে পারে।

তাহলে আমি এতোদিন যে অনুমান করে এসছিলাম সেটা সত্য।

কি সেটা।

তোমার শোবার ঘরে যে বালিশে মাথা দিয়ে তুমি শুয়ে থাকতে ওর ওয়াড়ের মধ্যে একটা ভাজ করা কাগজ আছে সেটা এনে পড়ে দেখ।

আমি ও ঘরে যাব না।

মালতীকে নিয়ে আসতে বলে দাও।

মালতী বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে থেকে এক টুকরা কাগজ বের করে এনে রমার হাতে দিয়ে রান্না ঘরে চলে গেল। রমা কাগজের ভাজ খুলে পড়লো। তোমাদের বাসর হয় নাই।

তুমি কি করে জানলে দাদা?

এটা সত্য কি না আগে বল!

তোমার কাছে আমি কিছুই লুকাইনি। এটা লুকিয়ে রেখেছিলাম তাও কিভাবে জেনে আবার লিখে রেখ দিয়েছ আমারই মাথার বালিশের মধ্যে। তুমি কি সব জান দাদা?

www.pathagar.com

এবার তুমি বাকীটুকু বল কেন হয়নি?

সেই রাতে মেয়েরা সব ধরাধরি করে আমাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল। আমি তখন আস্তে আস্তে খাটের দিকে যাচ্ছি, দেখি টেবিলের উপর মদের বোতল, তার হাতে গ্লাস। সে মদ খাচ্ছে আর আমার দিকে চেয়ে যেন অভিনয় করছে এসো সুন্দরী এক গ্লাস খাবে! সে ঢক্ ঢক্ করে দু'গ্লাস খেয়ে ফেললো। হঠাৎ করে আমার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। আমি রাগে ক্ষোভে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলাম। সে আমাকে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে এলো। আমি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললাম, আর এক পাও বাড়াবে না। সে টলতে টলতে আরও কাছে এসে আমার কাঁধে একখানা হাত রাখবার সাথে সাথে সর্বশক্তি দিয়ে ভীষণ জোরে এক চড় কষে দিলাম তার বাম চোয়ালে। আমার চড় খেয়ে মাতালটা ছিটকে পড়ে গেল পাকা মেঝের উপর। সেভাবেই তার রাত কাটলো, আর আমি দরজার কাছে দাড়িয়ে সেই মাতালের দিকে দৃষ্টি রেখেই রাত শেষ করলাম। পাশের ঘরে মালতী ছিল। ওকে ডাকলাম। ও উঠে এলে স্নান করে কাপড় বদলিয়ে সেই ঘরে যেয়ে খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে থাকলাম। বাড়ীতে অনেক আত্মীয় মেয়ে পুরুষ ছিল, কেউ এ খবর জানলো না। সেদিন সকালেই ছুটি নেই, দোহাই দিয়ে ও কলকাতায় চলে গেল। সেই থেকে তিন বছর পার হল। যে কথা কেউ জানে না, তুমি কি করে জানলে দাদা?

তোমার বাবার সাথে যেদিন প্রথম এসেছিলাম, সেদিন রাতেই আমার ধারণায় এটা এসেছিল। তোমার কথাবার্তা চাল চলন দেখে। না বলে একদিন সুযোগ মত ঐ কাগজের টুকরাটাতে লিখে তোমার বালিশের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। এই বন্দীদশা থেকে তুমি কি মুক্তি চাও?

কে বন্দি হয়ে থাকতে চায়। সবাই মুক্তি চায়। কেবল মা বাবার মুখের দিকে চেয়ে মনের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছি। তবু ভাল। তাদের মনে দুঃখ দিতে পারবো না দাদা!

দুঃখ তোমাকে দিতে হবে না। দুঃখের দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাঁরা যদি দুঃখ না পান, আর তুমি যদি মুক্তি পাও তাহলে কি করবে?

মুক্তি আগে আসুক, তারপর ভেবে নেব কি করব। তোমার দু'খানি হাত ধরে জানতে চাই- আমি মুক্তি পেলে তুমি পালাবে নাতো?

কেমন মুক্তি তুমি চাও?

তাতো জানিনা।

www.pathagar.com

আচ্ছা, ধীরেন বাবু যদি এসে যান তাহলে তো সব গোল মিটে যায়।

না।

কেন?

যাকে বিয়ের প্রথম রাত্রিতে পেলাম না তার সাথে আমার কিসের সম্পর্ক!

যদি সে ভুল বুঝতে পেরে কুপথ ত্যাগ করে তোমার কাছে আশ্রয় নেয় তুমি কি ফেলতে পারবে তাকে?

তার পাশে শয্যা গ্রহণ করা আমার কোন দিনও সম্ভব নয়।

সম্ভব নয় কেন?

সে আমাকে কি দিবে? দেবার মত তার কিছুই নেই। যেটা আছে সেটা নরকের কীট। ওটা কোন সতী নারীর কাম্য নয়।

তাহলে তুমি এখানে কোন্ অধিকারে বাস করছো?

আমার কোন অধিকার নেই সত্য কিন্তু আমি অসহায়। বৃদ্ধ বাবা মার মনে দুঃখ দিতে চাইনা, তাই পড়ে আছি। সে তো তুমি সব বোঝ। আমি শাখা সিঁদুর ত্যাগ করেছি, শাড়ীও ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন থেকে তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো কিন্তু তুমি আমার এমন পথ দেখাতে পারনি যে পথে আমার শান্তি আসবে। তবে আমার বিশ্বাস, দাদা আমার শান্তির পথে তুলে না দিয়ে সরে পড়বে না।

মায়ের কাছে যাবে?

তুমি নিয়ে গেলে যাব।

ভাল করে চিন্তা করে দেখ, আমার যতটা মনে হচ্ছে এই বাড়ী থেকে একবার বেরুলে আর হয়তো এখানে তোমার কোন দিন আসবার পথ থাকবে না।

আমিও তাই চাই দাদা!

যে ফুল কোন দিন ফুটেনি তাকে তো আর ফুটতে দেওয়া হল না।

বুঝতে পারলাম না।

তোমার এই জীবনের মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে- সাদা কাপড়, একাদশী পূজা, পার্বন মালাজপ- এক নতুন জগতে তোমাকে প্রবেশ করতে হচ্ছে।

তোমার দু'টি পায়ে ধরি দাদা, ওকথা বলে তুমি কোন দিন আমাকে বলে ব্যথা দিওনা।

www.pathagar.com

কিন্তু তোমার জাতি, সমাজ ছাড়বে কেন?

ওদের ঐ হিংস্র থাবা থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই দাদা!

তুমি বাবা মার মনে দুঃখ দিতে চাওনা, এটাও তো একটা বাধা। আমি তো শত বাঁধা ছিন্ন করে তোমাকে মুক্ত করতে পারিনা। রমার মন প্রচণ্ড হতাশায় ছেয়ে গেল। করুণ নয়নে আমার দিকে চেয়ে আছে সে। দু'চোখ দিয়ে শ্রাবণের ধারার মত অশ্রু ঝরছে। আমি তার চোখ মুছে দিয়ে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললাম- তুমি কেঁদে না রমা! চল তোমাকে মায়ের কাছে রেখে আসি। তারপর দীর্ঘ সময় ভেব দেখ তুমি কি চাও। তোমার পথ তোমাকেই বেছে নিতে হবে। যে পথে তুমি নেমে যাবে সেই পথের মাথায় দাড়াতে যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে আমি হয়তো সেটুকুই করতে পারি।

তাই কর দাদা, তাহলে আমি হয়তো বাঁচতে পারব।

তবে উঠে পড়, আর দেরী নয় এখনই বেরিয়ে পড়ি।

মালতী কখন এসে দরজার পাশে দাড়িয়ে সব শুনছিল তা আমরা জানিনা। এবার সে ঘরে ঢুকে কেঁদে ফেললো। বললো- দিদির কি হবে দাদা?

কিছুই হবে না, যা হবার তা তিন বছর আগেই হয়ে গেছে। তুমি কেঁদনা মালতী। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। এই বাড়ীতে আমার আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছা নেই।

যাবার সময় পিষিমার কাছে গেলাম। তাঁর চিরাচরিত আশীর্বাদের বোঝা মাথায় তুলে রমা ও মালতীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রমার ব্যাগটা সতীশের মাথায় চাপিয়ে দিলাম। সামনে মালিনী বৌদির বাড়ী। রমাকে বললাম- চল, দেখা করে যাই। আমাদের সাড়া পেয়ে বৌদি রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমি বললাম, বৌদি চলে যাচ্ছি। বৌদি চারিদিকে চেয়ে একবার দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে বললো- যেদিন দেখলাম রমার হাতে শাখা নেই, কপালে সিঁদুর নেই, সেদিন বুঝেছি ওর যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমার তো একটা সান্ত্বনা আছে ও বেচারীর কিছুই নেই। দুঃখ হয় ওর জন্য। ওর কোন সঠিক পথ না দেখিয়ে তুমি যেন সরে পড় না ঠাকুরপো।

আপনি তো জানেন বৌদি, আপনাদের থেকে কত দূরত্বে আমার অবস্থান! কাউকে হাসতে দেখলে আমি আনন্দ পাই। কেউ যদি অযথা দুঃখের সাগরে ভাসতে থাকে আর কেঁদে কেঁদে কষ্ট পায় তা দেখে আমি সইতে পারি না বৌদি! সেই দুঃখিনী আর আমার মাঝে তখন যে সীমানার দেওয়ালই থাকুক আমি তা ভাঙ্গতে চেষ্টা

www.pathagar.com

করি। কিন্তু এই পথ বড় কঠিন, বড় দুর্গম। শত বাঁধা বিঘ্ন আসে এই পথে চলতে। তবু আমি সেই পথেই চলি। বিধাতা যেন আমাকে সেই পথেই চলতে পাঠিয়েছেন। তাই আমি সেই পথে চলতে ভয় পাই না! আপনি আশীর্বাদ করুন বৌদি! আপনার আশীর্বাদই আমার বড় কাম্য।

এই হতভাগিনী বৌদির কথা যেন ভুলে যেওনা ঠাকুরপো!

আপনার কাছ থেকে আমি অনেক জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছি বৌদি। কোন দিন আপনাকে আমি ভুলতে পারব না। যদি কোন দিন আমার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সেদিন আমাকে স্মরণ করলে আমি যেখানেই থাকি না কেন আপনাকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবো।

আমাদের কথার মাঝে কখন সীতা এসে ঢুকেছে জানিনা। পিছে ফিরে দেখি সে আমাদের পাশেই দাড়িয়ে। তার দু'চোখে পানি টলমল করছে।

একী সীতা দেবী! তোমার চোখে জল কেন? তুমিতো স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা তৈরী করেই বসে আছ। যুগে যুগে আসবে আর সহস্র ললনার বুকের ব্যথা নিয়ে অন্তর্ধান হয়ে যাবে। তুমিই তো অসহায় নারী জাতির সান্ত্বনা। তোমার চোখে তো জল আসতে পারে না!

আশে পাশে এই সব পরিস্থিতি দেখে ওরা ভয় পাচ্ছে ঠাকুরপো!

ভয় পাওয়ার কিছু নেই বৌদি! সমস্যা যেমন আছে তার সমাধানও তেমন আছে। তা না হলে পৃথিবী এতোদিন লয় হয়ে যেত না! বৌদি আমার হাত ধরে তার ঘরে বসতে দিলো। বললো- একটা চা করে দিই ঠাকুরপো, খেয়ে যাবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসতে হল। রমা বাইরে তার এতোদিনের সাথীদের সাথে নানা হাস্য কৌতুকে সময় কাটাচ্ছে। বৌদি চা নিয়ে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রমাকে নিয়ে কি করব বৌদি?

ধীরেন বাবু আসবে না?

না।

কেন?

তার সাথে রমার কোন সম্পর্ক আছে কিনা আমার সন্দেহ আছে।

তোমার কেমন কথা ঠাকুরপো!

আমার অনুমান খুব একটা মিথ্যা হয় না বৌদি!

ভগবান সাক্ষী বিয়ে, তাতে সন্দেহের কি আছে?

www.pathagar.com

ঐ পর্যন্ত। তারপর কিছুই নেই।

আমি যে নিজেই ওকে বাসর ঘরে রেখে এসেছিলাম!

সেটা ছিল একটা ছলনা মাত্র!

তা হবে কেন! আমি নিজেকেও অবিশ্বাস করব?

আসল ঘটনা জানতে পারলে তাই করবেন।

বল, সেদিন কি হয়েছিল?

সেই রাতের ঘটনা আমি যেটা রমার কাছ থেকে শুনেছিলাম সবটাই বৌদিকে খুলে বললাম। আমার কথা শুনে বৌদি যেন আকাশ থেকে পড়লেন, ভয়ে শিহরে উঠে বললেন- এসব কি কথা শুনালে তুমি ঠাকুরপো!

এটাই বাস্তব।

আমি হলে তো সে রাতেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বাবা মায়ের কাছে চলে যেতাম।

পরদিন সকালে গ্রামের মানুষ আপনার বাবা মাকে গাছে ঝুলে থাকতে দেখত! এমন অনুভূতি তখন তার ছিল তাই সে যায়নি।

তবে এই তিন বছর সে মাতালের ঘর আগলিয়ে বসে থাকলো কেন?

সব ব্যথা সে নিজেই ভোগ করতে চেয়েছে, কাউকে অংশীদার করতে চায়নি। বাবা মাকে সে অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা করে এই হল তার দুর্বলতা।

উঃ! তাহলে সব মিথ্যা!

এমন মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়ে কত নারী বুকের জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হতে হতে শেষ হয়ে যাচ্ছে তা অনুভব করা যায় না, বৌদি?

সে আমি জানি ঠাকুরপো, তোমার বুঝবার কথা নয় কিন্তু তুমিও বুঝে গেছ। তোমার জন্যে আজ আমার খুব ভয় হচ্ছে ঠাকুরপো! তোমার মূল্যবান জীবনটা বিফলে নষ্ট হতে দিওনা যেন। তুমি খুব সাবধানে পথ চল। তোমার পা পিছলে যাওয়ার অনেক সম্ভবনা আছে।

বৌদির সাথে বোঝাপড়া হল। সামনে বিপদের আভাস পেলে আমরা পরস্পরে পরামর্শ করে পথ চলব। দু'খানা রিকশা নিয়ে শহর অতিক্রম করে হাটা পথে নেমে পড়লাম। এদেশের অধিকাংশ রাস্তা পায়ে চলার জন্যে। গাড়ী রিকশা চলতে পারে না সেই পথ দিয়ে। সতীশের মাথায় রমার ব্যাগটা চাপিয়ে দিয়ে আমরা হাটতে শুরু করলাম। রমা তার বাবা মার দেওয়া কাপড়

www.pathagar.com

চোপড় গহনা পত্র ছাড়া আর কিছুই আনেনি।

রমা, আমি আজ বড় লজ্জা পাচ্ছি।

কেন?

যেখানে একদিনও আমার কাটানো উচিৎ ছিল না সেখানে কয়েক মাস কাটিয়ে এলাম।

সে অপরাধ তো তোমার নয়, আমার।

তোমার জন্যে কারণ ছিল আমার জন্যে নয়।

যেটা পেছনে ফেলে এসেছি সেটা এখন ভেবে কোন লাভ নেই।

মনকে তো প্রবোধ দিতে পারছি না।

আমাকে খুব করে গাল দাও, তাহলে আরাম বোধ করবে।

তবে আমি পিছনে ফিরে যাই।

কেন?

আমি তো তোমাকে গাল দিতে পারব না।

তাহলে মায়ের বাড়ী যেয়ে ঘরের মধ্যে ফেলে দরজা দিয়ে আচ্ছা করে মার দিও। হবে তো?

তাও পারব না।

তবে তোমার যেটা খুশী সেটা কর কিন্তু চলে যেতে দেব না।

তুমি তো আমাকে ধরে রাখতে পারবে না রমা?

কেন পারব না!

তোমার মা যখন তোমার এই বেশ দেখবেন তখন আমার উপরেই ক্ষেপে যাবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই।

রমা হেসে ফেললো। বললো- সেকথা মনে করে তুমি ভয় পাচ্ছ?

বলতে পার।

তাহলে নির্ভয়ে চল।

মা যখন তোমার কথা আমার কাছে জিজ্ঞেস করবেন তখন আমি কি উত্তর দেব?

মায়ের প্রশ্নের উত্তর আমিই দেব, তোমাকে দিতে হবে না।

ইতোমধ্যে আমরা রমার বাবার বাড়ীর আঙিনায় পৌছে গেছি। কাকীমার সাথেই প্রথম সাক্ষাত। তিনি আমাদের দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন কিন্তু পরক্ষণে মেয়ের দিকে চেয়ে আতংকে শিহরে উঠলেন। ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, ওমা তোর এমন অবস্থা কেন?

www.pathagar.com

রমা হেসে ফেললো। বললো- তুমি অমন করছ কেন মা! আমি তো ভালই আছি।

রমা ঘরের ভিতর চলে গেল। কাকীমা আর কোন কথা বললেন না।

মুখে তাঁর আষাঢ়ের মেঘের কালো ছায়া পড়লো যেন। অমন সুন্দর উজ্জ্বল মুখখানি মলিন হয়ে গেল। শরীরের শক্তি যেন সব হারিয়ে ফেললেন। অতি কষ্টে বারান্দার খাটের উপর আমার বিছানা করে দিলেন। আমি সেখানে যেয়ে বসলাম। তিনিও এক সময় আমার পাশে বসে পড়লেন। চোখে তার জল, কণ্ঠে করুণ মিনতি- কি হলো বাবা?

কি হবে কাকীমা! কিছুই তো হয়নি।

মেয়ের এ অবস্থা কেন বাবা?

মেয়ের কাছে শুনুন।

তুমিই বল না বাবা, তোমার কাছ থেকে শুনি?

আমার কাছ থেকে শুনতে হলে আমি কেবল এতটুকুই বলতে পারি, রমার প্রতি আপনারা অবিচার করেছেন।

কাকীমা কি বলতে যাচ্ছিলেন। রমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললো- দাদাকে বিরক্ত করনা মা! তোমার যা শুনতে ইচ্ছা করে আমার কাছেই শুনে নিও।

কাকীমা উঠে চলে গেলেন। হঠাৎ যেন নিরাশার কালো ছায়া এই বাড়ীটাকে স্তব্ধ করে দিয়ে গেল। প্রতিবেশী মেয়েরা এলো। রমাকে দেখে চলে গেল। ভাষাহীন বোবা চেহারার মানুষগুলোকে দেখে আমার অন্তর বেদনায় ভরে গেল। এতোক্ষণ এই বাড়ীতে আনন্দের বন্যা বয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে নিরানন্দের কালো ছায়ায় গ্রাস করে ফেললো। নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হল। মানুষকে হাসানো যার ব্রত সে কেন আজ বোবা! নিয়তির একী করুণ চিত্র লেখা! অকল্পনীয় দুঃসহ সময় কেটে যাচ্ছিল। এক সময় রমা আমার হাত ধরে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে আস্তে করে বললো- ছোটদা মার কাছে লিখেছে, ঐ আলমারীর মধ্যে পেলাম। তাড়াতাড়ি পড়ে ফেল, মা জানতে পারলে দুঃখ করবেন।

মনে মনে বললাম রমা তুমি হাসালে আমায়। তোমার মায়ের মনে দুঃখ ধারণ করবার স্থান আর খালি নেই। তোমাকে দেখার সংগে সংগে সেটা পূরণ হয়ে গেছে। চিঠিতে রমার ছোটদা লিখেছে তার আসল কথাটায় কেবল পড়লাম- "মা দুঃখ নিও না। অনেক চেষ্টা

www.pathagar.com

করেও তাকে ফেরাতে পারলাম না। রমার জীবনটা আমিই নষ্ট করে দিলাম। তুমি তাকে সান্ত্বনা দিও।" আমি আর পড়লাম না। চিঠিখানি ভাঁজ করে রমার হাতে দিলাম। রমা পোষাক পাল্টিয়ে একখানা শাড়ী পরে বাইরের দিকে চলে গেল। আমি বারান্দায় খাটের উপর শুয়ে পড়লাম। আমার মনের মধ্যে যে অজানা আশংকা পীড়া দিচ্ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেল। তাহলে রমার ব্যাপারে কেউ আমাকে দুষতে পারবে না।

কাকা বাবু কোথাও গিয়েছিলেন এলেন সন্ধ্যার পর। আমাকে দেখে খুশী হলেন। রমার ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। আমি আশ্বস্ত হলাম। কাকীমা কিন্তু মন খুলে কথা বলছিলেন না এটা লক্ষ্য করলাম। নিশ্চয় কাকীমা তার নিজের ভুল বুঝতে পারবেন। আমার খাওয়ার ব্যবস্থা রমা নিজের হাতে করলো, এটাই কি কাকীমার অসন্তুষ্টির কারণ! যাতে হয় হউক। আমি কেন ভাবতে যাব!

রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে অনেক রাত অবধি কাকা বাবু কাকীমা আর রমাকে নিয়ে গল্প করে কাটালাম। মালতী আসেনি। সে বাড়ী এসে ঘরে শুয়ে পড়েছে আর উঠেনি। অনেক ডাকাডাকি করেও কেউ তুলতে পারেনি। মনে হয় দিদির জীবনে ছায়াচিত্র দেখে সে তার ভবিষ্যত কি হবে তাই ভাবতে শুরু করেছে। রাতে ঘুমাতে পারলাম না। আমি যেন পড়ে গিয়েছি অকূল সাগরের মাঝখানে। কোন্ দিকে এর কূল তা খুঁজতে খুঁজতে রাত পোহায়ে গেল। সকালের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সেরে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুতি নিলাম কিন্তু যাওয়া হল না। কাকীমার অনুরোধ, কয়েক দিন না থেকে যেতে পারবে না। এটা তার আদেশের মত শুনালো। আজকে কাকীমাকে দেখলাম অন্য মানুষ। গত কালকের দেখা তাঁর সেই গাম্ভীর্যতা নেই। প্রশান্ত হাস্যোজ্জ্বল মুখ। এক সপ্তাহ হাসি আনন্দে কাটালাম। প্রতিবেশী কিংবা গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে যে একটা গুঞ্জনের আশংকা করছিলাম তার কোন সাড়া পেলাম না। প্রতিবেশী কয়েক ঘর কাকা বাবুর জ্ঞাতি ছাড়া আর যারা বাস করে তারা খুব গরীব। কাকা বাবুর বিরুদ্ধে কথা বলবার সাহস তারা রাখেনা।

চলে এলাম। আসবার সময় অঙ্গীকার করে আসতে হল মাঝে মাঝে এসে তাঁদের খোঁজ খবর নিয়ে যাব।

বন্ধুর বাড়ী গেলাম। মায়ের সাথে দেখা করে তাঁর পায়ের ধুলা নিলাম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করলেন। ধরা গলায় বললেন- এমন করে মেয়েকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে থাকতে হয় বাবা! খোকা তোমাকে খুঁজে হয়রান। সেলিনা তো

www.pathagar.com

খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। আমি সারাক্ষণ তোমার মঙ্গলের জন্যে দোয়া করছি।

আপনার দোয়াই আমার যাত্রা পথে আলো দিবে মা! যত বিপদ আপদ, বাধা বিপত্তিই আমার সামনে আসুক না কেন, আপনার দোয়াই হবে সেসব বাঁধা বিপত্তি দূর করবার শক্ত হাতিয়ার।

যাও বাবা বিশ্রাম কর, আমি খাওয়ার ব্যবস্থা করি। সেলিনা স্কুলে গেছে, খোকা বরিশাল যাওয়ার কথা বলছিল। হয়তো সেখানে যেতে পারে।

এই আর এক চিত্র! এ চিত্র বড় দুর্লভ।

অনেক পথ হেটে এসেছি। খুব ক্লান্ত অনুভব করছিলাম। বাথরুম থেকে এসে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর ঘুম আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। মা কয়েকবার ডেকে সাড়া পাননি বলে আর ঘুম ভাঙ্গাননি।

সেলিনা স্কুল থেকে এসে যখন ডেকে তুললো, তখন বিকেল পাঁচটা বাজে। অলসতা ভেঙ্গে উঠে বসলাম। নামছিনা বলে সেলিনা হাত ধরে টেনে খাটের নীচে নামিয়ে দিলো। হাত মুখ ধুয়ে সেই অবেলায় খেয়ে নিলাম। শরীরটা খুব ভারী মনে হচ্ছিল। সেটা হালকা করতে নদীর ধারে বেড়াতে বেরুলাম সেলিনাও পিছু নিলো। এই সময় আমি একটু একা থাকতে চাচ্ছিলাম তা হল না। সুন্দর হাওয়া বইছে। পাশের নদীর ঢেউ এসে কূলে লাগছে চড়াৎ চড়াৎ শব্দ করে। সূর্যাস্তের আর বেশী সময় বাকী নেই। এই মোহময় সময়টা বড় আরামদায়ক। নিজেকে হারিয়ে ফেলার এই সময়টা ভাবুকেরা নীরবেই কাটাতে চায়-। আমিও তাই চাইছিলাম। আমি যেন ধানে মগ্ন আছি। বিধাতার এই সৃষ্টির রাজ্যে কোন্ অজানা লোকের গহ্বর থেকে চেতনা হারানো সুর আমি যেন শুন্‌তে পাচ্ছিলাম। নদীর অপর পারে অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে আমি যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেললাম। এমন অপরূপ দৃশ্যের মধ্যে কিছু খুঁজে পাই কিনা তার ব্যর্থ চেষ্টা করছি, সেলিনা সেই দুর্মূল্য সময়টা নষ্ট করে দিলো।

ভাই?

কি।

অমন করে কি দেখছো?

প্রকৃতির রূপ দেখছি।

এসব দেখে তুমি আনন্দ পাও?

পাই। তুমি পাওনা?

www.pathagar.com

এমন দৃশ্য দেখে যে আনন্দ পায়না সে তো হৃদয়হীনা, বর্বর।

তবে আমাকে বাঁধা দিলে কেন?

সে দৃশ্য তো অনেকক্ষণ হল অদৃশ্য হয়ে গেছে। দেখছো না, অন্ধকার হয়ে এসেছে।

এবার যেন আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। কখন সূর্য অস্ত গেল তা তো বুঝতে পারলাম না!

ভাবুকেরা বুঝতে পারে না।

তুমি পার?

পারি। সূর্য কিভাবে অস্ত গেল সব তো দেখলাম।

তার ভিতরে কিছু দেখতে পেলে?

পেলাম।

কি দেখলে তুমি!

যা দেখেছি তার বর্ণনা করবার ভাষা আমার জানা নেই। তোমার থাকতে পারে।

আমারও নেই।

তাহলে কারও নেই।

তাই। এমন দৃশ্যের সঠিক বর্ণনা কেউ দিতে পারে না। এ হৃদয় দিয়ে অনুভব করে বুঝে নিতে হয়। এটা প্রকৃতির নিজস্ব ছবি। কবি সাহিত্যিকরা যে বর্ণনা দেন, তা পড়ে কি কেউ নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে! পারে না, তাই এই সময় কারও ধ্যান ভাঙ্গতে নেই।

আমিও ভাঙ্গিনি।

আমি তো সেই ধ্যানে মগ্ন ছিলাম।

সেই অবর্ণনীয় দৃশ্য যখন শেষ হয়ে গেছে তার অনেক পরে আমি তোমাকে ডেকেছি।

তুমি কি জানো, এর প্রতিক্রিয়া কতক্ষণ হৃদয়ে আলোড়িত হতে থাকে?

বুঝতে পারিনি, এটা আমার অক্ষমতা।

এখন বুঝতে পেরেছ?

তুমিই আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে!

তাহলে এবার বাসায় চল।

যাব, তার আগে জানতে চাই, এতোদিন কোথায় ডুবেছিলে?

www.pathagar.com

সেকথা তোমার শুনে কাজ নেই।

শুনব। না শুনলে আমি স্বস্তি পাচ্ছিনে। তুমি কি জানো, গত সপ্তাহ ধরে আমি কি অবস্থায় ছিলাম! তারপর সুসমা আপা তোমার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। গত পরশু দিন তিনি আমাদের বাসায় এসেছিলেন খোঁজ নিতে। কেউ তোমার খবর দিতে পারলো না। মালিনী বৌদিই মনে হয় তোমার খবর রাখতো, তার কাছে গিয়েছিলাম আপা আর আমি। সেও বলে, আমিও তার জন্যে চিন্তায় আছি। তবে তাকে আমার সন্দেহ হয়েছিল, সে জানে তুমি কোথায় আছ। তার দুঃখবোধ দেখে বেশী জ্বালাইনি। আপা মা আমাকে ধরলেন- তোর সাথে ঝগড়া হয়েছে কিনা? ঝগড়া তো দূরের কথা তোমার সাথে কথা পর্যন্ত আমার হয়নি একথা তাদের বুঝাতে পারিনি। আগামীকাল আমার স্কুল ছুটি, চল সুসমা আপাদের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসি।

দুই বোনে তাহলে ষড়যন্ত্র করেছ এক জায়গায় ফেলে আচ্ছা করে ধোলাই দেবে?

দিতেইতো হবে। না দিলে তোমাকে শাসনে রাখতে পারব কেন!

বেশ্‌তো-কালই যাব। দেখি তোমরা কেমন শাসন করতে শিখেছ।

বাসায় পৌঁছে দেখি মা রান্না ঘরে। সাড়া পেয়ে মা বললেন- এমন ভাই পাগল বোন যে, পেয়েছে বলে সব ভুলে গেছে।

সেলিনা তার পড়ার ঘরে যেয়ে ঢুকলো। আমি রান্না ঘরে মায়ের কাছে যেয়ে বসলাম। কল্পনায় অনেক কাহিনী তৈরী করা যায়, কিন্তু বাস্তবে রূপদান করাই হল আসল সত্য। বিধাতা যে তেমন সৌভাগ্য আমাকে দান করেছেন তার জন্য শত কোটি শুকরিয়া জানাই তার দরবারে।

বন্ধু বাসায় এলো। কুশল বিনিময়ের পর তার সাথে ঘরে যেয়ে বসলাম। গত কয়েকদিনের অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলো।

সবকথা তোমাকে অবশ্যই বলব। অনেক সময়ের প্রয়োজন, অতএব কথা তোমার সাথে বলার জন্যে তোলা রইল।

আপত্তি থাকলে পরেই শুনব। আজকে বরিশাল যাওয়ার তোমার একান্ত দরকার ছিল। পত্রিকার কাজটা তোমার হয়ে গেছে। এখন প্রতি সপ্তাহে কলাম লিখতে পার। রিপোর্টও প্রতিদিন পাঠাতে হবে। আবার তিন দিন পর কলেজের কাজে প্রতিদিন কিছু সময় দিতে হবে। তোমার বইখানা প্রেসে দেখে এলাম। ওঁরা বললেন, দু'সপ্তাহের মধ্যে বাজারে বের করবার চেষ্টা করবেন। আর যেটা লিখছ তা নিয়েও আলোচনা করেছি। রহিম সাহেব বললেন- লেখা শেষ হলে নিয়ে আসেন। কয়দিন তুমি নেই, চারিদিকে তোলপাড়

www.pathagar.com

শুরু হয়ে গেছে। আমানদের বাড়ীতে অবশ্যই যেতে হবে, সুসমা ভাবী নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। মালিনী বৌদির সাথেও দেখা করা দরকার। হাসিবের সাথে তোমার পরিচয় হল ক'বে জান্‌তে পারলাম না, সেও সেদিন বাজারে তোমার কথা জিজ্ঞেস করলো। একটি মেয়েলি চিঠি তোমার নামে-। উপরে তার নাম দেয়নি। আমিও পড়ে দেখিনি। মনে হয় পূজার মাঠে মনোরমা বলে যে মেয়েটার পরিচয় দিয়েছিলো সেই হবে। বিধাতা এমন উপাদান দিয়ে তোমাকে বানিয়েছেন যার রহস্য ভেদ করতে হিমসিম খেতে হয়, তবু বুঝতে পারা যায় না।

আমি হাসি মুখে বললাম- বন্ধু, তুমি যে এতোগুলো পথ দেখালে তার সমাধান তো দিলে না।

সে বিষয়টা তোমার একান্ত নিজের।

তাহলে আগামীকাল সকালে চল সুসমাদের বাড়ী যাই।

আমার যাওয়া হচ্ছে না, একটা গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট তৈরী করতে হবে। তুমি ঘুরে এসো পরে একদিন সময় করে যাওয়া যাবে। সেলিনা খাওয়ার জন্যে ডাকতে এলো। আমরা খেতে গেলাম। তিনজন খেতে বসলাম, মা পরিবেশন করলেন। যেন অমৃত খেলাম। খেয়ে খুব তৃপ্তি পেলাম।

সকালে উঠে দু'বন্ধুতে গেলাম নদীতে স্নান করতে। যেতে যেতে বন্ধুর সাথে রমার কথাটা বললাম। শুনে বন্ধু অবাক হয়ে গেল। ধীরেন যে মাতাল লম্পট তা এখানকার কেউ জানে না। রমার বিয়ের ব্যাপারটা যে গোড়া থেকেই একটা রহস্যে ভরা তাও কেউ জানে না। বন্ধু বললো- এতো বিয়ে নয় প্রহসন। এমনভাবে একটা মেয়ের জীবন যে নষ্ট করতে পারে তাকে পিশাচ ছাড়া কিছুই বলা যায় না। এই শোকেই হয়তো রমার বাবা মা বিদায় নেবে। ফুল ফুটতে দিতে হবে। তুমি কি ভেবেছ বন্ধু!

একটা কিছু করতে হবে সেটা ভাবছি, কিন্তু কি যে করব তা এখনও চূড়ান্ত করতে পারিনি। তুমিও ভেবে দেখ কি করা যায়।

সুসমাদের বাড়ী যাব, বেরুচ্ছি, মা বললেন- সেলিনা যেতে চাচ্ছে ওকে নিয়ে যাও। অগত্যা সাথে নিতে হল। সেখানে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা এগারটা বাজে। সুসমা দৌড়ে এসে ভাই কেমন আছ বলে জড়িয়ে ধরলো। আমি একটা স্নেহালিঙ্গন আর চুম্বন দিয়ে ছেড়ে দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম- খোকা কোথায়?

আমার শাশুড়ীর কাছে, চল ঐ ঘরের মধ্যে তিনি আছেন, তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিই।

সেলিনা বললো- আমার কিন্তু পাওনা থাকলো।

www.pathagar.com

সুসমা আর আমি ওর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলাম।

ও হেসে বললো- আমিও তো তোমার বোন।

সুসমা বললো ভাই, ওর পাওনাটা মিটিয়ে দাও আগে।

তার পাওনা আলিঙ্গন আর চুম্বন দিয়ে দিলাম। সেলিনা খুব খুশী হল। ঘরের দরজার সামনে যেয়েই সুসমা ডাকলো- মা! ভাই এসেছে তোমার সাথে দেখা করবে।

খোকাকে কোলে করে বৃদ্ধা বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁর পায়ের ধুলা নিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন বেঁচে থাক বাবা, আল্লাহ তোমার সুখ শান্তি দিন।

খোকা আমাকে দেখে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার কোলে। আমি তাকে আদরে সোহাগে চুম্বনে ভরিয়ে দিলাম। সুসমা তার ঘরে নিয়ে যেয়ে বসতে দিলো।

আমান কোথায়?

আস্‌ছি, বলে কোন দিকে গেল যে! আজ ছুটির দিন। বলছিল, আমি এসে বাজারে যাব। তুমি ভাগ্নের সাথে আনন্দ কর। আমি রান্না ঘরে যাচ্ছি। আয় সেলিনা, আমার সাথে চল। আধা ঘন্টা পরেই আমান এলো। বাব্বা! বাচা গেল। খুঁজে খুঁজে হয়রান। এদিকে দানা পানি বন্ধ। একটু বলে কয়ে গেলেই তো হত।

পাঁচ বছর তো কোন সন্ধান ছিলনা তখন কি করে ছিলে?

তখনকার কথা আলাদা, খোঁজ ছিলনা, চিন্তাও ছিল না। এখন আর পাশ ফিরবার জো নেই। এই ক'দিন যে কিভাবে দিন রাত গেল তা তোমাকে বুঝাব কি করে! তুমি যেভাবে চারিদিকে জড়িয়ে পড়ছো তাতেই তো ভয় পাওয়ার কথা। তুমি যেন হ্যামিলনের সেই বংশীবাদক। যত সুন্দরী ললনা সব তোমার পিছে অহরহ মিছিল দিচ্ছে, তাই, না দেখতে পেলে ভয় হয় না!

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। আমান আমার হাত ধরে রান্না ঘরে নিয়ে গেল। দু'জনে সেখানেই বসে গেলাম। সুসমা জিজ্ঞেস করলো- কোথায় ছিলে ভাই?

সে কথা শুনবে তাহলে?

শুনবো না! সেলিনার কাছে জিজ্ঞেস করলাম- ও জানে না। ওদের বাড়ী যেয়ে পর্যন্ত খোঁজ নিয়ে এসেছি। আমি তো অনর্থক ওর উপর রাগ করেছিলাম।

কেন?

হয়তো তোমার সাথে ঝগড়া বাঁধিয়েছে আর তুমি পালিয়ে গেছ।

www.pathagar.com

সেলিনার কাছে সেকথা শুনে আমি খুব হেসেছি।

ভাল করেছ, এখন বল তোমার কথা।

শশী চরণ ঠাকুরের পাল্লায় পড়ে গেছি!

তাকে তুমি চিন্‌লে কি করে?

শুধু কেবল তাকে চিনি! তার মেয়ে রমা দেবী-।

ওমা রমাকেও চেন নাকি? সে যে আমার পিষতুতো বোন।

ওকে চিনবো না তো এখানে এসেছিলাম কোথায়?

রমার বাসায় থাকতে?

হ্যাঁ। তা প্রায় চার মাস ধরে-।

খেতে কোথায়?

ওর বাসায় খেতাম।

রান্না করতো কে?

রমা নিজে।

তাই তুমি খেতে?

খেতে কোন দোষ বুঝিনি।

ওর পিষি শাশুড়ী কিছু বলতেন না?

কি বলবেন, আরও খুশী হয়ে বস্তা বস্তা আশীর্বাদ দিতেন সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

রমার এখন কি অবস্থা?

ভাল না।

কেন?

কোথাও তার দাড়াবার স্থায়ী জায়গা নেই।

ওর বিয়ে হয়েছে না ধীরেন বাবুর সাথে?

এর নাম বিয়ে! এতো একটা আস্ত ধাপ্পাবাজি।

তিন বছর আগে তার বিয়ে হয়েছে, এখন তুমি একী কথা শুনালে!

যা সত্যি তাই শুনালাম।

সে তো স্বামীর ঘরেই বাস করছে?

কে তার স্বামী! ধীরেন! সে একটা আস্ত মাতাল আর লম্পট!

তবুও তো তার সাথে বিয়ে হয়েছে, সেই তার স্বামী।

মন্ত্র পড়লেই যদি বিয়ে হয় আর তার পরিচয় যদি স্বামী স্ত্রী হয়

www.pathagar.com

তাহলে তাদের একটা কর্তব্য তো থাকতে হবে। আজ তিন বছর তাদের বিয়ে হয়েছে এর মধ্যে একটি দিনও তারা একত্রে বাস করতে পারলো না পরিচয়টা কোথায় থাকে বলত?

একটা রাতও তো কেটেছে।

তাও না।

তুমি এসব কোথায় পেলে?

আমার বোনের কাছে।

কে তোমার বোন।

তোমার মত রমাও একটা বোন।

তাতো জানতাম না। এখন তার কি অবস্থা।

জোর করে অনেক কিছু করা যায় ভালবাসা যায় না। অনর্থক আর পরের বাড়ী আগলে থাকবে কেন?

এতোদিন ছিল কেন?

এতোদিন বাবা মায়ের মুখের দিকে চেয়ে ছিল। কাউকে সত্য ঘটনা জান্‌তে দেয়নি।

তুমিই প্রথম জানতে পারলে?

হ্যাঁ, তাই। তারপর আর এক মুহূর্তও সেখানে দাড়াতে পারলাম না। ওকে নিয়ে ওর মায়ের কাছে রেখে এলাম।

দেশের যত তরুণী যুবতী আছে সব তোমার বোন আর তুমি তাদের ভাই। বিধাতা তোমাকে কি ধাতু দিয়ে বানিয়েছেন ভাবতে অবাক লাগে। আচ্ছা ভাই, পরের কাঁন্না থামাতে যেয়ে নিজে কেঁদে ফেলবে না তো?

যদি কোন দিন ভুল করে ফেলি সেদিন হয়তো কাঁদতে হবে।

আমার ভয় হয় যদি কোন দুর্বল মুহূর্তে ভুল করে বস!

করতেও পারি। অসম্ভব বলে তো কিছু নেই।

তোমাকে আর একা ছেড়ে দেব না।

অর্থাৎ?

এবার একটা বিয়ে দিয়ে বৌ দেব ঘাড়ে চাপিয়ে। দেখি কি করে উড়ে বেড়াও।

তাই দিও, তাহলে বেচে যাব। বিনা পয়সায় বৌ পাব একি কম সৌভাগ্যের কথা!

সবাই হি হি করে হেসে লুটিয়ে পড়লো।

www.pathagar.com

হাসি থামিয়ে সুসমা বললো- আজ থেকে আমার বাড়ী ছেড়ে যেতে পারবে না। কথা দাও, তুমি কোথাও যাবে না?

তেমন কথা দিতে পারব না।

না পারার কারণ?

মা কাঁদবে যে!

মা কোথায়?

সেলিনার মা।

তুমি তাঁর ছেলে নাকি?

ছেলে হলে তো হত, তার উপরে যদি কিছু থাকে তাহলে তাই-।

শুনে খুশী হলাম।

সেলিনার দিকে চেয়ে সুসমা বললো- শক্ত করে বেঁধে রাখতে পারিস নে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম কে বাঁধবে?

কেন এই আমার ছোট বোন সেলিনা গো-।

শক্ত বাঁধন ওর হাতে নেই। ওর বাঁধন বড় আলগা, ফাসাতে আমার কষ্ট হয় না একটুও।

আমি ওকে শিখিয়ে দেব।

দুই বোনে মিলে চেষ্টা করে দেখ পার কিনা।

সেলিনা চোখ রাঙিয়ে বললো- ওর শরীরটা বাইন মাছের মত পিচ্ছিল, ধরলে ফাসিয়ে যায়। কোন দিন কে বাঁশের ফলা দিয়ে বিঁধে ফেলবে সেদিন কোন অঘাটায় পড়ে থাকবে কেউ খুঁজে পাবে না।

সুসমা শিহরে উঠে বললো- ওকথা তুই বলিসনে সেলিনা, আমি সহ্য করতে পারব না। তোর অভিমান থাকতে পারে কিন্তু আমার নেই। ওর জন্যেই আমি তোর দুলাভাইকে পেয়েছি, সোনার সংসার পেয়েছি খোকাকে পেয়েছি। আমার কত সৌভাগ্য এমন একটা ভাই পেয়েছি। জীবনে কোন দিন ভাইয়ের ঋণ শোধ করতে পারব না।

বিধাতা বোনের প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য দিয়েই ভাইকে পাঠিয়েছেন তাই বলে ভাইয়ের কর্তব্য পালনের বদলা দিতে বোনকে পাঠাননি।

সেকথা জানি। তাই বলে বোন কি ভাইয়ের জন্যে কিচ্ছু করতে পারে না?

www.pathagar.com

পারে এবং যত পার করতে থাক, আমার কোন আপত্তি নেই, তুমি মনে ব্যথা পাবে এমন অকৃতজ্ঞ ভাই আমি নই। তবে আমাকে মাঝে মাঝে ছুটি দিতে হবে। না বলে যদি কোথাও যাই অকারণে যেন খোঁজ কর না। মস্ত বোঝা মাথায় নিয়েছি, সেটা অবশ্যই নামাতে হবে।

কি সেটা জানতে পারি কি?

রমার জন্যে আমাকে কিছু করতে হবে। আমি যে কারও কাঁন্না শুনে স্থির থাকতে পারিনে বোন।

কি করবে তার জন্যে।

একটি পথ তো তাকে দেখাতে হবে।

তার স্বামী থাকতে?

আমি দিব্বি দেখতে পাচ্ছি সেই মাতালের দিন শেষ হয়ে এসেছে।

তাকে কোন দিন দেখেছ?

না।

তবে কি করে বুঝলে তার দিন শেষ।

বিধাতা এমন কিছু বিষয় অনুধাবন করবার শক্তি আমাকে জুগিয়েছেন, তার মধ্যে এও একটা-। তার কথা থাক। আমি যখন কিছু করব তা সব তোমরা জানতে পারবে। আমি তোমাদের কাছে কোন বিষয় গোপন করব না।

প্রশ্ন উত্তর পর্ব দু'ভাই বোনের মধ্যেই হল। শ্রোতা আমান আর সেলিনা। ওরা কথা বলবার সুযোগ পেলো না। এবার সেলিনা বললো- রমা দেবী ওর জন্যে পাগল, মনোরমা বলে কে একটা মেয়ে নাকি তাকে পাবার জন্যে পাগল, মুখুজ্যের স্ত্রী মালিনী বৌদি ওর জন্যে পাগল। জিজ্ঞেস করুন তো আপা ও কার জন্যে পাগল?

সুসমা হেসে বললো, ও সেলিনা বেগমের জন্যে পাগল।

ইস্! ওর বয়ে গেছে সেলিনার জন্যে পাগল হতে। আমি ওর মুখ থেকেই শুনতে চাই কার জন্যে পাগল।

আমি হাসি মুখে বললাম আমার পা লম্বা। এখনও গোল হয়নি। যদি কোন দিন গোল হয় সেদিন বলতে পারব।

একচোট হাসির ঝলক বয়ে গেল। সাঙ্গ হল হাসি কৌতুক। এবার খাবার পালা।

বিকেলে সুসমাদের বাড়ী ছেড়ে এলাম। আমান আমাদের নৌকায়

www.pathagar.com

উঠিয়ে দিয়ে গেল। নৌকার মধ্যে কারও কোন কথা হল না। সেলিনা মনে হয় আমার উপরে ক্ষেপে আছে। ওর মুখে প্রথম ছিল আপনি, পরে তুমি। আজ একেবারে শেষ পর্যায় তুইতে নেমে এসেছে। ওর দিন দিন এই পরিবর্তন আমাকে যেন অতল গহ্বরে ফেলে দিচ্ছে। ওর মলিন মুখখানা দেখে আমি ধৈর্য রাখতে পারিনে। ওকে বোনের মর্যাদায় বসিয়ে আমি আমার ভ্রাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ নিংড়ে ধৌত করে দিয়েও নিস্তার পাচ্ছিনে। ওর শান্ত কোমল হৃদয়খানি অশান্ত হয়ে উঠছে কেন! কেন, ও মায়াময় রহস্যময়ী নারীতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে? আমি ওর কোমল বাম হাতখানা ডান হাতের মুঠোয় নিয়ে ডাকলাম সেলিনা?

কি?

তুমি আমার উপর এমন করে অভিমান কর কেন?

তোমাকে বুঝতে পারি না তাই।

না বুঝে আমাকে এমন করে শাস্তি দেবে?

তুমিও তো আমাকে শাস্তি দিতে ছাড় না!

কেন দেই, জানো?

বল।

যখন তুমি ক্ষেপে যাও তখন আমি আনন্দ পাই। সে সময়টুকু তুমি আমার সামনে অপরূপ নারী মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হও। এমন একটা রহস্যময় ছবি যে দেখতে চায় না সে হৃদয়হীন।

তুমিও তো তাদের মধ্যে একজন।

আমি কি দেখিনা?

দেখ, কিন্তু অনুভব কর না।

এটা তুমি ভুল বুঝেছ।

আমি না, তুমি।

এমন একটা মধুর সম্পর্কের বন্ধন দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল, সেটা যেন আমরা ভেঙ্গে ফেল্‌ছি।

কি সেই সম্পর্ক?

ভাই বোন্!

এমন বন্ধন তো শুধু তোমার আমার মাঝে নয়! বিধাতা সারা বিশ্বের সব নারী পুরুষের মধ্যেই তো এমন সম্পর্ক গড়ে দিয়েছেন। এটা তো চিরন্তন সত্য। এই কি শেষ না এর পরে আরও কিছু আছে?

www.pathagar.com

আছে।

সেটা কি?

কোন দিন ভেবে দেখিনি সেটা কি।

তুমি না ভাবলেও আর কি কেউ ভাবতে পারে না?

বাঁধা নেই।

তুমি ভাববে না?

সময় পেলে চেষ্টা করে দেখব।

সময়টা তোমাকে কে দিবে?

তাতো জানি না।

আমি যে তোমার উপরে অভিমান করি সেটা কেমন করে জানো?

তোমার চেহারা দেখে।

সেটা দেখেও তো কিছু ভাবতে পার।

আমার ভয় হয়।

শত নারীর মিছিলের নেতৃত্ব দিতে ভয় হয় না, কেবল আমার জন্যেই ভয় হয়?

তুমি তো এমন ছিলে না সেলিনা। এতো কথা তুমি কোথায় শিখ্‌লে?

তোমার কাছে শিখেছি।

আমি শিখিয়েছি?

হ্যাঁ। আমাকে শিখিয়েই তুমি সরে যাচ্ছ।

তোমার হাত ধরে আছি তবু বলছ সরে যাচ্ছি?

এর মধ্যে প্রাণ নেই।

তুমি প্রাণ সঞ্চার করে দিও।

দিতে পারি যদি তুমি ধারণ কর।

যদি কোন দিন তেমন পরিস্থিতিতে পড়েই যাই তবে তোমার কাছে দীক্ষা নেব। আমিও চেষ্টা করব যেন তেমন পরিস্থিতিতে না পড়তে হয়।

এটা তোমার বাড়াবাড়ি। যাও, তুমি যা ইচ্ছা তাই কর আমি বাঁধা দেব না।

সেলিনা একটা ঝাঁকি দিয়ে আমার হাত থেকে তার হাতখানি ছাড়িয়ে নিলো। আমি প্রবলভাবে শিহরে উঠলাম এর পরিণতির কথা ভেবে।

www.pathagar.com

বন্ধুর অলক্ষ্যেই হাসিবের সাথে আমার পরিচয় হয়। সে থেকেই তার প্রতি আমার অন্তরে ভ্রাতৃত্ব বোধ দানা বেঁধে উঠেছে। তার পেছনের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেছি। সম্ভ্রান্ত উচ্চ বংশীয় মুখুজ্জ্যে পরিবারের সন্তান সে। হারান চন্দ্র আর নারায়ণ চন্দ্র দু'ভাই। স্কুলে যখন পড়ে তখন হারান তার এক বন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সেই সূত্রে তাদের বাড়ী যাতায়াত। তার বন্ধুর মা ছিলেন অত্যন্ত ধর্ম ভীরু মহিলা। তাদের আচার ব্যবহার কথাবার্তা, খাওয়া দাওয়া, চাল চলন ছিল সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত। হারান দীর্ঘদিন ধরে এসব লক্ষ্য করছিল। যখন সে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে তখনই তার ভিতরে ভাবান্তর দেখা দেয়। এ ব্যাপারে হারানের মা বুঝতে পারেন। তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়েন ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে। তিনি ছেলের প্রতি চাপ সৃষ্টি করেন বন্ধুত্ব ছিন্ন করবার জন্যে। কিন্তু ফল হয় উল্টো। বন্ধুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিজ ধর্মকে ত্যাগ করে বন্ধুর ধর্ম গ্রহণ করবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়ে। একদিন গোপনে সে তার বন্ধুর মায়ের কাছে চলে যায়। তার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে করুণা ভিক্ষা চায়। বন্ধুর মা ভয়ে শিহরে উঠেন। এমন দুর্গম পথে পা দিতে নিষেধ করেন। হারান শুনতে চাইলো না। সে মহিলার পা ধরে তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তিনি আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানান। বলেন তোমার বাবা ধনী মানুষ, আমরা গরীব। তোমাকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।

হারানের মা যখন ছেলেকে ফিরাতে পারলেন না তখন তার বাবার কাছে সব ব্যক্ত করলেন। বাবা ইতোপূর্বে ছেলের মতিগতির খোঁজ রাখতেন না। তিনি সব কথা শুনে উত্তেজিত হলেন না। ছেলেকে কাছে বসিয়ে শান্তভাবে বললেন- অনেক করে লেখাপড়া শিখে যখন তোমার জ্ঞান বুদ্ধি হবে তখন তুমি যা ইচ্ছা হয় তাই করবে, আমি বাঁধা দেব না। এতো অল্প বয়সে লেখা পড়ার প্রতি উদাসীন থেকে যদি তুমি পা পিছলে পড় তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকার। বাবা হয়ে আমি তা মেনে নিতে পারিনা! তুমি মনযোগ দিয়ে লেখাপড়া কর। আশীর্বাদ করি তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।

বাবা গোপনে সব যোগাযোগ সমাপ্ত করে একদিন ছেলেকে বললেন- কলকাতায় একটা বাড়ি নিয়ে গণ্ডগোল হচ্ছে সেখানে যেতে হবে। তোমাদের নিয়ে যাব। কলকাতা শহরটা ঘুরে দেখবে। অনেক কিছু শিখতে পারবে।

বাবার কথা শুনে হারান কোন ষড়যন্ত্রের আভাস পর্যন্ত পেলো না।

আবার বাবাকে ক্ষেপিয়ে তার কার্য সিদ্ধ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

সরল মনে সে বাবার কথায় রাজী হয়ে গেল। তার বাবা সকলকে নিয়ে একদিন কলকাতার বাড়ীতে যেয়ে উঠলেন। কিছুদিন পরেই সেখানে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। হারানের পড়াশোনায় মন বসে না। সবসময় সে যেন মানসিক অস্থিরতায় ভুগতে থাকে। মা শঙ্কিত হন। বাবা তাকে পীড়ন করেন না, বুঝাতে থাকেন। প্রাইভেট শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এমনইভাবে একটি বছর কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। হারান একদিন গোপনে কলকাতা ত্যাগ করে দেশের বাড়ীতে চলে এলো। বন্ধু বান্ধবদের সহায়তায় কিছু দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ধরে কোর্টে গেল। এফিডেভিট করে হারান চন্দ্র মুখোপাধ্যায় থেকে হাসিবুর রহমানে রূপান্তরিত হয়ে এলো। ওর বাবা দেশে এলেন। কোর্টে মামলা ঠুকে দিলেন। যারা ওকে সহায়তা করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রায় সবাইকে আসামী করা হল। তুমুল উত্তেজনা দেখা দিল। উভয়পক্ষের সামনে মান সম্মানের প্রশ্ন। তার বাবার অর্থ আছে। পাশাপাশি তার পক্ষে অর্থ সরবরাহ ছিলো সীমিত। শেষ পর্যন্ত হাসিব জিতলো কিন্তু তার বন্ধুর বাবাসহ কয়েকজন একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলেন। তার বাবা দেশের সম্পদ বিক্রি করে একেবারে চিরদিনের মত কলকাতায় চলে গেলেন। দুঃখে শোকে তার মা শয্যাশায়ী হলেন। দীর্ঘদিন শয্যাগত থেকে একদিন চির বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। বাবা পথভ্রষ্ট হয়ে গেলেন। বাবার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নারানও একদিন চলে এলো তার ভাইয়ের কাছে। সেও একদিন নকীবুর রহমান নাম ধারণ করে তার ভাইয়ের পথ অনুসরণ করলো। হাসিব অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে ম্যাট্রিক পাশ করে তখন সবে কলেজে ঢুকেছে। সে তো নিজেই অসহায় তার উপরে নারান এসে তাকে আরো অসহায়ত্বে ফেলে দিলো। সে সময় তার সাথে আমার পরিচয়। আমি তাকে আশ্বাস দিলাম যতটুকু পারি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করব। আমি তখন কেবল এসেছি আমার কোন অর্থ সম্পদ নেই। তবু তাদের প্রয়োজন মত অর্থ সাহায্য করতে আমাকে বেগ পেতে হল না। বিষয়টা ছিল গোপন, তাদের নিষেধ ছিল কাউকে না বলার।

এতোদিন পরে বন্ধুর কাছে ধরা পড়ে গেলাম। কিন্তু সে সাবধানী ছেলে, চেপে গেল বিষয়টা। আমিও একটা কৈফিয়ৎ থেকে নিস্তার পেলাম। হাসিবের সাথে দেখা সাক্ষাত, কথাবার্তার জন্যে একটা নির্দিষ্ট জায়গা নির্বাচন করা ছিল। সেখানে যেয়ে তার সাথে দেখা করলাম। আই,এ পরীক্ষার জন্যে ফরম পূরণ করতে টাকার প্রয়োজন। আমি সময়ের আগেই টাকার জোগান দিয়ে দেব বলে চলে এলাম। গেলাম মালিনী বৌদির কাছে। তিনি ধনী ব্যবসায়ীর

www.pathagar.com

স্ত্রী। তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যত দূরত্বই থাক ব্যানার্জি মহাশয় তার অসৎ কর্মের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে দাড় করাতে চান না, তাই মালিনী বৌদি অনেক টাকার মালিক। তিনি কোন সময় আমাকে নিরাশ করেন না। অনেক সময় প্রয়োজনের অতিরিক্তও আমার হাতে গুঁজে দেন। এই বিষয়টাই তিনি আর আমি ছাড়া তৃতীয় কেউ নেই। পরের দিনই হাসিবের অভাব পূরণ করে এলাম। পত্রিকায় বেনামে একটা লেখা পাঠালাম। বন্ধুর রিপোর্ট তৈরী করে দিলাম। অবসরে পাণ্ডুলিপিখানি নিয়ে একটু লিখতে বসি। খুব চাপের মধ্যে আছি। বইখানা শেষ করতে পারলে একটু সময় পাব। আজ দু'দিন সেলিনা আমার সাথে কোন কথা বলছে না। মার চোখে সেটা এড়াইনি। তিনি বুঝে গেছেন কিছু একটা হয়েছে। সেদিন রাতে মা বললেন- বাবা, সেলিনা বড় অভিমানী মেয়ে। ও কথায় কথায় অভিমান করে বসে। ওর ব্যবহারে তুমি যেন দুঃখ নিও না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ও আমার ছোট বোন, ওর অভিমান আমার গায়ে লাগতে পারে না। আমি ওর ভাই। ভাই বোনের মান অভিমান তো চিরকাল থেকেই যাবে মা। মা আমার কথা শুনে হাসলেন। সেলিনা চোখ রাঙিয়ে আমার দিকে একবার চেয়ে অন্য ঘরে চলে গেল। তার যাওয়ার ভঙ্গিমা দেখে আমি হেসে ফেললাম।

পরদিন থেকে বন্ধু আর আমি কলেজে যাওয়া শুরু করলাম। বিল্ডিংয়ের সংস্কার কাজ চলছে। সামনে কয়েকদিন পর ম্যাট্রিক পরীক্ষা। এটা শেষ হয়ে গেলে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে। গত বছর পাশ করে যারা বসেছিল এমন দশ বারজন ছাত্রছাত্রী ইতোমধ্যে ভর্তি হয়ে গেছে। তাদের নিয়ে কিছু সময় কাটায়। কয়েকদিনের মধ্যে তাদের সাথে একটা অন্তরঙ্গ ভাব গড়ে উঠেছে। রাতে সেলিনা না চায়লেও মা আর বন্ধুর কথামত তাকে নিয়ে দু'একটা ঘন্টা কাটাই। দু'দিন পরেই তার পরীক্ষা। পরীক্ষার আগের দিন বন্ধু আর আমি সেলিনাকে নিয়ে সদরে যাব। বেরুবার আগে সেলিনা অকস্মাৎ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার পদধুলি নিয়ে দোয়া চাইলো।

আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলাম। বিধাতা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। অতি সুনামের সাথে তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও এই প্রার্থনা আমার রইল। দেখলাম তার মুখে খুশীর আমেজ। মাও তার জন্যে দোয়া করলেন। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কয়েকদিন আগে সদরে আমরা একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম। সেখানে যেয়ে উঠলাম।

www.pathagar.com

পরীক্ষা প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে চললো। সময়গুলো ব্যস্ততার মধ্যে হলেও আনন্দেই কাটলো। অনেক ছাত্রছাত্রীর সাথে পরিচয় হল। তাদের গার্জিয়ানদের সাথে স্কুলের শিক্ষকদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করতে পারলাম। ছুটির দিনে তাদের সাথে গল্প করে অনেক সময় কাটাতাম। লাইব্রেরীতে যেয়ে রহিম সাহেব, রব সাহেবের সাথে কিছু সময় কাটাতে পারতাম। গত দু'সপ্তাহে বেনামে লেখা দু'টি বেরিয়েছে। আরও একটা লিখে পাঠিয়ে দিলাম। যেদিন সেলিনার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল সেদিনই বাড়ী ফিরে এলাম। আসবার সময় লাইব্রেরীতে গেলাম রহিম সাহেবের সাথে দেখা করতে। তিনি আমার লিখিত বইখানা ইতোমধ্যে বের করে ফেলেছেন। আমাকে পাঁচ কপি বই উপহার দিলেন। তখন যে আনন্দ পেলাম তা জীবনে বোধ হয় কোন দিন পাইনি। সেলিনা কিন্তু বই দেখে খুশী হতে পারলো না। সে যেন আমার উপর ক্ষেপে উঠে বললো তোমার জীবনের প্রথম বই কি ছাইপাশ নাম দিয়েছো! তোমার লেখা বইয়ের এমন নাম আমার পছন্দ নয়।

অনেক রাতে বাড়ী পৌছলাম। সেই রাতেই মা দু'খানা চিঠি দিলেন। আর বললেন শশীচরণ ঠাকুর বলে এক ব্রাহ্মণ দু'দিন এসেছে তোমার খোঁজে। মালিনী বৌদি আর সুসমা খুঁজবে না। কেননা সদরে যাওয়ার আগে তাদের বলে গিয়েছিলাম। চিঠি দু'খানা হাতে নিয়ে দেখলাম একখানা বেনাপোল থেকে বন্ধু রফিক লিখেছে। বন্ধুর বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে রফিকের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম। এটা তার উত্তর লিখেছে। তারা সবাই ভাল আছে। বাড়ীর অবস্থা মোটামুটি ভাল তবে আব্বা আমাকে নিয়ে চিন্তার মধ্যে আছেন। রফিক তাড়াতাড়ি বাড়ী যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছে। দ্বিতীয় চিঠি এসেছে খুলনা থেকে। রকিব লিখেছে ম্যাট্রিক পাশ করবার পরে তার আর পড়া হয়নি। তার পিতার মৃত্যু হয়েছে। সংসারে তার মা, ভাই আর এক বোন। সে এক প্রাইমারী স্কুলে চাকুরী পেয়েছে। সংসারে কোন অভাব নেই। মনোরমাকে সে আজও পেতে চায় তবে কোন বাঁধা বিঘ্ন এলে তা অতিক্রম করবার ক্ষমতা তার নেই। আমার পত্র পেয়ে সে খুব খুশী হয়েছে। যদি তাদের মিলনটা ঘটিয়ে দিতে পারি তাহলে কিভাবে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তার ভাষা নাকি তার জানা নেই। সে চিরদিন আমার কাছে ঋণী হয়ে থাকবে তাও লিখেছে। তার পারিবারিক কোন বাঁধা আছে কিনা সেটা জানতে পারলাম না। একটা প্রশ্ন আমার মনে থেকেই গেল।

পরদিন সকালে কাকা বাবুদের বাড়ী যাব, খেয়ে দেয়ে বেরুচ্ছি সেলিনা বাঁধ সাধলো। সে বললো পরীক্ষার পড়াশোনার জন্যে

www.pathagar.com

অনেকদিন বেড়ানোর সুযোগ হয়নি, এখন আর কোন সমস্যা নেই, অতএব সুসমা আপাদের বাড়ী বেড়াতে যাব। আমি বললাম- আমি ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে সুসমাদের বাড়ী যাব। সে জিদ্ ধরলো আগে যেতে হবে। তার কথা না শুনলে সে রাগ করে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দেবে তা আমি জানি। তবু মাকে বলে আমি দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম।

মালিনী বৌদির সাথে দেখা করে গেলাম পিষিমার কাছে। অনেকদিন তাঁর সাথে কোন যোগাযোগ নেই, কি অবস্থায় আছেন দেখা দরকার। আমি তার বাড়ীর মধ্যে ঢুকে ডাক দিলাম। পিষিমা! তিনি ঘরের ভিতর ছিলেন। বেরিয়ে এলেন। তাঁর দিকে চেয়ে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাঁর বয়স যেন বিশ বছর বেড়ে গেছে। আমি তাঁর পায়ের ধুলি নিলাম। আজ তিনি পূর্বের মত কোন আশীর্বাদ না করে আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন। চোখ দু'টো যেন গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। শরীর ভীষণ দুর্বল বলে মনে হল। আমাকে ধরেই ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন।

কি হয়েছে পিষিমা?

আমার ধীরেন আর নেই- আমার কি উপায় হবে গো-। তিনি কাঁদছেন কিন্তু কাঁদতে খুব কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হল। ধীরেন যে পটল তুলেছে তা বুঝতে পারলাম।

কোন ভয় নেই পিষিমা! কেউ দেখবার না থাকলে আমিই আপনাকে দেখব।

তাঁর চোখ মুখ মুছিয়ে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে তবে কাঁন্না থামালাম। জানতে পারলাম এক মাস আগে ধীরেন অতিরিক্ত মদ খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে রাস্তা দিয়ে বাসায় যাচ্ছিল, পথে ট্রাকের ধাক্কায় মাথায় চোট লেগে সেখানেই অক্কা পেয়েছে। সংবাদটা দেরীতে পাওয়া গেছে। হিসাব করে দেখলাম- সেই সময় আমরা এই বাড়ীতেই ছিলাম।

আপনার কেউ নেই পিষিমা?

এক দূর সম্পর্কের বোনপো আছে।

তাকে সংবাদ দেননি?

কে সংবাদ দেবে বাবা ঠাকুর।

কেন সতীশ নেই।

তোমরা চলে গেলে কয়েকদিন থেকে পালিয়েছে আর আসেনি।

সামনে আপনাদের যে দোকানের ভাড়াটিয়া আছে তাদের বলেননি?

www.pathagar.com

বলিছি বাবা ঠাকুর, কেউ গা করে না।

আচ্ছা, আপনার কি কি দরকার বলুন আমি এনে দিচ্ছি। আপনার বোনপোকে সংবাদ দিয়ে আমিই আনিয়ে দেব, কোন চিন্তা করবেন না।

পিষিমার জন্যে কিছু কেনাকাটা করে দিলাম। তাঁর বোনপোর ঠিকানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কাকা বাবুদের বাড়ীতে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাড়ীতে নারী পুরুষের ভীড় অথচ কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আমি ঘরের সামনে যেয়ে দাড়াতেই রমা এসে আমার হাত ধরে উপরে নিয়ে গেল। কোন কথা বললো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে রমা?

মা আজ প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে জ্বরে ভুগছেন। চিকিৎসায় কোন কাজ হচ্ছে না, দিন দিন আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে কাকীমা খাটের উপর শুয়ে রয়েছেন। সেখানে তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম।

কেমন আছেন কাকীমা?

কাকীমা চোখ বুজে ছিলেন। চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে একখানা হাত আমার হাতের উপর রেখে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, কবে থেকে বিছানায় পড়ে আছি তোমার খোঁজ পাচ্ছিনে, আজকে মেয়ের কথা মনে পড়লো বাবা? তাঁর দু'চোখ জলে ভরে এল।

অনেক কাজে ব্যস্ত ছিলাম তাই আসতে দেরী হয়ে গেল। আপনি এমনভাবে শয্যা নিয়েছেন এ সংবাদ দাদাদের দেওয়া হয়নি কাকীমা?

চিঠি দেওয়া হয়েছে, ছেলেরা আজও এলো না।

এক ছেলে যখন আজ এসে পড়েছে তখন দেখবেন দু'একদিনের মধ্যেই দাদারা এসে যাবেন।

তুমি না হয় বাবা একখানা চিঠি ভাল করে লিখে দাও।

আগামীকালই লিখে পাঠিয়ে দেব। আপনাকে তো ভাল ডাক্তার দেখানো দরকার।

রমার কাছে জানতে চাইলাম এখানে কোন্ ডাক্তার দেখছেন।

সে বললো- রমেশ ডাক্তার দেখছেন। এছাড়া আর কোন ডাক্তার তো এখানে নেই?

কখন আসবেন তিনি?

সকালে এসে গেছেন আবার কাল সকালে আসবেন।

www.pathagar.com

কাকীমা বললেন- ওসব ডাক্তার এনে কি হবে বাবা, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে যে। আমার একখানা হাত তার শীর্ণ হাতের মুঠোয় পুরে বললেন, রমার কি হবে বাবা?

রমার জন্যে কোন চিন্তা করবেন না। ও তো মুক্তি পেয়ে গেছে। দাদারা আসুন আমিও আছি, ওর ব্যাপারে কি করা যায় ভেবে দেখব। আপনি কি বলতে চান কাকীমা?

আমি আর কি বলব বাবা! ওর কপালটা আমরা নিজ হাতেই পুড়িয়ে ফেল্লাম। একটা মাত্র মেয়ে, জীবনের সুখ শান্তি সব ফুরিয়ে গেল।

ফুরিয়ে যাবে কেন কাকীমা?

ওর তো আর বিয়ে দিতে পারব না।

কেন পারবেন না।

কাকীমা শত দুঃখের মধ্যেও হাসলেন। বললেন- তোমরা আমাদের সমাজের কথা জানো না তাই বলছো!

আপনারা যে যা বলেন বলতে পারেন, আমি কিন্তু একটা ভাল ছেলে দেখে ওর বিয়ে দিয়ে দেব।

ভাল ছেলে ওকে বিয়ে করবে কেন? ওযে বিধবা।

কে বলেছে রমা বিধাবা! অমন কথা মুখে আনবেন না।

কারও মুখ তো তুমি বন্ধ করতে পারবেনা বাবা! সবাই তো জানে রমা বিধবা।

রমা?

কি দাদা।

এই দেখুন আপনার মেয়ে রমা দেবী। কোথায় এর বিধবার বেশ?

সেই বেশ তো ওকে নিতেই হবে নইলে নিস্তার পাব না যে বাবা!

বিধবার বেশ নেওয়ার আগে ওকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসব, হবে তো কাকীমা! আমি ভাই হয়ে বোনের জীবনটা নষ্ট হতে দেব না।

কাকীমা চোখ বুজলেন-। আমি রমাকে নিয়ে পাশের ঘরে যেয়ে বসলাম।

তুমি কি করবে?

জানি না।

বৈধব্য বেশ নেবে, পূজা আর্চ্চা, মালাজপ একাদশী, এসব নিয়েই কি থাকতে চাও?

www.pathagar.com

আমার ভাগ্য যদি সেদিকে টেনে নিয়ে যায় তাহলে তাই নিয়েই থাকতে হবে।

আমরা ঐ বাড়ী থেকে আসবার আগেই তো ধীরেন মারা গেছে, তাহলে এতোদিন সেই বেশ নাওনি কেন?

তোমার কাছে অনুমতি পাইনি।

যে বেশে তুমি রয়েছো, এটার উপর কি কারও আপত্তি আছে?

ওরা কিছু বলেনি।

সমাজের পাড়ার কেউ কি কিছু বলেছে?

আমি তো সবসময় থাকতে পারব না, তোমাকে শক্ত হতে হবে। কেউ কিছু বললে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আচ্ছা তুমি কি কলেজে পড়েছিলে?

না, পড়তে পারিনি। ম্যাট্রিক পাশ করবার পর আর পড়বার সুযোগ হয়নি।

তুমি যে একদিন বলেছিলে আমি আই এ পাস করেছি।

মিথ্যে বলেছিলাম।

তাহলে প্রস্তুতি নিতে থাক। আমি এবার এসে তোমাকে নিয়ে কলেজে ভর্তি করে দেব।

বাবা মা যেতে দেবেন তো?

সেটা তোমার দায়িত্ব। মেয়ে হয়ে বাবা মায়ের কাছ থেকে সম্মতি আদায় করতে পারবে না কেমন কথা! বাবা মা দু'দিন বাদেই স্বর্গে চলে যাবেন। আর তুমি মনের আগুনে পুড়তে পুড়তে শ্মশানে যাওয়ার আগেই দগ্ধীভূত হয়ে যাবে। সেই অমানবিক সিদ্ধান্ত আমাকে মেনে নিতে হবে! অসম্ভব! তোমার দাদারা এলে তাদের সাথে যাবে?

না।

কেন?

তোমার কাছে থাকব।

এটাই তোমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত?

হ্যাঁ।

এরপরে অনেক চাপ পড়বে। সেই চাপের মুখে ভেসে যাবে না তো?

কেউ আমাকে টলাতে পারবে না।

www.pathagar.com

কাকীমা আমাদের সমস্ত কথাবার্তা শুনেছেন। তিনি আমাদের কাছে ডাকলেন। বললেন কি ছেলে মানুষি করছো তোমরা বাবা!

কোন ছেলেমি নয় কাকীমা! রমাকে আমি কলেজে ভর্তি করে দেব। আই.এ, বি.এ পাশ করিয়ে স্কুলের মাস্টারী করতে দেব। ওর নিজের পায়ে নিজেই দাড়িয়ে থাকবে। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে না। আপনি মা হয়ে মেয়ের সুখ শান্তি চান না?

কি জানি বাবা, তোমরা যেটা ভাল বোঝ সেটা কর। আমরা যেন স্বর্গে যেয়ে শান্তি পেতে পারি।

তার সাথে মেয়েকে জড়াচ্ছেন কেন? আপনার কর্মফলেই স্বর্গ নরকের রাস্তা তৈরী করবে। ছেলে মেয়ের কর্মফলে নয় বুঝেছেন!

কাকীমা মনে হয় মেয়ের ব্যাপারে মনে বড় আঘাত পেয়েছেন। সেদিন রাতে তার জ্বর প্রবলভাবে বেড়ে গেল। তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সে রাতেই ডাক্তার নিয়ে এলাম। স্যালাইন চলতে থাকলো। ব্যবস্থা পত্র দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন, আমাকে যে ইঙ্গিত দিলেন তা আমি আগেই বুঝেছি কাকীমার শেষ শয্যা। পরদিন সমস্ত দিনই তিনি অজ্ঞান হয়ে রইলেন। বাজার থেকে স্যালাইন চারটা আনা হয়েছে তাই চল্‌ছে। রাতও সেভাবে গেল। শেষ রাতের দিকে কাকারও যেন জ্বর এলো। রমা মালতী আর আমি রাত দিন জেগে সেবা শশ্রুষা করছি। কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু কাকীমার জ্ঞান ফিরলো না। তার শরীর আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। রমাকে শক্ত করে রাখতে চেষ্টা করছি। বড় রকমের দুর্ঘটনায় ও যেন ভেঙ্গে না পড়ে। তার জন্যে আমি উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছি। পরের দিন বিকেল পাঁচটার সময় রমার বড়দা অধীর, ছোট দা সুধীর এলো। বউ ছেলে মেয়ে সংগে আনতে পারিনি। অনেক ডাকা ডাকির পর মা একটু চোখ মেললো। দু'ছেলের মাথায় অতি কষ্টে হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তাঁর চোখ দিয়ে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো। দু'পাশে তাকালেন যেন কাউকে খুঁজছেন। রমাকে তার কাছে সরিয়ে দিলাম। তার মাথায় হাত দিলেন, কি বললেন বোঝা গেল না। আবার যেন কাকে খুঁজছেন-। আমি একটু পেছনে ছিলাম। রমা বললো- দাদা, তোমাকে দেখছে-। আমি তাঁর কাছে যেয়ে হাত ধরলাম। তিনি চোখ মেলে চাইলেন। খুব আস্তে আমার ডান হাতখানা তার বুকের উপর রাখলেন। তার দুর্বল ক্ষীণ হাত আমার মুখে, মাথায় বুলিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, রমাকে দেখ বাবা! তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম। তাঁর কথা জড়িয়ে এল। তিনি চোখ বুজলেন। কয়েকবার গঙ্গাজল তাঁর মুখে দেওয়া হল। ভোর হবার আগেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

www.pathagar.com

কাকা বাবুর জ্ঞাতিরা এলো। শ্মশানে নিয়ে যেয়ে দাহ করা হল। পরদিন সকালে অধীর, সুধীর, আমি, রমার কাকারা মিলে শ্রাদ্ধের ব্যাপারে আলোচনা হল। কিভাবে কি হবে সব ঠিক করে দাওয়াত পত্রের ভার কাকার জ্ঞাতি ভাইদের উপর ছেড়ে দেওয়া হল। কেনা কাটা যা করতে হবে আমরা তিন ভাইয়ে মিলে করব। অধির আর সুধীর মাত্র এক সপ্তাহ ছুটি নিয়ে এসেছে। তার মধ্যে তিন দিন কেটে গেল। শ্রাদ্ধটা তাড়াতাড়ি সেরে দেওয়া দরকার। আমরা সেদিনই ঝালকাঠি বাজারে গেলাম মালপত্র কেনার জন্যে। অধীর সুধীর প্রস্তুতি নিয়ে আসেনি। তাদের কাছে সীমিত টাকা রয়েছে। সেটা ওদের রেখে দিতে বললাম। ব্যানার্জি মহাশয়ের দোকান থেকে সব নেওয়া হল। আমি ব্যানার্জি মহাশয়কে হাসতে হাসতে বললাম- মাল নেব অনেক টাকার কিন্তু টাকা পকেটে নেই, থাকবে খাতায়। তিনি আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন তোমার জন্যে দোকানের মাল সব গেলেও টাকা চাইব না। যা লাগে নিয়ে যাও।

কেনা কাটা শেষ হয়ে গেলে ওদেরকে দোকানে বসিয়ে রেখে মায়ের সাথে দেখা করতে গেলাম। মা বললেন- সেলিনা সেই শুয়েছে আর উঠলো না। আমি ওর ঘরে ঢুকে জোর করে উঠিয়ে বসালাম। কপালে, হাতে, একটা চুমো দিলাম। খাটের উপর থেকে নামিয়ে বাইরে নিয়ে এলাম। কলপাড়ে নিয়ে যেয়ে বালতি বোঝাই পানি ওর মাথায় ঢেলে দিলাম। এবার ও হেসে ফেললো। বললাম- স্নান সেরে খেয়ে বসে বসে গল্পের বই পড়। আমি তিনদিন পর আসব।

তিন দিন কেন, তিন মাস পরে এসো, তাতে আমার কি!

তোমার কিছু নয়, এই কয়দিনে একেবারে অর্ধেক হয়ে গেছ, সে খেয়াল আছে?

আমার জন্যে সময় হয়না। আমি মরে গেলে তো সময় হবে।

আমাকে শাসন করছ! যত পার কর। এ বিদ্যা তোমার ভাল জানা আছে বুঝতে পারছি। মাত্র তিন দিন আমার ছুটি মঞ্জুর কর, এরপর যেখানেই যাই তোমাকে সঙ্গে নিয়েই তবে যাব। ওর ভিজে কাপড়সহ জড়িয়ে ধরে পরপর তিনটা চুম্বন দিয়ে বললাম- যে তিন দিন আসব না তার পাওনাটা দিয়ে গেলাম, এবার হল তো?

সেলিনা এবার হেসে ফেললো।

মালিনী বৌদির সাথে দেখা করে সংক্ষেপে রমার মায়ের মৃত্যুর খবরটা দিলাম। পিষিমার কাছে গেলাম। তার কোন অসুবিধা

www.pathagar.com

আছে কিনা জানতে চাইলাম। বললাম, আপনার বৌমার মা মারা গেছে, সেখানে পড়ে আছি। চার পাঁচ দিন পর আপনার বোনপোকে ধরে এনে আপনার কাছে দিয়ে যাব। কিছু কিনে দিতে হবে পিষিমা?

না বাবা ঠাকুর। একা মানুষ খাই। সেদিন দিয়ে গেছ অর্ধেক এখনও আছে। মালপত্র সব দু'টা ভ্যান গাড়ীতে বোঝায় দিয়ে বাজার ছেড়ে বেরুলাম।

মাতৃশ্রাদ্ধ শেষ হয়ে গেল। সেদিন রাতে কাকা বাবু তাঁর দু'ছেলে মেয়ে আর আমাকে নিয়ে বসলেন। অধীর আর সুধীরের সাথে আমার কোন পরিচয় ছিল না। গত কয়েক দিনে পরিচয় করবার সময়ও হয়নি। কাকা বাবু তাঁর ছেলেদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা যেমন আমার ছেলে তেমন এই বাবা ঠাকুরও আমার একটা ছেলে। তোমরা চার ভাই বোনে যোগাযোগ রেখ। তোমাদের মা রমাকে বাবা ঠাকুরের হাতে তুলে দিয়ে স্বর্গে চলে গেছেন। তিনি কিভাবে কি মনে করে তার হাতে সপে দিয়ে গেলেন তিনিই জানেন। জানি রমার মঙ্গলের জন্যেই হয়তো এমনটা করেছেন। আমিও তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি, নইলে তিনি স্বর্গে বসে শান্তি পাবেন না। আমার বিশ্বাস, বাবা ঠাকুর আমাদের সবার মর্যাদা বাঁচিয়ে চলবে।

রাতে অনেক কথা বার্তা হল। পরদিন দাদারা দু'ভাই চলে যাবেন কিন্তু যাওয়া হল না। শেষ রাতে হঠাৎ কাকা বাবু অচৈতন্য হয়ে গেলেন। ষ্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে দাড়িয়ে গেলেন। ডাক্তার নিয়ে আসা হল। কোন ফল হল না। তিনি আর চোখ মেললেন না। মুখে গঙ্গাজল দেওয়া হল। অবস্থা যখন একেবারে শেষ বিদায়ের দিকে দাড়ালো তখন তাঁকে তুলসী তলে নামিয়ে আনা হল। বেলা নয়টার মধ্যে তিনি তাঁর স্ত্রীর পথ অনুসরণ করলেন। এমন একটা কঠিন আঘাতের জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। সবাই যেন বোবা হয়ে গেল। চোখের পানি কারও নেই। ইতোপূর্বে কয়েক দিন ফেলতে ফেলতে সব শুকিয়ে গেছে। সে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। আমি মনকে শক্ত করে ফেললাম। তখনই সবদেহ সৎকারের জন্যে কাকা বাবুর জ্ঞাতি ভাইদের ডেকে সব ব্যবস্থা করা হল। শ্মশানে দাহ করে যখন ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রমা অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। বড়দা, ছোটদার মুখে কোন ভাষা নেই। আমি সবাইকে শ্রদ্ধা দিয়ে স্নেহ দিয়ে স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। মালতীর বাবা মা তাদের কাকা কাকী ও বোনেরা যারা পাড়ায় ছিল সবাই এসে সান্ত্বনা দিয়ে গেল। রাতে খাওয়ার জন্যে অনেকে

www.pathagar.com

পীড়াপীড়ি করলো কিন্তু কেউ খেলো না। সে এক ভয়ঙ্কর দুঃসহ রাত অতিক্রম করলাম। এ রাত দীর্ঘ কেন হল! দুঃখের রজনী দীর্ঘ বলেই অনুভূত হয়।

যথারীতি শ্রাদ্ধের কাজ সেরে দাদারা চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে-। আমি বললাম- আপনারা রমাকে নিয়ে যান। কয়েক মাস বৌদিদের সাথে কাটালে দুঃখ ভুলে যেয়ে স্বাভাবিক হতে পারবে। রমা যেতে চাইলো না। আমি যাওয়ার জন্যে অনেক সাধাসাধি করলাম। বড়দা বললেন- আমরা এসেছি পাসপোর্টে, রমার তো পাসপোর্ট নেই। আমাদের সাথে গেলে শেষে ঝামেলায় পড়তে হয় কিনা। পরে তুমি না হয় ওর পাসপোর্ট করে আমাদের কাছে নিয়ে যেও। বড়দা আমার হাত ধরে বললেন, তুমি বয়সে ছোট কিন্তু জ্ঞানে গুণে বড়। আমি তোমাকে বড় বলেই মনে করব। মা যেমন রমাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেছেন, আমিও তাকে তোমার হাতে সোপর্দ করে যাচ্ছি, তুমি ওকে ফেল না দাদা! রমার একখানা হাত আমার হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে দিলেন।

আমি বললাম দাদা, আপনাদের দেওয়া দায়িত্ব পালন করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করব। আপনাদের সম্মান আমি নষ্ট হতে দেব না। রমার মর্যাদা কোন দিন যাতে ছোট না হয় আমি সে চেষ্টাই করব।

বড়দা আর ছোট দার পায়ের ধুলি নিলাম। রমাও দাদাদের পায়ের ধুলি নিলো। দাদারা আশীর্বাদ করে তাঁদের গন্তব্য পথে পা বাড়ালেন। আমরা দু'জন সেদিকে অপলক নেত্রে চেয়ে রইলাম। বিরাট এক শূন্যতা যেন আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। কতক্ষণ দাড়িয়ে ছিলাম জানিনা। এক সময় মালতীর ডাকে চমক ভাঙ্গলো। মালতী খাওয়ার ব্যবস্থা করলো। স্নান করে কিছু খেয়ে নিলাম।

রমাকে বললাম- তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও, তাহলে আরাম পাবে। নইলে শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়লে আবার সেরে উঠতে কঠিন হয়ে পড়বে।

তুমি ঘুমাবে না?

ঘুমাতে পারলে ভাল হত কিন্তু পারার জো নেই।

কেন?

আমি ছুটি চাচ্ছি।

কিসের ছুটি?

অনেক কাজের মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়েছি, তোমার তো কিছুই অজানা নেই রমা!

www.pathagar.com

আমাকে মেরে ফেল, তাহলে তুমি চিরদিনের জন্যে ছুটি পেয়ে যাবে।

অমন কথা মুখে আনতে নেই দিদি! আমাকে ভুল বুঝে আমার উপর অভিমান করনা রমা! এতোদিন তুমি ছিলে দূরে। এখন এসেছ একেবারে নিকটে। আজকেই তোমার সাথে আমার ভাই বোনের সম্পর্ক সত্যিকারভাবে প্রতিষ্ঠা পেল। তোমার রক্ত আর আমার রক্ত আজ এক হয়ে গেল রমা! আমি দূরে থাকলেও মনে করবে তোমার নিকটে আছি, নিকটে থাকলেও মনে করবে তোমার কাছে আছি। আমাদের মাঝে আর কোন দিন দূরত্ব সৃষ্টি হবে না।

রমা আমার হাত ধরে করুণ দৃষ্টিতে ডাকলো- দাদা!

কি রমা?

আমাকে ক্ষমা করে দাও।

কেন?

তোমাকে না বুঝে অনেক ভুল করে ফেলেছি।

ভুল না করলে তো আসল সত্যটি পাওয়া যায় না।

তাই। আমি এবার পেয়েছি।

মালতী পাশে বসে ছিল। রমা ডাকলো- মালতী!

কি দিদি?

তুইও আমাকে ক্ষমা করে দিস দিদি!

তুমি তো এমন কোন অপরাধ করনি যে ক্ষমার প্রশ্ন আসবে।

করেছি।

কি?

তোকে নিয়ে আমি অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু আজ দেখছি আমার সেই স্বপ্ন দেখা ভুল ছিল।

সেটা কি!

তোকে নতুন বৌ করেছিলাম মনে আছে?

মালতী আর আমি দু'জনেই হেসে ফেললাম। মালতী বললো- তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে আমি তো কোন অজুহাত খুঁজিনি দিদি!

তবু-।

আমি বুঝেছিলাম দাদা মরুভূমির মরীচিকা। সারাজীবন ভর তার

www.pathagar.com

পিছে দৌড়াতে দৌড়াতে হয়রান হয়ে গেলেও তাকে ধরতে পারব না। তুমি দুঃখ পাবে, তাই অভিনয় করেছিলাম। যে আসনে তুমি বসাতে চেয়েছিলে আমি চেয়েছিলাম অন্য যোগ্য পাত্রীকে সেখানে বসাতে। আমার হৃদয়ে দাদা সম্পর্কের আসনটাই লোভনীয় ছিল। সেটাই আমি পেতে চাই।

মালতীর কথা শেষ হতেই আমি যেন চমকে উঠলাম। মালতী এ কোন দিকে ইঙ্গিত করছে!

রমা!

কি দাদা?

মালতী সাধারণ মেয়ে নয় বুঝতে পারছি, তার গভীর জ্ঞান আছে তবে একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে যে!

আমি বুঝেছি দাদা! কিন্তু সে তো হবার নয়। আমি তোমাকে এতোদিন যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে তুমি অনেক বড়। সেখানে নাগাল পাবার ক্ষমতা আমারও নেই। সাগরের তীরে আমি একটি ক্ষুদ্র বালুকণা। সাগর বক্ষে আমি নিষ্প্রভ। বিশাল জলধির বুকে ক্ষুদ্র বালুকণার কোন অস্তিত্ব অনুভবের মধ্যেও আসেনা। তাই না দাদা!

মালতী বললো- তাহলে এতোদিন যা রচনা করলুম সব কি আলেয়ার মত অদৃশ্য হয়ে যাবে?

না মালতী! সবই দৃশ্যমান থাকবে। তোমার দিদির ভাবী জীবনের সব ভারই আমি নিয়েছি কিন্তু কিভাবে যে সে জীবনটা গড়ব তা এখনই বলতে পারব না। বিধাতার হাতে সোপর্দ করে দিয়েছি সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতটা।

রমা আমার হাত ধরে বললো- আমার একটা অনুরোধ তুমি রাখবে দাদা?

বল।

তুমি বিয়ে করে সংসারী হও। তোমার সেই সংসারে আমাকে দাসীর মর্যাদা দিও, তাহলে আমি খুব সুখী হতে পারব।

তুমি আমাকে হাসালে রমা! ভাইয়ের সংসারে বোন দাসী বৃত্তি করবে, নতুন কথা তুমি কোথায় পেলে! কেউ কোন দিন এমন কথা বলেছে না লিখেছে? এমন অকৃতজ্ঞ ভাই আমি নই। এমনও তো হতে পারে, তোমার সংসারে দাস দাসীরা ফরমাশ খাটার জন্যে ছোটাছুটি করবে!

মালতী বললো- আমি তাই চাই দাদা!

www.pathagar.com

আমি বললাম- আমিও তাইই চাই।

রমা বললো- শূন্যে সৌধ নির্মাণ পরিকল্পনা কোন দিন বাস্তবে দেখা যায় না দাদা!

আমার পরিকল্পনা শূন্যের উপর নয়, সমুদ্র বক্ষে নয়, এই মাটির বুকে, এটা খুবই সম্ভব। আচ্ছা রমা, আমি এবার চলে গেলে আর হয়তো তাড়াতাড়ি আসতে পারব না।

কেন?

বাড়ী থেকে চিঠি পেয়েছি। আব্বা আমার জন্যে খুব চিন্তিত। বৃদ্ধ মানুষ, দুঃখ তো দিতে পারিনে, একটু দেখে শুনে আসি।

আমাকেও সাথে নাওনা দাদা!

আমার মা নাই, সংসারে কোন শৃঙ্খলা নেই।

আমি যেয়ে তোমাদের সংসারের সব শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে দেব।

তেমন বুদ্ধি তোমার আছে আমি জানি, কিন্তু আমি আব্বার অনুমতি ছাড়া তোমাকে নিয়ে যেতে পারব না। আমি এবার এসে তোমাকে আর সুসমাকে নিয়ে যাব।

রমা অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো- সুসমা কে?

তোমার মামাতো বোন।

তুমি কি করে জান্‌লে?

সে অনেক কাহিনী। আমি কিছু বলব না। একদিন তার মুখ থেকেই শুনে নিও।

দিদি আমার সাথে বলবে?

বলবে।

কোথায় বলবে?

তার বাড়ীতে।

আমাকে তো তার বাড়ীতে উঠতেই দেবে না।

কেন?

ওকে নিয়ে অনেক হাঙ্গামা হয়ে গেছে না?

তুমি তো করনি। আমি বাড়ী যাওয়ার আগে হয়তো তোমাকে তার বাড়ীতেই রেখে যাব।

দিদি তোমার কথায় আমাকে জায়গা দেবে কেন?

দেবে।

তার সাথে তোমার কিসের সম্পর্ক?

www.pathagar.com

তোমার সাথে যে সম্পর্ক।

আমি সেখানে যেতে পারব না।

কেন?

আমার লজ্জা করবে যে!

আমি লজ্জা ভেঙ্গে দেব।

কতদিন থাকতে হবে?

কয়েক মাস না হয় কয়েক বছর।

তুমি আমার সাথে রহস্য করছ?

না।

আমি বামুনের মেয়ে তার বাড়ীতে গেলে-।

সেও তো বামুনের মেয়ে।

এখনতো নেই।

তুমিও তো নেই।

কেন?

তোমার মা বামুনের হাতে না দিয়ে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেল কেন? আমি কি বামুন!

আমাকেও ঐ পথ নিতে হবে?

সেটা তোমার খুশী। আমার কোন জবরদস্তি নেই।

ভেবে দেখব।

দেখ।

আমাকে নিয়ে তুমি কি করতে চাও?

সেটা তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে।

মা তোমার হাতে সঁপে দিয়েছেন, এখানে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কিছু থাকতে পারে না।

তবু আমি তোমার মতামত না নিয়ে কিছু করব না।

আমার সবকিছু তোমার হাতে সমর্পণ করলাম। আমার হৃদয় এখন একেবারে শূন্য। তুমি যেভাবে চালাবে আমি সেভাবেই চলব।

এমন কঠিন বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দিওনা রমা!

আমি দিইনি, আমার পরলোকগতা মা দিয়েছেন। আমি সেটা সমর্থন করেছি মাত্র।

www.pathagar.com

আমরা একটা কলেজ খুলেছি, তোমাকে সেখানে ভর্তি করে দেব। তুমি কি বলতে চাও?

তোমার এমন সিদ্ধান্ত জেনে আমি খুব আনন্দ পাচ্ছি। কিন্তু থাকব কোথায়?

সে চিন্তা তোমার নয়, আমার। আমি এবার এসে তোমাকে নিয়ে যাব কলেজে ভর্তির জন্যে।

কতদিন পর আসবে?

এক সপ্তাহ হতে পারে আবার বেশীও হতে পারে। মালতীকে নিয়ে ততোদিন বাড়ীতে থাকবে। অসুবিধা নেইতো?

এতোদিন ভয় পাইনি, এখন পাচ্ছি।

ভয় আসে মনের দিক থেকে, সেটা শক্ত করতে থাক।

চেষ্টা করতে থাকব। জানিনে পারব কিনা। তুমি তাড়াতাড়ি এসে নিয়ে যেও।

বন্ধুর বাসায় যখন পৌছলাম তখন রাত দশটা-। মাকে সালাম দিয়ে পদধুলি নিলাম। বন্ধু খেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে বই পড়ছে। আমাকে দেখে একটু অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললো- কি যে তুমি করে বেড়াও, তা ভেবে পাইনে। এদিকে কাজের চাপ পড়ে গেছে, তুমি নেই কি করে সব সামাল দেই বলত।

আমি দুঃখ প্রকাশ করলাম। সংক্ষেপে ঘটনাটা বলে ফেললাম। বন্ধু লজ্জিত হয়ে বললো- আমি জানি তুমি সময়ের মূল্য বোঝ, বৃথা নষ্ট হতে দেওনা। বড় দায়িত্ব তোমার কাঁধে ছিল, সেটা নামাতে পেরেছ তাতে আমি খুশী।

আমি বললাম- এখনও থেকে গেল যে!

কি থাকলো?

রমা।

ওর জন্যে কোন সমস্যা নেই। তোমার কাছে ওটা খুব সহজ কাজ।

সেলিনা দেখা করতে এল না। আমি ওর ঘরে গেলাম। দেখলাম দেওয়ালে হেলান দিয়ে খাটের উপর বসে আছে। আমি হাসতে হাসতে তার কাছে যেয়ে জিজ্ঞেস করলাম- কেমন আছ সেলিনা?

সে কোন কথা বললো না। আমার দিকে একবার তাকালোও না। আমি জানি তার অভিমান কেমন করে ভাঙ্গতে হয় কিন্তু আমি সে দিকে না যেয়ে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

www.pathagar.com

মা সেলিনাকে ডাকলেন। বললেন- তোর ভাইকে ডেকে খেতে দে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খাবার ঘরে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করলো, কিন্তু আমাকে ডাকলো না। মা এসে বললেন- সেলিনা বসে আছে, তুমি যেয়ে খেয়ে নাও বাবা, অনেক রাত হয়ে গেল যে!

আমি খাওয়ার ঘরে ঢুকে খেতে বসলাম। সেলিনা পরিবেশন করলো এবং সে নিজেও খেলো। আমি খাওয়া শেষ করে শোবার ঘরে চলে গেলাম। কারও সাথে কোন কথা হল না। চোখা চোখি বার কয়েক হল কিন্তু সেখানে ভাষা ফুটলো না। শুয়ে পড়ে বন্ধুকে এড়িয়ে মনে মনে অনেকক্ষণ ধরে হাসলাম।

সকালে খাওয়ার টেবিলে সেলিনাকে ডাকলাম। সে এলে আমি বললাম, নাস্তা করে জামা কাপড় পরে নাও, তোমাকে আজ কলেজে ভর্তি করে দেব। সে কোন কথা বললো না। তবে খাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে আমার কাছে চলে এল। বন্ধু আর আমি তাকে নিয়ে কলেজে গেলাম। দেখলাম অনেক ছাত্র ছাত্রী আর তাদের অভিভাবকগণ এসেছেন। আজ প্রথম ভর্তি শুরু হচ্ছে। প্রায় ষাটজন ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হল। এর আগে ছিল আঠারোজন । আমাদের ঘোষণা দেওয়া আছে এক মাস ধরে ভর্তি নেওয়া হবে। কয়েক মাইলের মধ্যে কোন কলেজ নেই। প্রথম দিনেই বুঝলাম ছাত্র ছাত্রীর অভাব হবে না। সবাই আন্তরিক হলে কলেজ ভাল চলবে। আমি বাংলার দায়িত্ব নিয়েছি। এক ঘন্টারও বেশী সময় ধরে বাংলা ভাষা সম্পর্কে বক্তব্য রাখলাম। কথা বার্তায় হাসিতে কৌতুকে প্রথম দিনেই ছাত্র ছাত্রীদের মাতিয়ে ছেড়ে দিলাম। আমি অস্থায়ী বাংলা প্রভাষক। যে কয়দিন থাকব এই তরুণ প্রাণগুলো সতেজ করতে চেষ্টা করব। চলে গেলে যেন এরা আমার কথা ভুলতে না পারে।

আমানও সেদিন কলেজে এসে কিছুক্ষণ থেকে চলে গেল। সে আবার হাইস্কুলে শিক্ষকতা করে, সেখানে যেতে হবে। আমি তাকে বললাম, সামনের ছুটির দিন তোমাদের বাড়ী যাব। সে বললো এলে বেঁচে যাই। আজ এক সপ্তাহরও বেশী হয়ে গেল তোমার দেখা পাচ্ছি না, তাই ভাবনার অন্ত নেই।

ভাবতে নিষেধ করে দিও। বল, এমন করে ভাবলে ভাই মনে ব্যথা পাবে।

বেলা তিনটার সময় বাসায় গেলাম। খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিচ্ছি, সেলিনা এলো। বললো বেড়াতে যাবে না?

বিকেল পাঁচটায় যাব।

www.pathagar.com

আমিও যাব।

যেও। এখন বিশ্রাম কর যেয়ে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। পাঁচটা বাজলে সেলিনা মনে হয় বার কয়েক সাড়া দিয়ে গেছে। আমি ঘুমিয়েই আছি। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেলে সেলিনা চঞ্চল হয়ে আমার ঘরে এসে ডাকা ডাকি করে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলো। বললো কখন বেড়াতে যাবে সন্ধ্যা হয়ে গেল যে!

তবে আজ থাক, কাল যাব।

কাল যাব? বলে সেলিনা আমার হাত ধরে জোর করে খাটের উপর থেকে নামিয়ে দিলো। অগত্যা তখনই কল ঘর থেকে এসে বেশ পরিবর্তন করে নদীর তীরের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। আমি কোন কথা বলছিনা, তাই যেন সেলিনা রাগে ফুলছে বলে বুঝতে পারছি। মনে মনে হাসি পেলো কিন্তু হাসি চেপে রাখলাম। আমার মুখে হাসি দেখলে ওর রাগ আরও বেড়ে যাবে, আমি হয়তো তা ভাঙ্গতে পারবো না। ও নীরবতা ভঙ্গ করলো কথা বলা হচ্ছে না কেন?

ওর এই পরিবর্তন আমাকে ভাবিয়ে তুললো। ভাই ডাকটা হারিয়ে গেছে। এবার হয়তো নাম ধরেই ডাকতে শুরু করবে। বললাম, কাল রাতে এমন করে শাস্তি দিলে তার পরে আর কোন কথা আসে কি করে?

শাস্তিটা আমি তোমাকে দিলাম না তুমি আমাকে দিলে?

তোমাকে ডাকলাম, কথা বললেনা, গত কয়দিন কেমন ছিলাম। তাও জানলে না।

তুমি যে বলে গেলে তিন দিন পর আসব। আট দিন পর এলে কেন?

পাঁচ দিন বেশী হয়ে গিয়েছে তো? তার প্রাপ্য তো আমি তোমাকে দিতে গিয়েছিলাম।

তুমি একটা ভাল কৌশল পেয়ে গেছো, এমন প্রাণহীন পাওনা আমি আর চাইনা। আমি চাই প্রাণ।

যাতে প্রাণ নেই সে তো মৃত? এতো আমিও চাইনা।

তবে তুমি দূরে সরে থাক কেন?

তুমিই তো আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ?

কি করে?

আগে বলতে আপনি, এখন বলছ তুমি। আগে ডাকতে ভাই বলে

www.pathagar.com

এখন সেটাও হারিয়ে গেল, এরপর হয়তো ডাকবে নাম ধরে?

সেলিনা হি হি করে হেসে ফেললো। বললো এই হলো তোমার অভিযোগ, না আরও কিছু আছে?

এগুলোর উত্তর আগে দাও।

যাকে তাকে দিয়ে ভাই কথাটা ব্যবহার করা যায় কিন্তু এই যে আমার ব্যবহার এটা তো কেবল একজনের সাথেই করা যায়, এর মধ্যে তৃতীয় কেউ ঢুকতে পারে না। এর নামই প্রাণ। এতে আমি আনন্দ পাই। তুমি প্রত্যাখ্যান করলে ব্যথা পাই।

তোমার প্রতিটি কথায় জ্ঞানের স্পর্শ আছে। কিন্তু এ জ্ঞানটা তুমি কেন অর্জন করনি, যে ভবিষ্যৎ বলে কিছু আছে? তাকে জানাওতো বড় জ্ঞানের দরকার।

সেই চিন্তা আমি আগেই করে বসে আছি।

কি পেয়েছ?

ভাল।

আমার তো কোন ভবিষ্যৎ নেই?

আছে।

সেটা শূন্য গর্ভ।

আমিই সেই শূন্য গর্ভ পূর্ণ করব।

তুমি আমাকে ভুল বুঝ না সেলিনা! সত্যি আমি নিঃস্ব। ভবিষ্যৎ আমার অন্ধকার? এমন সুন্দর আলোর রাজ্য থেকে কেন তুমি অন্ধকারে ডুব দিতে যাচ্ছ বলত?

যদি অন্ধকার থাকে তাহলে আমি আলো দিয়েই সেটা ভরিয়ে দেব। আমি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি। সামনে তুমি পেছনে নদী? আমাকে কি তুমি পেছনে ফিরতে বল?

সেলিনার দু'চোখ দিয়ে পানি ঝরছে টপটপ করে। সন্ধ্যার লাল আভা তাতে লেগে চিক চিক করছে। আমি তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিতে যেয়ে ভাষা হারিয়ে ফেললাম। এক সময় বললাম, এ তুমি কোথায় এনে ফেললে সেলিনা?

বুঝতেই তো পারছ?

ভাবতে যে আমি শিহরে উঠছি!

সেলিনা আমার কাঁধের উপর হাত দিয়ে মাথাটা টেনে নিলো তার কাঁধে। বললো, তুমি যদি সামনে থেকে সরে যাও তাহলে আমি নদীকেই বেছে নেব।

www.pathagar.com

সে কাঁদছে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আশে পাশে কেউ নেই। একেবারে নিস্তব্ধ, কেবল নদীর ঢেউ এসে কূলে পড়ছে তার একটানা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। তাকে আমি বুকে টেনে নিলাম। আমারও চোখ দিয়ে পানি ঝরছে। বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, এমন কঠিন শাস্তি তুমি আমাকে দিওনা সেলিনা! এমন আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা আমার নেই। সেলিনা তার মাথাটা আমার কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে দু'হাতে গলা বেষ্টন করে কাঁদতে লাগলো। তার চোখের পানিতে আমার কাঁধ বুক ভিজতে লাগলো। তার মুখে কোন কথা নেই, আমার মুখেও ভাষা নেই। বোবার মত ভাষাহীন মুহূর্তগুলো কেটে গেল। এক সময় আমার চমক ভাঙ্গলো। ডাকলাম, সেলিনা?

ও কোন উত্তর দিলো না।

চল বাসায় যাই, রাত অনেক হল যে!

কোন কথা নেই। এবার আমি অপ্রতিভের মত ওর কপোলে একটা গভীর চুম্বন এঁকে দিলাম। ও একটু নড়ে উঠলো কিন্তু আলিঙ্গন ছাড়লো না। সে যা পেতে চায় তাই মনে হয় পর পর কয়েকটা এঁকে দিলাম। ও এবার তার কোমল লাল ঠোঁট দু'টি দিয়ে বার বার আমার ললাট স্পর্শ করছে। বললাম, চল এবার বাড়ী যাই।

চল যাই।

ওর মুখ দিয়ে কথা ফুটলো। আমি বললাম ধৈর্য হারিয়ে ফেলনা সেলিনা!

ধৈর্য আর ভাঙ্গবে না। আমার আর কোন ভয় নেই।

তোমার কাছে আমার একটা দাবী?

বল।

পবিত্রতা নষ্ট করব না, এই প্রতিশ্রুতি।

কেন, আমরা কি পবিত্রতা নষ্ট করেছি?

না।

তবে?

ভবিষ্যতে যদি কোন দিন-।

সেই ভয় করনা। এমন দুর্বলতা আসবার আগেই সেই পথ রুদ্ধ করে দেব। তবে তোমাকে একটা কথা দিতে হবে।

বল।

www.pathagar.com

তুমি যেখানেই থাকনা কেন আমাকে ভুলবেনা, এই অঙ্গীকার আমি চাই।

ভুলবনা। আমি তোমাকে কথা দিলাম। তবে আমাদের এই পথ বড় দুর্গম। এপথ পাড়ি দিতে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হবে। অনেক সময় লাগবে।

লাগুক, তা আমি সইতে পারব।

চল বাসায় যাই।

সকালে গেলাম মালিনী বৌদির সাথে দেখা করতে। তিনি আমাকে দেখে যেন তেড়ে এলেন।

দেখা নেই কেন ঠাকুরপো?

অনেক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি, সময় করতে পারছিনে। বৌদি! আপনার কাছে পরামর্শ নিতে এলাম। রমাকে নিয়ে কি করব আমি তো ভেবে পাচ্ছিনে?

সে তার দাদাদের সাথে যায়নি?

না।

কেন?

তার মা মৃত্যুর আগে আমার হাতে দিয়ে গেল যে!

বামুন ঠাকুরাণী তোমার হাতে দিয়ে গেল, তুমি যে অবাক করলে ঠাকুরপো!

তাইতো আপনার পরামর্শ চাই।

তাকে আবার বিয়ে করাতে পারবে?

চেষ্টা করলে পারি কিন্তু করবে কে? তোমাদের মধ্যে তো বিধবাদের বিবাহ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়না।

মাথা ঘামানো তো দূরের কথা, বিধবা বিবাহের কথা কেউ মুখেও আনেনা। তুমি তাহলে খুব সমস্যায় পড়েছ দেখছি। সে কি বলতে চায়?

তার কথা হচ্ছে মা তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেছেন তুমি যা করবে আমি তাই মেনে নেব। আচ্ছা বৌদি তাকে এই শহরে কোথাও এনে রাখা যায় না?

কোথায় রাখবে? আমি না হয় রাখতে পারতাম কিন্তু তুমি তো জানো ঠাকুরপো তোমার দাদা বাবু কেমন মানুষ! শেষে সেও ডুববে আমাকেও ডুবাবে। আচ্ছা, ঘর ভাড়া করে রাখা যায় না?

এতো টাকা পয়সা কোথায় পাব? এমনিতেই আপনার কাছে

www.pathagar.com

অনেক টাকা ঋণী।

সে চিন্তা কর না তুমি, যা নিয়েছ তা আর দিতে হবে না।

না বৌদি, এমন করে ছেড়ে দিয়ে আমাকে ছোট করবেন না। আমি একদিন অবশ্যই আপনার ঋণ পরিশোধ করব। এখনও কত দরকার হবে তার ঠিকানা নেই।

তোমার যখনই টাকার দরকার হবে নিঃসঙ্কোচে এসে নিয়ে যেও।

আচ্ছা বৌদি! হিন্দু ছেলেরা তো কেউ ওকে বিয়ে করতে চাইবে না, যদি কোন মুসলমান ছেলে পাই তার সাথে দিতে পারি কিনা।

তার মা যখন তার পেটের ছেলের হাতে না দিয়ে তোমার হাতে দিয়ে গেছেন, তখন কেউ তোমাকে দুষতে পারবে না।

আপনি সমর্থন করবেন?

করব। একটা জীবন তো বিফলে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

আপনার কথায় বুকে বল পেলাম। আমি কাউকে ভয় পাবনা। আরও একটা সমস্যা রয়ে গেছে।

কি সমস্যা?

পোনাবোলিয়ায় পূজা দেখতে গিয়েছিলাম মনে আছে?

আছে। যে মেয়েটা কে আমাদের সাথে পরিচয় করে দিয়েছিলে মনোরমা না কি নাম তার কথা বলবে তো?

বৌদি সব জান্তা, জাদুকর। তাকে নিয়ে কি করব তাও স্থির করতে পারছিনে। সে একজনকে ভালবাসে। ছেলেটিও তাকে ভালবাসে কিন্তু তাদের মাঝে দেয়াল। ওরা ভাঙ্গতে পারছে না। আমাকে ভেঙ্গে দেবার জন্য জিদ ধরেছে।

ছেলেটা কোথাকার?

খুলনা।

দেয়ালটা কি, জাতিগত?

হ্যাঁ।

যে দেয়াল ভাঙ্গতে পারবে না তেমন পথে ওরা পা দেয় কেন?

হৃদয়ে যখন ভালবাসা জাগে তখন স্থান কাল জাত ধর্ম কিছুই সে দেখতে পায় না। সব দেখে রঙ্গিন। যেদিন বাঁধা পায় সেদিন তাদের চমক ভাঙ্গে। তখন হয় নিরুদ্দেশ, নয়তো আত্মহত্যা। ছেলেটিকে আমি দেখিনি, সে কি করবে তা জানিনে তবে মেয়েটা তাকে না পেলে আত্মহত্যা করবে এটা নিশ্চিত।

যত অসম কাজ তোমার কাঁধে ভর করে কি করে?

www.pathagar.com

কি জানি আমি নিজেই তা বুঝতে পারিনা । ভালবাসার কাঁন্না আমি যে সহ্য করতে পারিনা বৌদি! ভালবাসা ব্যর্থ হবে, আর দু'টি প্রাণ অকালে ঝরে যাবে এটা আমি কোন মতেই মেনে নিতে পারি না ।

আমাদের সমাজের অসহায় মেয়েগুলো তোমার ঘাড়ে চড়ে পার হয়ে যাবে আর তুমি একা পড়ে থাকবে? গিরিজা বলে একটা মেয়েকে আমি জানি, সে কলকাতায় আই এ পড়ছে। তার বুকে খুব কাঁন্না। তুমি যখন তরুণী যুবতীদের কাঁন্না সহ্য করতে পার না তখন আমি তাকে নিয়ে এসে তোমার গলে ঝুলিয়ে তবে ছাড়ব ।

আপনি যাকে খুশী তাকে ঝুলাবেন তাতে আমার আপত্তি নেই, এখন কি করব তাই বলুন?

ছেলেটার সাথে যোগাযোগ করে দেখ। যদি সহজে পার করতে পার; তাহলে যেও। দুর্যোগের মধ্যে যাবে না বলে দিচ্ছি।

কলেজ থেকে ফিরে এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে হাসিবের খোঁজে বেরুলাম। সেলিনাকে বলে গেলাম আজ আর বেড়াতে যাওয়া হবে না, আমার অনেক কাজ আছে। সে হাসি মুখে বললো তোমার কাজে বাঁধা দিচ্ছিনে, তুমি যেখানে খুশি যেতে পার। গতকাল রাতের পর থেকে সে অনেক বদলে গেছে। তার পরিবর্তন আমাকে আনন্দ দিলো। জায়গা মত হাসিবকে পেলাম। তার খোঁজ খবর নিলাম। তাদের কোন অসুবিধা নেই। পড়াশোনা ভালই চলছে। সামনের মাসে তাদের পরীক্ষা। ওকে বললাম আমার এক বোন আছে তাকে নিয়ে আসব। এখানে কলেজে ভর্তি করিয়ে দেব ভাবছিলাম, কিন্তু কোথায় রাখবে তা স্থির করতে পারছিনে। তেমন সুবিধা মত অল্প টাকায় একটা ঘর ভাড়া পাওয়া গেলে না হয় যেখানে দু'ভাই বোনে থাকতে পারতাম।

হাসিব বললো আমি আপনার জন্যে ভাল জায়গায় ঘরের চেষ্টা করব, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে দু'বন্ধুতে শুয়ে আছি। আমি রমার ব্যাপারটা সব তার সাথে খুলে বললাম। এরপর তাকে নিয়ে কি করা যায় পরামর্শ চাইলাম। বন্ধু বললো, তাকে ফেলে রাখবার পথ তোমার আর নেই। এখন কিছু একটা তোমাকে করতেই হবে।

তার ধর্মের কোন যুবক তো তাকে বিয়ে করতেই চাইবে না।

বিধবা বিবাহের কথা বললে ওদের ভগবান রুষ্ট হন। তাকে নিয়ে তুমি কি ভেবেছ?

আপাতত তাকে নিয়ে এসে কলেজে ভর্তি করে দিই, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তাকে রাখব কোথায়?

www.pathagar.com

ঘর ভাড়া করে রাখলে হয় না?

অর্থনৈতিক প্রশ্ন আছে বলেই তো সাহস করছি না।

আমানের অনেক ঘর আছে, সেখানে রাখা যায় না?

তার কাছে জেনে দেখতে হবে।

তুমি বললে সে অমত করবে না।

তবু আমার বিবেকে বাঁধছে।

এখানে বিবেকের মৃত্যু হোক। তুমি নিঃসন্দেহে তাকে বল। আরও কিছু করা যায় কিনা আমিও চিন্তা করে দেখি।

আগামীকাল ছুটির দিন। আজ বিকেলে আমানদের বাড়ী যাব, সেলিনাও পিছু নিল। সুসমা আমাদের পেয়ে খুব খুশী হল। আমাকে বললো, তোমাদের এভাবে না পেয়ে একেবারে পেতে চাই, সেদিন কবে আসবে ভাই?

এর মধ্যেই তো আনন্দ। একেবারেই নিয়ে নিলে তো সব ফুরিয়ে গেল।

তোমার সব রহস্য?

সেলিনার হাত ধরে বললো, তুই কি বলিস?

আমার কিছু বলবার নেই, যা কিছু সব আপনাদের কাছে।

তবু-।

আপনার ভাই সামাজিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, আগে যুদ্ধ শেষ করে আসুক।

ভাই যদি সারা জীবনেও যুদ্ধ শেষ করতে না পারে?

আমি সারা জীবন অপেক্ষা করতে থাকবো।

তুইতো এমন মেয়ে ছিলিনা এ পরিবর্তন তোকে কে এনে দিলো?

আপনার গুণধর ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞেস করুন।

এমন অভিমানিনীর এই পরিবর্তন, আমি যে অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমি ততোক্ষণে খোকাকে কাঁধে নিয়ে নাচতে শুরু করে দিয়েছি। এই ছোট্ট খোকার সাথে অল্পদিনেই আমার একটা গভীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেল। সুসমা ঘরে আলো দিয়ে গেল। খোকাকে সেলিনার কাছে দিয়ে ব্যাগ থেকে খাতাখানা বের করে লিখতে বললাম। অল্প বাকি আছে। আশা করেছি এখান থেকে শেষ করে ফেলব। আমান বাজারে ছিল। সে বাড়ী এসে আমাকে লিখতে দেখে বিরক্ত না করে রান্না ঘরে যেয়ে বসলো।

রাতের খাবারের পাঠ চুকিয়ে চার ভাই বোনে গোল হয়ে বসে গেলাম। এবার আসল কথা পাড়লাম।

www.pathagar.com

সুসমা!

কি ভাই?

খুব সমস্যার মধ্যে পড়ে আছি যে- ।

কিসের সমস্যা?

রমাকে নিয়ে ।

ও বালাই ফেলতে পারছ না? সবকিছুতে তোমার মাথা গলানো কেন?

ফেলবো কি? আগেই জড়িয়ে গেলাম যে ।

কেন?

তার মা বাবা মারা গেছে জানো?

না ।

তারা যাওয়ার সময় ওকে আমার হাতে দিয়ে গেল যে!

তাদের দু'টো ছেলে আছে, তারা সেখানে ছিলনা?

ছিল ।

তাদের হাতে না দিয়ে তোমার হাতে দিলো কেন?

সেই উত্তর আমি কি করে দেব?

সুসমা ক্ষেপে গেল। রাগে তার মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠলো। সে বললো তোমার হাতে যখন তুলে দিয়ে গেল তখন আর দেরী কেন, বিয়ে করে বৌ বানিয়ে ফেল ।

সেলিনা ততক্ষণাৎ সুসমার মুখ চেপে ধরে বললো আপা, তুমি আমার সর্বনাশ করে দিও না, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি ।

আমি আর আমান খুব জোরে হেসে ফেললাম। সুসমার রাগ সপ্তমে চড়ে গেল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো- তোমরা হাসছো! এদিকে দুঃখে রাগে আমার মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছে ।

তুমি রাগ কর না বোন আমার!

আমি তার পিঠে হাত বুলাতে লাগলাম । কিছু সময় নিস্তব্ধতায় কেটে গেল। আমান মুখ খুললো, বললো- সমস্যা কেউ যেচে পড়ে ডেকে নেয় না । ভাই যখন জড়িয়েই পড়েছে, তখন তাকে উদ্ধার করতে হবে না! তুমি এ কেমন ছেলে মানুষী করছো?

সুসমা বললো- কথায় বলে, নারীর মন পাওয়া যায় না, একথা যে বলেছে সে ভুল বলেছে। এখন দেখছি অল্পতেই নারীর মন পাওয়া যায়, আর পুরুষের মন পেতে কষ্ট সহ্য করতে হয়, তাইনা সেলিনা?

আপা, তোমার কথা একশো ভাগ সত্য ।

আমার হাসি পেলো। আমানও দেখলাম আঁড়ালে হাসছে।

www.pathagar.com

ভাই, তুমি এতো বড় অসম বোঝা মাথায় নিয়ে হাসতে পারছো। এটা সবাই দেখতে পাচ্ছি, তাই আমি গর্ব করতে পারি। কিন্তু আমি দেখছি তোমার অন্তরের খবর, সেখানে তুমি বড় অসহায়। সেই করুণ দৃশ্য আমাকে অস্থির করে তুলছে। বল আমি কি সাহায্য করতে পারি?

আমি তাকে এনে কলেজে ভর্তি করতে চাচ্ছি। যতদিন তার একটা থাকবার জায়গা না করতে পারছি ততোদিন তার জন্য একটু আশ্রয় চাই।

ওকে আশ্রয় দিয়ে আমি ঐ জাতির কাছে ছোট হতে পারব না।

ছোট হওয়ার প্রশ্নই আসে না বরং একটা মহত্ত্বের কাজ হতে পারে।

তবু না

আমান বললো- একেবারে না করা তোমার ঠিক হয়নি। ভাইয়ের সুখ দুঃখ দেখবার দায়িত্ব আমাদের উপর আছে না?

তুমি দেখ!

তুমি দেখবে না?

দেখতে পারি, দেবী হয়ে এলে নয়, বেগম হয়ে এলে হতে পারে।

এ তোমার কেমন কথা?

সাত বছর পূর্বে যাদের সাথে সম্পর্কের কবর রচনা করে এসেছি আজ তাদের কঙ্কাল আমি চাইনে। চাই জীবিত আত্মা।

তোমার কথা আমি বুঝেছি সুসমা! আমি তোমাকে অসম্মান করতে পারিনা। তুমি যা চাও সে পথ যদি তৈরী করতে পারি তাহলে এনে দেব, নইলে দূরেই রাখবার চেষ্টা করব।

রাগ করলে ভাই?

না, এতে রাগের কিছু নেই। ভাই হয়ে আমার বড় দায়িত্ব হল বোনের মান সম্মান রক্ষা করা।

সেলিনা সুসমার গলা জড়িয়ে ধরে করুণ নয়নে চেয়ে বললো- আপা, আমার যে ভয় করছে।

সুসমা তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মুখে একটা স্নেহ চুম্বন দিয়ে বললো, তুই ভয় পাচ্ছিস কেন?

বিধাতা আপনার ভাইকে কি উপাদান দিয়ে তৈরী করেছেন তা আজও বুঝতে পারলাম না

একদিন বুঝতে পারবে বোন ! বিধাতার এই এক রহস্যময় সৃষ্টি।

www.pathagar.com

একে বোঝা কঠিন। বুঝতে গেলে অনেক সাধনার দরকার। আমি কি বুঝছি জানিস?

কি আপা?

সৃষ্টির আদিতে কোন জাতি ভেদ ছিল না, শেষেও থাকবে না। মাঝখানে স্বার্থপরেরা যে দেওয়াল গড়েছে, আমার ভাই হয়তো সেটাই ভেঙ্গে ফেলার ব্রত নিয়েছে?

এতো বড় কঠিন কাজ আপনার ভাই একা পারবে কেন?

কে বলেছে ভাই একা? পৃথিবীর অলিতে গলিতে বিধাতা এমন অসংখ্যা সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব দিয়েছেন, তারা অহরহ এই কঠিন দেওয়াল ভেঙ্গে চলেছে। একদিন এই দেওয়াল থাকবে না। কিন্তু স্বার্থপরদের কোন শান্তি এই পৃথিবীতে হবে না।

কেন?

তারা পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে শেষ করে ফেলবে। তারপর একদিন রং বদলিয়ে এদের সাথে মিশে যাবে।

তার পর?

পৃথিবী যেদিন লয় হয়ে যাবে, স্রষ্টা যেদিন সৃষ্টির বিচারে বসবেন, সেদিন ঐ স্বার্থপর দেওয়াল সৃষ্টিকারীরাই হবে আসামী।

কি শাস্তি হবে তাদের?

তাদের শাস্তি দোযখের আগুনে অনন্তকাল ধরে পুড়তে থাকা।

আর যারা দেওয়াল ভাঙ্গাবার ব্রত নিয়েছে, এদের কি কোন পুরস্কার নেই?

আছে।

কি?

জান্নাতে মনোরম বাসস্থান।

আমার আর ভয় নেই আপা। আপনার কথা শুনে হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে? আমি কি পারব ওর পিছে পিছে সেখানে পৌছাতে?

পবিত্রতা বজায় রেখে কঠিন সাধনা করলে হয়তো পারবে।

আপা, তাহলে আমার কি শাস্তি হবে?

কেন?

আমি যে একদিন ওকে আলিঙ্গন করে চুমো খেয়েছিলাম।

ভাই বোনের সম্পর্ক বড় মধুর। স্নেহ শ্রদ্ধার আলিঙ্গন চুম্বনে

www.pathagar.com

অপবিত্রতা নেই। কিন্তু আজ আর সেদিন নেই।

কি হল?

তুমি তো অন্য পথ বেছে নিয়েছ, এ পথ বড় তপস্যার পথ, বড় ধৈর্যের পথ, অনেক বাঁধা বিপত্তির পথ, এখানেই পবিত্রতা হারালে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন দিন কেউ কারও নাগাল পাবে না।

দোয়া কর আপা। আমাদের এই যাত্রা পথে সত্য ছাড়া অসত্য এসে যেন স্থান না পায়।

সেই দোয়া তো করবই তার চেয়েও বড় দোয়া তোমাদের প্রতি সবসময়ই থাকবে।

ছুটির দিনটাও সুসমাদের বাড়ী কাটালাম। পাণ্ডুলিপিখানি শেষ করে ফেললাম। আগামী সপ্তাহে সদরে যেয়ে এর সৎকার করা যায় কিনা দেখতে হবে।

পরদিন সকালে ঠিক হল এখান থেকে আমান, আমি, সেলিনা সোজা কলেজে চলে যাব। স্নানাহার করে বেরুচ্ছি, সুসমা সেলিনাকেক জড়িয়ে ধরে মুখে একটা চুমো দিয়ে বললো- আমাকে ভুল বুঝিসনে আপা! সত্যি আমি তোদের মঙ্গল চাই। একটা উপদেশ দিচ্ছি।

এবার থেকে ভাইয়ের সাথে দূরত্ব রেখে পথ চলিস। আপনার এই উপদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম আপা।

খোকাকে নিয়ে আদর স্নেহ দিয়ে সুসমার মাথায় হাত বুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

সুসমা বললো- দেখেছিস সেলিনা, উপদেশ দিলাম তোকে গ্রহণ করলো ভাই।

কি করে?

তার স্নেহই আমার পাথেয়। আজকে সেটা থেকে বঞ্চিত হলুম। পিছন ফিরে সুসমার দিকে এগিয়ে গেলাম। তাকে দীর্ঘ আলিঙ্গন করে একটা স্নেহ পূর্ণ চুম্বন দিয়ে হাসতে হাসতে চলে এলাম।

কলেজ থেকে বাসায় এসে দু'টি চিঠি পেলাম। একটা লিখেছে খুলনা থেকে রকিব, দ্বিতীয়টি নলছিটি থেকে মনোরমা। রকিবের কাছে জানতে চেয়েছিলাম তার পারিবারিক কোন বাঁধা আছে কিনা? সে লিখেছে মাকে মত করিয়েছি, মামারা অমত করছেন। তবু আমি সে বাঁধা দূর করতে পারব, কিন্তু অপরপক্ষের কোন বাঁধা দূর করবার কোন ক্ষমতা নাই। মা বলেছেন, শরীয়াত সম্মতভাবে তাকে ঘরে নিতে তার কোন আপত্তি নেই। ভাই? আপনি যদি আমাদের মিলন ঘটিয়ে দিতে পারেন তাহলে চিরদিন

www.pathagar.com

আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। আপনার পরবর্তী পত্রের আশায় অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে থাকলাম।

মনোরমা লিখেছে- দাদা, এতো করে হাতে পায়ে ধরলাম, তবু আমার কথা ভুলে গেলে! এই অভাগিনী বোনের কথা ভাববার সময় বোধ হয় তোমার নেই। না থাক। আর তোমাকে বিরক্ত করছিনা। মা আর মামা যেখানে বিয়ে দিচ্ছেন, সেখানে আমার পছন্দ না। কয়েকটা বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছি, তাই ওরা আমার উপর ক্ষুব্ধ। আমাকে গোপন করে বিয়ের দিনও মনে হয় ঠিক করে ফেলেছেন। আমার মনের ব্যথা এক মামাতো বোন ছাড়া আর কেউ বুঝলো না। বোনের স্বামী যদি বুঝতে পারত তাহলে হয়তো বেঁচে থাকতে পারতাম। শেষ পর্যন্ত হয়তো বিশখালী নদীকেই চিরসঙ্গী হিসাবে নিয়ে নিতে হবে। চিঠি দু'খানি বন্ধুকে পড়তে দিলাম। চিঠি পড়ে তার মুখটা যেন সাদা হয়ে গেল। সে বললো- বন্ধু, তোমার জন্যে আমার খুব ভয় হচ্ছে।

কেন?

এক সঙ্গে এতো চাপ, তোমার মাথাটাকে বিগড়ে দেয় কিনা তাই ভাবছি।

কেবল ভাবলেই হবে! এর সমাধান দিতে হবে না? একটা কোমল প্রাণ অকালেই হারিয়ে যাবে?

তুমি যে কি করে মাথা ঠাণ্ডা রাখ, তা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। তুমি কি ভাবছ?

ভাবছি, মনোরমার সাথে আগে দেখা করব।

কিভাবে?

রাতের মধ্যে এর একটা পথ বের করতেই হবে। কেউ যদি ডাকে, আর আমি তার ডাকে সাড়া না দিই তাহলে তার পরিণতির কথা চিন্তা করে দেখতে হবে না?

সেলিনাকেও চিঠি দু'খানি পড়তে দিলাম। সে পড়ে নিয়ে বললো তুমি এমন পথে পা দিতে চাওনা তা আমি জানি। কিন্তু কে যেন তোমাকে বাধ্য করে সে পথে চলতে। তুমি পিছে ফিরবে কি করে?

সেলিনার এই নিরুত্তাপ উত্তর আমার প্রাণে বল সঞ্চয় করে দিলো। আমি অন্ধকারের মধ্যেও কিছুটা আলোর রশ্মি দেখতে পেলাম। সেলিনার এই পরিবর্তনে আমার হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিলো। এতো দিন সে আমাকে ভাবিয়ে তুলতো। আমার চলার পথে সে বাঁধা সৃষ্টি করতো। আজকে তার মুখে

www.pathagar.com

বিপরীত সুর। এমনভাবে তার উৎসাহ পেলে সামনের দিনগুলো যে সুন্দর হবে তা অনুভব করতে পারলাম। আমার মুক্তির পথ যেন প্রশস্ত হতে শুরু করলো।

পরদিন কলেজে এক ঘন্টা ক্লাস নিয়ে ফিরে এসে লঞ্চ ধরলাম। নলছিটি যাব। এক সময় আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন এখানকার সাহেব আমার শিক্ষক ছিলেন। তিনি চান্দু মিয়ার গদিতে থাকতেন। তাঁর খোঁজেই সেখানে গেলাম। সংবাদ নিয়ে জানলাম তিনি চার বছর পূর্বে মারা গেছেন। মনোরমার ঠিকানা অনুয়ায়ী গেলাম তার মামাদের বাড়ি। তার নানা গঙ্গা চরণের সাথেই প্রথম দেখা। তিনি আমাকে চিনতে পারলেন না। আমি বললাম, কয়েক মাস আগে খুলনা থেকে স্টিমারে আসবার সময় এক সাথে এলাম মনে পড়ে না?

আমি বুড়ো মানুষ আবার চোখে কম দেখি। ভাল করে রাতের বেলায় দেখিনা তাই মনে করতে পারছি না। তা তোমার কথায় যেন নাতনীটা মাঝে মাঝে কয় কি না?

কোথায় থাকে সে?

এখানে আছে?

খুলনায় তার বাবার কাছে আর যায়নি?

আর যাবে না। তার মাও এখানে আছে। একেবারে বিইয়া দিইয়া চইলা যাইবা। তা তুমি এহানে কোথায় যাইতাছো?

আমি এসেছিলাম এখানে চান্দু মিয়ার গদিতে আমার এক উস্তাদ থাকতেন। তার খোঁজ নিতে। তিনি মারা গেছেন। তা জানতাম না। জানলে আসতাম না।

কি নাম তোমার ওস্তাদের?

মাওলানা মুসলিম উদ্দিন।

তাকে তো সকলেই চেনে। খুব ভাল মানুষ ছিলেন। আমিও তাকে ভাল জানতাম। আজ রাত্রিরে থাকবে কোনহানে?

বাজারে কোথাও থাকা যায় কিনা দেখে নেবো।

আমগো বাড়ি না হয় রাতটা থাইক্যা যাও।

এখনো তো সন্ধ্যা হয়নি। আচ্ছা ঝালকাঠির লঞ্চ পাওয়া যাবে না?

সেতো অনেক রাত্রে যাইবো।

তখন যাইবা কি কইরা?

আমাগো বাড়ি থাকলে হইবো না?

www.pathagar.com

আপনি মুরুব্বি মানুষ থাকতে যখন বলছেন তখন না হয় থেকেই যাবো। তিনি একটা ঘরে আমাকে বসতে দিয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে এলেন, সাথে মনোরমা একটা পাত্রে কয়েকটা নারিকেলের সন্দেশ। আর এক গ্লাস পানি আমার সামনে রেখে মনোরমা বললো, খেয়ে নিন। আমাকে দেখে তার চোখে মুখে খুশির আমেজ।

রাতে গঙ্গা চরণের কাছে শুনে নিলাম কোথায় মনোরমার বিয়ে হচ্ছে, ছেলে কি করে, বিয়ের দিন পড়েছে কিনা, কত তারিখে বিয়ে, তিনি সব খুলে বলে দিলেন। আমি বললাম, আপনারা ভুল করলেন কেন?

তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কিছু বললেন না। আমি আবার বললাম, আর এক বছর পড়লে আপনার নাতনি ম্যাট্রিক পাশ করতে পারতো। তার পর বিয়ে দিলে ভাল হতো না?

এটা হচ্ছে পুরনো কথা। আমি জানি মেয়েদের বেশি লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দিলে তারা সুখ শান্তিতে থাকতে পারে। সংসারের উন্নতি করতে সাহায্য করে।

আমাদের কালে কত ছোট্ট থাকতে মেয়ে বিয়ে হতো। তা শুনলে তো তুমি অবাক হয়ে যাইবা। ওর মা'র বিয়ে দিয়েছিলাম তখন তার বয়স মেয়ের অর্ধেক ছিল। তারাও তো শান্তিতে আছে।

যুগ বদলিয়ে যাচ্ছে না?

তা যাক। জাত ধর্ম তো ঠিকই আছে।

আপনারা যেটা ভাল বুঝবেন সেটা করবেন এতে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই।

হিসাব করে দেখলাম এক মাস নয় দিন আর সময় আছে। এর মধ্যে আমাকে কিছু করতে হবে। মনোরমার সাথে কথা বলবার সুযোগ হচ্ছে না। গঙ্গা বাবু আর আমি বসে আছি এক সময় মনোরমা এসে জানতে চাইলো আমার খাবার ব্যবস্থা কি করবে? আমি বললাম লুচি, পরটা যা হয় করে দিও। ও ভিতরে চলে গেল। আমি গঙ্গা বাবুকে বললাম, আমি ভোরে চলে যাব। আমাকে আবার কলেজে যেতে হবে।

ভোরে একটা লঞ্চ যায় সেটাতে যেতে পারবে।

তাহলে আপনার সাথে হয়ত সকালে দেখা করে যেতে পারব না। আপনি বৃদ্ধ মানুষ। আপনার উঠবার আগেই হয়তো আমাকে লঞ্চ ঘাটে পৌছাতে হবে।

দশটায় একটা আছে, সেটাতে গেলে হবে না?

www.pathagar.com

আমাকে যে দশটার মধ্যেই পৌছাতে হবে।

গঙ্গা বাবু চলে গেলেন। এই অবসরে পথ নির্দেশ করে একটা চিঠি লিখলাম। মনোরমা যখন আমাকে খেতে দিলো। সে সময় কৌশলে চিঠিখানি তার হাতে গুজে দিলাম। বললাম, আমি ভোরের লঞ্চে চলে যাব।

একটু রাত থাকতে আমি উঠে পড়লাম। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েই দেখি মনোরমা দাড়িয়ে। আমি বললাম রকিবের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। সে তোমার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছে, এখন তুমি কি করতে চাও?

সে নীচু হয়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে বললো- আমি এখনই আপনার সাথে যেতে রাজী।

কোন্ দিন কোন্ সময় যেতে হবে সে তুমি ঠিক করে নিও। তবে পঁচিশ দিনের আগে নয়। এর মধ্যে আমি সব ব্যবস্থা করে নেব। যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে আমাকে চিঠি দিয়ে জানাবে। তুমি ঘরে চলে যাও। ও আর একবার আমার পায়ে হাত দিয়ে সোজা হয়ে বাড়ীর ভিতরে চলে গেল। তখনও অন্ধকার হয়ে আছে। আমি লঞ্চ ঘাটে এসে নদীর পানিতে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। মিনিট পনের পর লঞ্চ ঘাটে এসে ভিড়লো আমি উঠে বসলাম।

সেদিন বিকেলে হাসিব তার বাসায় আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। আমাকে বললো, এই জায়গাটা আমাদের দু'ভাইয়ের নামে, বাবা কিনেছিলেন। আমার বন্ধুরা আমার ব্যাপারে মামলায় জড়িয়ে পড়লে তাদের যে অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তার কিছু অংশ আমি পূরণ করেছি এর অর্ধেকটা বিক্রী করে। এই যে তিন কামরা ঘর এর দু'টাতে আমরা দু'ভাই থাকি। বাকিটাতে এক বৃদ্ধা ভিক্ষুক থাকতো, সে চলে গেছে। আমি আপনাকে অন্য কোথাও যেতে দিতে চাইনে। আপনার ভগ্নিকে নিয়ে এসে এখানে থাকুন। দু'টি রুম আপনাদের ছেড়ে দেব। একটিতে আমরা দু'ভাইয়ে থাকতে পারব।

এখানে এই ঘরের কত ভাড়া হতে পারে?

আপনার কাছ থেকে ভাড়া নেব? এমন অকৃতজ্ঞ আমি নই ।

তুমি গরীব মানুষ নির্দিষ্ট কোন আয় তোমার নেই, ভাড়া না নিলে চলবে কি করে?

আপনিই তো আমার সংসার চালাচ্ছেন। আপনার সাথে পরিচয় না হলে আমাদের দু'ভাইকেই এতোদিন পথে ভাসতে হত, এতে কোন সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

তোমাদের রান্না বান্না করে দেয় কে?

আমরা নিজেরাই সব করি।

ঠিক আছে, আমার বোন এলে তোমাদের আর রান্না করতে হবে না। এক সাথেই খাওয়ার ব্যবস্থা হবে।

তাহলে তো আপনাকে ডেকে নিয়ে আসা ভুল হয়ে গেল।

কেন?

আপনি আমার গুরুজন। সন্তানের মত আমাকে আগলিয়ে রেখেছেন। আমারও তো আপনার প্রতি কিছুটা দায়িত্ব থাকতে পারে, সেটাই পালন করতে চেয়েছিলাম। তাতো হল না, আরও আপনার স্নেহ বন্ধনে বেশী করে জড়িয়ে পড়লাম। এমন মহৎ মানুষ আছে বলেই পৃথিবী এখনও সচল আছে।

তুমি দুঃখ করছ কেন ভাই। সামনে এমন দিনও তো আসতে পারে তোমার সাহায্য ছাড়া আমি চলতে পারব না।

বিধাতা যেন তেমন দিনই আমাকে দেন, যেদিন আপনার মত হৃদয়বান মানুষকে আমি সেবা করতে পারব।

দিন চারেকের মধ্যেই দু'খানা খাট, একটা আলনা, একটি আলমারী, দু'টি চেয়ার, একটি টেবিল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহ করে ফেললাম। ছুটির আগের দিন কলেজ থেকে এসে কিছু খেয়ে মা ও সেলিনাকে বলে চলে গেলাম রমাদের বাড়ী।

সেখানে পৌছাতে অনেক রাত হয়ে গেলা। রমাকে দেখে আমি শিহরে উঠলাম। তার শরীর একবারে ভেঙ্গে পড়েছে। চোখ মুখ বসে গেছে। চেহারা যেন কাল হয়ে গেছে। তাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম, তোমার এমন অবস্থা কেন রমা?

কই কিছুই তো হয়নি আমার?

তোমার শরীর শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। আবার বলছ কিছুই হয়নি। রমা হেসে ফেললো, বললো- যদি কিছু হয়ে থাকে তা আমার জন্যে নয়, তোমার-।

আমার জন্যে?

কেবলই মনে হয়ে দাদা হয়তো কোন বিপদে পড়েছে, তাই আসতে পারছে না। এই ভাবনায় আমি খেতে পারিনা ঘুমাতে পারিনা।

তুমি তো জানো রমা, একটা মানুষের পক্ষে যেটা অসম্ভব তার চেয়ে অনেকগুন বেশী সমস্যায় আমি পড়েছি?

www.pathagar.com

জানি, তাতেই আমি ভয় পাই দাদা।

এবার ভয় দূর করে দাও। আমি তোমাকে নিতে এসেছি, তুমি এখানকার পাঠ চুকিয়ে আমার সাথে যাবে কিনা ভেবে দেখ।

আমার আর কোন ভাবনা নেই। তুমি যদি বল, এই রাতেই যেতে হবে তবু আমি আপত্তি করব না।

সে রাতেই মালতী রমার যাওয়ার কথা শুনে কাঁদতে লাগলো। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম- তুমি কেঁদনা মালতী, আমার বন্ধুর বাসা তো তুমি চেন, যখনই মনে পড়বে সেখানে যেও, তোমার রমাদিকে দেখতে পাবে।

পরদিন সকালে মালতী আর রমা যেগুলো নেওয়ার দরকার তেমন সব জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেললো। পাড়া থেকে দু'জন গরীব মানুষ ডেকে নেওয়া হল। তারা মালপত্রগুলো বহন করে নিয়ে যাবে, বিনিময়ে তাদের পারিশ্রমিক দেব, এই শর্তে।

রমার কাকা-কাকী, প্রতিবেশীরা এলো, তাদের চোখে জল। আমি বললাম- আপনারা কাঁদবেন, না দুঃখ করবেন না। কাকীমা রমাকে আমার হাতে সপে দিয়ে গেছেন। আমি যেন তার অমর্যাদা না করি। আশীর্বাদ করুন। রমার বাকী জীবনটা সুখ শান্তিতে কেটে যায়, আমি যেন সে পথ তার জন্যে তৈরী করে দিতে পারি।

পরদিনই রমাকে কলেজে ভর্তি করে দিলাম। আমার ব্যবস্থায় সে খুব খুশী হল। শুরু হল রমার নতুন জীবন। সেদিন কলেজ ছুটির পর সেলিনাকে আমাদের নতুন বাসায় নিয়ে গেলাম। সেসব দেখে শুনে যেন বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর কি মনে করে হেসে ফেললো। বললো- তোমার পরিকল্পনায় কোন খুঁত আছে কিনা, তাই ভেবে নিলাম।

কি দেখলে?

নিখুঁত।

আজ থেকে রমার দায়িত্ব তোমার কাঁধে চাপিয়ে দিতে চাই সেলিনা, আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এবার মুক্তি চাই।

মুক্তি তুমি পাবে না। তবে তোমার সুখ দুঃখে আমি চিরদিন সাথী হয়ে থাকব।

আজ থেকে রমাকে তোমার পরম বন্ধু জেন।

জানলাম।

বোন হিসাবেও নিতে পার।

নিলুম।

এতেই আমার মুক্তি।

www.pathagar.com

বন্ধুর পত্রিকা অফিসে কাজ, সদরে যেতে হবে। আমিও পত্রিকার জন্যে সামনের সপ্তাহের লেখা আর পাণ্ডুলিপিখানি নিয়ে তার সাথে গেলাম। উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দেখে রহিম সাহেব খুব খুশী হলেন। আমাদের খুব সমাদরে আপ্যায়ন করলেন। স্বত্ব হস্তান্তরের চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করে অর্থনৈতিক লেনদেন সেরে, পত্রিকা অফিসে যাওয়ার জন্যে বেরুব, এমন সময় এক হাস্যময়ী তরুণী সেখানে এলো। রহিম সাহেবের কাছে জানতে চাইলো কোন নতুন বই বেরিয়েছে কিনা। রহিম সাহেব বললেন, নতুন বই বাজারে এসেছে।

দিন।

রহিম সাহেব আমার বইখানি দিলেন। আমাকে দেখিয়ে তিনি বললেন, এই বইয়ের লেখক তোমার সামনে।

তরুণী উচ্চ হাস্য করে বললো, আমার কি সৌভাগ্য বই এবং বইয়ের লেখককে এক সাথে পেয়েছি। আমি বই পড়ি, লিখতে পারি না উনি লিখেছেন, যাই-ই লিখুন না কেন বই আকারে ছাপা তো হয়েছে? অতএব, আমার চেয়ে উনি অনেক বড়।

আর একখানা পাণ্ডুলিপি আজকে দিলেন।

তাই নাকি? তাহলে তো উনাকে ছাড়তে পারি না। চলুন আমাদের বাসা থেকে চা খেয়ে যাবেন।

রহিম সাহেব আমাকে বললেন, মেয়েটির বাবা নাজমাদা উকিল। নাম এ্যাডভোকেট আশরাফ আলী তালুকদার। ও খুব বই পড়ে। যান ওদের বাসায়, দেখবেন আপনাকে নিয়ে নাচবে।

কৌতুক করবেন না! আমি পড়তে জানি, নাচতে জানি না। আমরা সবাই হেসে ফেললাম। তরুণীর সাথে যেতে হল। আমি রিকসা নিতে চাইলাম। সে বললো, বেশী দূর হবে না, চলুন হাটতে হাটতে যাই। আমি বললাম, আমাদের অনেক কাজ করতে হবে, বেশী সময় নষ্ট করাবেন না আপা!

তরুণী হেসে ফেলে বললো, আপনি বলবেন না, আর আমাকে আপা বলছেন কেন, আমি আপনার অনেক ছোট না?

ঠিক আছে, তুমি আমাকে ভাই বলবে, আমি তোমাকে আপা বলব।

আপনাকে ভাই বলতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আপনি আমাকে আপা বলবেন এতেই আমার আপত্তি। আমার নাম এলিনা। এই নামেই ডাকবেন।

ওদের বাসায় যেয়ে ঢুকলাম। আমাদের বসতে দিয়ে এলিনা

www.pathagar.com

ভিতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরই ওর মাকে সাথে নিয়ে এসে আমাকে দেখিয়ে বললো, দেখেছ মা, কেমন সস্তায় একটা ভাই পেয়ে গেলাম!

ওর মা হাসলেন। বললেন ভালই তো হল। তোমার বড় ভাই নেই এবার পেয়ে গেলে।

আমার দিকে চেয়ে এলিনা বললো, দেখলেন, আমার মায়ের তুলনা হয় না। আপনাকে ভাই বলে পরিচয় দিলাম, আর মা কেমন সহজেই মেনে নিলেন!

আমি উঠে দাড়িয়ে মায়ের পায়ের ধুলি নিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন, ভাল থাক বাবা!

এলিনা এবার কলেজে ঢুকেছে। তার ছোট দু'টি ভাই। আলমগীর ক্লাস এইটে, সবুর ক্লাস ফাইভে পড়ে।

সেই থেকে সদরে গেলেই এলিনাদের বাসায় যেতে হয়। যদি কোন দিন ওদের বাসায় না যেয়ে চলে আসি পরে সেটা জানতে পারলে অসম্ভব হৈ চৈ বাঁধিয়ে দেয়। তাই এলিনাকে এড়াতে পারি না।

সপ্তাহ না যেতেই মনোরমার চিঠি পেলাম। লিখেছে দাদা, আপনার বেঁধে দেওয়া সময় পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারব না।

মা আর মামীরা আমার উপর খুব চাপ সৃষ্টি করছেন। হয়তো এখান থেকেও আমাকে সরিয়ে নেবে, এমন ষড়যন্ত্র হচ্ছে বুঝতে পারছি। আমি পনের তারিখ রবিবার ভোরের লঞ্চ ধরব, আপনি ঘাটে থাকবেন।

আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। গেলাম মালিনী বৌদির কাছে। এই পর্যন্ত যা কিছু করেছি তা আর কারও কাছে না বললে বৌদির কাছে ব্যক্ত করেছি। তার পরামর্শ স্নেহা সম্ভাষণ আমার চলার পথে পাথেয় জোগায়। মনোরমা এলে রমার কাছে রেখে দিলাম। ও চলে এলো তার প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্যে অপেক্ষায় থাকলাম। রকিবের কাছে জরুরী চিঠি লিখলাম, মনোরমা আমার কাছে চলে এসেছে। তুমি তার বাবার গতি বিধি লক্ষ্য করবার জন্য কোন বন্ধুর প্রতি দায়িত্ব দিয়ে আমার কাছে চলে এসো।

আমানের বাড়ীতে যে লোকটা চাষের কাজে নিযুক্ত ছিল তার বাড়ী পোনাবোলিয়াই। তাকে পাঠালাম সেখানকার খবর জানতে। কয়েকদিন পরে সে এসে বললো, সংবাদ পেয়ে ওর বাবা খুব ভেঙ্গে পড়েছেন। স্ত্রীর পরে রাগ করে তিনি আসেননি। এদিকে খুব খোঁজাখুঁজি হচ্ছে। সবার ধারণা সে নদীতে ডুবে মরেছে। সে

www.pathagar.com

নাকি প্রায়ই তার মা মামীদের সাথে বলতো আমি ডুবে মরব। মামাতো বোন তাদের অনর্থক খোঁজ করতে নিষেধ করেছে। বলছে, সে মরেছে, তাকে কোন দিন পাওয়া যাবে না। আমি কি করব মনে মনে সিদ্ধান্ত করে ফেললাম। কয়েকদিন পরে রকিব এলো। বন্ধুদের নিয়ে তাদের বিয়ের কাজটা সেরে দিলাম। দু'দিন পরেই সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে রাতের আঁধারে ওদের নিয়ে খুলনা চলে গেলাম। প্রথমে রকিবদের বাড়ী যেয়ে উঠলাম। ওর মায়ের পায়ের ধুলি নিয়ে বললাম, মনোরমা আমার বোন, আপনার ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছি। দেখবেন আপনার সোনার সংসার গড়ে দেবে। ওদের জন্যে দোয়া করুন। ওরা দু'জনে মায়ের পায়ের ধুলা নিলো। মা বৌ দেখে খুশী হয়েছেন বুঝতে পারলাম। মনোরমা সত্যি সুন্দরী মেয়ে ! ওদের সুখ শান্তির জন্যে দোয়া করলেন।

সেদিন অনেক রাত করে ওদের নিয়ে মনোরমার বাবার বাসায় গেলাম। তিনি ঘরের দরজা দিয়ে শুয়ে পড়েছেন। আমি দরজায় মৃদু আঘাত করলাম।

কে?

আমি বাবা!

দরজা খুলে গেল। আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম। তার পায়ের ধুলা নিলাম।

কে তুমি?

আপনার ছেলে।

আমার ছেলে?

হ্যাঁ।

আমার তো বড় কোন ছেলে নেই।

এইতো আমি আছি।

কি বলতে চাও তুমি?

মনোরমা আমার বোন। সে জলে ডুবে মরছিল, আমি তাকে উদ্ধার করেছি। যার জন্যে সে আত্মহত্যা করছিল, তার সাথে বিয়ে দিয়েছি। আপনি এক সাথে ছেলে, মেয়ে জামাই সবই পেলেন। ওদেরকে আশীর্বাদ করুন। ওরা বাইরে দাড়িয়ে ছিল। ভিতরে এসে পায়ের ধুলা মাথায় নিলো। তিনি যেন বোবা হয়ে গেলেন। রাগে দুঃখে তিনি কাঁপছেন। তবু তার দু'চোখে জল টলমল করছে।

www.pathagar.com

বাবা! ওদের আশীর্বাদ করুন।

তিনি চিৎকার করে উঠলেন, আশীর্বাদ নয় আমি অভিশাপ দেব। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

বাবা! আপনি ভুল করছেন।

না-না আমি কোন ভুল করছিনে, আমার মেয়ে জলে ডুবেছিল, সে মরে গেছে। তোমরা এখনই আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যাও।

আপনার রক্তে ওর জন্ম, এ পরিচয় তো মুছে যাবে না বাবা? আপনি ওকে ক্ষমা করে দিন।

মনোরমা ওর বাবার পায়ের উপর মাথা রেখে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো, তার চোখের পানিতে পায়ের পাতা ভিজিয়ে ফেললো।

এমন দৃশ্যে পাষাণ দেবতার হৃদয়ও টলে যায়, আপনি কেন টলবেন না বাবা?

মনোরমার বাবা অমিয় বাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না, মেয়েকে দু'হাতে তুলে ধরলেন। তার দু'চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো। বললেন, তুই ডুবছিলি বেঁচে গেলি, কিন্তু আমাদের ডুবিয়ে ছাড়লি।

কেন ডুবাবো বাবা? এসব তো ভগবানের লীলা খেলা। আপনি ওকে ক্ষমা করে দিন।

একটা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তিনি বললেন- তোরা সুখে থাক। আমার সামনে আর আসিসনে কোন দিন, আমি সহ্য করতে পারব না।

এতো আশীর্বাদের খোলসে অভিশাপ দেওয়া হলো বাবা! ছেলে, মেয়ে জামাই সবাই আসবে, কি করে আপনি পায়ে ঠেলতেন, পরবেন বলুন দেখি? আপনি বাবা। এমন নির্দয় কোন দিন হতে পারবেন না। বলুন ক্ষমা করে দিলেন?

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি বললেন দিলাম।

আশীর্বাদ করলেন?

মনোরমাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। বললেন, তোরা সুখ শান্তিতে থাক, এই কামনা করি।

মেয়ের মুখে একটা চুমো দিয়ে ছেড়ে দিলেন। এরপর তিনি ছেলে ও জামাইয়ের মঙ্গল কামনা করলেন। সবাই আর একবার তার পদধুলি নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। তিনি পিছে পিছে বাইরে এলেন। আমরা যে রিকসায় এসেছিলাম তাদের অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। তারা দেখি ছিটের উপর হেলান দিয়ে

www.pathagar.com

ঘুমাচ্ছে। তাদের ডেকে তুললাম। অমিয় বাবু আমাদের রিকসায় তুলে দিয়ে বিমূঢ়ের মত দাড়িয়ে রইলেন। আমরা চলে এলাম। তিনি কতক্ষণ সেখানে দাড়িয়ে ছিলেন জানিনা।

পরদিন চলে আসতে চেয়েছিলাম কিন্তু রকিবের মা আসতে দিলেন না। চার দিন পর ফিরে এলাম। আসবার আগে অমিয় বাবুর সাথে দেখা করতে গেলাম। বুঝলাম গত কয়েকদিন তার উপর দিয়ে প্রবল ঝড় বয়ে গেছে। এখন শান্ত স্থির। আমাকে হেসে বিদায় দিলেন।

মনোরমার ব্যাপারটা শুনে সবাই তাজ্জব বনে গেল। বেশী বিস্মিত হলেন মালিনী বৌদি। তিনি বললেন- তোমার সাহসের ধন্যবাদ দিই ঠাকুরপো!

আমি নিজেই মনে করলাম মস্ত বড় একটা নদী সাঁতরিয়ে পার হয়ে কূলে উঠেছি। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। মস্ত একটা ভারী বোঝা নেমে গেল। মনটা হালকা বোধ করলাম। আবার লেখায় মন দিলাম। রাতের প্রথমেই খেয়ে নিই, তার পর রমা আর নকীব বই পড়তে বসে। আমি খাতা খুলে লিখতে বসি। অনেক রাত অবধি ওরা পড়াশোনা করে শুয়ে পড়ে। আমি ঘুম না আসা পর্যন্ত লিখতেই থাকি। এখন রাত জাগলেও আর ক্লান্তি আসে না। বিকেলে রমা আর সেলিনাকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে যাই। মাঝে মাঝে রমা আর সেলিনার কলেজ বন্ধুরাও এসে যোগ দেয়। এমনভাবে সময় বয়ে যায়। দিন, মাস বছর আরও সময় কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। কলেজের ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমরা অনেক চেষ্টা আর পরিশ্রম স্বীকার করে উপরের সমর্থন পেয়েছিলাম, আমাদের কলেজের পরীক্ষাটা দেওয়ার জন্য। সেলিনা আর রমা ভাল রেজাল্ট করল। এলিনাও ভালভাবে পাশ করলো। তালুকদার সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে একদিন তার স্ত্রী, শ্যালক আর শ্যালক পত্নীকে নিয়ে এলাম বন্ধুদের বাসায়। তারা সব দেখে শুনে খুব খুশী হয়ে চলে গেলেন। একদিন মা, সেলিনা, রমা আর সুসমাকে নিয়ে সদরে গেলাম। আমাদের পেয়ে তালুকদার দম্পত্তি আনন্দ পেলেন। এলিনাকে বন্ধু পত্নী করে নেব এমন পরিকল্পনা আমি অনেক আগেই করে রেখেছিলাম। বিষয়টা আমি গোপনে রাখিনি, সুযোগ বুঝে উভয়পক্ষকে আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছিলাম। সবাইকে এগিয়ে নিয়ে সময় সুযোগ মত একেবারে মুখোমুখী করে ফেললাম। উভয়পক্ষই আমাকে ভাল জানতেন। সবার ভালবাসা আমি প্রাণ ভরে পেয়েছি। আমার প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কোন রকম ভুল পথে আমি তাদের নিয়ে যেতে পারি না। উভয়পক্ষের আন্তরিক সম্মতিতে বিয়ের দিন ধার্য করে ফিরে এলাম।

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট দিনে খুব জাঁকজমকের সাথে বিয়ের কাজ সুসম্পন্ন হয়ে গেল। সবাই মিলে কয়েকটা দিন হাসি আনন্দে কাটালাম। ইতোমধ্যে হাসিবের বি,এ পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। এবার আমার শেষ কর্তব্যটি সামাধা করবার চেষ্টায় থাকলাম। ইতোপূর্বে অনেক বার রমা আর সেলিনাকে নিয়ে সুসমাদের বাড়ী গিয়েছি। সুসমা রমাকে মেনে নিয়েছে নিজের বোন হিসাবে। ওদের মধ্যে ভালবাসাও গড়ে উঠেছে আন্তরিকভাবে। রমা সুসমাকে পেয়ে খুব খুশী হয়েছে। তাদের সত্য জীবনটা তার কাছে এতো ভাল লেগেছে যা মাঝে মাঝে সে কথাবার্তায় প্রকাশ করে দেয়। এতে আমার প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ আরও অনেক গুন বেড়ে গেছে। হাসিবকেও কোন কোন দিন সুসমাদের বাড়ী নিয়ে গিয়েছি। আমার প্রতি তার এতো দৃঢ় আস্থা জন্মে গেছে সে কোন কিছু করবার আগে সম্মতি না নিয়ে করে না। একদিন বন্ধু আর তাকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম। সেদিন কথাচ্ছলে তাকে বলে ফেললাম, আমার মনের কথাটা।

হাসিব আমি তোমাকে বিয়ে দিতে চাই।

সে আমার পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বললো, আপনি কেবল আমাকে ভাইয়ের স্নেহ দেননি পিতার দায়িত্বও পালন করেছেন। আপনি আমার গুরুজন। আপনার কথা আমি মাথা পেতে নিব।

দেখ হাসিব, তোমার অনেক বন্ধু বান্ধব আছে, কিন্তু আপন কেউ নেই। আমি তোমাকে একেবারে আপন করে পেতে চাই।

সেটা তো আমার পরম সৌভাগ্য, কিন্তু আমি তো এখনও নিজের পায়ে দাড়াতে পারিনি ভাই?

সেই চিন্তাও আমি করে রেখেছি হাসিব। আমি এমন অবুঝের মত কাজ করতে পারিনে যে, তোমাকে বিয়ে দিয়ে পথে ভাসিয়ে সরে পড়বো। সব যোগাযোগ আমি সম্পন্ন করেছি। তোমাদের জন্যে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকের চাকুরীর ব্যাপারে সদরে এবং কেন্দ্রে ব্যবস্থা পাকা পাকি করে ফেলেছি। কয়েকদিন পরেই তোমাদের নিয়ে সদরে যাব। সেখানে যেটা করতে হয় সেটা আমিই করব।

আমার কথা শুনে বন্ধু এবং হাসিব দু'জনেই যেন অবাক হয়ে গেল। হাসিব নিজেই জানে না যে তার ভবিষ্যতের জন্যে আমি ভাবি। বন্ধুও জানে না আমি তালুকদার সাহেব আর রহিম সাহেবকে দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি। হাসিব শ্রদ্ধার সাথে আমার পায়ে আবার হাত দিয়ে মাথায় তুলে বললো, যতোদিন বেঁচে থাকব ততোদিন আমি যেন আপনার পদসেবা করে যেতে পারি। পরের দিনই রমাকে নিয়ে গেলাম নদীর ধারে বেড়াতে।

www.pathagar.com

রমা?

কি দাদা?

একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই?

রমা হেসে ফেললো, বললো- দাদা আজ যেন অভিনয় করছে।

কেন?

আমার এমন কোন গোপন বিষয় নেই যে তুমি তা জানো না!

সেসব যে গত হয়ে গেছে?

যে জীবন পিছনে ফেলে এসেছি তার চেয়ে অনেক ভাল আছি আমি।

আমি বলছি ভবিষ্যতের কথা।

ভবিষতের জন্যে আমি ভাবিনে দাদা!

কে ভাববে?

তুমি।

আমি ভেবে নিয়েছি এবার তোমার অনুমতিটা পেলেই এগিয়ে যাই।

তুমি আমার জন্যে ভাব। আমার অমঙ্গল তুমি চাওনা, এসব তো আমার অজানা নেই দাদা!

তবু-।

তোমার উত্তরটা আমি দিতে পারি, যদি তুমি আমার দাবী আগে মেনে নিতে পার। বল, মানবে কিনা?

কি তোমার দাবী?

তোমার পাশে আগে ভাবীকে পেতে চাই।

তুমি আমাকে হাসালে রমা!

হাসির কথা তো আমি বলিনি?

তুমি তো জানো, অনেক দায়িত্বের বোঝা আমার মাথায় চেপে আছে?

জানি, কিন্তু তোমার প্রতি আমারও অনেক দায়িত্ব আছে দাদা?

সে সময় এলে তখন তোমার দায়িত্ব পালন কর রমা।

আমি তোমার কাছে থাকতে পেরে সব দুঃখ ভুলতে পেরেছি, কিন্তু তার দুঃখটা দেখলে আমি খুব ব্যথা পাই দাদা!

কার দুঃখে তুমি ব্যথা পাও?

www.pathagar.com

আমি যাকে ভাবী বলে ডাকব!

কে সে?

তুমি বুঝি কিছু জানো না?

তুমিই বল দেখি কার নাম করবে?

সেলিনা। হলোত!

সে তোমাকে কি বলেছে?

কিছুই বলেনি।

তবে তুমি দুঃখ পাও কেন?

তার দিকে তাকালে আমার ভয় হয়।

ভয়ের কারণ তো দেখিনা।

সে কিছু বলে না, তাই।

শোন রমা, তুমি যে দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছ, সে তার একআনাও পায়নি। তার জন্য দুঃখের কোন প্রশ্নই আসেনা।

তুমি কেবল তার বাইরেটা দেখতে পাও, ভেতরটা তো দেখতে পাওনা, আমি আগে তাকে পেতে চাই। তার পর তুমি আমার কথা বল।

আমি খুব ক্লান্ত, আমাকে বিশ্রাম নিতে দাও রমা।

কিভাবে তুমি বিশ্রাম নেবে?

ভাই হিসাবে তোমার প্রতি আমারও যে দায়িত্ব আছে, সেটা সমাধা করতে পারলেই আমি বিশ্রাম নিতে পারব।

তুমি কথা দাও ভাবীকে আমার হাতে তুলে দিতে বেশী সময় নেবে না।

কথা দিতে পারি, তবে সময়ের কথা বলতে পারব না। নিজেকে প্রস্তুত করতে যতদিন লেগে যাবে সে সময়টা আমাকে দিতে হবে।

আমাদের ছেড়ে তুমি পালিয়ে যাবে না তো?

যাব।

কোথায়?

বাড়ীতে যাব।

কতদিন থাকবে?

যতদিন ক্লান্তি দূর না হবে।

www.pathagar.com

আমি আসতে বললে আসবে না?

ডাকলে সাড়া দেব।

আমি যখনই ডাকব তখনই আসতে হবে। না এসে তুমি পারবে না দাদা!

রমা।

বল।

তোমার দাদা বৌদির কথা মনে পড়ে?

না।

কেন?

কত চিঠি দিলাম, একটিও তো উত্তর দিলো না।

মালতীর কথা মনে হয়?

তাও না।

তুমি যে তাকে খুব ভালবাসতে?

বাসতুম, কিন্তু এখন ভুলে গেছি।

তুমি তো ভুলতে পার না?

তুমি জানো না দাদা, আমি একদিন চিঠি লিখে নকীবকে পাঠিয়ে ছিলাম মালতীকে নিয়ে আসতে। তার বাবা মা আসতে দিল না। সেও এলো না। তার পরেও সংবাদ পেলাম দাদারা এসে এ দেশের জায়গা জমি সব বিক্রী করে একেবারে চিরদিনের জন্যে চলে গেছে। আমার কথাটি একটিবারও মনে করলো না। আমার সাথে দেখা করা তো দূরের কথা, বাবা মার শ্রাদ্ধের টাকাটি পর্যন্ত দিয়ে গেলো না। আমি যে তাদের ভুলতে চাইনি, তারাই তো আমাকে ভুলিয়ে দিলো।

কথা শেষ করে রমা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো, তখন তার দু'চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে পানি ঝরছে।

তুমি ব্যথা পেলে?

পেলাম বৈকি।

তুমি দুঃখ করনা রমা, তোমার দুঃখ যে আমি সহ্য করতে পারিনা।

রমা হেসে ফেললো। আমার হাত ধরে বললো, আমি আর কোন দিন পেছনের কথা মনে করব না দাদা। আমি মনে করব জন্মসূত্রে তুমি আমার ভাই। তুমি সোহাগ দিয়ে, স্নেহ দিয়ে আমাকে গড়ে তুলেছ। আমার শত অভাব তুমি নিজেকে তুচ্ছ করেও পূরণ

www.pathagar.com

করেছ। এরপরও তুমি আমাকে নিয়ে ভাব। বোন হয়ে ভাইয়ের কাছে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কেউ পেতে পারে না দাদা!

রমাকে সুসমাদের বাড়ী রেখে এলাম। একটা শুভ দিন স্থির করে ফেললাম। খুলনা থেকে মনোরমা আর রকীবকে আসতে লিখলাম। তারা এলো। বন্ধু এলিনা, সেলিনা মালিনী বৌদিকে নিয়ে নির্দিষ্ট দিনের আগে আমিও গেলাম। খুব জাঁকজমকের সাথে বিয়ের অনুষ্ঠান করা হল। হাসিব বন্ধু বান্ধব নিয়ে বিয়ে করতে গেল। আনন্দের মধ্যে দিয়ে বিয়ের কাজ সমাধা করা হল। বর যাত্রীরা বৌ নিয়ে চলে গেল। এই বিয়েতে যারা অংশ গ্রহণ করেছিল সবাই একে একে চলে গেল। আমি কয়েকদিন বিশ্রামের জন্যে সুসমাদের বাড়ী থেকে গেলাম।

দিন পাঁচেক কেটে গেল। সেদিন রাতে সুসমা আর আমানের সাথে কথাটা পাড়লাম। অনেক দিন বাড়ী থেকে এসেছি, একবার বাড়ী যাওয়ার দরকার। সুসমা কেঁদে ফেললো। বললো, সেলিনা কে একবারে নিয়ে যাবে না?

তোমরা সবাই ভাবছ সেলিনার কথা, আমার কথা তো কেউ ভাব না।

কেন ভাবব না?

তাহলে কেবল ওর কথাটাই বললে কেন?

তুমি শিখেয়েছ যে!

হার মানলুম। ওকে দেখবার দায়িত্ব তোমাদের কাছে দিয়ে যাচ্ছি। আমাকে একটু শান্ত হতে দাও।

সুসমাকে অনেক বুঝিয়ে, খোকাকে আদর করে কোলে পিঠে নিয়ে তার কচি মুখখানা স্নেহ চুম্বনে ভরিয়ে দিয়ে চলে এলাম। পিষিমার সাথে দেখা করতে গেলাম। ইতোপূর্বে তার এক ভাইপোকে নিয়ে এসে তার হাতে দিয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে পেয়ে খুব খুশী হলেন। তার ভাইপো গিরিশ ছেলেটি ভাল। সে বৌ নিয়ে একেবারে চলে এসেছে। পিষিমার মনে আর কোন দুঃখ নেই। আমি বাড়ী যাব, এ কথা বলে তার কাছ থেকে বিদায় চাইলাম। তিনি অনেক দিন পর আর একবার আমার মাথায় হাত দিয়ে দীর্ঘ আশীর্বাদ করলেন। মালিনী বৌদির সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি বাড়ী যাবার কথা শুনে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। বললেন, তোমার কথা চিন্তা করতে করতে আমি হয়রান হয়ে যাচ্ছি ঠাকুরপো। তুমি আমার যে উপকার করেছ তার ঋণ তো কোন দিন শোধয়াতে পারব না, তবু কিছু একটা করতে চাই। সে সুযোগ আমাকে দিতে হবে।

www.pathagar.com

গত দু'বছর ধরে অনেক সাধ্য সাধনা করে নবীন বাবুকে কুপথ থেকে সুপথে এনে মালিনী বৌদির হাতে তুলে দিয়েছিলাম। আজ প্রায় এক বছর ধরে তাদের দাম্পত্য জীবন খুব সুখে যাচ্ছে। এই বিষয়টা আমার আর সমস্ত কৃতিত্বকে নিঃস্প্রভ করে দিয়েছে। আমিও এতে খুব আনন্দ পেয়েছি। আমাকে কোন কথা বলতে না দেখে তিনি বললেন, ঠাকুরপো কথা বলছ না যে?

আপনি কি সুযোগ পেতে চান?

তোমাকে একা ছেড়ে দেব না।

কেন?

আমার ভয় হচ্ছে।

কিসের ভয়?

এতো দিন সেলিনার কথা বুঝতে চেষ্টা করিনি, এখন তার মনের পর্দা সরিয়ে যা দেখলাম তাতেই ভয় পাচ্ছি।

কি দেখলেন?

সে তোমাকে সত্যি ভালবাসে, কিন্তু আশ্চর্য লাগে তার চোখে এক ফোটা জল নেই।

একদিন ছিল এখন শুকিয়ে গেছে।

শুকালো কেন?

আমি শুকিয়ে দিয়েছি।

তুমি ভুল করেছ?

কেন?

একদিন বাঁধ ভেঙ্গে সব জল ঝরবে, সেদিন তুমিও হয়তো তাতে ভেসে যাবে। ওকেও তো ভাসাতে পারে।

দু'জনেই ভেসে যাবে।

তাহলে তো খুব আনন্দ উপভোগ করা যাবে বৌদি!

আমাদের কথা বার্তার মাঝে নবীন দাদা এসে গেলেন। বৌদি বললেন, তোমার গুণধর ভাইটি চলে যাচ্ছে।

কোথায় যাচ্ছে?

বাড়ী।

এটাও তো একটা বাড়ী। আমি তাকে যেতে দেব না, সে আমার ছোট ভাই। তাকে বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে এই বাড়ীতেই তুলে দেব। দরকার হলে এই বাড়ীর একটা অংশও তার নামে লিখে দেব। এই তার সংসার। আমি যা উপার্জন করব তা সব তার হাতে তুলে দেব। সে সংসার চালাবে। আমি তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলাম, ঐ ভাই যে আমাকে সেই ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচালে, তার আগে আমি যে পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না!

www.pathagar.com

নবীনদা এক নিঃশ্বাসে যে কথাগুলো বললেন, তাতে বৌদি আর আমি দু'জনেরই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। দু'জনেই তার পায়ের ধুলা নিলাম। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম। তিনি বললেন, আমি পাপী, আমার কাছে কিছু নেই, তোমার বৌদির কাছে যেয়ে কাঁদ।

বৌদিও আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। আমি কাঁদলাম। সেদিন আর বৌদির বাড়ী থেকে আসতে পারলাম না, দাদা আর বৌদির এই আন্তরিকতা আমার অন্তরে গভীর দাগ কেটে দিল। পরের দিন সকালে অনেক হাতে পায়ে ধরে অনুনয় বিনয় করে তাড়া তাড়ি আসবো এই শর্তে মুক্তি পেলাম।

রমাকে দেখতে গেলাম। গত কয়দিন তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে বুঝতে পারলাম। হাসিব আর সে আমাকে খুব যত্ন করে খাওয়ালো। রমাকে বলতে হয়নি সে নিজেই বুঝে গেছে আমি ছুটি নিতে এসেছি। সে বললো, তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছিনে, কিছুদিনের জন্যে ছুটি দিলাম। ছুটি ফুরিয়ে গেলেই চলে আসতে হবে। আসবে তো দাদা?

তোমাদের কথা ভুলে তো থাকতে পারব না।

আমিও তা জানি। এলিনা যখন শুনলো আমি বাড়ী চলে যাচ্ছি তখন বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুজে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু সে যার জন্যে কাঁদছে তার চোখে এক ফোটা পানি নেই। সে যখন জড়িয়ে ধরে চোখের পানিতে আমাকে ভিজাচ্ছিলো তখন আমি সেই দৃশ্য চোখে দেখতে পারিনি। কেমন যেন চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলাম। কতক্ষণ এমনভাবে ছিলাম জানিনা। তবে যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম, তখন দেখলাম, আমি ঘরের মধ্যে খাটের উপর শুয়ে আছি, আমার চার পাশে অস্থির চিত্তে বসে আছে বন্ধু, মা, এলিনা পাখার বাতাস করছে, সেলিনা মাথায় পানি ঢালছে। কি হয়েছিল আমার? আমাকে চোখ মেলতে দেখে ওদের হতাশা দূর হয়ে গেল। আমি উঠতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। এলিনা আমার মুখে হাত বুলিয়ে বললো, তুমি শুয়ে থাক ভাই, তোমাকে উঠতে হবে না।

মায়ের দিকে তাকালাম, তার চোখে পানি, মুখের উপর যেন কালছায়া পড়েছে। অব্যক্ত ব্যথায় মনটা ভরে গেল। হাত বাড়িয়ে মায়ের ডান হাতখানা ধরলাম। কান্না জড়িত কণ্ঠে বললাম আপনি কাঁদবেন না মা! আপনার চোখে পানি দেখে আমি সহ্য করতে পারছিনে। আমার হৃদয় চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে মা! দোয়া করুন, আমি যেন হাসি মুখে দেশের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসতে পারি।

পরের দিন রাতে শতাধিক মানুষের, কারও আশীর্বাদ কারও প্রাণভরা দোয়া কারও চোখের পানি কারও ভালবাসা নিয়ে রাতের ষ্টিমারে চেপে বসলাম। বাড়ী যাব।

www.pathagar.com

দীর্ঘদিন পর বাড়ী এসে অনেক পরিবর্তন দেখতে পেলাম। আমার কথা কেউ ভাবত বলে বুঝতে পারলাম না। কেবল আব্বা আর বিমাতার মেয়ে শেফালী আমার জন্যে মাঝে মাঝে চোখের পানি ফেলতেন। আমাকে পেয়ে শেফালীর সেকি আনন্দ। আমি তাকে কোলে কাঁধে নিয়ে একটু নাচিয়ে ভ্রাতৃস্নেহে ভরিয়ে দিলাম। আমি বিরক্ত হবো মনে করে দু'চার দিন কেউ কিছু জানতে চাইলো না। একদিন রাতে আব্বা বললেন আর কোথাও যেয়োনা। তোমার চাচা ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। তুমি সেখানেই যেয়ে ব্যবসা কর।

আমিও ভেবে দেখলাম এমন সুযোগ ছাড়া আমার জন্যে ঠিক হবে না।

চাচাকে বললাম, গোডাউনটা আমাকে দিন। তিনি মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কি করবে? ব্যবসা করব। টাকা পয়সা আছে তো, ব্যবসা করতে গেলে টাকা লাগবে না?

আমি কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বৃথা মাটি খুঁড়তে চেষ্টা করছিলাম। তিনি কোন উত্তর না পেয়ে বললেন, গোডাউন চেয়েছ দিয়ে দিলাম, টাকা পয়সা দিতে পারব না। পারলে ব্যবসায় লেগে যাও।

এমন সময় সেখানে মহর আলী চাচা এসে গেলেন। তিনি চাচাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি বলছে তোমার ভাইপো?

গোডাউনটা চাচ্ছে, ব্যবসা করবে তাই।

টাকা পয়সা কোথায় পাবে?

তা জানিনে।

দেখ যেন চুরি ডাকাতি করে আবার ব্যবসায় লাগায় না। এমন একটা আঘাত দেওয়া কথা তিনি বলবেন, তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না, তবুও আমতা আমতা করে বললাম, আমাদের বংশে কেউ কোনকালে আপনার বাড়ী চুরি, ডাকাতি করেছে নাকি?

আমি কোন দিন গুরুজনদের সামনে আজ পর্যন্ত মাথা তুলে কথা বলতে পারিনি। আজ আমার মুখ দিয়ে এমন কথা বেরুবে তা তিনিও ধারণা করেননি। তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, খুব যে কথা শিখেছ দেখছি। দেখ সেজ ভাই, তোমার এই ভাইপো যা বললো তাই শেষ পর্যন্ত করেই তবে ছাড়বে, আমি বলে রাখছি।

কথা শেষ করে তিনি রাগে গর গর করতে করতে চলে গেলেন।

চাচা বললেন- দেখলে সবাই তোমার উপর ক্ষেপে আছে। একটু সাবধানে পথ চল।

আমার বিরুদ্ধে যদি দুনিয়ার মানুষ সবাই ক্ষেপে যায় তা যাক আমি কেবল আপনাদের দোয়া চাই।

পরের দিন সকালে স্নান করে খেয়ে বাজারে গেলাম। ব্যবসা করতে গেলে গোডাউনটির অনেক কিছু সংস্কার করতে হবে। পুরনো ব্যবসাদারদের সাথে পরামর্শ করলাম। তারা খুব খুশী

www.pathagar.com

হলেন আমাকে পেয়ে। অনেক যুৎসই পরামর্শও অনেকের কাছে পেয়ে গেলাম। আবার গোড়া থেকেই আমার জীবন শুরু হল। ইতোপূর্বে প্রায় তিন বছর যেখানে কাটিয়ে এলাম সেখানে থাকলেও একদিন স্বাবলম্বী হতে পারতাম, এমন পথ তো বেরিয়ে এসেছিল, কিন্তু কেন ছেড়ে এলাম সাড়া জাগানো দিনগুলো!

এই আমার জন্ম স্থান! এখানেই আমি মায়ের গর্ভ থেকে জন্মেছিলাম। পিতা, ভাই, বিমাতা শেফালী, চাচা-চাচী সবাই তো এখনও এই সংসারেই আবর্তে ঘুর পাক খাচ্ছে। প্রতিবেশী, গ্রামবাসী আছে যাদের সাথে জীবনের অনেকগুলো বছর হেসে খেলে পার করে এসেছি। এখানেও তো আমার অনেক দায়িত্ব থাকতে পারে। সত্যিকার মানুষ হয়ে যদি আমাকে বাঁচতে হয় তাহলে এদের প্রতি আমার যে কর্তব্য আছে তা তো আমাকেই পালন করতে হবে। দূরে থেকে তো আর এমন কর্তব্য কাজ করা সম্ভব নয়। তাই আমার সব মনমানসিকতা এখানে নিবদ্ধ করতে হবে।

অনেক বাঁধা বিপত্তি কাটিয়ে ব্যবসাটা শেষ পর্যন্ত দাড় করিয়ে ফেলতে পারলাম। বাইরের দিকে সময় ও সুযোগ দেওয়ার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে আব্বার পীড়াপীড়ি চাচার তাগাদা, আত্মীয় স্বজনের সাধাসাধি আমাকে খুব ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো। তাদের ধারণা আর দেরী করবার কোন যুক্তি নেই, এখনই বিয়ে দিয়ে বউ আনা হোক। সবাইকে টক মিষ্টি দু'টো কথা শুনিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু আব্বা আর চাচাকে কিছু বলতে পারতাম না। সবাই বাঁধতে চেষ্টা করতেন আমিও ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে যেতাম। রাতে যখন শুয়ে থাকতাম তখনই আমাকে ঝড়ের কবলে পড়তে হত। এতোদিন মনকে শান্ত করে রেখেছিলাম, কিন্তু বিয়ের কথা উঠলেই সেটা আর শান্ত থাকতো না, আলোড়ন শুরু করে দিত। আমার গুরুজন আত্মীয় স্বজনের কথায়, বিয়ের পথ তো আমি রুদ্ধ করে দিয়েছি কাউকে বলে আমি সেকথা বোঝাতে পারব না। জানি দু'টি প্রাণী আমার পথ চেয়ে বসে আছে। কিন্তু প্রথমটিকে তো আমি স্বীকৃতি দিতে পারিনি। তবু সে যদি অপেক্ষা করতে থাকে তার কাঙ্খিত প্রেমিকের জন্য। আমি তো একজন ছাড়া দু'জনকে আমার হৃদয় সিংহাসনে বসাতে পারিনা। আমিও তো কঠিন পরীক্ষা দিয়ে চলেছি। ফলাফল আমার হাতে নেই। যদি কোনদিন ফলাফল পাই তাহলে অপরদিক থেকে পেতে পারি। জানিনে সে সময় কত। হয়ত জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

দু'মাস পরে রমার চিঠি পেলাম। সে লিখেছে দাদা! দুঃখের দিনে তুমি সব সময় আমার মুখে হাসি ফুটাতে অস্থির হয়ে পড়তে।

www.pathagar.com

তোমার অফুরন্ত দোয়া আমাকে সুখ দিয়েছে। সত্যি করে বলছি, নারী হয়ে আমি যা পেতে পারি তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছি। আজ সুখের দিনে তোমাকে পাচ্ছিনে, এটাই এখন আমার বড় দুঃখ দাদা! দূর থেকে ডাক দিলাম। উত্তরটা যেন নিকটেই পাই।

মনোরমার আভিযোগ আমি তাদের ভুলে গেছি। সুসমা লিখেছে, আমাদের কথা মনে করে নাইবা এলে কিন্তু খোকা যে মামা বলতে বলতে মুখ ব্যথা করে ফেলছে।

একদিন কিছু খেলনা ডাকে পাঠিয়ে দিলাম। লিখলাম, খেলনা পেলে খোকা মনে করবে মামা নিজ হাতেই দিয়েছেন।

এলিনা লিখেছে, খেলাঘরের বোন পাতিয়ে ছিলে ভাই! আমার সেই খেলা না হয় তুমি শেষ করে গেলে, কিন্তু তোমার খেলা তো শেষ হয়নি। একদিন যে তুমি আমাদের মাঝে ছিলে সেটুকু যেন ভুলে যেয়ো না।

এলিনার চিঠির মধ্যে ছোট একটা চিরকুট পেলাম, তুমি চলে গেলে অথচ আমার কোন পথ দেখিয়ে গেলে না। কি করব আমি?

সবার চিঠির উত্তর এক প্রকার দিয়ে দিলাম। সেলিনাকে লিখলাম। একদিন তোমাকে পথ দেখাতাম, সেদিন ছিল তোমার প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ। তুমি সেটা আমার অজান্তেই ঢেকে দিয়েছ। এখন যেটা সামনে আনতে চাচ্ছ সেটা তো কঠিন পরীক্ষার বিষয়। সেই পরীক্ষা তো আমাকেও দিতে হচ্ছে। তোমাকে পথ দেখাব কি করে?

একদিন বিকেলে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বসে আছি। আরও অনেকে সেখানে আছে। আমরা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কথাবার্তা বলছিলাম। রাস্তার পাশেই আমার গোডাউন। পাশে একটা বড় আম গাছ আছে। তার ছায়া বেশ আরামদায়ক। তাই আশে পাশের ব্যবসায়ীরা অবসর পেলে আমার এখানেই সময় কাটায়। আমি এক সময় রাস্তায় দিকে চেয়ে তাজ্জব হয়ে গেলাম। নবীন দাদা আর মলিনী বৌদি তাদের ছেলেকে নিয়ে রিকসায় যাচ্ছে। আমি ডাক দিলাম বৌদি! ডেকেই আমি খাট থেকে নেমে গেলাম। চমকে উঠে বৌদি, পাশে তাকিয়ে দেখে আমি তাদের দিকে যাচ্ছি। বৌদি যেন ঝাঁপিয়ে নেমে পড়লেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে সে কী কাঁন্না! আমারও চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো টপটপ করে।

ছি! রাস্তায় উপর দাড়িয়ে আপনি একি করছেন বৌদি! মানুষ মন্দ বলবে না। চলুন বাড়ী যাই। তাকে রাস্তার উপর থেকে সরিয়ে আড়ৎ এর কাছে নিয়ে এলাম। ইতোমধ্যে সেখানে যারা ছিলেন কিছু না বুঝতে পেরে কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচায়ি করে চলে গেলেন। দাদা বৌদি তাদের ছেলে বিমলকে বসিয়ে বাজারের মধ্যে গেলাম। অনেক করে মিষ্টি মিঠাই নিয়ে এলাম। তাদেরকে খেতে

www.pathagar.com

দিলাম। বৌদি বললেন, এখানে কিছু খাব না। বাড়ী যেয়ে খাব ঠাকুরপো!

তখনই আড়ৎ বন্ধ করে বৌদিদের নিয়ে বাড়ী গেলাম। আমার অতিথি হিন্দু বলে অনেকে খুশী হতে পারেনি। কিন্তু আব্বা খুশী হয়েছিলেন। তিনি তাদের সামনে বলেই দিলেন- আমার অনেক হিন্দু বন্ধু আছে, তারা আমার বাড়ী আসে, আমিও তাদের বাড়ীতে যাই। ছেলের হিন্দুর সাথে বন্ধুত্ব আমি অপছন্দ করব কেন? আব্বার কথা শুনে মালিনী বৌদি খুব খুশী হয়েছিলেন। তিনি আব্বার পায়ের ধুলী নিলে তিনি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। আমার বিমাতা, তাই আব্বা মাকে বলে দিলেন- ছেলের বন্ধুরা বেড়াতে এসেছে, ওদের যেন আদর যত্নের ত্রুটি হয় না। ওরা যা খেতে চায়, যেভাবে থাকতে চায় সেভাবেই ব্যবস্থা কর।

মালিনী বৌদি আগেই বলে দিলেন- তুমি কোন দিন পৃথক কিছু কর নাই আমি পৃথক করতে যাব কোন দুঃখে। সব ব্যবস্থা তোমাদের মত করেই চলবে।

রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘরের মধ্যে আমি যে খাটে থাকতাম সে খাটের উপর দাদা বৌদির বিছানা করে দিলাম। আমি বারান্দায় একটি খাটের উপর বিমলকে নিয়ে শুতে যাব, বৌদি ডাকলেন। বিমলকে শুতে বলে আমি ভিতরে গেলাম। বৌদি বললেন, ঠাকুরপো আজও তোমাকে বুঝতে পারলাম না। তোমার হৃদয় যে কি দিয়ে গড়া তা ভাবতে বিস্ময় লাগে। তুমি যেখানে যাও সেখানেই মনে কর সব আমার আপন। আর যাদেরকে তুমি একবার আপন করে নিয়েছ, তারা নিজের চেয়ে তোমার কথাটাই বেশী করে ভাবে। গত পাঁচ ছ'মাসেরও বেশী সময় তুমি এসেছ এর মধ্যে একটি রাতও কি আমরা ঘুমাতে পেরেছি। সুসমা, রমা, এলিনা এরা আমাকে পাগল করে ছেড়েছে। আমি নিজেই তাই তোমার অনুপস্থিতে সহ্য করতে পারছি না তার উপর ওদের জ্বালাতন, কি করে সহ্য করা যায়। আমি আরও আগেই আসতাম ওদেরকে ফেলতে গিয়েই আসতে দেরী হয়ে গেল। সেলিনার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারিনা। সে এক বুক তৃষ্ণা নিয়ে নিজে নিজে পুড়ছে। কারও কাছে প্রকাশ হতে দেয় না। আমরা পরামর্শ করে তার ভাইকে দিয়ে বি.এ পড়বার জন্যে কলেজে পাঠানো হয়েছে। আমি তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছি। তোমাকে অবশ্যই আমার সাথে যেতে হবে। যাবে তো ঠাকুরপো?

আপনার মনে ব্যথা দিতে পারব না বৌদি। আমি কি অবস্থায় আছি, দাদাকে সব কাল দেখাব, তার পর আপনারাই বলবেন, আমি যেতে পারব কি না। তবে বৌদি, এখনতো আমার যাওয়ার কোন প্রশ্নই দেখছি না।

www.pathagar.com

কেন?

আপনারা তো আমাকে অন্ততঃ দু'তিন বছর ছুটি দিয়েছেন।

কে বলল?

এই তো আপনি বললেন- ওকে পড়াতে দিয়েছেন। বৌদি ও দাদা হো হো করে হেসে ফেললেন। বললেন, অজুহাতের সুযোগ খুঁজছিলে, এবার তাহলে পেয়ে গেলে?

তা পেলাম বৈকি।

আমি তা শুনতে চাচ্ছিনে। তুমি যে আমাদের বিছানা করে দিলে, আমারও কি সখ হয় না, তোমাদের বিছানা আমি করে দেব?

হতে পারে।

আমার বড় আশা তোমাদের বাসর ঘর আমি সাজাব। আর কাউকে এর মধ্যে ঢুকতে দেব না।

তেমন দাবী আপনার থাকতে পারে, যদি সে সুযোগ কোন দিন আসে।

আসতেই হবে। না আসবার কোন কারণই নেই।

আজকের মত বিশ্রাম করুন বৌদি, কথা বলবার অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে।

আমি বারান্দায় এসে দেখি, বিমল ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও তার পাশে শুয়ে পড়লাম। মনে মনে একটু স্বস্তি পেলাম। সেলিনা যখন কলেজে ভর্তি হয়েছে তখন আগামী দু'বছর আর কোন চাপ আসবে না। আসলেও তা ফিরান সহজ হবে। সকালে স্নান সেরে কিছু খেয়ে নবীন দাদাকে সাথে নিয়ে বাজারে গেলাম। আমার অনেক বন্ধু বান্ধব এবং ব্যবসায়ীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমার পাশেই এক হিন্দু ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি যেন খুশী হতে পারলেন না। তারা হলো ধোপা, নবীন দাদা সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। ধোপারা তাদের ছায়াও মাড়াতে পারে না অথচ তিনি আমার বাড়ী অতিথি। ওদের বাড়ীর মেয়েরাও অবাক হয়ে গেল। সন্তোস দাদার বৌ আমাকে ডাকলো। নবীন দাকে সাথে নিয়ে যাবই তিনি তাদের বাড়ীতে যেতে চাইলেন না। তবু আমি প্রায় এক প্রকার জোর করেই নিয়ে গেলাম। বৌদি জিজ্ঞেস করলো, কি হয় তোমার?

দাদা।

কেমন দাদা?

নবীন দাদা এবার যেন একটু ক্ষেপে গেলেন। তিনি বললেন- আমার ছোট ভাই, এবার বুঝলেন?

ওরা বুঝবে কি, আরও বিস্মিত হয়ে গেল। আমি বললাম, নবীন দাদা আমার বড় ভাই। আমার ভাবীও এসেছেন, আমাদের বাড়ীতে আছেন। আমাদের সম্পর্ক বড় গভীর। তোমরা ভাল

www.pathagar.com

জানো আর মন্দ জানো আমাদের সম্পর্ক ভাই ভাই।

বৌদি জিজ্ঞেস করলো, কোথায় থাকেন?

আমার ঘরে।

রান্না করে খান?

আমরা এক সাথেই খাওয়া দাওয়া করি।

রান্না করে কে?

মা, বৌদি, আমার বোন।

এমন আজব কাণ্ড তো কোন দিন দেখিনি।

না দেখে থাকলে এবার দেখে নিন।

দাদাকে বাজার থেকে একেবারে চেকপোষ্ট পর্যন্ত সব দেখিয়ে নিয়ে এলাম। তিনি জানতে চাইলেন, ওপারে যাওয়া যাবে কি না। আমি বললাম, আপনি যেতে চাইলে যে কোন সময় আপনাকে পাঠাতে পারি। মালিনী বৌদির বড় মামা তার ছেলে মেয়ে নিয়ে বারাসত থাকেন। অনেকদিন তাদের সাথে চিঠি পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ ছাড়া দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। বাড়ী এসে দেখি, বৌদি যেন এই বাড়ীর কর্তী। একদিনেই সবাইকে একেবারে আপন করে নিয়েছেন। আব্বাকে তিনি নিজের শ্বশুরের মর্যাদায় বসিয়েছেন। এমন অন্তরঙ্গ ভাব তাঁর সাথে গড়ে ফেলেছেন তা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আব্বা আমার বিয়ের কথা বললে- তিনি বলেছেন, মাসুদের বিয়ের জন্য আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমাদের উপর বিশ্বাস রাখুন, একটা সোনার প্রতিমা বৌ বাড়ীতে নিয়ে আসব। আমরা মেয়ে ঠিক করে ফেলেছি, বি.এ পড়ছে। পড়া শেষ হলেই বিয়ের কাজ সমাধা করে দেব। আপনি উতলা হবেন না।

কি জানি বৌদির কথা আব্বা মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন কিনা, তাই আর কোন দিন এসব কথা নিয়ে তিনি কারও সাথে কিছু বলতেন না। কেউ কিছু বললেও তিনি এড়িয়ে যেতেন।

চার দিন পর বৌদিরা তার মামার বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। আমি একটা বিশ্বস্ত লোক সাথে দিয়েছিলাম। সাথে করে নিয়ে যাবে আবার সাথে করেই নিয়ে আসবে। সেখানে এক সপ্তাহ কাটিয়ে ফিরে এলেন। দাদা বৌদি এরপর আমার প্রতি যেন আরও বেশী করে স্নেহ ঢালতে লাগলেন। তাঁরা অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছেন।

তিন দিন পর তাঁরা চলে যাবেন, দেশের বাড়ীতে। কথা হল, আগামী দু'বছর আমাকে সময় দেবে, এরপর আর একটি দিনও ছাড় দেবে না। সময় মত না গেলে এসে ধরে নিয়ে যাবেন। ওদের সবাইকে এক সেট করে পোষাক কিনে দিলাম। বিকেলে বরিশাল এক্সপ্রেসের টিকিট কেটে ওদেরকে ভাল ছিট দেখে

www.pathagar.com

বসিয়ে দিলাম। গাড়ী ছেড়ে দিলে, যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ ওরাও জানালা দিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকলেন, আমি তাঁদের দিকে চেয়ে থাকলাম। মাঝে মাঝে উভয়েই হাত নাড়িয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানান হল। গাড়ী অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় প্লাটফরম পার হয়ে আমার গোডাউনের দিকে গেলাম।

ওরা আপন কেউ নয়। তবু আপনাদের চেয়েও যেন বড়। পথ ভ্রষ্ট নবীন দাদা যে এতো ভাল হয়েছেন তা আমার অন্তরে সাড়া জাগালো পুলক সৃষ্টি করে দিয়ে গেলেন। তাদের এই গভীর স্নেহ ভালবাসা চিরদিন আমার হৃদয়কে আলোকিত করে রাখবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

এক বছর পরের কথা।

ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে ঝিকরগাছায় গিয়েছি, ষ্টান্ডে বাস থেকে নামতেই বড় দাদার সাথে দেখা। তিনি আমাকে দেখে যেন চমকে উঠলেন। আমি তাঁর দিকে চেয়ে হেসে ফেললাম।

হাসছিস যে বড়।

মনে ভাবলাম, আপনি ভয় পেয়েছেন তাই।

তা তো দেখে একটু ভয় লাগে বৈ কি!

কেন?

সে অনেক কথা। তা তোকে তো প্রায় চার বছরেরও বেশী সময় ধরে দেখছি না, কোথায় ছিলি?

দেশ ভ্রমণে।

চার বছর ধরে?

তিন বছর বাইরে ছিলাম, এক বছর হল বাড়ীতে আছি।

তাতো শুনিনি।

আপনাদের বাড়ীর পথ আমার জন্য বন্ধ, আপনিও আসেন না, তবে শুনবেন কোথা থেকে?

তার বড় অভিমান।

কেন দাদা?

এমন করে ডুব মারলি আর আমাদের কি দুঃখটাই না পেতে হল।

গুরু বাক্য শির ধার্য। চাচা বললেন এসো না। আমিও গেলাম না। দেশ ভ্রমণে বের হলাম। এতে আবার ডুব মারবার কি আছে?

শুনেছিস কিছু?

কি?

আজ প্রায় ছয় মাস হয়ে গেল দেলোয়ারার বিয়ে হয়ে গেছে।

শুনিনি, এখন শুনলাম। দোয়া করি, সে সুখ শান্তিতে স্বামীর সংসার করুক। তাদের দাম্পত্য জীবন মধুর হক।

www.pathagar.com

তোর ওসব দোয়া কোন কাজে আসবে না রে।

কেন?

কত জায়গায় দিন পড়ল আর ভাঙলো তার হিসাব নেই। শেষে আমি আর তোর দাদী ধৈর্য হারিয়ে ফেললাম। তার বাপের হাতে তুলে দিলাম। বিয়ে তো হল, মনে হয় সে সুখী নয়।

বিয়ে যখন হয়েই গিয়েছে তখন ওসব কথা আর না বলাই ভাল। এখন কি করে তারা সুখে থাকতে পারে সেই চেষ্টা করুন।

চল না, দেখে আসি।

কোথায়?

দেলোয়ারাদের বাড়ী।

মাফ করবেন দাদা। তার সামনে যাওয়া আমার সব রাস্তাই বন্ধ হয়ে গেছে। এখন চোরের মত আর যেতে চাই না। গেলে সব বিপদ হয়ত আমার ঘাড়ে চেপে বসবে। শেষ পরিণাম শীঘ্রই প্রাপ্য।

সেদিন রাতে শুয়ে আছি। দু'চোখে ঘুম নেই। দেলোয়ারার ব্যাপারে আমি কি আসামীর কাঠগড়ায় দাড়াতে পারি? এমন কোন অপরাধ কি আমি করেছি যে, কেউ আমাকে দুষবে? ছোট কাল থেকে কতবার তাদের বাড়ীতে গিয়েছি। তাকে এক প্রকার কোলে করেও বেড়িয়েছি। তাকে নিয়ে কত খেলা করেছি, কিন্তু যৌবনের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত তার কিংবা আমার মাঝে দুর্বল মুহূর্তও তো কোন দিন দেখা দেয়নি। ভাই বোনের পরিচয়েই ছিল আমাদের একের প্রতি অন্যের শ্রদ্ধা স্নেহ। তার পরে যেটা গড়েছে, সেটা তো সে নিজে থেকেই গড়েছে। সেখানে তো আমি ছিলাম না। পরবর্তীতে তার মুখের দিকে চেয়ে হয়ত কিছুটা দুর্বলতা আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তাতে কোন প্রাণ ছিল না। তবু হয়ত তাতে প্রাণ সঞ্চার করা যেত, যদি তার পিতা তাদের বাড়ীর দরজা আমার জন্যে বন্ধ করে না দিতেন। হয়ত আমার জীবনের মোড় ঘুরে যেত আর নদী পথে যেয়ে মিশতো না। অন্যায় আমি করিনি অতএব প্রতিফল আমি কেন পেতে যাব। আমার মাথাটা নুইয়ে এলো সেই করুণাময়ের প্রতি, যিনি চলার পথটাকে সহজ করে দিয়েছেন।

একদিন কি মনে করে আমার যে দু'খানা বই ছাপা হয়েছে তার দু'কপি বই নিয়ে গেলাম সদরে। সাহেবের বাসায় যেয়ে খোঁজ নিলাম। কাজের মেয়েটি মনে হয় নতুন। চিনতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তিনি ঢাকাতে গেছেন। বাসায় তাঁর স্ত্রী আছেন। বললাম, তার সাথে দেখা করব। আমি সোফার ঘরে যেয়ে বসলাম। তিনি দরজা ঠেলে আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন। বললেন- মাসুদ, তুমি থাকো কোথায়? দেখা নেই কেন?

www.pathagar.com

বাড়ীতেই আছি।

এখানে আস না কেন?

আসতে মন চায় না।

তোমার যে অনেক ক্ষতি করে ফেলেছি আমরা, আচ্ছা তার আর কোন ডুপ্লিকেট কপি তোমার কাছে ছিল না?

না।

কি সর্বনাশ! তোমার কতদিনের সাধনা আমরা পানিতে ভাসিয়ে দিলাম। এতে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। তবু এতোদিন মনে করতাম তার নকল কপি হয়তো তোমার কাছে আছে। তোমার ক্ষতি পূরণ দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। প্রায়ই আমরা তোমার কথা মনে করে দুঃখ প্রকাশ করি। তুমি তো মনের দুঃখে এলে না, আমরাও লজ্জায় তোমার কাছে যেতে পারি না। তুমি আজ কি মনে করে এসেছ, আমি খুব খুশী হয়েছি।

তিনি ভিতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে নিজের হাতেই আমার জন্য নাস্তা চা এনে দিলেন। আমি খেতে চাইলাম না। শেষ পর্যন্ত দু'জনে মিলে খেলাম। তিনি বললেন, তোমাকে আমি নিজের ভাইয়ের মত মনে করি। তুমি সময় পেলেই এসো মাসুদ! তুমি এলে আমরাও যেতে পারব। আর লিখেছ একখানাও?

লিখেছি।

কি বই?

আমি ব্যাগ থেকে বই দু'খানা বের করে বেগম সাহেবার হাতে দিলাম। তিনি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখে আনন্দে বিভোর হয়ে গেলেন।

দু'খানা বই ছাপিয়ে ফেলেছ!

আরও দু'খানা প্রেসে রয়েছে।

তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন- তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব, তা ভাষায় খুঁজে পাচ্ছিনে ভাই।

আমি কারও ধন্যবাদ নেওয়ার জন্য লিখিনি। লিখেছি নিজের প্রতিভা বিকাশের জন্য।

সাহেবের আর কোন বই বেরোইনি?

আর একখানা বের করেছে। দেখবে, তোমাকে এক কপি এনে দিচ্ছি।

তিনি পাশের ঘর থেকে একখানা উপন্যাস এনে আমার হাতে দিলেন। বইয়ের নাম দেখে চমকে উঠলাম। আলগা করে মাঝে মাঝে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে এক সময় নিঃশব্দে বইখানা টেবিলের উপর রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

কোথায় যাচ্ছ?

www.pathagar.com

বাড়ী যাচ্ছি।

কেন, আজ থাকবে না?

না।

কেন?

বৃথা সময় নষ্ট করার মত অবসর আমি পাইনে।

বইখানা নিয়ে যাবে না?

দরকার নেই।

আমি ততোক্ষণে সিঁড়ি ভেঙ্গে একেবারে নীচে নেমে গেছি।

ব্যবসা বাণিজ্যের ফাঁকে ফাঁকে বই লেখা চলতে থাকে। একখানা শেষ হয়ে গেছে আর একখানা শেষের পথে। ভাবছি এটা লেখা শেষ হয়ে গেলে বরিশাল চলে যাব। এতোদিনে হয়ত প্রেসের দু'খানা বেরিয়ে গেছে। এবার এই দু'খানা দিয়ে আসতে পারলে অনেকটা হালকা হতে পারব। সংসারের বোঝা আস্তে আস্তে কাঁধে চেপে বসছে। লেখার জন্য অবসর আর পাব কিনা সন্দেহ আছে। হয়ত লিখতে পারতাম, যদি একেবারে বাড়ী ছেড়ে দূরে থাকতে পারতাম! চেষ্টা করলে হয়ত দূরে যেয়ে চিরদিনের জন্যে থাকবার একটা পথ পেয়ে যেতাম। কিন্তু, কি করে বৃদ্ধ পিতা মাতাকে ছেড়ে একেবারে বাড়ী ছেড়ে যেতে পারি! ভাইদের জন্যে আর চিন্তা নেই। মেজ ভাই নিজের পায়ে দাড়াবার পর্যায়ে চলে এসেছে। ছোটটির জন্য আমার উপস্থিত আর অনুপস্থিত কোনটিই কাজে আসবে না। এমনইভাবে আরও একটি বছর কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। একদিন সেলিনার চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, দীর্ঘদিন কোন খোঁজ নিইনি, যদি ভুল করে থাকি তাহলে ক্ষমা করে দিও। মায়ের ভীষণ জ্বর। আজ দু'সপ্তাহ তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। ডাক্তার দেখছেন। আমি, এলিনা ভাবী সেবা শ্বশ্রুষা করছি, কোন উন্নতি হচ্ছে না। তিনি কেবল কাঁদছেন, আর তোমার নাম করছেন। তাই লিখলাম। দয়া করে একটিবার এসে মাকে দেখে যাও। আমার জন্য আসতে বলছিনে- কেননা আমার সমস্ত দেহ মন জুড়ে তুমি বিরাজমান। তাই আমি ভয় পাইনে।

ছোট্ট চিঠিখানি আমার হৃদয়ে যেন তীরের মত বিদ্ধ হয়ে গেল। মার কথা তো আমি ভুলতে পারিনে। তিনি আমার জন্য মনে কষ্ট পাবেন! এমন পাষাণ তো আমি হতে পারব না। মার রোগ শয্যার পাশে আমাকে যেয়ে বসতেই হবে। তাঁর চোখের পানি আমাকেই মুছতে হবে। তিনি যদি আমাকে না দেখতে পেরে মনে কষ্ট নিয়ে চলে যান, তাহলে যতদিন বেঁচে থাকব ততোদিন আমার প্রতি সুখ শান্তি হারাম হয়ে যাবে না!

আমার এক বন্ধুর কাছে ব্যবসার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে, পরের দিনই বরিশাল এক্সপ্রেসের টিকিট নিলাম।

www.pathagar.com

খুলনায় মনোরমাদের বাসায় গেলাম। ছ'মাসের মেয়ে তার কোলে। সুন্দর মেয়েটি তার কোল যেন আলো করে রেখেছে। ওরা আমাকে পেয়ে যেন আনন্দে নাচতে শুরু করে দিলো। শুনলাম, মায়ের জ্বরের খবর ওরা রাখে। ওরা গত কয়েকদিন ধরে যাবে যাবে করেও যেতে পারেনি। আমি বললাম- আমি আজ রাতের ষ্টিমারেই চলে যাচ্ছি। তোমাদের এখানে থাকতে পারব না। ফিরবার পথে থেকে যাব।

মনোরমা বললো- তোমাকে একা আমরা রাখতেও চাচ্ছিনে। একেবারে দু'জনকে নিয়েই বাড়ী আসব।

তাই এস, এখন আমি ষ্টিমার ঘাটে চললাম।

সকালে ষ্টিমার থেকে ঘাটে নেমে পড়লাম। একটা রিকশা নিলাম। আগে কোথায় যাব ভাবছি, এর মধ্যে রিকসা বাজারের পথে ঢুকে পড়েছে। সামনে দেখি বিমল স্কুলে যাচ্ছে। আমি রিকশা দাড় করিয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে, কেমন আছে জিজ্ঞেস করলাম। ও বললো ভাল আছি কাকা! আপনি আসেন না তাই মা কাঁদেন।

তাই নাকি?

হাঁ।

আচ্ছা, তোমার মাকে কাঁদতে নিষেধ কর, বল- কাকা এসেছেন। সে হাসতে হাসতে বাড়ীর দিকে দৌড় দিল। আমি বললাম, স্কুলে যাবে না?

মাকে বলে এসে স্কুলে যাব।

তাকে আর কিছু বলবার আগেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এলিনাদের বাসার পাশে নামলাম। রিকশা ভাড়া দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। মায়ের ঘরে যেয়ে দেখি তিনি শুয়ে আছেন, সেলিনা আর এলিনা দু'পাশে বসে আছে। আমি মা! বলে তাঁর পায়ের কাছে যেয়ে পদ ধুলি নিলাম। সেলিনা, এলিনা অবাক হয়ে গেল। সেলিনা উঠে দাড়ালো, আমি সেখানে যেয়ে বসলাম। মা! কেমন আছেন আপনি? তাঁর জীর্ণ শীর্ণ ডান হাতখানা আমি হাতের মুঠোয় নিলাম। আমার দু'চোখ ফেটে বন্যা নেমে গেল। সেলিনা সহ্য করতে না পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এলিনাও কাঁদছে। কোন কথা কেউ বলতে পারছে না। খুব ক্ষীণ কণ্ঠে মা বললেন- এতোদিনে মেয়ের কথা মনে পড়ল বাবা!

আমার আসতে দেরী হয়ে গেছে মা! ক্ষমা করে দিন আমাকে।

তুমি তো কোন অপরাধ করনি বাবা!

তবু আপনাকে কাঁদিয়েছি, আমি মস্ত বড় গোনাহ করেছি।

তার জন্য মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে হয় না বাবা! মা এমনিতেই সন্তানের সব অপরাধ ক্ষমা করে দেয়।

www.pathagar.com

মায়ের দু'চোখের পানি মুছিয়ে দিলাম। মাথায় পানি দিতে শুরু করলাম। এলিনাকে বললাম- আজ থেকে তোমাদের ছুটি। মায়ের সব দায়িত্ব আমি কাঁধে নিলাম। তা না হলে মনকে প্রবোধ দিতে পারব না। দু'দিন দু'রাত মায়ের শিয়র থেকে আমাকে কেউ উঠাতে পারেনি। কেবল স্নান আর খাওয়ার জন্যে স্বল্প সময় মাত্র দূরে থাকতাম। মা আমার বুকে হাত বুলিয়ে স্নেহমাখা কণ্ঠে বলতেন– বাবা, একটু ঘুমিয়ে নাও না হলে শরীর খারাপ করবে। আমি মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলতাম– আপনি ভাল হয়ে উঠুন, ঘুমাবার কত সময় পাওয়া যাবে। তৃতীয় দিন সকালে মাকে উঠিয়ে বসালাম। তিনি একটু সুস্থ হয়ে উঠেছেন। দুপুরের আগে তিনি উঠে দাড়াতে পারলেন। সবার মনে আনন্দ! দীর্ঘদিন পর মা আবার দু'একপা হাটতে পারছেন। মায়ের কথামত বিকেলের দিকে একটু বাইরে বেড়াতে গেলাম। মনে হল এবার যখন সময় পেলাম তখন মালিনী বৌদির সাথে দেখা করে আসি। আবার রমাকেও একটু দেখতে হবে। মালিনী বৌদির বাড়ী যেয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তাঁরা একটা নতুন ঘর বেঁধেছে এর মধ্যে। সেই ঘরটি সুন্দর করে ফুল পাতা সাজাচ্ছেন। আমাকে দেখে হাসলেন। সেখানে সীতা আর অলকাও ছিল। তারা যেন হেসে লুটিয়ে পড়ছিল। আমি কিছু বুঝতে না পেরে লজ্জিত হয়ে পড়লাম। বৌদির আরও কাছে সরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি হচ্ছে বৌদি?

বাসর ঘর।

কার জন্যে

এখন বলব না।

কখন বলবেন?

সময় হলে।

আমি ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, মনে মনে ভাবলাম- দেখি ভিতরের দিকে, কেমন সাজিয়েছে। মালিনী বৌদি ছুটে এসে আমাকে ধরে ফেলে দিলেন। বললেন, এখন কাউকে দেখতে মানা। আমাকে তার ঘরে নিয়ে বসালেন। এক কাপ চা খাইয়ে বললেন, তোমার দাদার সাথে দেখা করে এস। আমি বাজারের দিকে গেলাম। পেছনে বৌদি সীতা অলকার হাসি কৌতুক আমাকে পুলকিত করল। দোকানে যেয়ে নবীনদাকে পেলাম না। কর্মচারী বললো, তিনি কার যেন বিয়ের ব্যাপারে খুব ব্যস্ত আছেন। গেলাম রমার বাসায়। সেখানে যেয়ে দেখি নকীব একা বাড়ীতে আর কেউ নেই। নকীব আমার কুশল জিজ্ঞেস করে বসতে দিলো।

তোমার ভাই ভাবী কোথায়?

www.pathagar.com

সরোয়ার ভাইদের বাসায় গেছেন।

কখন আসবে?

তা জানি না, বলে গেছেন আসতে অনেক রাত হবে।

আমি নকীবের সাথে গত দু'বছরের কথা নিয়ে আলাপ করছিলাম। রমার এক ছেলে হয়েছে প্রায় এক বছর বয়স। দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। নকীব খুব খুশী। তার ভাই ভাবী এখন প্রাইমারীতে শিক্ষকতা করেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। নকীব আলো ধরালো। আমরা বসে আছি এমন সময় নবীনদা ছুটে এলো। আমাকে দেখে ডাকলো- মাসুদ!

এই যে দাদা।

আমরা তোমাকে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি, আর তুমি দিব্বি এখানে গল্প করছ?

কেন দাদা?

পরে জেনো, এখন এসতো দেখি।

দাদা আমার হাত ধরে নিয়ে গেলেন এলিনাদের বাসায়। যেয়ে তো আমি অবাক! বাড়ীতে আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। মনোরমা রাকিব, সুসমা, আমান, রমা, হাসিব, মালিনী বৌদি, অলকা, সীতা আরও অনেকে বাড়ীটা আনন্দে মুখর করে তুলেছে। আমাকে দেখে সবাই ছুটে এলো। এক প্রকার আমাকে শূন্যে তুলে নিয়ে একটা কাঠের চৌকির উপর বসিয়ে দিলো। বললো- আমাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছ, এবার তোমাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে ছাড়ব। একটা অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল যেন!

পরে যা হবার তাই হল। দীর্ঘদিনের মান অভিমান বুকের ভিতর জমাট বাঁধা অব্যক্ত ক্রন্দন নিঃশেষ হয়ে গেল। বাইরের অতিথিরা সব বিদায় নিলেন। রাত এগারটার দিকে দেখলাম আমার সব বোনেরা মিলে মালিনী বৌদির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন নিজের হাতে সজ্জিত বাসর ঘরে নতুন দম্পতিকে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা টেনে দিলো। বাইরে তখন চাপা হাসির ঢেউ বয়ে চলেছে।

www.pathagar.com

বজলুর রহমান ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলার বাজিতপুরে ১৯৪০ সালে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস বেনাপোল কোর্ট থানার পোড়াবাড়ীতে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়।

বেনাপোল হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে প্রথম ছোটগল্প লেখার মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন তিনি। নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি উপন্যাস লেখা শুরু করেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ

কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, বরিশাল থেকে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হলো : উপন্যাস - সাক্ষী, মহালগ্ন, মোহভঙ্গ, রূপান্তর, সাগরের কত রঙ। ছোট গল্প - ব্যর্থ প্রেম।

আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত উপন্যাস – অপূর্ব পৃথিবী ও অপরূপ।

'বিধিলিপি' নামের একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সম্পন্ন হয়েছে। অচিরেই এটিও প্রকাশিত হবে।

বজলুর রহমান এই পরিণত বয়সেও আরো লেখার আশা পোষণ করেন। পাঠকদের উৎসাহ-ই তাঁর লেখার মূল শক্তি।

ISBN : 984-32-2120-0

Ahsan Publication

www.pathagar.com